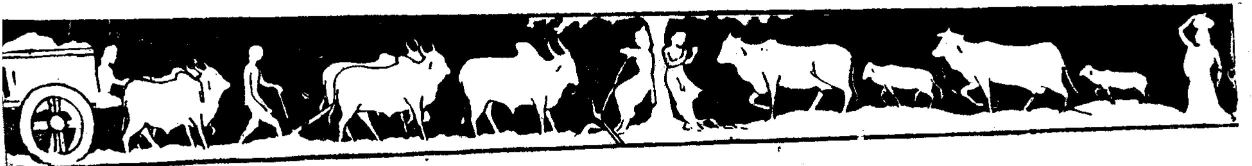
কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা



শ্রীসর্ব্বেশ্বরদাস ভক্তিশাস্ত্রী



সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা



গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি আচার্য্য ভাস্কর চিদ্বিলাসপ্রবিষ্ট শ্রীরূপানুগবর

পরমহংসকুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের

অনুকম্পিত

শ্রী সর্ব্বেশ্বরদাস বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সঙ্ঘ।
A/63 Asha park Jail Road, Tilak Nagar,
New Delhi—110018.

—স্মরণীয়—

যাঁহাদের অমৃতদৃষ্টি প্রভাবে এই শ্রীগ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে—

১। ত্রিদণ্ডীস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ।
২। ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাচার্য্য।
৩। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীমদ্ ললিতাপ্রসাদ ঠাকুর।

শ্রীভক্তিবিনোদ দ্বাদশ মন্দির, বীরনগর (নদীয়া)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাশ্রম, ২৩ নং ডাক্তার লেন, কলিকাতা—১৪
২। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মন্দির, নন্দনাচার্য্য ভবন, মায়াপুর (নদীয়া) প ঃবঙ্গ।
৩। শ্রীনিবাস গৌড়ীয় মঠ, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, পঃবঙ্গ।
৪। শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, মায়াপুর (নদীয়া)
৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ নং বিধান সরণী, কলিকাতা—৭

—+—

মুদ্রণালয়—
শ্রীহরিনাম প্রেস
বাগবুন্দেলা, বৃন্দাবন

সেবানুকুল্য—৩০্



परिव्राजकाचार्य १०८ श्री श्रीमद् भक्तिकमल पर्वत गोस्वामी महाराज



नित्यलीला प्रविष्ट ॐ विष्णुपाद १०८ श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज

ভূমিকা

কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা গ্রন্থের শিরোনামই তার ভূমিকা। তথাপি প্রচলিত রীতি অনুসারে ভূমিকা লিখিতেছি মাত্র। গ্রন্থের প্রধান বিষয় বস্তু গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর অত্যুত্তম মহিমা প্রকাশ। গোলোক হইতে ভৌম গোকুলের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য—মধুররসাশ্রিত নিখিল জীব নিচয়ের নিগূঢ় ভজনপথ প্রদর্শন। নিত্য পরকীয় রস ভূমিকায় অবস্থান হেতু সমগ্র জীবন প্রাণ—প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের বিরহে অশ্রু-বিসর্জ্জনই তাঁহার ভজন পথ একায়ন ধারা। শ্রীরাধার এই ধারায় নিস্নাত হইতে পারিলেই জীবনে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সাধক ও সাধিকাগণ সর্ব্বোত্তম ভজন-সম্পদ কৃষ্ণপ্রেম লাভে অধিকারী হইতে পারিবে। ইহাই বেদগুহ্য ভক্তিসার। ভক্তিযোগ, ভক্তি যোগ ভক্তি যোগ ধন। ভক্তি যোগ কৃষ্ণ নাম স্মরণ ও বন্দন। এখানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ত্যাগের ভূমিকা—ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরব জনাঃ তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্ ॥—ইহাই শ্রীরাধার নিত্য স্বরূপ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগলমাধুরীই সর্ব্বোত্তম উপাস্য তত্ত্ব। তমাল তরুর স্নেহময় অঙ্কে সোহাগে জড়িত স্বর্ণলতিকার ও তাঁহার নবকিশলয় দলের দোলন লীলা দৃষ্টি পথে পতিত না হইলে মধুর বৃন্দাবনের সাধনাই—বিফল হইয়া যায়। শ্রীরাধাই অপ্রাকৃতধাম বৃন্দাবনের মাধুরী ও জয়শ্রী। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধা। একটি কলাই এর দুইটি দল। আনন্দ ঘন পরব্রহ্মের আনন্দমাত্র বিশেষ্য। শক্তি ও শক্তিমানের বিলাস বৈভবের নাম লীলা। লীলা ত্রিবিধ স্বরূপা,—তটস্থা ও মায়া নামান্তর—নিত্যলীলা সংসার লীলা ও সৃষ্টি লীলা। তন্মধ্যে মায়াশক্তির সহিত ভগবানের যে লীলা তাহার নাম সৃষ্টি লীলা, জীব-শক্তির সহিত ভগবানে যে লীলা তাহার নাম তটস্থা। সংসার লীলা আর স্বরূপ শক্তির সহিত ভগবানে যে লীলা তাহার নাম নিত্যলীলা বা চিদ্বিলাস। জড়ের হেয়তা এখানে স্পর্শ করে না। যে লীলার আদি নাই, ভাঙ্গা নাই, গড়া নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, সতত নব নবায়মান সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যে ভরপুর। নিত্য নবোল্লাস রসে ভরা, অনন্ত বৈচিত্র্যময় লীলা পরিপাটীর বিরাম নাই। ঐহিক জগতের অতৃপ্ত কামনাময় অপূর্ণ হৃদয় আধার সেই নিত্য ধামে পূর্ণ ও নিত্য বস্তুর সেবায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

স্বরূপ শক্তি আবার ত্রিবিধ সৎ, চিৎ আনন্দ। স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ। যয়া সত্তাং ধত্তে ধারয়তি চ সন্ধিনী (সৎ) যে, শক্তি দ্বারা ভগবান্ স্ব-সত্তা ও বিশ্ব সত্তা ধারণ করেন তাহার নাম সন্ধিনী শক্তি। যয়া সংবেত্তি সং—বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। যে শক্তির দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ ও ভাগ্যবান্ ভক্ত তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তাহাকে সম্বিৎ শক্তি বলে। যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হলাদিনী অর্থাৎ যদ্দারা স্বয়ং আনন্দরস আস্বাদন করেন এবং ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন। এই হ্লাদিনী শক্তিরূপে আনন্দ ঘনতত্ত্বে এবং বৃত্তিরূপে ভক্তি তত্ত্বে নিত্য বিরাজমান থাকিয়াও শৃঙ্গার রসরাজ পরম পুরুষকে সেবা করিবার নিমিত্ত স্বরূপের বহির্দ্দেশে মূর্ত্তিমতীরূপে (শ্রীরাধা) নিত্য অবস্থান করিয়া ভগবদ্ প্রিয়া স্বরূপশক্তি নামে পরিচিত হন। হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব—মহা ভাবময়ী শ্রীরাধা। তুরীয় গোলোক রাজ্যে সচ্চিদানন্দ ময় ধামে যোগমায়ার আবরণিকার অন্তরালে অপ্রকটে শ্রীভগবানের লীলাস্রোত অনাদি অনন্ত কাল প্রবাহমান। লীলাপুরুষে ত্তমের সেই অপ্রকট লীলা সকল লীলার মূল উৎস। নিখিল মুক্তজীব নিচয় ও সেই নিত্যলীলার চির সঙ্গী। কোন অপরাধের ফলে অনিত্য সংসারে পতিত হইয়াছে। পুনঃ উৎস মূলে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীরাধার পরিচারিকা রূপে ব্রজনব যুবদ্বন্দ্বের সেবায় আত্ম নিয়োগ করাই ভজন সাধনের চরম ও পরম প্রাপ্তি, পর্য্যাপ্তি ও চির বিশ্রান্তি।

শক্তির সহিত শক্তিমানের লীলালেখায় স্বাত্মরতির কোন হানি হয় না। কারণ নাই 'শক্তে র্দ্বিতীয়তা'। চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার বিলাস মাধুরীর ন্যায় শ্রীরাধা ও শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রণয় চাতুরীর রস বৈচিত্র্য। রসপিপাসুর হৃদয় লইয়া অনুসন্ধান করিলে গায়ত্রীভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের অর্থ নির্ণায়ক শ্রীমদ্ ভাগবতের তাৎপর্য্যার্থ বোধগম্য হইবে 'পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ'। রসিকের হৃদয় লইয়া লীলারসপূর্ণ শ্রীভাগবতের অর্থ আস্বাদন কর। এই রসের আস্বাদনে একদিন ভারত সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ ও মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। এই রসে পাগলপারা জয়দেব চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্ব মঙ্গল, রূপ সনাতন শ্রীনিবাসাচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি অপ্রাকৃত মহাজন বর্গ, এমন কি স্বয়ং প্রেমাবতার শ্রীগৌর সুন্দরও সেই রসের দিব্যোন্মদনায় কোথায় হারাইয়া গেলেন তাহার সন্ধান কেহই জানে না। অন্যের কি কথা—রসের মধুর খেয়াল হার মানিয়া দেউলিয়া স্বয়ং ভগবান রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্যামসুন্দরের শ্রীমুখের স্বীকারোক্তি 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধু কৃত্যং বিবুধাযুসাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জয় গেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা'। এমন কি গীতার চরমতম শরণাগতির মন্ত্র—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ' এর মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীরাধা, আর যে ভক্তির সাধনায় মদীয়তাময়ী প্রেম মাধুর্য্যে ভগবান্‌কে ঋণী করা যায় তাহা একমাত্র প্রধানা গোপী (অনয়ারাধিতং নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ), কৃষ্ণ প্রেম সরসীর ফুল মরালিনী। কৃষ্ণ প্রেয়াবলীমুখ্যা, শ্রীরাধারাণীর পক্ষেই সম্ভব। শ্রীরাধাই নিখিল

গোপ গোপীগণের মৌলিরত্নমালা, মাধব মধুযামিনী কৃষ্ণমত্তভৃঙ্গকেলি ফুল্ল পুষ্পবাটিকা স্বরূপিনী এই অখণ্ড রস বল্লভা শ্রীরাধা। দেহের মধ্যে আত্মার ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতে যাহার তত্ত্ব নিগূঢ় রহস্যের আবরণে লুক্কায়িত, মন্থন কাষ্ঠে অগ্নির আবির্ভাবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহার শুভ আবির্ভাব, অগ্নির দাহিকা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, দুগ্ধের ধবলতা কস্তুরীর গন্ধের ন্যায় তত্ত্বে যিনি সর্ব্বদা অভিন্ন থাকিয়া লীলাক্ষেত্রে কান্তা রূপে দণ্ডায়মানা, প্রেমে যিনি কৃষ্ণময়ী—যাঁহার ধ্যান—ধারনার, চিন্তা ভাবনার পরিধির মধ্যে সতত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা মাধুর্য্য নিত্য উদ্ভাষিত। 'কিবা দিবা কিবা রাত্রি কিছুই না জানি। জাগিতে জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যাম গুনমণি।' একায়ন তত্ত্বে নিষ্ঠিত, ব্রজ রসোল্লাসা রতিতে সমৃদ্ধিমান্ মধুর রসে প্রণয় বিগাঢ় হৃদয়ের চরম ও পরমতম সাধনার নিত্য বৃত্তি এখানেই বিদ্যমান। শ্রীরাধার ধারাতে ভজন প্রভাবে পরম পুরুষ গোবিন্দকে আত্মসাৎ করা যায়। বশীভূত করা যায়। 'রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে প্রেম আস্বাদন করি'। রস বিলাসের নিমিত্তই শ্রীমান্ প্রিয়। শ্রীমতী প্রিয়া। প্রেমসরোবরে শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল কমল, শ্রীরাধা প্রভাতী অরুনিমা, শ্রীকৃষ্ণ কুমুদ কুসুম, শ্রীরাধা সুধাংশু কিরণ। শ্রীকৃষ্ণ রাজহংস, শ্রীরাধা মানসী সরোবর। শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত চাতক, শ্রীরাধা নবঘন বারিধারা, শ্রীকৃষ্ণ তমাল তরু শ্রীরাধা স্বর্ণলতা। নিদাঘের প্রখর তাপে শ্যাম অঙ্গে শ্রীরাধা চন্দন চন্দ্রিকা। শীতে পীত পটলষৎপটী, বসন্তে শ্যাম তরুর অঙ্গে মঞ্জুশ্রী মধুরাকৃতি। বর্ষায় শ্রীকৃষ্ণ বারিধারা শ্রীরাধা মঞ্জু মল্লার রাগ। শারদে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা রাসশ্রী। হেমন্তে শ্রীরাধা খরযুদ্ধ বিজয়াভিলাষী ব্রজ যুবরাজের মানস তুরগ অপহারিনী জয়শ্রী মূর্ত্তিধারিনী শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী শ্রীরাধা ও স্বয়ং ভগবতী। শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। শ্রীরাধা ও তেমনই মহাভাব ও মহাপ্রেমের দিব্য ছবি। উভয়ের মিলনে উন্নতোজ্জ্বল রসের অনির্ব্বচনীয় শোভা। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যে নবধা ভক্তির অনুশীলন তাহা শ্রীরাধার চরিত্রে পূর্ণতম রূপে নিত্য অনুশীলিত হইতেছে। 'সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা শক্তি'। এই নববিধা ভক্তির উৎসমূল কিরূপে শ্রীরাধারাণীর নিত্য কৃষ্ণ সেবায় প্রকটিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'শ্রবনং পূর্ব্বরাগেন, প্রবাসে চাপি কীর্ত্তনম্॥ স্মরণং প্রেম বৈচিত্ত্যং রাসোল্লাসেন সেবনম্।
অর্চ্চনং কুঞ্জলীলায়াং নামে চাপি চ বন্দনম্। দাস্যভাবে সদা যুক্তং প্রেমসেবাবিধারণে।
নিত্য সেবা ভবেৎ সখ্যং, সম্ভোগাত্ম॥'

এই প্রকারে একায়ন তত্ত্বে নিষ্ঠিত, ব্রজরসোল্লাসা রতিতে সমৃদ্ধিমান, কৃষ্ণানুশীলিত জীবনে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার দিব্যাতিদিব্য চিদনুভূতির সন্ধান দিয়াছেন অপ্রাকৃত কবি ও পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি—বৃন্দা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তদুত্তরে কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা বলিতেছেন—

সহ ! কি পুছসি অনুভব মোর ।
কানুর পীরিতি, অনুরাগ বাহামিতে, তিলে তিলে নূতন হোয় ।
জনম অধি হাম, রূপ নেহরিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল ।।
লাখ লাখ যুগ. হিয়ে হিয়ে রাখিনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ।
বচন অমিয়রস, অনুখন শুনলুঁ, শ্রুতিপথে পরশ না ভেল ।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঞাইলু. না বুঝনু কৈছন কেল ।
কত বিদগধ জন, রস অনুমোদই, অনুভব কাহুঁক না পেখি ।
বিদ্যাপতি কহে, ঐছন প্রেমিক, মিল এ কটিকে একই ।

মাং মদীয়ং সকলং শ্রীরাধিকাং সমর্পয়ামি !

সজ্জন-কিঙ্কর —

শ্রীসর্ব্বেশ্বরদাস ভক্তিশস্ত্রী

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আরব্ধ গ্রন্থ কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা রচনা কালে যাঁহাদের অমৃত দৃষ্টি মনের পরতে স্বতঃস্ফুর্ত্তভাবে উদিত হইয়াছে, সেই আমার অভীষ্টদেব দীক্ষাগুরু এবং জীবনদেবতা স্বরূপ শিক্ষাগুরু উভয়ের শ্রীকরকমলে এই গ্রন্থ সাদরে উৎসর্গীকৃত হইল। আর যাঁহাদের আর্থিক অনুদান এই গ্রন্থ প্রকাশনের সহায়ক হইয়াছে সেই সকল পরম বান্ধব ও বান্ধবীগণের নাম পরম শ্রদ্ধার সহিত নিম্নে উল্লিখিত হইল ।

১। শ্রীযুক্ত নেপালকৃষ্ণ চৌধুরী, ২ শ্রীমতী রীতা মুখার্জ্জী, ৩। শ্রীমতী ইন্দুলেখা পাল,
৪। শ্রীমতী বন্দিতা সাহা, ৫। শ্রীমতী মাধবী মুখার্জ্জী, ৬। শ্রীমতী রেণুকণা সাহা,
৭। শ্রীযুক্ত অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী ।

কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা

প্রথম পরিচ্ছেদ। (লীলাংশ)

অয়ি রাধে !

বৃন্দাবনেশ্বরি ! তবৈব পদারবিন্দং প্রেমামৃতৈক-মকরন্দরসৌঘপূর্ণম্।
হৃদ্যর্পিতং মধুপতেঃ স্মরতাপমুগ্রং নির্বাপয়ৎ পরম শীতল মাশ্রয়ামি ।।

রাধারসসুধানিধি-১৩

হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! তোমার পরম শীতল শ্রীচরণ কমল সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রনা নিবারক এবং প্রেমামৃতরূপ মকরন্দের অদ্বিতীয় ভাণ্ডার, অতএব আমি অনন্যাশ্রয় হইয়া তৎ শরনাপন হইলাম। মহোগ্র মদনোত্তাপে উত্তাপিত মধুপতি তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরিবামাত্র তাঁহার সমুদয় তাপ প্রশমিত হয়।

শ্রীমুখ উক্তি-

অয়ি রাধে !

স্মরগরল খণ্ডনম্, মম শিরসিমণ্ডনং দেহিপদপল্লবমুদারম্
মুদিররুচিরবক্ষস্থাম্নতে মাধবস্য স্থিরচরবর বিদ্যুদ্বল্লিবন্মল্লিতল্পে।
ললিতকনকযূথীমালিকাবশ্চভাস্থী, ক্ষনমপি মমরাধে নেত্রমানন্দয়ত্বম্ ।।—স্তবাবলী।

হে ! রাধে ! মল্লিপুষ্পপরচিত শয্যায় মাধবের উন্নত মেঘের ন্যায় মনোহরবক্ষস্থলে স্থির হইয়া ও চঞ্চলশ্রেষ্ঠ বিদ্যুদ্বল্লীর ন্যায় এবং মনোহর স্বর্ণ যূথীর অচল মালিকার ন্যায় প্রকাশামানা হইয়া ক্ষণকালের জন্য ও আমার একটি নেত্রকে আনন্দিত করুণ।

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ গোলোকেশ্বর শ্রীগোবিন্দের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, সর্ব্বাত্মা, পরাপ্রকৃতি কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, হ্লাদিনী শক্তি সার সর্ব্বস্ব, মহাভাব বিভাবিতা, কৃষ্ণপ্রেমাধার স্বরূপিনী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা।

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে ।।

কৃষ্ণঃ পুরঃ স্ফুরতি পার্শ্বযুগে চ পশ্চাচ্চিত্তস্য বৃত্তিষু দৃশোর্বিষয়ে চ পশ্চাৎ।
শ্রী গণ্ডয়োশ্চ কুচয়োস্তরলে যতোহস্যাঃ শ্রীরাধিকা তদিহ কৃষ্ণময়ীতি সত্যম্ ।।

—শ্রী গোবিন্দলীলামৃতম্।

নিখিল শ্রুতি, উপনিষদ, পুরানাদি, দেবর্ষিনারদাদি ঋষিগণ, ভব-বিরিঞ্চি আদি দেবগণ, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, বিদগ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী, এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও অন্বেষণ করিয়া যাঁহার মহিমার ও প্রেমের অবধি প্রাপ্ত হন নাই, নিরন্তর অন্বেষনেই নিরত আছেন। যাঁহার 'জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম, নেত্রাগ্রে রাধিকাতনু, কর্ণেচরাধিকা কীর্ত্তিঃ, মানসে রাধিকা সদা।' হে তাদৃশী অদোষ স্পৃষ্টা প্রেমাস্পদা শ্রীরাধে! মহন্মার্গ প্রদর্শিত মতে বৈমুখ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্রতচ্চরন সেবালুব্ধ আমি সদা-পরাধী এবং সর্ব্বথা অযোগ্য হইয়া ও তোমার অহৈতুকী করুণা নির্ভরে এই যে তোমার নিঃসীম মহিমা সম্বলিত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম মদীয় শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষা-গুরু সিদ্ধ মহাত্মগণের অমৃত দৃষ্টি সদৈন্যে প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরাধাদাস্যই নিখিল নর-নারীর চরমতম সাধনার পরমতম প্রাপ্তির একমাত্র নিদান জানিয়া, জ্যোৎস্নাবিরহিত চন্দ্রিমা এবং গন্ধরহিতমৃগমদের ন্যায় শ্রীরাধা বিরহিত একক কৃষ্ণের অপূর্ণতার ও আনন্দের অভাব অনুভব করিয়া আর্ত্তভরে প্রার্থণা করি, হে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বভাক্ কৃষ্ণপ্রেমসরসীর ফুল্লমরালিনী, কৃষ্ণসুখবিলানের নিধি, পৌর্ণমাসীবহিঃ খেলৎপ্রাণপিঞ্জর সারিকে, কৃষ্ণমত্তভৃঙ্গকেলি ফুল্লপুষ্পবাটিকে, যাঁয়-কোটিপ্রাণনির্মঞ্ছন হরিপদরজঃ কণা, মাধবমধুযামিনী হে রাধে, জীবন স্বামিনী আমার প্রতি প্রসন্ন হউন!

আজ এই শুভবাসরে ব্রজের তুঙ্গ বিদ্যাসখীর অবতার শীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের অনুসরনে ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে একটি সুদিব্য স্তব করিতে আমার জিহ্বা সতত নৃত্য করিতেছে—

যৎ কিঙ্করীষু বহুশঃ খলুকাকুবানী, নিত্যং পরস্যপুরুষস্য শিখণ্ডমৌলেঃ।
তস্যাঃ কদা রসনিধেবৃষভানুজায়া স্তৎকেলিকুঞ্জ ভবনাঙ্গন-মার্জ্জনীস্যাম্ ॥

রাধারসসুধানিধি—৮,

যে মান-মনোহরা বামামণি শ্রীরাধার সন্তুষ্টি সম্পাদনার্থ তদীয় কেলিনিকুঞ্জের পরিচারিকাগণকে পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাময় স্বরাট্লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলি প্রতিদিন ভয়শোকাদি বিজড়িত দৈন্য বচনে নানা মিনতি করেন হায়, কতদিনে আমি সেই শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জভবনের প্রাঙ্গন পরিষ্করণের মার্জ্জনী হইব।

এই অখণ্ডরসবল্লভা শ্রীরাধার প্রথম আবির্ভাব শ্রীগোবিন্দের নিত্যধাম গোলোকের শ্রীরাস-মণ্ডলে। স্মরণাতীতকালে সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীধাম গোলোকের মণি-কর্ণিকায় যোগপীঠে নীলপীত এক মনোলোভা জ্যোতিঃ পুঞ্জ দৃষ্ট হয়। ক্রমে সেই আদির এক গোলোকপতি সেই জ্যোতির্মণ্ডল ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথম ইচ্ছা করিলেন—'একমেব বহুস্যাম প্রজায়েম'। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা মাত্রই তদীয় অবিচিন্ত্য মহাশক্তি-যোগমায়া চিদ্ধামে লীলার সহায়ক যাবতীয় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীর নর্ম্মলীলার সহায়ক শ্রীরাস মণ্ডল সর্ব্বপ্রথম প্রবটিত হয়।

পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে শ্রীরাসমণ্ডলে। রত্নসিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতে।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভূব রমণোৎসুকঃ। রমনং কর্ত্তুমিচ্ছুশ্চ তদ্ বভুবসুরেশ্বরি ॥

ইচ্ছয়া চ ভবেৎ সর্ব্বং তস্য স্বেচ্ছাময়সা চ ঈক্ষণমাত্রেণ সর্ব্বং প্রকটিতং তত্র চিদ্ধামে।
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধা রূপো বভুব সঃ। দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণবামার্দ্ধাঙ্গ চ রাধিকা ।।
বভুব রমণী রম্যা রাসেশী রমনোৎসুকা। অযোনি সম্ভবা দেবী মূলা প্রকৃতিরীশ্বরী ।।

কল্পারম্ভে আদি পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র গোলোকের সুরম্য শ্রীরাস মণ্ডলে বিরাজিত। চিদানন্দময় কল্পবৃক্ষ সমুহের দ্বারা শ্রীরাসমণ্ডল পরিশোভিত, বহুবেদী সুবিস্তীর্ণ মণ্ডলাকৃতি সমতল ও সুস্নিগ্ধ। চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, প্রভৃতি গন্ধদ্রবের দ্বারা সংলিপ্ত দধি, লাজ, শুক্ল ধান্য, দুর্ব্বাদল, মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা বেদী সকল পরিব্যাপ্ত। বিবিধ কুসুমের পরাগ, রেনু দ্বারা গন্ধামোদিত। বিরজার স্নিগ্ধজলকণা বহন করিয়া গন্ধবহ মৃদুমধুর সঞ্চালিত, শুকশারী কোকিল নাদিত। ভ্রমর ঝঙ্কৃত সুদিব্য কদলীবৃক্ষসকল মাল্য ও মঙ্গলঘটে সুশোভিত, স্তম্ভোপরি পট্টসূত্রে গ্রথিত আম্র ও চন্দন পল্লবাদি সুসংবদ্ধ। হীরা-মুক্তা-মণি-মাণিক্য প্রভৃতি রত্নসার বিনির্মিত তিনকোটি মণ্ডপে পরিবেষ্টিত বেদী সকলে শোভা অনুপম। রত্ন প্রদীপমালায় ঝলমল শোভা, সুদিব্য জ্যোতিতে ভরপুর, সৌরভময় বিবিধ কুসুমাবলীর মেদুরগন্ধে ধীর সমীর প্রবহমান, ধূপ-ধূণার গন্ধে গন্ধামোদিত, শৃঙ্গার বিলাসোপযোগী বিবিধ সামগ্রী যথাস্থানে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত, দুগ্ধফেননিভশয্যা সকল চেলবস্ত্রে আবৃত হইয়া বৃন্তহীন সুগন্ধ পুষ্পে আকীর্ণ, এই সব দিব্যাতিদিব্য রম্যাতিরম্য দ্রব্য সকলের অন্তরাল হইতে দৃষ্ট অন্তঃপ্রকোষ্ঠে সমগ্র ঐশ্বর্য্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ গোলোকপতি শ্রীগোবিন্দ রত্নসিংহাসনে বিরাজমান। শ্রীরাসদর্শনে যোগ্য ও কৃপাপ্রাপ্ত দেবতাগণ ভগবানের ঈঙ্গিতে ক্রমে চতুর্ভুজ শ্রীমন্নারায়ণ, পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা; সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মরাজ, বাগাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ঐশ্বর্য্য অধিদেবী কমলা, জগজ্জননী মহামায়া দুর্গা, জপমালিনী সাবিত্রী সকলেই রঙ্গমঞ্চে সমাগত। সকলের অচঞ্চল দৃষ্টি শ্রীরাস বিহারীর প্রতি। লীলাসূত্রধার শ্রীগোবিন্দজী ও উপস্থিত থাকা সত্ত্বে ও যেন কাহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে—কে সে? সূত্রধরের প্রাণসূত্র যাঁহার হস্তে কেবল তিনিই অনুপস্থিত। দেববৃন্দ বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে রাসমঞ্চের দিকে অপলক দৃষ্টি দিয়া রহিয়াছিন। কিন্তু আর বিলম্ব নাই। দেবগণ দেখিলেন—গোলোক বিহারী শ্রীগোবিন্দের বামপার্শ্বে কম্পন হইতেছে। সহসা এক সুদিব্য মনোহরা অনিন্দ্য সুন্দরী কিশোরী কণ্যা আবির্ভূতা হইলেন। তিনি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত সৌন্দর্য্য-মাধূর্য্য একত্রে ঘনীভূতা হইয়া লাবণ্যসার রমনী রূপে রাসবিহারীর সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন। কিঞ্চিদধিক চতুদ্দর্শ বর্ষীয়া, কোমলতম অঙ্গ, যৌবন ভারে ঈষন্নমিত, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি, মুক্তা বিনিন্দিত শিখরীদশনা, অরুনঅধর, স্বীয় স্বর্ণ কান্তির ঔজ্জ্বল্যে, রাসবিহারীর নব কিশোর নটবর, দ্বিভুজ মুরলীধর, নীলোৎপলদলশ্যাম কিশোরের শোভাকে বিমলিন করিয়া উদিতা হইলেন। শত শরচ্চন্দ্র নিভাননী, সিন্দুরে সমুজ্জ্বল সিমন্তিনী, চারুপঙ্কজ লোচনা, সুঠাম নাসিকা, অগুরুচন্দন-চর্চ্চিত গণ্ডস্থল, কর্ণেরত্নকুণ্ডল, গলে মণিমালা, হীরক কণ্ঠহার রত্নকেয়ূর নীলরত্ন কঙ্কণ, শ্রীঅঙ্গ হইতে এক মনোলোভা স্বর্ণজ্যোতিঃ মির্গত হইয়া সমগ্র রাস মণ্ডল দীপ্তিশালী ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সুসংস্কৃত কুন্তলদামে মালতীমালা পরিশোভিত, কবরীভারে নমিত আননের শোভা অতুলনীয়া, অলক্ত

রাগরঞ্জিতচরণের শোভা স্থল কমল বিনিন্দিত, হংসিনা জিনিয়া ললিত চরণের গতি ও পদবিন্যাস শ্যাম-মনোহরা—এই সুদিব্য কন্যারত্নই শ্রীরাধা।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি হেতু করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে। শ্রীকৃষ্ণের বাম-পার্শ্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া সহসা প্রাণপ্রিয় দয়িতের শ্রীচরণ সেবার জন্য ধাবিতা হইয়া নিকটস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্পাদি চয়ণ করিরা শ্রীগোবিন্দের সর্ব্বপ্রথম পূজার বিধান করিলেন।

রাসে সম্ভূয় গোলোকে সা দধাব হরেঃ পুরঃ। তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভির্দ্বিজোত্তম।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড।

অন্যত্র-কৃষ্ণেন আরাধ্যতইতি রাধা। কৃষ্ণং সমারাধয়তি সদেতি রাধিকা।—রাধিকোপনিষদ্।

শ্রীকৃষ্ণ ইহার নিত্য আরাধনা করেন, এইজন্য ইহার নাম শ্রীরাধা। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণকে ইনি সম্যকরূপে আরাধনা করেন বলিয়া তাঁহাকে রাধিকা সম্বোধন করা হয়।

'স এবায়ং পুরুষঃ স্বয়মেব সমারাধন তৎপরোঽভূৎ। তস্মাৎ স্বয়মেব সমারাধন-মকরোৎ।
অতো লোকে বেদে শ্রীরাধা গায়তে। ****** অনাদিরয়ং পুরুষ এক এবাস্তি।
তদেব রূপং দ্বিধা বিধায় সমারাধন তৎপরোঽভূৎ। তস্মাৎ তাং রাধাং রসিকানন্দাং বেদবিদো-বদন্তি ॥'
—সামরহস্যোপনিষদ।

সেই পুরুষ স্বয়ং আপনি আপনাকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত তৎপর হইলেন। আরাধনা-করিবার ইচ্ছাক্রমে সেই পুরুষ নিজেকেই আরাধনা কারলেন। এই জন্যই লৌকিক জগতে অথবা বেদাদি শাস্ত্রে শ্রীরাধা নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই অনাদি পুরুষ একই হয়। কিন্তু অনাদিকাল হইতে উনি নিজেকে দ্বিধা রূপে সেব্য ও সেবিকা রূপে আরাধ্য ও আরাধিকা রূপে অপ্রাকৃত প্রেমরস আস্বাদন করিতে তৎপর হইয়াছেন। এইজন্য বেদ বিদগণ শ্রীরাধাকে রসিকানন্দ রূপা রসরাজের আনন্দঘন মূর্ত্তি-এই নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। পুনঃ অন্যত্র দৃষ্ট হয়-প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। আবির্বভুব প্রাণেভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। —ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। ব্রঃ খঃ।

সর্ব্বশক্তি মান্ গোবিন্দের প্রাণ হইতে ইৎপন্ন বলিয়া সর্ব্বাদ্যা এই স্বরূপশক্তি স্বরূপিনী শ্রীরাধা যাবতীয় প্রকৃতিবর্গের মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যেমন পুরুষোত্তম শ্রীগাবিন্দ হইতে যাবতীয় পুরুষবর্গ, সেই প্রকার আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা হইতে কোটি কোটি গোপিনী নিকর, বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মী, শ্রুতিজননী সরস্বতী, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রীদেবী দুর্গা, এমন কি জগদ্ভর্ত্তা মহাবিষ্ণু ও ইহারই গর্ভসম্ভূত। প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি কল্পারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে আবির্ভূতা হইলেন। বস্তুতঃ তাহা নয়-অনন্তলীল শ্রীগোবিন্দ তাঁহার চিন্ময় ধাম শ্রীগোলোকে চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা সহ চিদ্বিলাস লীলারসে আপাদচূড় মগ্ন রহিয়াছেন, সেই নিত্যলীলাপ্রবাহে নিকুঞ্জবিহারী শ্যামসুন্দর তদীয় নিত্য প্রেয়সীবর্গ ও পরিকর শ্রীরাস-মণ্ডলে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা সহ বিরাজ করেন। সেখানে মহাকালের কোন দৌরাত্য নাই। সূর্য্য !, চন্দ্র !,

অগ্নি, গ্রহনক্ষত্র আদি কোন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রকাশ নাই, যুগলের শ্রীঅঙ্গ হইতে সমুদ্ভাসিত এক মনোলোভা জ্যোতিঃ সেই চিন্ময়ধামকে নিত্য আলোকিত রাখেন। সেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ কিছুই নাই, নিত্য কাল বর্ত্তমান। নিত্য কিশোর ও কিশোরীর ব্রজরসোল্লাসারতিতে সমৃদ্ধিমান। কিন্তু প্রপঞ্চে-অবতরনের কাল সমাগত দেখিয়া সহসা গোলোকেশ্বর ও গোলোকেশ্বরীর হৃদয় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। স্বরূপ ও স্বধাম হইতে ভ্রষ্ট জীবনিকর অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসমান, চুরাশীলক্ষ যোনি পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছে—জন্মজন্মান্তরে। ইহাদের উদ্ধারের তরে বেদ,পুরানাদি বহু শাস্ত্র বহু সাধন পন্থা, কর্ম্মে ভুক্তি, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে নির্ব্বানমুক্তি, অষ্টাঙ্গযোগে বিভূতি ও সিদ্ধি লাভের কথা থাকিলে ও সম্যবরূপে অখণ্ড-রসবল্লভ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য সেবা সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণ-প্রেম, নিত্য সেবা লাভই, জীবের নিত্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার একমাত্র উপায়! চরমতম সাধনার-পরমতম প্রাপ্তি। তাই কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধার প্রাণ দুঃখী জীবের তরে কাঁদিয়া উঠিল, স্বরূপ ও স্বধাম ভ্রষ্ট জীব সকলকে, উৎসমূলে ফিরিবার পথের সন্ধান দিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য সেবা হইতে বিচ্যুত জীবকে পুনঃ রায় সেই সেবায় নিযুক্ত করিতে হইলে-অনিত্যের প্রতি আসক্তি ও আবেশকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবার অভিনিবেশে উদ্‌বুদ্ধ করাই করুনাময়ীর ইচ্ছা, জীব উদ্ধারন লীলা। উহা অপরের দ্বারা নহে, স্বয়ং গোলোকেশ্বরী স্বীয় জীবনে আচরণ করীয়া অনাদি বহির্ম্মুখ, কৃষ্ণসেবারূপ নির্ম্মল সুখ হইতে বঞ্চিত, চির-বিরহী জীবকে সেবা-সুখে উন্মুখী করিতে পারিলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল। ভাবিতে ভাবিতে প্রাপঞ্চিক লীলার কাল আসিয়া পড়িল, অষ্টাবিংশ চতুর্য্গে দ্বাপরের শেষভাগে একশত পঁচিশ বৎসর কাল লীলা করিবার জন্য গোলোক ছাড়িয়া ভূলোকে অবতীর্ন হন। এই অবতরণের দুইটি নৈমিত্তিক কারণ-সনকাদি ঋষিগণের গোলোকে প্রভুর দর্শনে বাঁধা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্টি হেতু অভিসম্পাত, অন্তরঙ্গ ভক্তের বাক্যকে কাল জানিয়া প্রভু মানিয়া লইলেন। দ্বিতীয় কারণ-শ্রীরাধার প্রতি শ্রীদামের অভিসম্পাত। ইহাও বাহ্য ও গৌন কারণ বিশেষতঃ শ্রীরাধা ঠাকুরানীর মর্ত্ত্যে আগমনের মুখ্য কারণ,কৃষ্ণ-প্রাপ্তির মুখ্যতম উপায়-শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের প্রাণরূপে ধারনা পূর্ব্বক ঐ রাতুল পাদপদ্মে সুদৃঢ় বদ্ধ সৌহৃদভাবে সম্বন্ধ স্থাপনান্তর শুদ্ধাভক্তি ও প্রেমযোগে ভজন করিতে করিতে তদীয় নিত্য সেবাকেই জীবনের জীবাতুরূপে স্বীয় জীবনে সম্যবরূপে গ্রহণ। এই প্রেমেই ভগবানকে আত্মসাৎকরা যায়, কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। পর্ব্বত কন্দর ছাড়ি যবে বাহিরায় নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,—বল কার সাধ্য রোধে তার গতি ? সেই প্রকার দুর্ব্বার গতিতে কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধু মাঝে পতিত হওয়ার কায়-মনো-বাক্যের যে গতিবেগ তাহাই রাধা-রাণীর কৃষ্ণভজনের মূল সূত্র। উহাই শ্রীরাধারানীর নিত্য তদীয় প্রাণ-কোটি দয়িত শ্যামসুন্দরের-সেবা পদ্ধতি বা উন্নতোজ্জ্বলরসধারা, যাহা চিরকাল গোলোকের নিভৃতপ্রকোষ্ঠে শ্রীরাধারানীর বিশুদ্ধ সত্ত্বো-জ্বলীকৃত হৃদয় মঞ্জুষায় নিবদ্ধ ছিল। জীব জগতে চির অনর্পিত অবস্থায়তেই ছিল। দয়াময়ির ইচ্ছা হইল উহা দ্বারা জীবকে তাঁহার প্রিয় সহচরী করিয়া দয়িতের সেবায় নিযুক্ত করিবেন। শ্রীরাধা সচ্চিদা-নন্দময়ী, সেই ভাগবতী স্বরূপে কোন বাসনা, কামনা বা ইচ্ছার উদগম হয় না। তিনি নিত্যকাল আত্ম-

কামা, আত্মরামা, তবে এই ইচ্ছা বা বাসনা কেন ? ভক্ত বাৎসল্যহেতু কৃপাশক্তির সঞ্চালনে এই অহেতুক ইচ্ছার উদয়। ইহা নিখিল বিশ্বের কল্যানকর, মঙ্গলের নিলয় স্বরূপ।

বিষয় বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর নিখিল রসের আকর, অখণ্ডরসবল্লভ। কিন্তু সেই রসঘনীভূত হইয়া পরিনামে বিশুদ্ধ প্রেমের উদ্ভব হয়, তাহা আশ্রয় জাতীয় বিগ্রহ স্বরূপিনী শ্রীরাধার হৃদিগত কৃষ্ণসেবার পরিপাকে সমুৎপন্ন হয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের ও প্রেমের গুর্ব্বী শ্রীরাধাঠাকুরানী এই প্রেমের ভাণ্ডারী। কৃপাময়ী যাঁহাকে প্রদান করিবেন, তিনিই শুধু অধিকারী হইবেন।

গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ হইলেন লীলারসের মুর্ত্তানন্দ বিগ্রহস্বরূপ। প্রেম ও চিরমাধুরী দিয়ে গড়া চিরসুন্দর নিত্যবৃন্দাবন এখানে অনন্তলীল শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার নিত্য প্রেয়সী, নিত্যলীলা-সঙ্গিনী, রাসরাসেশ্বরী শ্রীমতি রাধারানীর সঙ্গে নিত্য লীলায়মান। সেখানে নাই কোন বিচ্ছেদের বেদনা, সেখানে নাই বিরহের অশ্রুজল, সেখানে নিত্যমিলনে শ্রীরাসমঞ্চে আনন্দে নৃত্য করেন নিত্য কিশোর ও নিত্য-কিশোরী শ্রীরাধা-কৃষ্ণ।

সেই নিত্য আনন্দধাম হইতে তাঁহারা আসিলেন কেন এই ভৌম বৃন্দাবনে ? গোলোকে যাঁহারা নিত্য-মিলনে সংযুক্ত হইয়া আছেন, মর্ত্ত্যে কেন-তাঁহারা আসিলেন বিরহ বেদনায় কাঁদিতে এবং কাঁদাতে ?

প্রথম কারণ—গোলোকে ব্রজনবযুব—দ্বন্দ্বের নিত্য কিশোর আকৃতি—সেখানে বাল্য ও পৌগণ্ডকাল নাই। মর্ত্ত্যলীলায় এইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—এখানে নর্ম্মাতিনর্ম্ম মুগ্ধ বাল্য ও পৌগণ্ড লীলার প্রকাশ। আর দ্বিতীয় কারণ-করুনাময়ীর আন্তর বাসনা ভুবন মঙ্গল লীলার মাধ্যমে উন্মুখী জীব নিচয়ে উন্নতোজ্জ্বলরস ধারায় নিষ্ণাত করাইয়া যুগলকিশোরের নিত্য সেবার উদগ্র লালসার উদগম করান।

বৈকুণ্ঠের ও পঞ্চাশ যোজন উপরে সর্ব্বোপরি শ্রীগোলোকধাম যেথায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পাদ-পদ্ম নিত্য বিরাজমান। চিন্ময়ধাম, চিন্ময়ী পরিকর চিন্ময়ালীলায় অনন্তলীল ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব আপদচূড় নিমগ্ন। লীলার নিত্য সহচর ও সহচরী ভিন্ন সেখানে আর কাহার ও অবস্থান নাই। এই লীলাসহচরীদের মধ্যে সখী বিরজার অন্তরে সংগোপন সাধ, তিনি একদিন শুধু একদিন তাঁহার কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন-মাধুরী দর্শন করিয়া নয়ন-মন সার্থক করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বিরজার কুঞ্জে আসিলেন কিন্তু আসিলেন একা, শ্রীমতীকে সঙ্গে না নিয়েই। বিরজার কুঞ্জদ্বারে প্রবেশ করিবার সময় তিনি লীলা-সহচর শ্রীদামকে কুঞ্জদ্বারে প্রহরী রাখিয়া আসিলেন। শ্রীদাম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, আজ একি নূতন ব্যবস্থা তোমার। যদি শ্রীমতী আসিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিতে চান, আমি কি করিব ? শ্রীকৃষ্ণহাসিয়া বলিলেন, আমার আদেশ তুমি পালন করিবে, যতক্ষন আমি বিরজার কুঞ্জে থাকিব, ততক্ষণ কেউ আর এই কুঞ্জে প্রবেশ করিবে না। শ্রীমুখে মহা-রহস্যের হাসি,-শ্রীকৃষ্ণবিরজার কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। শ্রীদাম মনে মনে ভাবিলেন নিশ্চয়ই প্রভুর অন্তরে নূতন কোন লীলা-রসের বাসনা

জাগিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই, তাঁর কাজ হইল প্রভুর ইচ্ছা পালন করা।

সেই সময়ে শ্রীমতী সহসা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন-সদ্য প্রস্ফুটিত কমল গন্ধবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ রহিয়াছে বাতাসে মিশিয়া কিন্তু কৃষ্ণ পাশে নাই। এমন অসময়ে কোথায় গেলেন প্রভু? উতলা হইয়া খুঁজিতে গিয়া সখীদের কাছে শ্রীমতী জানিতে পারেন, প্রভু বিরজার কুঞ্জে গিয়াছেন।

আনন্দে শ্রীমতী চলিলেন বিরজার কুঞ্জের দিকে। কিন্তু কুঞ্জদ্বার-এ আসিয়া দেখিলেন দ্বারে প্রহরী রূপে শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীমতি শ্রীদামকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন কিন্তু শ্রীদাম হাত জোড় করিয়া বলিলেন, হে দেবি! আমাকে ক্ষমা করুণ। কৃষ্ণের আদেশে আমি এই দ্বারে প্রহরী হইয়া আছি। কৃষ্ণের আদেশ-যতক্ষন তিনি বিরজার কুঞ্জে থাকিবেন, ততক্ষন কেহ ঐ কুঞ্জে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এই অসম্ভব কথা শ্রবন করিয়া শ্রীমতীর সর্ব্বাঙ্গ বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি শ্রীদামকে আদেশ করিলেন, আমি কৃষ্ণ-গেহিনী: আমি আদেশ করছি-দ্বার ছাড়! শ্রীদাম তবু ও দ্বার ছাড়িলেন না। কৃষ্ণ-আজ্ঞা ছাড়া দ্বার ছাড়িতে পারিব না। তখন রাগে অভিমানে কৃষ্ণ-সোহাগিনী রাধা শ্রীদামকে কঠোর অভিসম্পাত দিলেন-যে কৃষ্ণ প্রেমের দম্ভে তুমি আমার পথ রোধ করিলে, যদি সত্যই আমি কৃষ্ণময়ী রাধা হই, আমি অভিশাপ দিলাম-কৃষ্ণ দ্বেষী দৈত্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিবে।

শ্রীমতীর সেই নিদারুণ অভিসম্পাতে কৃষ্ণ-ভক্তের অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল। শ্রীদাম ও কৃষ্ণ প্রেমের দোহাই দিয়া শ্রীমতীকে অভিশাপ দিলেন, যদি আমি কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ-সেবা করিয়া থাকি—তবে আমার অভিশাপে তুমি মানবী হইয়া ধরাধামে জন্মগ্রহন করিবে এবং কৃষ্ণ বিরহে একশত বৎসর কাল কাঁদিবে। এই অভিসম্পাতের ভিতরে এক নিগুঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে। কৃষ্ণময়ী শ্রীমতীরাধা প্রপঞ্চে অবতীর্ন হইয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করিতে গিয়া কোটি কোটি বাঁধা অতিক্রম করিয়া, কখন ও মিলনে, কখন ও বিরহে শত ধারে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে চির বিরহী জীবের অন্তরে কৃষ্ণঃ বিরহে অশ্রুমোচনের মাধ্যমে হরি বৈমুখ্যব্যাধি, পাপ-কালিমা নিঃশেষে বিধৌতির ইঙ্গিত এখানে নিহিত রহিয়াছে।

যাহা হউক ওদিকে তখন কুঞ্জের ভিতরে সখী বিরজা শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্প-দোলায় উপবেশন করাইয়া মনের মতন করিয়া পুষ্পসাজে সুসজ্জিত করিতেছিলেন। সহসা শ্রীমতীর কোপানলে পুষ্পদোলা পুড়িয়া ভস্মীভুত হইয়া গেল। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিরজা বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। কাতরে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মে পতিত হইয়া বিরজা কাঁদিতে লাগিলেন। একি হইল প্রভো? কেন আগুনে পুড়িয়া গেল আমার মনোসাধ!

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-শ্রীমতীর ক্রোধে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, শ্রীমতীকে শ্রীদাম রোধ করিয়াছে বটে কিন্তু শ্রীমতীর ক্রোধকে রোধ করিতে পারে নাই।

ভয়ে বিরজা জলের ভিতরে আত্মগোপন করিলেন, কিন্তু সেই জলের ভিতরে থাকিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন—শ্রীমতীর অভিসম্পাত বানী। 'আমাকে ছলনা করে কৃষ্ণ দেহ সুখের সম্ভোগে প্রমত্তা হয়েছিলে এবং ভয়ে জলে আত্মগোপন করে আছ, আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, জলময় দেহ নিয়ে মর্ত্ত্যে পড়ে থাকবে।

এই অঘটন লীলার নায়ক যিনি তিনি শুধু নির্ব্বাক হাসিলেন। জল হইতে উঠিয়া আসিয়া বিরজা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন প্রভো, কি হইবে উপায়? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ভীত হয়োনা সখি, এই ভবিতব্যতা বহুদিন থেকে পৃথিবী আমাকে ডাকছে—পৃথিবীর দুঃখভার হরন করবার জন্যে আমাকে যেতে হবে মর্ত্ত্যধামে। শ্রীমতীর অভিশাপ ব্যর্থ হবে না। কিন্তু তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি তুমি জলময় দেহ নিয়ে মর্ত্ত্যে যমুনা নদী হবে, আমি তোমারই তীরে নীরে করবো মধুর লীলা বিহার।

আর একটি অংশে কলিন্দ পর্ব্বতের পুত্রী কালিন্দী রূপে জন্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু বাল্যকাল হইতে আমাকেই স্বামী রূপে লাভের জন্য দুশ্চর তপস্যা করিবে। তখন তুমি আমার দ্বারকা লীলায় অষ্ট পাটরানীর অন্যতম মহিষী হইয়া আমার প্রেয়সী রূপে সেবার সুযোগ লাভ করিবে।

এবারে শ্রীদামের অভিশাপে ভীতা শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ-এর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ঃ

তুমি মম দৃষ্টি নাথ, তুমি মাত্র গতি। তুমি মম কর্ণনাথ, তুমি মম মতি ।।
তুমি মম দেহ নাথ, তুমিই লোচন। তোমারে ত্যাজিয়া রবে কিরূপে জীবন ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন —ঃ

ভয় নাই মম বাক্য শুনহ সুমতি। ব্রজপুরে তব সনে করিব বসতি ॥
তোমাব সনেতে বাস করিব নিশ্চয়। জনম ধরিব আমি গোপের আলয় ॥
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার। সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী আমি মুলাধার ॥
আমা হইতে এই বিশ্ব হয়েছে সৃজন। বিশ্বের আধার আমি অখিল কারণ ॥
সবার আধার তুমি শুন বরাননে। আদ্যাশক্তি প্রকৃতি হে তুমি সুলোচনে ॥
আত্মারূপী তুমিদেবী শুদ্ধ সত্ত্বরূপিনী। সকল রমনীগনের তুমিই অংশিনী ॥
অখিল বিশ্বের আদি তুমি সনাতনী। জন্মিয়াছে তব অংশে যতেক কামিনী ।।
উদরে ধরিলে মহাবিষ্ণু সৃজন কারন। তব অংশে সকলেতে লভেছে জনম ॥
তোমাহইতে সৃষ্টি প্রিয়ে কহিনু নিশ্চয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ড জান তোমার আশ্রয় ॥
তুমি সত্যপ্রানপ্রিয়ে আধার আমার। তোমা ব্যতিরেকে আমার কিছু নাই আর ॥
আমাতে তোমাতে ভেদ নাহি কদাচন। সন্দেহ ছাড়িয়া যাও মানব ভবন ॥

বৃষভানুভার্য্যা সুন্দরী কীর্ত্তিদা সতী। বায়ু বশে হবে তার গর্ভের উৎপত্তি॥
কিছু কাল সেই গর্ভ করিলে ধারন। প্রসব সময়ে তুমি করিবে গমন॥
অন্ধ বালিকার রূপ ধরি আবিভূ´তা হবে। তখন আপন রূপ লুকায়ে রাখিবে॥
উলঙ্গিনী কন্যারূপে করিবে ক্রন্দন। অযোনি সম্ভবা হইয়া লভিবে জনম॥

এই কথা শ্রবণে রাধারানী প্রথমতঃ মর্ত্তাধামে অবতরনে অসম্মতি জানাইয়া দয়িতের পাদপদ্মে প্রার্থণা করিলেন-'যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি, ন যত্র যমুনা নদী। যত্র গোবর্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃ সুখম্॥'—যেখানে বৃন্দাবন নাই, যমুনা নদী ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নাই, সেখানে আমি মনে শান্তি লাভ কবিতে পারিব না। শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ-গোলোক হইতে বৃন্দাবন, যমুনা ও গোবর্দ্ধনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন।

নাগবেদক্রোশভূমিং স্বধাম্ন শ্রীহরিঃ স্বয়ম্। গোবর্দ্ধনঞ্চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভূপরি॥
নাগবেদক্রোশভূমিঃ সাপি চাত্র সমাগতা। চতুর্বিংশদ্বনৈর্যুক্ত সর্ব্বলোকৈশ্চঃ বন্দিতা॥

গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ গোলোক হইতে চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত ভূমি, গোবর্দ্ধন ও যমুনা নদীকে পৃথিবীতে প্রেরন করিলেন। গোলোক হইতে চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত ভূমি পৃথিবীতে আসিয়া চতুর্ব্বিংশতি বন সমাযুক্ত হইয়া পরিশোভিত হইল এবং জগতে সর্ব্বলোক এই ভূমিকে পূজা করিতে লাগিল।

ভারতাৎ পশ্চিমে দিশি শাল্মলীদ্বীপ মধ্যতঃ। গোবর্দ্ধনো জন্মলেভে পত্ন্যাং দ্রোণাচলস্য চ॥
গোবর্দ্ধনোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে। হিমালয়-সুমেরু আদ্যা শৈলাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ॥
নত্বা প্রদক্ষিনী কৃত্য পূজাং কৃত্বা বিধানতঃ। গোবর্দ্ধনস্য পরমাং স্তুতিং চক্রুর্মহাদ্রয়ঃ॥

ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক্‌স্থিত শাল্মলী দ্বীপে দ্রোণাচলের পুত্র হইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত জন্মগ্রহণ করিলেন। গোবর্দ্ধন জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ পরমানন্দে তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং হিমালয় সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগন তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। হিমালয় সুমেরু মৈনাক প্রভৃতি পর্ব্বতবৃন্দ শৈলেন্দ্র মুকুটমনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে প্রণাম ও প্রদক্ষিন করিলেন এবং যথাবিধি পূজা করিয়া নানাভাবে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

পরবর্ত্তীকালে পুলস্ত্য ঋষি শাল্মলি দ্বীপ হইতে শ্রীধাম গোকুল বৃন্দাবনে আনয়ন করেন প্রভু ও প্রভু পত্নীর লীলার সহায়ক রুপে। এইবার রাধারানীর মর্ত্ত্যে আগমনে একটি বিশেষ কারণ এখানে উল্লেখ করিব। মর্ত্তালীলার সম্যক পুষ্টি সাধনের জন্য যোগমায়ার প্রকটিত পরকীয়া ভাবটিই প্রধান উপ-ভোগ্য। কারন-পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস! ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। কারন ব্রজ-ধামে এই রসের বিষয় বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব, আর অন্যত্র অনিত্য দেহধারী মানুষ অথবা ঐ জাতীয় প্রাণী। সেজন্য অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। এই কারণে এই পরকীয়া ভাবটি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার চিন্ময়ীগোপীগণ ভিন্ন অন্যত্র দেখা গেলে উহা সুরস সৃষ্টি না করিয়া কুরস সৃষ্টি করিবে। সাধু সাবধান!

এই মর্ত্ত্যভূমিতে জনৈক ব্রাহ্মণ গোলোকপতি শ্রীহরির কৃপালাভের জন্য কঠোর ও দুস্তর তপস্যা করেন। ভগবান্ কিছুতেই দর্শন দেন না। অবশেষে জীবনের অন্তিম সন্ধ্যায় দর্শন দিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন বল দ্বিজবর ! তুমি কি বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মন এক অসম্ভব বর প্রার্থণা করিলেন-গোলোকেশ্বরীকে ভার্য্যারূপে পাইতে চাই। ভগবান্ বলিলেন, অসম্ভব, বিশ্বাত্মা শ্রীহরির অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি ও নিত্য প্রেয়সীকে কখন ও কোন মর্ত্ত্য জীব ভার্য্যারূপে পাইতে পারে না ! দ্বিজবর, তুমি এই দুরাশা পরিত্যাগ কর, অন্য বর প্রার্থনা কর। কিন্তু দ্বিজ সেই একই প্রার্থনা হইতে বিচলিত হইলেন না। ভগবান্ অগত্যা কোন বর না দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সেই দ্বিজবর পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া ও পূর্ব্বোক্ত পন্থায় দুস্তর তপস্যা আরম্ভ করেন। সেবারে ও অন্তিম দিনে প্রভু দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন–ব্রাহ্মন স্বীয় প্রার্থণায় অবিচল রহিলেন। এই প্রকার তিনজন্ম পর্যন্ত কঠোর তপস্যার শেষে ভগবান আবির্ভূত হইয়া বর দিতে সম্মত হইয়া বলিলেন–তুমি গোলোকেশ্বরীকে ভার্য্যারূপে পাইবে কিন্তু নিজে নপুংসক হইবে। কারণ কৃষ্ণময়ী রাধা অন্যের স্পর্শযোগ্য নহে, অন্যের অঙ্কশায়িনী কোন দিনই হইবে না। ব্রাহ্মন ভাবিলেন, যাই হউক অন্ততঃ নিজগৃহে গোলোকেশ্বরীকে দর্শনে ও পবিত্র সুখ অনুভব করিতে পারিব। এই ঘটনার যোজনা লীলাংশে পরকীয়া ভাবটিকে সমুজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার কার্য্য। কারণ, গোলোকে, ও ভূলোকে শ্রীকৃষ্ণলীলানাট্য খানি তদীয় অবিচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়া দেবীই পরিচালনা করিয়া থাকেন।

তবে গোলোকেশ্বরীর মর্ত্ত্যে আগমন বিভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন রূপেই হইয়া থাকে, ইহা তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা মাত্র। আমি এখানে তিন কল্পের কথা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিব। একদা সূর্য্যদেব (ভানুদেব) গোলোকেশ্বরীকে পুত্রী রূপে লাভের জন্য ভগবান শ্রীহরির বিশেষ আরাধনা করেন। সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাহাকে তাহার অভীষ্ট বর প্রদান করেন। মর্ত্ত্যে গোকুল মহারণ্যের অন্তর্গত শ্রীপাট রাভেলাখ্য জনপদে মহাভানু নামে এক গোপ শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার চন্দ্রভানু, রত্নভানু, বৃষভানু, সুভানু, এবং প্রতিভানু নামে পরম উদার জিতেন্দ্রিয় ও বৈষ্ণব পাঁচ পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে আদিত্য তুল্য যশস্বী পরম ভাগবত অভিন্ন সূর্য্যদেব (ভানুদেব) বৃষভানু রাজ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ভগবৎ প্রীত্যর্থে রাজসূয়াদি শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির-প্রীতি সাধন করেন। তিনি রাজর্ষি তুল্য দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, পরমদাতা, সর্ব্বরাজ পূজিত এবং সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিপালক ছিলেন। ঐ ব্রজধামে ধণাঢ্য বিষ্ণুভক্ত 'বিন্দু' নামে এক গোপ প্রবর বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী মুখরার গর্ভে ভদ্রকীর্ত্তি, চন্দ্রকীর্ত্তি মহাবল মহাকীর্ত্তি, শ্রীদাম এই পঞ্চপুত্র এবং ভানু মুদ্রা, কীর্ত্তির্মতী ও কনিষ্ঠা কীর্ত্তিদা নাম্নী কন্যাত্রয় জন্ম গ্রহণ করেন। পুরাণান্তরে কীর্চ্চিদার অপর নাম কলাবতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রাজা বৃষভানু যথাবিধানে কীর্ত্তিদার প্রানিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর বহুদিন গত হইল, কিন্তু কোন সন্তান সন্ততি জন্মিল না। এইজন্য অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকায় প্রথমতঃ বহুবিধ যজ্ঞ, দান, অর্চ্চন-পূজা ও

তীর্থ সেবনাদি করিয়া ও বিফল মনোরথ হইয়া দুঃখিতান্ত করনে ভূতলে মূর্চ্ছিত হন। তখন তাঁহার সাধ্বী পত্নী তাঁহাকে দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতে উপদেশ করেন। অনন্তর তিনি শৈলেন্দ্র মুকুটমনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সানুদেশে স্বচ্ছ সলিলা যমুনাতীরস্থ উত্তম স্থানে শুভদায়িনী দেবী কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিতেন্দ্রিয় এই মহাত্মা নিরাহারী হইয়া মৌনাবলম্বনে সহস্র দল পদ্মে পুণ্ডরীকাক্ষ পরমাত্মার সহিত চিত্তকে সংযুক্ত করিয়া কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। সহসা একদিন বাগ্‌দেবী আকাশবানী করিয়া উপদেশ করিলেন।—

'হরিনাম বিনা বৎস কর্ণশুদ্ধি র্ন জায়তে ! তস্মাৎ শ্রেয়স্করং রাজন্ হরিনামানু কীর্ত্তনম্। গৃহান্ হরিনামানি যথাক্রম মনিন্দিত ॥

অতঃপর বৃষভানু রাজ দেবীর নির্দ্দেশে পুণ্যতোয়া নদীর রম্যপুলিন প্রদেশে হরি নাম পরায়ন অখণ্ড আনন্দের লীলা নিকেতন স্বরূপ মহামুনি ক্রতুর আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীনাম গ্রহণ পদ্ধতি ও অবগত হইলেন। সেই নামের প্রকাশ এই স্বপ—ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ক্রতু মুনিবর বলিলেন—ইতি ষোড়শাত্মকং নাম্নাং ত্রিকাল কল্মষাপহম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ব বেদেষু বিদ্য তে ॥

—ব্রহ্মাণ্ডপুরান, উত্তর খণ্ড, রাধাহৃদয়।

মহামুনি ক্রতু এই মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বৃষভানুরাজাকে বলিলেন-বৎস !
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা শৈব এব বা। গানপত্যঃ লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥
যস্য কর্ণপুটে রাজন্ ন বিশেদ্ধরি নামকম্ ! শবস্তুকর্ণৌ তাবৈব বিষ্টেশুদ্ধি মিতো ব্রজেৎ ॥

—ব্রহ্মাণ্ড পুরান—উত্তর খণ্ড।

বিশেষতঃ শাক্ত, শৈব, সৌর, গানপত্য, বৈষ্ণব ইহাদের দীক্ষা বিষয়ে হরিনামানু কীর্ত্তনে কর্ণশুদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ কর্ণের অশুদ্ধতার জন্য সর্ব্বাগ্রে হরিনাম দীক্ষা ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রই ফল প্রদ হয় না। যাহার কর্ণপুটে হরিনাম প্রবেশ করে নাই, তাহা শবের কর্ণ তুল্য অপবিত্র। হে মহাবাহো তোমাকে এই যে হরিনাম প্রদান করিলাম, তাহা সুতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই অনুষ্ঠানের কথা লোক পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া অঙ্গিরা ঋষিকে বিবৃত করিয়াছিলেন। এই মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয় ও বটে। অতঃপর তুমি সুসমাহিত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর বৃষভানুরাজ ক্রতু মুনিকে সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ পূর্ব্বক তদনুজ্ঞা লইয়া ভক্ত্যাপ্লুতচিত্তে হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে করিতে তথা হইতে যমুনাতীরে সমাগত হইলেন। সহজ ভক্তিযোগ সমাধিতে

অধিরূঢ় হইয়া ঐকান্তিক ভাবে শ্রীনাম জপ করিতে লাগিলেন। তখন দেবী কাত্যায়নী প্রসন্ন হইয়া তৎ সম্মুখে আবির্ভূতা হইলে, ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী রাজাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি দেবীর নিকট বলিলেন–'আপনার দর্শন দ্বারাই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চান, তবে ত আপনি আমার হৃদ্‌গত অভিলাষ অবগত আছেন, যদি দেয় হয়, অভিলষিত বর আমাকে প্রদান করুন।' জগজ্জননী কাত্যায়নী দেবী বৃষভানুর ভক্তিভাব যুক্ত বাক্য শ্রবণান্তর সহস্রাদিত্য তুল্য প্রভাযুক্ত একটি সুবর্ণ ডিম্ব তাহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। বৃষভানুরাজ ঐ জ্যোতির্ম্ময় ডিম্ব প্রাপ্তিতে পরমাহ্লাদিত হইয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর বৃষভানুরাজ ও কীর্ত্তিদার ব্রত ও তপস্যার সার 'শ্রীনাম' প্রভুর সেবার চরমতম ফল স্বরূপ সর্ব্বাভীষ্ট পরিপূরক অখণ্ডরসবল্লভা কাঞ্চণপঞ্চালিকা শ্রীরাধাঠাকুরানী ছোট এক নবনীত কোমলা স্বর্নচাঁপার মত জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা রূপে শুভদিনে শুভক্ষনে ঐ জ্যোতির্ম্ময় ডিম্ব হইতে আবির্ভূতা হইলেন।

কেনচিৎ কারণে নৈব রাধা বৃন্দাবনে বনে। বৃষভানু সুতা জাতা গোলোকস্থায়িনী সদা ॥

শ্রীমদ্দেবী ভাগবত–৯।৫০ ৪৩,

কোন কারণ বশতঃ নিরন্তর গোলোকস্থায়িনী শ্রীরাধা বৃন্দাবনে বৃষভানু পুত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে যে সূর্য্যদেব অলকানন্দা তটে লোলোবেশ্বরীকে স্বীয় কণ্যা রূপে লাভের জন্য ঘোরতর তপস্যা করেন, মর্ত্ত্যে ইনিই বৃষভানুরূপে আবির্ভূতা হইয়া গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধাকে পুত্রীরূপে লাভ করেন। শ্রীরাধারানীর প্রপঞ্চে আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্য পুরানে ও উক্ত হইয়াছে ঃ—

বৃষভানুরিতি খ্যাতো যজ্ঞে বৈশ্য কুলোদ্ভবঃ। সর্ব্ব সম্পত্তি সম্পন্নাঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরায়ন ॥
উবাহ কীর্ত্তিদানাম্নীং গোপকন্যামনিন্দিতাম্। সর্ব্বলক্ষন সম্পন্নাং প্রতপ্তকনক প্রভাম্ ॥
বৃষভানু মহাভক্তঃ কীর্ত্তিদায়াস্তপোবলাৎ। অস্মাদ্বিনয় বাহুল্যাত্তৎ কন্যা রাধিকাভবৎ ॥
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবেৎ। অস্যাং দিনার্দ্ধেঅভিজিতে নক্ষত্রে চানুরাধিকে ॥
রাজলক্ষনসম্পন্নাং কীর্ত্তিদা সুতকন্যকাম্। অতীব সুকুমারাঙ্গীং সিতরশ্মিসমপ্রভাম্ ॥
ত্রৈলোক্যাদ্ভুতসৌন্দর্য্যাং দোষ নির্ম্মুক্তবিগ্রহাম্।

তৎপরে এই রাধিকা সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন—

দাহশক্তির্যথা বহ্নেস্তথৈষা মম বল্লভা। অনয়া সহ বিচ্ছেদং ক্ষনমাত্রং ন বিদ্যতে ॥
তথা চ রসপোষায় প্রকটস্যানুসারতঃ! করোমি লীলামতুলাং যোগযোগ বিবর্দ্ধিতাম্।
কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং নাম রাধয়া সহ যো জপেৎ। আহুতসংপ্লবং যাবৎ বসামি তত্র নারদ ॥
মন্নাম লক্ষজপেন যৎফলং লভতে নরঃ। তৎফলং স সমাপ্নোতি রাধাকৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ।-ভবিষ্যপুরান।

শ্রীরাধার লোকাতীত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরান বলেন—ঃ
বৃষভানুপুরীনাম্না সর্ব্বরত্নময়ী শুভা। সুবর্ণমণিমাণিক্য বিচিত্র ভবনাঙ্গনা॥
অনিমাদি-সুখৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণমনোহরা। চিত্রধ্বজ পতাকাদি বিচিত্রা চিত্র-নির্ম্মিতা॥
চিদানন্দ-স্বরূপা সা চিদানন্দ প্রদায়িনী। আনন্দ-কলিলা নার্য্যো যত্র তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
বিচিত্র বেশালঙ্করা বিচিত্র বসনাম্বরা। নানাবেশ বিচিত্রাঙ্গী প্রমদা মোহোদায়িনী॥
সর্ব্বলক্ষনসম্পন্না রাধা নাম্নী বিনোদিনী। জগতাং মোহিনী দেবী গুহ্যদ্গুহ্যাতি সুন্দরী॥
মূঢ়ানাম-সতাঞ্চৈব ন কথ্যং মুনিসত্তম। অপরং কিং নিগদেহ অহমেকবক্ত্রেন নারদ।
শ্রীরাধা রূপলাবন্য গুণাদীন্ বক্তুমক্ষমঃ॥—পদ্মপুরান, উত্তর খণ্ড, ১৬২ অধ্যায়।

সুবর্ণমণিমানিক্যাদি শোভিত, অনিমাদি যোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ, চিত্রধ্বজ পতাকাদি শোভমান, সর্ব্বরত্নময় বৃষভানু পুরীতে চিদানন্দ স্বরূপা এবং চিদানন্দ দায়িনী শ্রীরাধা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীরাধার রূপলাবন্য ও তাঁহার গুণাবলী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলিতে অক্ষম, অপরের আর কি কথা।

ভৌম বৃন্দাবনে তাঁহার আর্বির্ভাব সম্বন্ধে সর্ব্বশাস্ত্রে একমত নহে। কোন কোন শাস্ত্রে দেখা যায় তিনি অযোনি অম্ভবা সীতাঠাকুরানীর মতই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই সব মতান্তর কল্পান্তর ভেদে বর্ণিত। বিভিন্ন কল্পে বিভিন্ন ভাবে ইচ্ছাময়ীর প্রকাশ। কোন এক কল্পে মধ্যাহ্ন কালে বৃষভানু-রাজা যমুনা জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া বৃহদ্ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন ছিলেন—সহসা'এক বিকচ শতদল জলে ভাসমান হইয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করায়, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—চতুর্দ্দিকে হস্তপদ সঞ্চালন পূর্ব্বক এক তপ্ত কাঞ্চনবর্ণাভা জ্যোতির্ম্ময়ী বালাকে ঐ পদ্মের উপরে বিরাজমান। অপুত্রক রাজা দৈবে প্রেরিত অভীষ্ট বস্তুরূপে ঐ কন্যারত্নকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে ক্রোড়ে ধারন করিয়া যমুনা জল হইতে উত্থিত হইয়া দ্রুত-গতিতে রাজভবনে উপনীত হইয়া অতি সংগোপনে কীর্ত্তিদার হস্তে অর্পন করেন। এই ভাবে এক কল্পে আবির্ভাবের কথা বর্নিত আছে। রাধারানীর নিজ মুখের উক্তি—ঃ

'বৃষভানুশ্চ কৃষ্ণস্য পার্ষদ প্রবরোমহান্। পিতৃনাং মানসী কন্যা মম মাতা কলাবতী॥'
অযোনি সম্ভবাহ্অঞ্চ মম মাতা চ ভারতে॥

ভাদ্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং মধ্যাহ্নে শুভদারিনী। সদাকৃষ্ণ প্রিয়া সাধ্বী শ্রীকৃষ্ণানন্দদায়িনী।'

কিন্তু গত দ্বাপরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের শেষাংশে তিনি কীর্ত্তিদা দেবীর গর্ভখনির মাঝে মহার্হ-মণিরত্ন স্বরূপা কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিবল্লীরূপে আবির্ভূতা হন। এই সংবাদ পাই ষড় গোস্বামীর অন্যতম জগদ্-গুরু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু কৃত স্তবাবলী গ্রন্থে—

গান্ধর্ব্বায়াজনি মনিরভূদ যত্র সঙ্কীর্ত্তিতায়া, মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্ত্তিদা গর্ভখন্যাম্।
গোপীগোপৈঃ সুরভি-নিকরৈঃ সংপরীতেঅত্রমুখ্যো, রাবলাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপুরো মমাস্তাম্॥
ব্রজবিলাস স্তব-৯০,

মূর্ত্তিমতী আনন্দ স্বরূপিনী, সুরমুনি নরের বন্দিতা, গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধাঠাকুরানী গোপগোপী সুরভিগণে পরিবেষ্টিত বৃষভানুপুরে রাবেলাখ্য জনপদে শুভদিনে শুভক্ষণে মাতা কীর্ত্তিদা সুন্দরীর গর্ভখনী হইতে আবির্ভূতা হন॥ ভাদ্রস্যকৃষ্ণপক্ষেতু হরি জন্মাষ্টমী যদা! তস্যাঃ পরে তু যা শুক্লা তস্যাঃ জাতা হরিপ্রিয়া॥

ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে যে অষ্টমীতে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন ঠিক তাহার অব্যবহিত পরে ঐ মাসের শুক্লাঅষ্টমী তিথিতে হরিপ্রিয়া শ্রীরাধা ঠাকুরানী আবির্ভূতা হন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপিশক্তি লীলাময়ী শ্রীরাধা ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমীতিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্র যোগে সোমবারে দিবা মধ্যাহ্ন কালে শ্রীবৃষভানুরাজার গৃহে শ্রীগোকুল মহাবনের নাতিদূরে রাভেল নামক প্রসিদ্ধ ব্রজগ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার জননীর নাম রানী কীর্ত্তিদা, অপর নাম কলাবতী।

গোবিন্দানন্দিনী শ্রীরাধা ধরাতলে অবতীর্ন হইবার উদ্যোগ করিয়া ঐ ধর্ম্মাত্মা গোপরাজ শ্রী বৃষভানু রাজের সাধ্বী পত্নীতে অধিষ্ঠিতা হইলেন। শ্রীভানুরাজ তাহা অনুভব করিতে পারিলেন। শ্রী কীর্ত্তিদাদেবী ও গর্ভে শ্রীগোকুলেশ্বরীকে ধারন করতঃ সর্ব্বশোভাময়ী হইলেন। দেবতাগণ প্রতিদিন অলক্ষিতে আসিয়া রাসেশ্বরীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান গোপদম্পতি প্রতিদিন গৃহমধ্যে দেবদেবীগনের অদৃশ্য আনাগোনা নুপুরধ্বনী, বিচিত্র বসন-ভূষনের শব্দ ও সদ্য প্রস্ফুটিত শতদলের সুদিব্য সৌরভ লাভ করিয়া এক অব্যক্ত মধুর আনন্দ রসে মগ্ন হইলেন।

প্রতি দিন বিপুল উৎসাহে ভগবৎ সেবা, বৈষ্ণব ব্রাহ্মন সৎকার, বিবিধ দানাদি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীভানুপুরে, আগত রাসেশ্বরীর আবির্ভাবের কথা কোন ত্রিকালজ্ঞ মহাভাগবতের মুখে শ্রীবৃষভানুরাজা শ্রবণ করিলেন। এদিকে শ্রীকীর্ত্তিদা সুন্দরীর গর্ভটী নব শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমেযদশমাস পূর্ণ হইল। তৎকালে নিখিলেশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরানী শারদীয় পূর্ণ শশীর ন্যায় আবির্ভাবের শুভ ক্ষন আগত হইল।

এই সময়ে সর্ব্ব শুভগ্রহগণের একত্র সমাবেশ হইল, সর্ব্ব দেবদেবীগণ অলক্ষিতে আসিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, বেদাদি শাস্ত্র, ঋষিগন সকলেই দিব্য স্তুতি করিতে লাগিলেন। কারণ তিনিই আদি শ্রুতিজননী দিব্য সরস্বতী,—ঋষি সনৎ কুমার স্তব করেন-"সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং লেখনী পুস্তকাশ্বিতাম্। শ্রীকৃষ্ণ সহিতাং ধ্যায়েৎ ত্রিসন্ধ্যং রাধিকেশ্বরীম্॥" ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্নিত—ঃ ব্রহ্মাবিষ্ণুর্ভবাদয়বিশ্বে দেবাশ্চ অশ্বিনাবপি। গ্রহ-নক্ষত্রভ্রানি বায়বঃ পিতরস্তদা। ঋষয়ো মনবো বেদাঃ শাস্ত্রানি চ চতুর্দ্দশ। সবাহনাঃ সানুগাশ্চ সায়ুধাঃ সপরিচ্ছদাঃ। স্ব স্ব যান সমারুহ্য সর্ব্বে গতাস্তদাভবন্। জ, ন্যাং জায়মানায়ং কীর্ত্তি-দায়াঃ শুভোদয়ে। গায়দগন্ধর্ব্ব সন্নাদে গীয়মানাপ্সরোগনে।। সাধুনাং সমচিত্তানাং প্রসন্নেস্বু মনঃ সু চ। স্তুবৎ সুমুনি সাধ্যেষু পুষ্পবৃষ্টি সমাকুলে।। আবীরাসীৎ পরা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ। ভাদ্রে মাসি সিতেপক্ষে অষ্টম্যাঞ্চ শুভদিনে। আবীরাসীৎ কল্যাবত্যাং স্বয়ং রাধা হরেঃ প্রিরা॥

আবির্ভাব কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বিশ্বদেব, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, ঋষিগণ, চতুর্দ্দশ মনু, চারিবেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, স্ব স্ব বাহনে, পারিষদগণের সহিত, স্ব স্ব অস্ত্রাদি সমন্বিত, স্বীয় বসন ভূষণ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আকাশের উপরিভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যের শুভোদয়ে গন্ধর্ব্বগন বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। অপ্সরাগণেরা গান করিতে লাগিলেন। সমচিত্ত সাধুদিগের মন সুপ্রসন্ন হইল। মুনিগণও সাধুগন স্তব করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতে দেবগণেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঠিক এইরূপ শুভক্ষণে কীর্ত্তিদাদেবীর গর্ভখনি হইতে মহার্হ রত্নরূপে নিখিলেশ্বরী শ্রীরাধারানী আবির্ভূতা হইলেন। ভাদ্রশুক্লাষ্টমী, দিবা মধ্যাহ্ন কাল, আনন্দময়ীর আগমনে সর্ব্বত্রই পরমানন্দের লহরী প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহা জয় জয় ধ্বনিতে দশদিক পূর্ণিত হইল। চারিদিকে হুলুধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনি এবং হরিধ্বনিতে গগন পবন মথিত হইতে লাগিল। দেবতাগন আকাশে দুন্দুভি বাদ্য করিতে লাগিলেন। বেদ সিদ্ধগন তাঁহায়া দেবীর অমল যশঃ গাথা গান করিতে লাগিলেন। দিব্য বসন ভূষণে ভূষিতা সৌন্দর্য্যময়ী নারীললামভূতা কুলললনাগন বিবিধ অর্ঘ্য উপায়ন সহ মিষ্টান্নাদি লইয়া কীর্ত্তিদামন্দিরে আগমন করিতে লাগিলেন। সূতিকা মন্দিরে শ্রী কীর্ত্তিদাদেবীর ক্রোড়ে নিখিল সৌন্দর্য্য-লাবন্যের সারভূতা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে জড় ভুতা হইলেন। মানবীবেশে দেবীগণ ও আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে শুধু অস্ফুট শব্দ ধ্বনিত হইল—কি মধুর রূপ! কি মধুর রূপ!! ঐদিকে পুর মধ্যে বাদ্যকারগন বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি করিতে লাগিলেন। নর্ত্তক—নর্ত্তকীগন নৃত্য-গীত করিতে লাগিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মন গন বেদমন্ত্রসকল গান করিতে লাগিলেন। শ্রীরাসেশ্বরীর আগমনে ত্রিজগৎ আনন্দময় হইয়া উঠিল। ভানুরাজার মিত্র গোপগন আনন্দভরে দলে দলে দধিদুগ্ধাদি উপঢৌকন লইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। লোলকুণ্ডলা গোপাঙ্গনাগন পতিদিগের সহিত নব প্রসূতা সুদিব্যরূপিনী কন্যার জন্য পট্টশাটী, স্বর্ণহার, শাঁখা, চরণে নূপুর, কটির কিঙ্কিনী, শিরে মনিময় চন্দ্রক, কণ্ঠের মুক্তামালা ও কর্ণের কুণ্ডল প্রভৃতি যৌতুক লইয়া তথা বিবিধ মিষ্টান্নাদি সহ আগমন করিতে লাগিলেন। হসিত বদনা স্মিতাননী গোপসুন্দরীগণের ললিত পদ বিক্ষেপ কালে উহাদের চরনস্থিত নূপুরের ধ্বনিতে দশদিক পূর্ণিত হইতে লাগিল। অতঃ পর যখন তাঁহারা কীর্ত্তিদার ক্রোড়দেশে সুবর্ণকমলিনী শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন— তখন তাঁহাদের নেত্রযুগল মীনের ন্যায় পলকহীন হইল। মুখে বানী—অহো কি সুন্দর! কি মধুর!! আহা নবজাতা দিব্য কন্যার করপদতল স্থল-কমলিনী ও অরুন কমলের শোভাকে ও ধিক্কার দিতেছে। উহার আরক্তিম ওষ্ঠপুট পক্কবিম্বফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার পর ধাত্রীগণ বলিলেণ—হে সুহাসিনী কীর্ত্তিদা, কি অদ্ভুত তোমার কণ্যার করতলে ও পদতলে শুভলক্ষণান্বিত সৌভাগ্য-রেখাগণ-শঙ্খ, চক্র, রথ, মীন, জম্বুফল, মৎস্য, কুশ, কুণ্ডল ও ছত্রাদি চিহ্ন সকল স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। পুরানান্তরে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদেরকৃপ চিন্তামনিতে বর্নিত—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারানীর পাদপদ্ম উনবিংশতি শুভরেখারূপা মহালক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক সেবিতা হইতেছেন।

ছত্রারিধ্বজবল্লিপুষ্পবলয়ান্ পদ্মোর্দ্ধরেখাঙ্কুশমর্দ্ধেন্দু যবঞ্চ বামমনু যাশক্তিং গদাং স্যন্দনম্ বেদি-

কুণ্ডলমৎস্যপর্ব্বতদরং ধত্তেঽস্বসেব্যং পদং তাং রাধাং চিরমনুবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥

শ্রীরাধার বামচরণে ছত্র, চক্র, ধ্বজা, লতা, পুষ্প, বলয়, উর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, অর্ধচন্দ্র এবং যব এই একাদশ এবং দক্ষিনচরণ তলে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্ব্বত ও শঙ্খ এই অষ্ট চিহ্ন বিরাজিতা।

অনন্তর গোপ গোপীগণ আনন্দভরে আঙ্গিনা মধ্যে দধি, দুগ্ধ, তৈল, হরিদ্রারস সিঞ্চন করতঃ উহাতে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। সকলে বৃষভানু রাজার মহিমা গান করিতে লাগিলেন। মহামনা শ্রীভানুরাজ আগত জনমাত্রেরই বিবিধ বস্ত্র, অন্ন, রত্নাদি মর্য্যাদানুরূপ প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

ভানুরাজার এই আনন্দময়ী কন্যার জন্ম-মহোৎসবে দেবদেবীগণ ও ছদ্মবেশে আসিয়া ভোজন ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস গোপীভাবাঢ্য হৃদয়ে সুতিকাগৃহের অনতিদূরে অবস্থান করতঃ কীর্ত্তিদাদেবীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—:

এ তোরবালিকা, চাঁদের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি। হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে পসরা করিয়া রাখি ॥ শুন বৃষভানুপ্রিয়ে! কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ, এহেন সোনার ঝিয়ে। তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর, মুখে হাসি আছে আধা। গনকে গনিয়া যে নাম, সে নাম রাখুক, আমরা রাখিলাম রাধা ॥ স্বরূপ লক্ষন, অতি বিলক্ষন, তুলনা দিব বা কিয়ে, । সে যে মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে, সোঙারিবে যদি জীয়ে। দুহিতা বলিয়া দুঃখ না ভাবিহ, ইহ উদ্ধারিবে বংশ। জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহার অংশের অংশ ॥

যুগলের নিত্য প্রিয়নর্ম্ম সহচরী লবঙ্গ মঞ্জরী, গৌরাবতারে যিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ তিনি গোপীভাবাঢ্য হৃদয়ে উল্লাসভরে প্রিয়াজীর আবির্ভাব বাসরে তদীয় যশোগাথা গান করেন। আমরা অৎপশ্চাতে রহিয়া অনুকীর্ত্তন করি—

রাধে! জয় জয় মাধব দয়িতে! গোকুল তরুনী মণ্ডল মোহিতে !!
দামোদর রতি বর্দ্ধন বেশে! হরি নিস্কুট বৃন্দা বিপিনেশে।
বৃষভানুদধি নবশশি লেখে! ললিতা সখি! শুন রমিত বিশাখে
করুণাং কুরু ময়ি, করুণা ভরিতে, সনক-সনাতন বর্নিত চরিতে !!

হে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী, হে গোকুল তরুনী-গন পুজিতে, হে দামোদর রতি বর্দ্ধন বেশধারিনি, হে শ্রীকৃষ্ণের গৃহোদ্যানরূপ বৃন্দাবনের অধিশ্বরি, শ্রীরাধে আপনি অতিশয় জয় যুক্ত হউন। হে বৃষভানুরূপ সমুদ্র হইতে সমুত্থিত নবশশিকলা রূপিনি, হে ললিতার প্রাণসখি, হে বিশাখার সুখকর গুনশালিনি, হে কৃপাপুর্ণ, হে সনক-সনাতন দ্বারা কীর্ত্তিত চরিত্রে! শ্রীরাধে, আপনি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুণ। এই আনন্দ মহামহোৎসবের ভিতরে ও একটু 'কিন্তু' দেখা গেল, সুবর্ন প্রতিমা সুদিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী এই শিশু

কন্যারূপী শ্রীরাধার নয়ন পদ্ম বিকশিত হয় নাই। না জানি কাহার দর্শন আশায় এখন ও মুদ্রিত-নয়না রহিয়াছেন !

যাহাই হউক পর-দিবসে শ্রীকীর্ত্তিদার সানুনয় আবেদনে মহাযোগিনী দেবী পৌর্ণমাসী যোগমায়া বৃষভানুপুরে আগমন করিলেন। প্রস্ফুটিত স্বর্নকমলের ন্যায় এই কন্যারত্নটিকে দর্শন মাত্রই তিনি অত্যন্ত উল্লাস ভরে বলিয়া উঠিলেন, এই তো রাসেশ্বরী আবির্ভূ'তা হইয়াছেন। তাহার পর তিনি শ্রীকীর্ত্তিদাকে ও শ্রীবৃষভানুরাজাকে আহ্বান পূর্ব্বক অতি সাবধানে কন্যাটিকে পালনের জন্য উপদেশ করিলেন। শ্রীপৌর্ণমাসী বিরলে গোপদম্পতিকে বলিলেন, হে ভানু ! হে কীর্ত্তিদে ! এই কন্যা সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী ও বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মীর ও অংশিনী। এই কন্যা গোলোক ভূলোকের সবার ঈশ্বরী নিত্য গোপকণ্যাগণ দ্বারা সম্পূজিতা, ইহাঁর পাদপদ্মযুগল ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, মরুত ও বরুন প্রভৃতি দিকৃপাল দেবতাগণ নিত্য স্তুতি করিয়া থাকেন। শ্রীহরি যেমন স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ন হন, সেইরূপ ইনিও স্বচ্ছায় তোমাদের গৃহে অবতীর্ন হইয়াছেন। এই কন্যার দর্শনে, স্পর্শনে ও পূজনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। কোন নিগূঢ় লীলা বিলাসের জন্য অধুনা অবতীর্ন, ইহাকে সাবধানে পালন করিও। শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী এই রূপ বিবিধ উপদেশ করিবার পর ভানুরাজ কর্ত্তৃক যথোচিত প্রপূজিতা হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর গোপদম্পতি যখন ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কাঞ্চনপঞ্চালিকা সেই বালিকা নয়ন পদ্ম বিকশিত করিতেছেন না তখন তাঁহারা এবং উপস্থিত সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তবে বালিকার অসমোর্দ্ধ রূপের মাধুর্য্য লহরী বন্যার জলের মত চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া সকলের অন্তরে দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা জাগাইয়া দিল। গোকুল রমনী বৃন্দ সকলেই স্বীয় স্বীয় পুত্র কণ্যাগণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক কীর্ত্তিদা মন্দিরে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-জননী যশোদা দেবী তাঁহার নীলমণিকে ক্রোড়ে ধারন পূর্ব্বক সানন্দে প্রিয়সখী কীর্ত্তিদা-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধা ঠাকুরানীর আবির্ভাবে এত আনন্দ কোলাহলের মধ্যে ও সমাগত সকলের মনের আকাশের এক কোনে যেন একখণ্ড বিষাদের কালো মেঘ সর্ব্বদা আনাগোনা করিতেছিল। কারণ আবির্ভূ'তা হইয়া ও যেন অগ্রে স্বীয় প্রাণ বল্লভের বদনারবিন্দ ভিন্ন অন্য কাহাকে ও দেখিবেন না, এই ভাব ভাবময়ীর।

শ্রীরাধারানীও পরবর্ত্তীকালে তাহার প্রিয়নর্ম্মসখীর নিকট–এ এই অবস্থার কথাও বর্ণনা করিয়াছেন। পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস কীর্ত্তনছলে গান করিয়াছেন—ঃ

শুন ওগো মরম সই !
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই ॥
দিত ক্ষীর সর জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি

জননী আমার করে হাহাকার
কহিলা সকলে ডাকি ॥
শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া কোলে।
আমারে দেখিতে আইল ত্বরিতে
সূতিকা মন্দির দ্বারে ॥
দেখিয়া জননী কহিলেন বানী
এই ত ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলাম অন্ধকন্যা
বিধি এত দুঃখ দিলে ॥
উঠ উঠ বলে করে ধরে তুলে
বসায়ে যতন কোরে।
হেনই সময়ে মায়ে তেয়াগিয়া
বঁধু পরশিল মোরে ॥
গায়ে দিল হাত মোর প্রাণনাথ
অন্তরে বাড়িল সুখ।
হাসিয়া কাঁদিরা আঁখি প্রকাশিয়া
দেখিনু বঁধুর মুখ।
ঘুচিল যে অন্ধ বাড়িল আনন্দ
জননী দু'জনার মনে
আমার কল্যাণে আনন্দিত মনে
করিল বিবিধ দানে।
সুজন যে জন জানে সেই জন
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন সদাই মগন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥

প্রপঞ্চে আবির্ভাব কালে গোলোকেশ্বরীর এই অন্ধবালিকা রূপী অভিনয় বৃন্দাবনের প্রথম যাত্রী দেবর্ষি নারদ ও দর্শন করেন এবং যুগপৎ তিনি স্বসখীযূথ বেষ্টিতা নিত্য কিশোরী মুর্ত্তির ও দর্শন পান। ঘটনাটি এই রূপ—একদা দেবর্ষি নারদ তাঁহার মহতী বীনা যন্ত্রে হরিগুনগান করিতে করিতে বিশ্ব

পরিব্রাজন মুখে স্বীয় প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন মানসে গোলোকে গমন করিলে তত্রস্থ লীলা সকল অসমুজ্জ্বল দর্শনে শঙ্কিত হইয়া ধ্যানস্থ হন। দেখিলেন প্রভু স্বীয় পারিষদবর্গসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে। লীলায় অবতীর্ণ প্রভুকে দর্শনের মানসে দেবর্ষি নারদই সর্ব্বপ্রথম ভৌম বৃন্দাবনের পথে যাত্রী হন। প্রথমে তিনি নন্দালয়ে আগমন করিয়া দেখিলেন অবিচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়াধৃক অচ্যুতদেব অতি অভিনব সুন্দর মুগ্ধ বাল্য-লীলা প্রকটন পূর্ব্বক শ্রীনন্দ মহারাজের গৃহে সুবর্ণ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। গোপকন্যাগন পরমানন্দের সহিত তাঁহাকে নিরীক্ষন করিতেছেন। তাঁহার নয়ন কমলের দৃষ্টি সকলকে মুগ্ধ করিতেছে। তাঁহার নীল কুটিল কুন্তল সমূহ সমূহ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া সাতিশয় শোভা ধারন করিতেছে।

তাঁহার পরম প্রিয় ভক্ত দেবর্ষি নারদ দিগম্বর বেশে তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাতীব আনন্দ লাভ করিলেন এবং গোকুলাধীশ নন্দকে সম্ভাষন দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন" আপনার এই পুত্রের প্রভাব যে অতুলনীয় তাহা কেহই জানে না। শিব, ব্রহ্মা,-ইন্দ্রাদি তাহার প্রতি শাশ্বতি রতির অভিলাষী। এই বালকের চরিত্র সকলের আনন্দের কারণ হইবে বলিয়া ভক্তগণ তাহা গান ও শ্রবন করিবে। অতএব আপনি ইহ পরলোকের সর্ব্বপ্রকার আশা পরিত্যাগ করিয়া এই বালককে একান্ত ভাবে অব্যভিচারিনী প্রীতি করুণ।" এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নন্দ ভবন হইতে বহির্গত হইয়া মনে মনে বিচার করিলেন— গোলোকপতি শ্রীহরি যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন ইহার নিত্য কান্তা ভগবতী লীলাশক্তি ও ক্রীড়ার নিমিত্ত গোপিকা রূপ ধারণ করিয়া অবশ্যই অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন,ইহাতে কোন সংশয় নাই, অদ্য আমি ব্রজবাসিগনের ঘরে ঘরে গিয়ে অম্বেষন করিব।" এইরূপ বিচার করিয়া মুনিবর নারদ ব্রজবাসিগনের গৃহে গৃহে অতিথি হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং ব্রজবাসিগন কর্তৃক ইষ্টদেব বুদ্ধিতে সম্পূজিত হইতে লাগিলেন। তিনি ও নন্দসুতের প্রতি ব্রজবাসিগণের পরা প্রীতি, স্নেহ ও মমতা দেখিয়া তাঁহাদের সকলকে মনে মনে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে ব্রজবাসিগণের গৃহে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে করিতে নন্দসখা বৃষভানু নামক বুদ্ধিমান মহাত্মা গোপ শ্রেষ্ঠের গৃহে দেবর্ষি নারদ প্রবেশ করিলেন। বলিলেন " ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য আপনি পৃথিবীতে বিখ্যাত। আপনার ধন ধান্য সমৃদ্ধির ও যথেষ্ঠ দেখিতেছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি অখিল লোকে আপনার যশঃ বিস্তার কারক কোন যোগ্য পুত্র অথবা শুভ লক্ষনা কণ্যা আছে কি ?

দেবর্ষি নারদ এই রূপ বলিলে ভানু স্বীয় মহা তেজস্বী পুত্রকে লইয়া আসিয়া তাহাকে দেখাইলেন এবং প্রণাম করাইলেন। দেবর্ষি নারদ সেই অপ্রতিম রূপলাবণ্যময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বালককে দেখিয়া বাহু যুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রনয় সহকারে গদগদ স্বরে বলিলেন— "আপনার এই শিশু পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সখা হইবে এবং আলস্যরহিত হইয়া তাঁহাদের সহিত দিবা-রাত্র বিহার করিবে।"

এইরূপ বলিয়া দেবর্ষি নারদ যখন প্রস্থান করিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় ভানু বলিলেন—"এই বালকের কনিষ্ঠা জড়, অন্ধ, বধিরাকৃতি হইলে ও দেবপত্নিতুল্য একটি কণ্যা ও আমার আছে, আমি প্রার্থণা করি আপনি প্রসন্ন ও অমৃত দৃষ্টির দ্বারা এই বালিকা টিকে সুস্থির করিয়া দিন।

দেবর্ষি নারদ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুকাকৃষ্টমনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন ভানুর কন্যাটি ভূতলে গড়াগড়ি দিতেছে। দেবর্ষি নারদ অত্যধিক স্নেহবিহ্বল চিত্ত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ভগবৎ প্রেমী মহামুনি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যে রূপ মুগ্ধ হইরাছিলেন ভানুর এই কন্যাকে দেখিয়া ও তদ্রূপই মুগ্ধ হইলেন এবং পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া দুই মুহূর্ত্ত পর্যন্ত প্রস্তরবৎ অচেতন হইয়া রহিলেন। অনন্তর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলেন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীনল করিলেন এবং মহা-বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিৰ্ব্বাক থাকিলেন।

তৎপর সেই মহাবুদ্ধিমান্ দেবর্ষি নারদ মনে মনে চিন্তা করিলেন " আমি সৰ্ব্বলোকে স্বচ্ছন্দে বিচরন করিয়া থাকি, ব্রহ্মলোক, রুদ্রলোক, ও ইন্দ্রলোকে ও গমন করিয়াছি। কিন্তু কোথা ও এই বালিকার ন্যায় রূপ কাহার দেখি নাই। আমি শৈলেন্দ্র নান্দিনী মহামায়া পাৰ্ব্বতীকে ও দর্শন করিয়াছি। তাঁহার রূপে সমস্ত চরাচর জগৎ মুগ্ধ হয়। বিন্তু তাঁহার রুপ ইহার রূপের সমান নহে। লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি অনিন্দ্য সুন্দরী দেবীগণের রূপতো ইহার ছায়ার তুল্য ও নহে। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তির যে রূপ মহাযোগে-শ্বর শিবকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ আমি দেখিয়াছি, সেই রূপ ও ইহার রূপের সদৃশ নহে। অতএব ইহার তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়ার শক্তি আমার কিছুমাত্র নাই। ইনি শ্রী হরির প্রিয়া ইহাকে অন্য কেহই জানেন না। ইহার দর্শন মাত্রেই গোবিন্দ চরণাম্বুজে আমার যে রূপ স্বতঃ স্ফূর্ত প্রেমের বৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ পূৰ্ব্বে আর কখন ও হয় নাই। অতএব একান্তে ইহার সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈভব বর্ণনার দ্বারা স্তুতি করিয়া ইহাকে নমস্কার করিব। এই রূপই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোচনামৃত স্বরূপ।

এইরূপ বিচার করিয়া দেবর্ষি নারদ গোপপ্রবর বৃষভানু কে অন্য কোথাও প্রেরন করিয়া নিভৃতে সেই সুদিব্য রূপিনী বালিকার এইরূপ স্তুতি কতি করিলেন—"হে দেবি! তুমি মহাযোগস্বরূপিনী, গোলোক বিহারী শ্রীহরির মুখ্য প্রেয়সী; সৰ্ব্বাদ্যা, স্বরূপ শক্তি, মন্মথ মথকারিনী, দিব্য অঙ্গ কান্তি বিশিষ্টা মহামাধুর্য্যবর্ষনকারী। তুমি মহা অদ্ভুত রসানন্দে সদা নিমগ্ন রহিয়াছ। আমি কোন মহাভাগ্য বশেই তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি সৰ্ব্বদা অন্তঃ সুখে স্বীয় প্রান বল্লভ শ্যামসুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছ। তোমার সুপ্রসন্ন মধুর সৌম্য মুখমণ্ডল ও অমৃতদৃষ্টি প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, তুমি সৰ্ব্বদা নিজানন্দে নিমগ্না আছ, তুমি অন্তরে—মহানন্দে পরিতৃপ্তা নিত্যানন্দময়ী। তুমি সর্ব্বাদ্যা, মহাবিষ্ণুর ও প্রসব কারিনি, সৃষ্টিস্থিতি সংহার কর্ত্রী, তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপা, ও পরা বিদ্যাত্মিকা, পারশক্তি। তুমি ব্রহ্মগায়ত্রী-শ্রুতিজননী। তোমার আশ্চর্য্য—বৈভব-তুমিই বিষ্ণুর পরমানন্দ সমুদ্রকে ধারন করিয়া রহিয়াছ। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি ও তোমার স্বরূপ অবগত নহেন। যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগন ও ধ্যাণের দ্বারা তোমাকে জানিতে

পারেন না ! তোমার প্রান বল্লভ শ্রীগোবিন্দের, যে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তৎ সমস্তই তোমার অংশ মাত্র। তুমি আনন্দ রূপিনী হ্লাদিনী শক্তি ও ঈশ্বরী ইহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবণ নামক বনে তেমোর সহিত নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তুমি এই কুমারী অবস্থাতেই তোমার রূপে বিশ্বকে মোহিত করিতেছ। তোমার যে রূপে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মোহ প্রাপ্ত হন, তাঁহার পরম প্রিয় সেই রূপ আমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আমি তোমার শ্রীচরণে প্রণত ও শরণাগত হইয়া প্রার্থণা করিতেছি ভুমি সেই রূপে আমাকে দর্শন দাও।

এই রূপ প্রার্থণা করিয়া নারদ মহানন্দময়ী সেই বালিকাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কারণ প্রাণ কোটি দয়িত শ্যামসুন্দরের রূপ-গুনাদি শ্রবনে রাধারানী নিজেকে পূর্ণতম রূপে প্রকাশ করেন, শ্রীকৃষ্ণ-দয়িতা কৃষ্ণ মাধুর্য্য শ্রবনেই প্রসন্নতা লাভ করেন তদুপরি পরম প্রিয়ভক্ত দেবর্ষি নারদের মুখে কৃষ্ণের মাধূর্য্যামৃতের আস্বাদন—

জয় কৃষ্ণ মনেহোরিন্ জয় বৃন্দাবন-প্রিয়' জয় ভ্রূভঙ্গ ললিত জয়, বেনুরবাকুল।
জয় বর্হকৃতোত্তংস জয় গোপীবিমোহন। জয় কুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গ জয় রত্ন বিভূষন।
কদাহং তৎপ্রসাদেন তনয়া দিবারূপয়া। সহিতং নব-তারুন্য মনোহর বপুশ্রিয়া॥
বিলোকয়িষ্যে কৈশোর-মোহনং ত্বাং জগৎপতে॥

—পদ্মপুরান পাতালখণ্ডে ৭১ অধ্যায়, ৬৩-৬৬,

"হে ভক্ত গণের মনোহরনকারী শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার জয় হউক ! হে বৃন্দাবন প্রিয় তোমার জয় হউক ! হে ভ্রুভঙ্গের দ্বারা অতি সুন্দর বেনু বাজাইবার জন্য ব্যাকুল, ময়ুর পুচ্ছে মুকুট ধারণ কারী গোপী বিমোহন শ্রীকৃষ্ণ, তোমার জয় হউক। হে কুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গ, হে রত্ন ভূষণ ধারনকারী জগৎপতে, কবে তোমার প্রসাদে নব তারুণ্যে (কিশোরী মূর্তিতে) মনোহর দেহকান্তি বিশিষ্টা দিব্য রূপিনী শ্রীরাধার সহিত কিশোর মোহন তোমাকে আমায় দর্শন করাইবে ?" দেবর্ষি নারদ এইরূপ কীর্ত্তন করিতে থাকিলে তৎক্ষনাৎ সেই বালিকা অত্যন্ত মনোহরা অসীম সৌন্দর্য্য শালিনী অনিন্দ্যসুন্দরী চতুর্দ্দশী দিব্য কিশোরী মূর্ত্তি ধারন করিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁহার সমবয়া অন্য ব্রজবালিকাগন দিব্য বসনভূষণ অলঙ্কার মাল্যাদিতে বিভূষিতা হইয়া তথায় আগমন করিলেন ও তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। তাহা দর্শন করিবা মাত্র দেবর্ষি নারদ যে স্তুতি করিতে ছিলেন তাহা বন্ধ হইয়া গেল এবং মুগ্ধ হইয়া তিনি নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন ব্রজবালিকাগণ তাঁহাদের সখীর (শ্রীরাধার) পাদোদক লইয়া নারদের অঙ্গে ছিটাইয়া দিয়া জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন—"হে মুনিবর্য্য ! মহাভাগ ! মহাযোগেশ্বর-গণের ঈশ্বর ! তুমি ই পরাভক্তির দ্বারা ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছ। সেই জন্যই ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগন, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, মুনীশ্বর, গণ, এবং অন্যান্য ভাগবতগণ যাঁহার দর্শন পান না

ও যাঁহাকে জানিতে পারেন না, সেই শ্রীহরি বল্লভা শ্রীরাধা জগন্মোহকারী অত্যাদ্ভুত বয়স ও নিত্য কিশোরী রূপ ধারন করিয়া তোমাকে দর্শন দিলেন। অতএব তোমার ভাগ্য অচিন্ত্য। হে বিপ্রর্ষে, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সত্বর উত্থিত হও উত্থিত হও। ইহাকে প্রদক্ষিন করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার কর। কারণ এই সু-দিব্য মনোহরন রূপিনি শ্রীরাধা সৌদামিনীর ন্যায় অত্যন্ত চঞ্চলা, তাহা কি তুমি দেখিতেছ না? ইনি এক্ষনেই অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন। ইহার সহিত তোমার কোন প্রকার বার্ত্তালাপ হইবে না। তবে গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী কুসুম সরোবরের সন্নিকটে এক অশোক বৃক্ষ আছে। সেই অশোক লতায় সর্ব্ব-কালের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। তাহার সৌরভ সমস্ত দিগকে সৌগন্ধ যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই অশোক বৃক্ষের মূলে অর্দ্ধরাত্রে আমাদের দর্শন পাইবে। পরে যথা-সময়ে স্বসখি শ্রীরাধা ঠাকুরানীর সু দিব্য দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।

উক্ত যে প্রকারে দেবর্ষি নারদের গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধারানীর নিত্য-কিশোরী মূর্ত্তির সাক্ষ্যৎকার ঘটে, সেই প্রকারে ব্রজে নন্দ মহারাজের শ্রীরাধারানীর সুদিব্যরূপিনী নিত্য কিশোরী শ্রীরাধার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তখন ও শ্রীরাধা ঠাকুরানী মর্ত্তালীলায় প্রকটিত হন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সবে মাত্র শিশুরূপে আবির্ভূত। যাঁহাকে এক মুহূর্ত্তকাল দর্শন না করিয়া নন্দ মহারাজ মনি হারা ফনীর মত হন, একদা গোষ্ঠযাত্রা কালে ও মহারাজ কৃষ্ণকে কোলে লইয়াই গিয়াছিলেন। সহসা গোচারনক্ষেত্র ভাণ্ডীরবন কৃষ্ণবর্ণ জলদজালে আবৃত হইল, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, প্রলয়ঙ্করী বায়ু প্রবাহ, ঝড়, ঝঞ্জাবাত দেখা দিল, তদুপরি মুষলধারে বৃষ্টি। একই সঙ্গে গাভীগন কে ও কৃষ্ণকে সামলানো নন্দ মহারাজের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সময়ে নন্দ মহারাজ এক বিশাল বটবৃক্ষ মূলে কৃষ্ণকে কোলে করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন কৃষ্ণকে কিরূপে রক্ষা করিবেন। একান্ত ভাবে গৃহদেবতা শ্রীমন্ নারায়নকে স্মরণ করিতেছিলেন ঠিক এমনি সময়ে সহসা কোটি সূর্য্য সমপ্রভ এবং কোটি চন্দ্র সুশীতল এক সুদিব্য রূপিনী কিশোরী মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইলেন। ইহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ঝঞ্জাবাত তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল নন্দ মহারাজ প্রগাঢ় আনন্দ ভরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—''ওহে বৃষভানু কুমারী রাধে! এ সময় তুমি এখানে কি করে এলে, বেটি!'' ভালভাবে নিরীক্ষন করিয়া দেখিলেন—তাঁহার মুখারবিন্দে কোটি চন্দ্রে প্রভা ঝলমল ঝলমল করিতেছে। নীল বসনে ভূষিতা অঙ্গ, অঙ্গোপর কাঞ্চী, কঙ্কন, হার, অঙ্গদ, কেয়ূর বলয়, অঙ্গুরীয়ক, মঞ্জীর যথাস্থানে সুশোভিত রহিয়াছে। দোলায়মান কর্ণকুণ্ডল তথা দিব্যাতিদিব্য রত্ন-চূড়ামনিতে ললাটফলক সমুদ্ভাসিত। অঙ্গ হইতে এক অতি সমুজ্জ্বল স্বর্ন জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইয়া সমগ্র বনভূমির অন্ধকার দূরীভূত করিতেছে। সহসা নন্দ রায়ের মনে শ্রীকৃষ্ণের নামকরনকালে মহর্ষি গর্গ চার্য্য তাহাকে একান্তে ডাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার যে অবিচিন্ত্য মহিমা, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল। তিনি সুমুলিতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, দেবি! আমি অবগত আছি, তুমি পুরুষোত্তম শ্রীহরির প্রানেশ্বরী, আমার কোলে তোমার প্রাণ

নাথ স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীহরি বিরাজমান রহিয়াছে, নাও দেবি ! ইহাকে গ্রহণ কর, তোমার প্রাণনাথকে সঙ্গে লইয়া যাও, সহসা ভাব বিহ্বল হইয়া ক্রোড়ে অবস্থিত ভীত জড়িত কৃষ্ণের মুখপানে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় পুনরায় বলিলেন কিন্তু দেবি ! এই শিশু আমার একমাত্র সন্তান, ইহাকে আমার নিকটে অথবা ইহার মা যশোদার নিকটে পুনঃরায় অর্পন করিবে। নন্দরায় এরপর শ্রীরাধার প্রসারিত হস্তকমল পর শিশু কৃষ্ণকে অর্পন করিলেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কোলে লইয়া যমুনা তীরে গহন বনে প্রবেশ করিলেন। অখণ্ড আনন্দকন্দ বৃন্দাবন চন্দ্রকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন এবং পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা ভাবিতে লাগিলেন, যদি এই সময়ে দিব্য-কিশোর মূর্ত্তি ধারন করিলেন, তাহা হইলে অপূর্ব্ব রাস বিহার করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতাম। আনন্দময়ী রাসেশ্বরীর এই প্রকার ভাবনা মাত্রই—বৃন্দাবনের ভূমির উপর গোলোকের শ্রীরাস মণ্ডল প্রকট হইলেন। এই ঘটনা অপ্রাকৃত কবিকুলচূড়ামনি শ্রীজয়দেব গোস্বামী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ গীত গোবিন্দের মঙ্গলাচরন শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

মেঘৈর্মেদুর মম্বরং বনভূবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ র্নক্তং
ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় ।
ইত্থং নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্ব কুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ গীত গোবিন্দম্।

মেঘেতে মেদুর আকাশ, তাল-তমালে শ্যামা বনভূমি, নামে ঘন-রাত্রি, ওগো রাধে, প্রণয়-ভয়-ভীত শ্রীকৃষ্ণকে তুমি সঙ্গে করে পোঁছে দিয়ে এসো গৃহে। নন্দের এই নিবেদনে রাধা-মাধব আজ দুজনে নিভৃতে হলো মিলিত-যমুনার কুলে পথ—তরুমূলে-জয় হোক্ রাধা মাধবের এই সপ্রেম বিহার॥

অনন্তর শ্রীরাধারানীর ঐকান্তিক কামনায় ক্রোড়স্থিত বাল-কৃষ্ণকে কিশোর মূর্ত্তিতে পরিনত করাইয়াছিল। শ্রীরাধা নন্দ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারন পুর্ব্বক ঐ রাসমণ্ডপে আগমন করিলেন। সহসা নন্দ পুত্র শ্রীরাধার ক্রোড়দেশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীরাধা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন-শ্রীনন্দ মহারাজ অত্যন্ত বিশ্বাস ভরে তাঁহার শিশু পুত্রকে আমার নিকট রক্ষনের জন্য অর্পন করিয়া ছিলেন। এখন সেই গচ্ছিত শিশু আমার ক্রোড় হইতে কোথায় অদৃশ্য হইল? একটু পরেই দেখিতে পাইলেন—শ্রীরাসমঞ্চের মধ্য কর্ণিকায় এক সুদিব্য রত্ন সিংহাসনোপরি নীলোৎপলদল সদৃশ এক দিব্য কিশোর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া শ্রীরাধার অন্তঃ করন এক অব্যক্ত মধুর আনন্দ রসে মগ্ন হইল। প্রেমাবেশে বিহ্বল হইলেন। এই ঘটনাটি ভবিষ্যপুরানে বর্নিত আছে "বালোঅপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপমাশ্রিতঃ। রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া।" বালক বেশী ভগবান্ কৃষ্ণঃ (রাধারানীর প্রার্থনায়) দিব্য কিশোর মূর্ত্তি ধারন করিয়া স্বীয় প্রেয়সী শ্রীরাধার সহিত বিবিধ প্রনয় রসমগ্ন হইয়া বিহার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—প্রিয়ে, গোলোকের কথা কি ইতঃ মধ্যেই বিস্মৃত হইলে? আমি কিন্তু তোমাকে কখন ও ভুলি নাই। তোমাকে ভুলিয়া যাইব—আমার পক্ষে ইহা একান্তই অসম্ভব।

তুমি আমার অঙ্গের আধা তাই নাম রাধা, তুমি আমার প্রাণের রানী। তোমা অপেক্ষা যদি কেহ অধিকতর প্রিয়া আমার নিকট থাকে, তবেই তোমাকে ভুলিতে পারি। তুমিই বল, প্রাণ অপেক্ষা আর অধিক প্রিয় কি আছে ? তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। আমার জীবনের যাবতীয় বাঞ্ছা পূরণ কারী তুমি। স্বরূপতঃ তুমি ও আমি ভিন্ন নহি। এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত, এক আত্মা দুইটি পৃথক দেহ মাত্র। কস্তুরী তার গন্ধ, দুগ্ধ তার ধবলতা এবং অগ্নিতার দহিকা শক্তিতে যেমন কোন ভেদ নাই, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সেই প্রকার তোমাতে ও আমাতে নিত্য সম্বন্ধ। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান স্বরূপে তুমি আমাতেই লগ্ন ছিলে। তুমি না থাকিলে আমি সৃষ্টি রচনা কার্য্য করিতে অক্ষম, কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট রচনা করিতে পারে না, সেই প্রকার। স্বর্ন ছাড়া স্বর্ন কুণ্ডল তৈরী হয় কি ? তুমিই সব কিছুর আধার ভূতা, অচ্যুতবীজ স্বরূপ। আমার প্রাণ নিত্যকাল তোমার জন্য ব্যকুল। তোমাকে দর্শন করিয়া তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি অন্তহীন অতলান্তিক আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকি। তোমার নাম আমার নিত্য কর্ণ রসায়ন, শ্রুতি সুখকর। যে সময়ে কোন ভক্ত তাহার মুখ হইতে রা শব্দ উচ্চারন করে, সেই সময়ে আমি অত্যুৎকট প্রেম বৈবশ্য হেতু বিহ্বল অন্তঃ করনে সেই ভক্তকে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ট প্রেমসম্পদ প্রদানে উদযুক্ত হই–'ধা' শব্দ উচ্চারন করিলে–আমার প্রিয়াজীর প্রিয় পাত্র জ্ঞানে তাঁহার পিছমে পিছনে ধাবিত হই। 'রাধা' নাম আমার কর্ণকুহরে নিত্য তোমার স্মৃতি সুধা বর্ষন করে। যথা—

'রা' শব্দং কুর্ব্বত স্ত্রস্তো দদামি ভক্তিমুত্তমাম্। 'ধা' শব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাদ্ধামিশ্রবনলোভতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরান–কৃষ্ণখণ্ড॥

এর পর যুগল কিশোর পরস্পর তাঁহাদের নিত্য বাঞ্ছিত মূর্ত্তি দর্শনে নিত্য মিলনের স্মৃতি জাগ্রত হওয়ার ফলে কৃষ্ণ-প্রেম সিন্ধু মাঝে শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধা প্রেমরস পাথারে শ্রীকৃষ্ণ হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। উভয়েই অপ্রাকৃত অনঙ্গবানে বিবশ। সহসা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আকাশ মার্গ হইতে সেখানে আবিভূত হইলেন এইং শ্রীরাধা-রাধানাথের পাদ পদ্মে প্রনতঃ হইলেন এই ব্রহ্মা পুষ্কর তীর্থে ষষ্টি সহস্র বৎসর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আধাধনা করিয়াছিলেন শ্রীরাধারানীর শ্রীচরন দর্শন আশায়, মর্ত্তালীলায় কোন সময় তুমি দর্শন লাভ করিবে–এই বর প্রাপ্ত হন। এই বর প্রভাবে রাধনোথের মনোহারিনী লীলার একটি ছোট অংশ অভিনয় করিবার নিমিত্ত যোগমায়া বর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া উপযুক্ত সময়, তথায় উপস্থিত হইলেন। ভক্তি নম্রচিত্তে অবনত মস্তকে, প্রেমপুললিত অঙ্গে, সাশ্রু নেত্রে বিধাতা বহুক্ষন যাবৎ শ্রুতি-মন্ত্রে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিলেন। পুনঃ রায় রাসেশ্বরী শ্রীরাধার নিকটে গমন করিয়া স্বীয় জটা, জুট দ্বারা শ্রীচরনরেনুকণা ধারন পূর্ব্বক উত্তমাঙ্গ সার্থক করিলেন এবং কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার বহুবিধ স্তব করিলেন বহুক্ষন পরে শ্রীরাধার মুখারবিন্দ হইতে উচ্চারিত-যুগলপাদপদ্ম–এ অচলা ভক্তি বর প্রাপ্ত হইলেন। এইবার বিধাতা লীলায় আগত যুগল কিশোরকে বিধিবিধান অনুসারে উভয়ের মিলনের জন্য

অগ্নি প্রজ্বলন করিলেন। উহাতে বিষ্ণু হোম সম্পাদন করিলেন। পুনঃ রাসেশ্বর হবন কার্য্য ও সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রাসেশ্বর ও রাসেশ্বরীকে এক সঙ্গে অগ্নি প্রদক্ষিন করাইলেন। বিধাতার আজ্ঞানুসারে শ্রীরাধা পুনঃ একবার-অগ্নি প্রদক্ষিন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপবেশন করিলেন পরে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পানিগ্রহণের কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধারানীর হস্ত কমল স্বীয় হস্ত কমলপর ধারণ করিলেন। হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক ব্রহ্মা সাতটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিলেন। এর পর শ্রীরাধারানী স্বীয় হস্ত কমল শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ স্থল পর রাখিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার আপন হস্তপদ্ম শ্রীধারার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর আত্মনিবেদন মন্ত্র পাঠ করিলেন। অনন্তর আজানুলম্বিত দিব্যাতি দিব্য অম্লান কুসুম পারিজাত নির্মিত মালা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে অর্পন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও রম্যাতিরম্য মনোহরন্ বনমালা শ্রীরাধার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। এরপর কমলোদ্ভব ব্রহ্মা শ্রীরাধারানীকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বাম-ভাগে উপবেশন করাইলেন এবং উভয়কে বৈদিক পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করাইলেন। অনন্তর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। পিতা যে রূপ স্বীয় কণ্যাকে সুপাত্রে প্রদান করেন শ্রীব্রহ্মা ও সেই প্রকারে শ্রীরাধারানীকে পাত্ররাজ শ্রীকৃষ্ণ করকমলে সম্প্রদান করিলেন। আকাশে দুন্দুভি, পটহ, মুরজ আদি দেববাদ্য সমূহ ধ্বনিত হইতে লাগিল। আনন্দ মগ্ন দেবদেবীগন মন্দার, হরিচন্দন, পারিজাত পুষ্পাদি বর্ষন করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগন মধুরগানে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিল, অপ্সরাগন পরমানন্দে মনোহর নৃত্য করিতে লাগিল। মর্ত্ত্যে ব্রজগোপ-গোপীগন অজ্ঞাতসারে, লীলার প্রারম্ভেই এক অভূতপূর্ব্ব মিলন-মাধুরীর দৃশ্য বিধাতা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইল।

বাস্তবে বৃষভানু ভবনে শ্রীরাধা ঠাকুরানী তখন ও অন্ধবালিকার অভিনয় করিতে ছিলেন। রূপ মাধুর্য্যের সার, অনিন্দ্যসুন্দরী শ্রীরাধার রূপের কথা বন্যার জলের মতো অপ্রতিহত গতিতে ব্রজধামের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। নন্দরানী যশোদা দেবী তাঁহার শিশুপুত্র নয়নমনি কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক কীর্ত্তিদা মন্দিরে দ্রুত আগমন করিলেন। কীর্ত্তিদাদেবী তাঁহার গৃহে সম্মানিত অতিথিগনকে পাইয়া পরমাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সুদিব্য আসন প্রদান করিয়া স্বীয় কন্যার অন্ধত্বের কথা জ্ঞাপন করিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। যশোদাদেবী সুবর্ণ দোলিকায় আন্দোলয়মান কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিবল্লী স্বরূপা কাঞ্চন-পঞ্চালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী কণ্যারত্নকে দর্শন মাত্রই তাঁহার এক অব্যক্ত মধুর আনন্দ রসে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। তখন তিনি নিজ পুত্র শ্যামসুন্দরকে ক্রোড় হইতে ভূতলে রক্ষা করিয়া অতিসত্বর কীর্ত্তিদা-সুতা শ্রীরাধাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। এই অবস্থার পরিবর্তনে অভিমানী কৃষ্ণ সজোরে ক্রন্দন করিতে লাগিলে, তৎক্ষনাৎ পুত্র স্নেহময়ী যশোমতী কৃষ্ণকে ও ক্রোড়ের অপর দিকে ধারন করিলেন। সুপবিত্র মাতৃঅঙ্কে বাল্য যুগল-মাধুরী-কৃপালু শ্রোতৃবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া দর্শন করুন। বালকের স্বভাব পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিলেই-পরস্পর পরস্পরকে হস্তে স্পর্শ করা। রাধানাথ যেই মাত্র তার হস্তপদ্ম রাধারানীর মুখ-কমল স্পর্শ করিল, অমনি সদ্য-প্রস্ফুটিত কমল গন্ধবৎ কৃষ্ণাঙ্গের গন্ধ-শ্রীরাধার নাসিকারন্ধ্রে

প্রবেশ করিয়া নিত্য পরিচিত প্রাণনাথের আগমন অনুভব করিয়া চির বাঞ্ছিত প্রান বঁধুয়ার মুখকমল দর্শন লালসায় রবি-করে বিকশিত কমলবৎ—হাসিয়া কাঁদিয়া চক্ষু কচলিয়া শ্রীরাধা সর্ব্বপ্রথম প্রাণ-দয়িতের শ্রীমুখ মাধুরী দর্শন করিলেন। গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরনের প্রাক্কালে শ্রীরাধার প্রতিজ্ঞা ছিল "হে প্রাণনাথ ! জরা-মরণ-শীল প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া আমি সর্ব্বপ্রথম অন্ধবালিকার মতই থাকিব, তারপর তোমার সান্নিধ্য, স্পর্শ লাভ অনুভব করিয়া চক্ষু বিকাশ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রথম তোমাকেই দর্শন করিব।" আজ শ্রীরাধার সেই অতীত বাসনা পূর্ণ হইল। এই যে চারি চক্ষুর প্রথম মিলন, ইহাতে অনন্ত লীল কিশোর যুগলের ভাবি লীলার সূচনা ও পারস্পরিক প্রগাঢ় অনুরাগের উন্মেষ হইল ইহাতে পবিত্র ভাগবৎ ধর্ম্মের সুগুপ্ত রহস্য, সাধ্য সাধনার চরমতম ক্রম ভূমিকার নির্দ্দেশনা রহিয়াছে। সেই অপ্রাকৃত প্রেমের রস মধুরিমার ছবি অঙ্কন করিয়াছেন অপ্রাকৃত রূপকার রায় রামানন্দ তাঁহার জগন্নাথবল্লভ নাটকে এবং ব্যক্ত করিয়াছেন রসরাজ ও মহাভাব রূপী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের নিকটে। শ্রীরাধা ঠাকুরানী যে দিন তাঁহার নয়ন পদ্ম উন্মীলন করিয়া স্বীয় প্রানবন্ধু শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয় ক্ষেত্রে কৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুরোদ্গম হইল। রায় রামানন্দের ভাষায় আস্বাদন করুন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।।
ন সো রমন ন হাম রমনী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি ! সো সব প্রেম কাহিনী। কানু ঠামে কহাব বিছুরহ জানি ॥
ন খোজলুঁ দূতী ন খোজলুঁ আন। দুহুঁ কেরি মিলনে মধ্যত পঞ্চবান ॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী। সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপমান। রামানন্দ রায় কবি ভান ॥

উক্ত ঘটনার বহুদিন পরে কলহান্তরিতা নায়িকার ভূমিকায় অবস্থান কালে দূতীকে কহিলেন-হে দূতি ! শ্রীকৃষ্ণকে কহি ও যে, সর্ব্বপ্রথম নয়ন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষেই শ্রীকৃষ্ণে আমার যে পূর্ব্বরাগ হইয়াছিল, সেই পূর্ব্বরাগ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু সীমা প্রাপ্ত হয় নাই। তখন আমি তাঁহার পত্নী ছিলাম না। তিনি ও আমার পতি নহেন, তথাপি কন্দর্প তাঁহ'র এবং আমার মনকে পেষন করিয়া অভিন্ন করিয়াছেন। (এখানে কন্দর্প অর্থে প্রাকৃত কাম নহে- অপ্রাকৃত ব্রজনবদ্বন্দ্বযুগের নৈসর্গিকী রতি।) হে সখি ! এই সকল প্রেমের কাহিনী কৃষ্ণ নিকটে বলি ও। বিস্মৃত হইও না। যখন আমাদের দুইজনের মিলন হয়,। তখন দূতী কিংবা অন্য কাহার ও অন্বেষন করিতে হয় নাই। পঞ্চবান কন্দর্প অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বতঃ স্ফূর্ত্তরতি মধ্যস্থ হইয়া আমাদের দুজনকে মিলাইয়া দিয়াছিল। এখন সেই কৃষ্ণ আমাতে বিরাগ অর্থাৎ বীতরাগ সুতরাং তুমি দূতী হইলে। সুপুরুষ প্রেমের কি এরূপ রীতি ? অন্যরূপ ব্যাখ্যা— মিলনের সময়ে যে রাগ দৌত্য কার্য্য করিয়াছিল, বিরহের সময় তাহাই বিরাগ বা বিচ্ছেদগত রাগ অর্থাৎ অধিরূঢ় মহাভাব রূপে দৌত্য কার্য্যে প্রেরিত হইতেছে। সুপুরুষের সহিত প্রেম হইলে এই রূপই হয়। পরের দুই পঙ্‌ক্তি কবির ভনিতা।

শ্রীরাধার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমানুরাগের অঙ্কুরোদগম অতিবাল্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহা ক্রম বর্দ্ধমান হইয়া চরমে সাধ্য-সাধনার অবধি স্বরূপ মাদনাখ্য মহাভাবে পরিনতি লাভ করে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ও যে সকল সাধক-সাধিকা উন্নত উজ্জ্বল রসধারায় নিষ্ণাত হইয়া অপ্রাকৃত মঞ্জরী স্বরূপে ভজন করিতে অভিলাষী হইবেন—অপ্রাকৃত কৃষ্ণ প্রেমের গুরুর্ব্বী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর আনুগত্যেই ভজন সোপানে উন্নীত হইতে হইবে। কারণ—

সর্ব্বভাবোদগমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হলাদিনী সারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥

রত্যাদি মহাভাব ভেদের অধিরূঢ় মোদন পর্য্যন্ত যাবতীয় ভাবের প্রাকট্য, তাহা হইতে ও অধিক উৎকর্ষ, অতএব শ্রেষ্ঠ মোদন মহাভাব হইতে ও অত্যুৎকৃষ্ট যে হ্লাদিনী নামক মহাশক্তির স্থিরাংশ-যাহা কেবল শ্রীরাধা তেই সদাকাল বিরাজ করে তাহাকে 'মাদন' বলে। অন্যত্র ইহার উদয় হয় না। শ্রীরাধার সম্মুখ ভাগে তাঁহার প্রাণকোটি দয়িত প্রানারাম শ্যামসুন্দর ভিন্ন অন্যরূপ বিশিষ্ট বিগ্রহ অর্থাৎ তাঁহাব ধ্যান-ধারণার ভিতরেও শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুরীর অমল প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই স্থান পায় না! ইহাই শ্রী রাধার একায়ন তত্ত্বের সাধনার পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধার-কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ, বিকাশ, নব নবায়মান সৌন্দর্য্যো-মাধুর্য্যে ভরপুর হইয়া লক্ষ্য তরঙ্গ বিভঙ্গে ধাবিতা নদীর মত দয়িতের নিখিল রসামৃত সিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে। তাহারই ক্রম-বিকাশ ধারার বর্ণ-নাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার অনুসরনে ও অনুশীলনে যাবতীয় নর-নরী ও তাহাদের উৎসমূলে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ এবং উন্নতোজ্জ্বল রস ধারায় নিষ্ণাত হইয়া চিরবাঞ্ছিত গোলোকের ব্রজনবযুব দ্বন্দ্বের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবে।

যেদিন যশোদা জীবণ কৃষ্ণের স্পর্শ পাইয়া অন্ধ অভিনয় কারিনী কীর্ত্তিদা দুলালীর নয়ন পদ্ম বিকশিত হইল—সেই দিন হইতে কৃষ্ণ জননী যশোদা দেবী এবং শ্রীরাধা জননী কীর্ত্তিদা দেবীর মধ্যে সখীত্ব সম্বন্ধ প্রগাঢ়তর হইল। উভয় পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসা বর্দ্ধিত ও নিয়মিত হইল। তাই মাঝে মাঝে শ্রীরাধা মায়ের অঙ্কে আরোহন করিয়া যশোদা ভবনে যাইতেন। সেখানে চির-দয়িত কৃষ্ণের দর্শন হইত। কৃষ্ণ ও নির্নিমেষ নয়নে রাধার রূপ মাধুরী দর্শন করিতেন। উভয়ে নবশশীকলার মত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। উভয়ের মনের অগোচরে এক সুদৃঢ় ভাব বন্ধন স্থাপিত হইল। ঐ ভাব-বন্ধন এক স্নিগ্ধ মমতা-রসেতে সিঞ্চিত হইয়া ক্রমেই পুষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর গোলোকস্থ নিত্য সিদ্ধা শ্রী রাধার কায়ব্যূহ স্বরূপিনী ললিতাদি সখীগন ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূ‌তা হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বিশাখা সখী সমবয়া—একই দিনে একই মুহূর্ত্তে উভয়ের অবির্ভাব। রাধারাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীদাম, কনিষ্ঠা ভগ্নির নাম—অনঙ্গ মঞ্জরী। শ্রীরাধার কায়ব্যূহ স্বরূপিনী প্রিয় নর্ম্মসখীগন ৮ জন। শ্রী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও সুদেবী। সংক্ষেপে ইহাঁদের পরিচয়—ললিতাদেবীর মাতার নাম শারদা, পিতার নাম বিশোক, অঙ্গকান্তি-গোরোচনাবৎ, বস্ত্র ময়ূর পুচ্ছাভ,

কুঞ্জ-বিদ্যুৎবর্ণ, ভাব-বিশুদ্ধ খণ্ডিতা, বাদ্য-বীণা। সেবা-তাম্বুলসেবা। শ্রীবিশাখার–মাতার নাম সুদক্ষিনা, পিতা–পাবন গোপ, অঙ্গকান্তি বিদ্যুৎ-বর্ণ,-বস্ত্র-তারাবলী, কুঞ্জ-মেঘবর্ণ, ভাব–স্বাধীনভর্ত্তৃকা, বাদ্য–মৃদঙ্গ, সেবা-চন্দন, কর্পূর অগুরু আদি গন্ধদ্রব্য। শ্রীচিত্রা–মাতার নাম চর্চিকা, পিতার নাম চতুর, অঙ্গকান্তি-কাশ্মীর বা কেশর রং, বস্ত্র-কাচপ্রভা, কুঞ্জ-কিঞ্জল্কবর্ণ, বাদ্য সেতার, ভাব-দিবভিসারিকা, সেবা–বস্ত্রালংকারাদি দান,। শ্রী ইন্দুলেখা-মায়ের নাম বেলা, পিতার নাম সাগর, অঙ্গকান্তি-হরিতালবর্ণ, বস্ত্র-দাড়িম্ব কুসুমসম, কুঞ্জ-শুভ্র, ভাব–প্রোষিতভর্ত্তৃকা, সেবা–নৃত্য। শ্রী চম্পকলতা-মাতার নাম-বাটিকা, পিতা–আরাম, অঙ্গকান্তি-চম্পকপুষ্পসম, বস্ত্র–নীলবর্ণ কুঞ্জ-তপ্তস্বর্ণবর্ণ. ভাব–বাসক সজ্জা, সেবা-চামর ব্যজন,। শ্রীরঙ্গদেবী-মাতার নাম করুণা, পিতা–বাহিক অঙ্গকান্তি–পদ্মকিঞ্জল্কবৎ, বস্ত্র–জবাকুসুমসম, কুঞ্জ-শ্যামবর্ণ, ভাব-উৎকণ্ঠীতা, সেবা–অলক্তক। শ্রী তুঙ্গ বিদ্যা–মাতার নাম মেঘা, পিতা-পৌষ্কর, অঙ্গকান্তি চন্দ্রকুঙ্কমবৎ, বস্ত্র-পীতবর্ণ, কুঞ্জ-অরুণবর্ণ, ভাব-বিপ্রলব্ধা, সেবা-গীতবাদ্য। শ্রী সুদেবী ইনি শ্রীরঙ্গদেবীর যমজ ভগ্নি। অঙ্গকান্তি-স্বর্ণবর্ণ, পরিধেয় বস্ত্র-প্রবালবর্ণ, কুঞ্জ-হরিদ্বর্ণ, ভাব-কলহান্তরিতা। সেবা-পানীয় জল দান। সব প্রিয় নর্ম্ম সখী সহ শ্রীরাধা নবশশী কলার মত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। সাত মাস পূর্ণ হইলে রাজা বৃষভানু কণ্যার অন্নপ্রাশনের বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে এক মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন তিনি। সকল প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মন সজ্জন, জ্ঞাতি, কুটুম্ববন্ধুবান্ধব, একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু নন্দ মহারাজকে সপরিবারে আমন্ত্রন জানাইলেন। দেবী পৌর্নমাসী, বলরাম সহ রোহিনীদেবী, কৃষ্ণ-সহ মা যশোমতী আগমন করিলেন। সকলে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রসাদাদি গ্রহণ কালে শ্রীরাধা কৃষ্ণপাত্র হইতে এক গ্রাস তুলিয়া লইলেন। অতঃ পর জননীগন বিশ্রম্ভালাপে রত হইলে রাধা–কৃষ্ণের পরস্পর মুগ্ধ বাল্য ভাবে মিলন, পরস্পর ভাব বিনিময়, চকোরীর ন্যায় পরস্পর পরস্পরের রূপ সুধা পান। কৃষ্ণের মিলনে শ্রীরাধা সূর্য্যের কিরন সম্পাতে কমলিনীর শোভা বিস্তারের ন্যায় এক অভূত-পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিস্তার করিলেন।

ক্রমে শ্রীরাধার মুগ্ধ বালিকাবৎ বাল-ক্রীড়াদি বিস্তার। ক্রীড়ার সহায়িকা রূপে আবির্ভূতা ললিতাদি কায়বূহ স্বরূপিনী সখীগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। বাল্যে রন্ধনাদি খেলা। ক্রীড়াঙ্গনের এক কোনে-একটি মৃন্ময়ী কৃষ্ণের মূর্ত্তি পুষ্প সজ্জায় সজ্জিত থাকিত। এই সময় একদিন রন্ধন কালে সহসা মহর্ষি দুর্ব্বসা দ্বাদশীর পারন দিনে আগমন করতঃ অনন্য রূপ লাবন্য শালিনী শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—মাগো, তুমি আমাকে নিজ হাতে রন্ধন করিয়া পরমান্ন ভোজন করাও। এই কথা শ্রবণে রাধা মায়ের নিকট হইতে সুগন্ধ চাউল, দুগ্ধ চিনি, তেজপত্র, কিচ্‌মিচ্‌, এলাচি, কর্পূর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া অতি সত্তর মুহূর্ত্ত মধ্যে পরমান্ন প্রস্তুত করিলেন। পরমান্নের অপূর্ব্ব দর্শন, লোভনীয় সৌগন্ধ, অনির্ব্বচনীয় অমৃত আস্বাদন পাইয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা অনুভব করিলেন-গোলোকেশ্বরী মহালক্ষ্মী কোন লীলার নিমিত্ত ভূলোকে আবির্ভূতা হইয়াছেন, নতুবা সাধারন মর্ত্ত্য নারীর পাচিত অন্নে এইরূপ অমৃত নিন্দিত আস্বাদন হয় নাই। মহর্ষি এক অব্যক্ত আনন্দরসে উৎফুল্লিত হইয়া আশীর্ব্বাদ বাণী উচ্চারন করিলেন-

আমার জীবনে যাবতীয় তপস্যার প্রভাব স্বরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেছি—মাগো, তুমি অমৃত হস্তা হও। তোমার হস্ত-পাচিত অন্ন যে ভক্ষন করিবে-তাহার আয়ু, বল, শ্রী, যশঃ, গৌরব নিত্য নিত্য বর্দ্ধিত হইবে। এই সংবাদ পরবর্ত্তী কালে মা যশোদাদেবী জানিতে পারিয়া কীর্ত্তিদা দেবীকে ও পরে জটিলাকে অনুরোধ করিয়া রাধারাণীকে অতি যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় ভবনে আনয়ন করিয়া তাঁহার গোপালের জন্য রন্ধন করাইতেন।

তারপর কংসের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে শিশুপুত্র কৃষ্ণের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া নন্দ মহারাজ গোকুলাখ্য মহাবনের বসতি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে বৃন্দাবনে গিয়া বসতি স্থাপন করেন, সেখানেও দুষ্ট কংসের অত্যাচার অব্যাহত থাকায় অবশেষে নন্দ মহারাজ নন্দীশ্বর পর্ব্বতের উপরিভাগে নন্দগ্রামের পত্তন করিয়া সেখানেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। রাধারানীর পিতা বৃষভানু রাজার সঙ্গে নন্দ মহারাজের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাই বৃষভানু রাজার বন্ধুহীন রাবেলাখ্য জনপদের বসতি পরিত্যাগ করিয়া বর্ষানা পর্ব্বতের উপরিভাগে বৃষভানুপুর নামক জনপদ স্থাপন করিয়া সেখানে সুরম্য রাজধানী স্থাপন করেন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়নাভিরাম শোভাসম্পদ স্বর্গের নন্দন কাননকেও ধিক্কার দেয়। এখানেই রাধারানীর বাল্য ও পৌগণ্ড কাল সুখে অতিবাহিত হয়। রাজা বৃষভানুর অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় কুটুম্বগন রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া সন্নিকটেই বসতি স্থাপন করেন। রাধারানীর প্রিয়নর্ম্মসখীগণের অভিভাবকগণ সকলেই আসিয়া রাজধানীর চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন আর সখীগন ও রাধারানীর বাল্য-পৌগণ্ড লীলার সহজেই সহায়িকা হইলেন। প্রতিটি কার্য্যে ক্রীড়া-কৌতুকে কায়ার পিছনে ছায়ার মত অনুবর্ত্তিনী হইলেন। গোলোকেশ্বরীর মর্ত্ত্যলীলা পারকীয় রসের মাধ্যমে যোগমায়া কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে, ইহার সম্যক অবধান ব্যতীতই জীবনে স্বাভাবিক চলার পথে ঐ রসের সহায়ক, পুষ্টি সাধনের অনুকূল সব কিছু কার্য্যাদি শ্রীরাধার জীবনে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত ভাবেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ভবিষ্য জীবনে পরবধূ হইয়াও নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিতে হইলে দিবসে সূর্য্য-পূজা এবং রাত্রিতে কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান তাঁহার জীবনে ভবিষ্যতের চিন্তা না করিয়াই স্বাভাবিক ভাবেই আপনা-আপনিই ঐ সব ব্রত-পূজাদি সুবৃহৎ ভানুপুরে সখীজন সমভিব্যাহারে অনুষ্ঠান করিতেন। নারী জীবনের বিকাশের পথে যে সকল সুকুমার বৃত্তি আছে, তাহার অনুশীলন ও প্রকাশের সহায়ক চতুঃষষ্ঠী কলায় সুনিপুনা ও কোবিদা শ্রীরাধার অষ্টসখীবৃন্দ তাঁহার নিত্য সঙ্গিনী ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ছিলেন। উত্তর কালে এই সব অনুষ্ঠান তাঁহার প্রাণ কোটি প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের সেবার সহায়ক হইয়াছিল।

শ্রীরাধারানীর কৃষ্ণানুরাগের যে নৈসর্গিকী রতি 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল' হইতে স্বতঃ স্ফূর্ত ভাবে উন্মেষ লাভ করে—বাল্যে সেই রতি বহ্যতঃ হৃদয়ে সংগোপিত থাকিলেও, অন্তরের অন্তঃস্থলে মনের মণিকোঠায় অনির্ব্বান দীপ-শিখার মত নিত্য প্রোজ্জ্বল ছিল, কোন প্রতিকূল পরিবেশেও উহা ম্লান হয় নাই ইহাই মহাভাগবতীর ভগবদ্ সাধনার প্রধানতম ভজন সম্পদ।

এখন আমি নন্দীশ্বর চন্দ্রিকার' বর্ণনানুযায়ী বর্ষানায়-বৃষভানু-পুরের কিছু বর্ণনা করিব।

বর্ষানা পর্ব্বতের মধ্যদেশে বৃষভানু রাজার মন্দির। ও রাজধানীর প্রধান অংশ। চারিদিকে সুরম্য পর্ব্বত শিখরের দ্বারা প্রাচীরের মত বেষ্টিত হইয়া সুরক্ষিত দুর্গের মত শোভমান। উহার কর্ণিকা প্রদেশ সমতল ক্ষেত্রের মত, চারিদিকে হীরক মণির চক সুবিস্তৃত রহিয়াছে। মানিক্য জটিত হেমজালের প্রাকার। রত্ন খেচনী যুক্ত চতুর্দ্দিকে দ্বার সকল। সোপান শ্রেনী সব মনিবদ্ধ, মধ্যে মনিময় সুরম্য গৃহ সকল, উহার চতুর্দ্দিকে মণিময় খেচনীযুক্ত দ্বার। প্রতি মহলের উপরে পবন চালিত ধ্বজ বদ্ধ পতাকা সমূহ উড্ডিয়মান রহিয়াছে। গৃহচূড়ে সুবর্ণকলস, তারপর চারিচক চৌখণ্ড মিলন। এখানেই মহারাণী কীর্ত্তিদা দেবীর ভবন। পট্টচেল তোরণ মণিমাণিক্যে জ্যোতির্ম্ময় ঝলমল প্রকাশ। সহস্র সহস্র দাসীগন সুদিব্য বসন ভূষনে বিভূষিতা হইয়া সর্ব্বদা দেবীর পরিচর্য্যা কর্ম্মে নিযুক্তা। তারপর চারিচক সমান মিলন। উহার উত্তরেতে শ্রীরাধার মন্দির শোভমান। মরকত মণির দ্বারা মন্দির বিনির্ম্মিত, হেমারুন মণিগনে ভিতরে চিত্রিত এবং চারিদিকে চারিদ্বার মণির খিচন, বৈদুর্য্য মণিতে কপাট নির্ম্মিত, অর্গল ও মণিময়। দুগ্ধ ফেন নিভ শয্যা, সুকোমল উপাধান জরিতে নির্ম্মিত। ক্ষৌমবস্ত্রে আবরিত অতীব সুশোভন। উর্দ্ধদেশে নানাবর্ণে চিত্রিত চন্দ্রাতপের ঝালর গুলি মৃদু বায়ূ সঞ্চালনে আন্দোলিত মুক্তাহারের মত সুললিত। পার্শ্বে হেম ঝারি, রত্নময় তাম্বুল সম্পূট, রত্নময় পিকবানী সব নিকটে শোভমান। গৃহের চারিকোনে চারিটি মহারত্ন দীপ, প্রোজ্জ্বল তাদের শিখায় গৃহ সমুজ্জ্বল। ভিতলগ্ন দর্পন সকল সারি সারি বিদ্যমান। সুবর্ণ পিঞ্জরের পরম পণ্ডিতা মঞ্জুভাষিনী সারিকা শ্রীরাধার অতি প্রিয় পোষা পাখী। গৃহ কোনে সুবর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ পদ হইয়া নিরন্তর রাধা কৃষ্ণের লীলা গুনগানে রতা। গৃহের বাহিরে সারি সারি মনি স্তম্ভগন, নানাবিধ রঙিন চেল বস্ত্রে-মণিমুক্তা গ্রথিত তোরন। স্বর্ণদণ্ড লগ্ন বিচিত্র পতাকা সমূহ উড্ডীয়মান। যদ্দারা প্রাঙ্গনের উর্দ্ধভাগ আচ্ছাদিত। উহার মধ্যভাগে স্বর্ণ শিকলে বদ্ধ রত্ন দোলিকায় সখীগন সহ শ্রীরাধা দোল লীলা করেন। গৃহের উপরিভাগে মনিময় স্তম্ভ রত্ন তোরন যুক্ত মনোহর চন্দ্র শালিকা। গৃহ-শীর্ষে সুবর্ণ কলস। সুচারু জালবদ্ধ মণিময় গবাক্ষ। উহাতে গ্রথিত মল্লিকাদাম পরম শোভন। উহারই মধ্যভাগে রত্নময় সিংহাসন চারিদিকে উসীরের আচ্ছাদন। সুদিব্য সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর গন গুঞ্জন রত। মধ্য সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে অষ্টমণিময় সিংহাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বীয় কায়ব্যূহ স্বরূপিনী অষ্ট সখীগন সহ রাধারাণী এখানে যখন উপবেশন করিতেন, তখন নিজ চন্দ্র শালিকার দিকে নেত্র অর্পন করিয়া—সকলের অলক্ষিতে কৃষ্ণ চন্দ্র শালার দিকে নেত্র অর্পন করিয়া থাকেন। আবার অন্যদিকে কৃষ্ণচন্দ্র ও নিজ গবাক্ষ পথে নেত্র যুগল অর্পন করিয়া পারস্পরিক চারিচক্ষুর মিলন হইত। ঐ গৃহের সন্নিকটে পরমাদরের কনিষ্ঠ ভগ্নি অনঙ্গমঞ্জরীর নানা মণি চিত্রময় রত্ন মন্দির বিরাজ মান। উহার উত্তরে জেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদাম চন্দ্রের স্ফটিক পাথরে নির্ম্মিত অতি সুগঠিত গৃহ, উহার বাহ্যান্তর সুবর্ণ রচিত। মণি স্তম্ভরত্ন তোরন মনোহর। দক্ষিন-পূর্ব্বে রত্ন গৃহ সুনির্ম্মল! বজ্র সদৃশ সুদৃঢ় মণিময় কবাট সমূহ অতীব শোভন, উহার অভ্যন্তরে বস্ত্র অলংকারের ভাণ্ডার, বিবিধ ভুষণ বস্ত্র অলংকারে পরিপূর্ণ কীর্ত্তিদাদেবী অতি যত্নে কন্যার জন্য রক্ষিত রাখিয়াছেন এবং দাসীগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া যথা সময়ে প্রয়োজন মত ঐ সকল রাধা-

রাণীকে সরবরাহ করিয়া থাকে। তারপরে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেবের মন্দির। সুবর্ণ রচিত গৃহ মণিময়। নিকটেই ভানুখোর নামে সুবৃহৎ সরোবর। উত্তর দিকের চকে হীরা মুক্ত মণিমানিক্য স্বর্ণরত্ন কোষাদির ভাণ্ডার। দক্ষিণ-পশ্চিমে বিবিধ অন্নের ভাণ্ডার। অনন্তর চারিচকের মিলন স্থলে রন্ধন আগার দক্ষিণে বিরাজমান। উাহর সম্মুখে এক রত্নময় গৃহ শোভমান, রাজা এই গৃহে নিত্য ভোজন কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। ইহার সন্নিকটে শ্রীরাধার কাঞ্চন রচিত স্থানে মণিময় ভোজনাগার বিদ্যমান। এই চকে এক সুন্দর নির্ম্মান রত্নবেদী এবং রত্নদণ্ডে অবলম্বিত বিচিত্র বিতান শোভা পাইতেছে। শ্রীরাধারাণীর নিত্য স্নান ক্রিয়াদি এখানেই হইয়া থাকে। ইহার সন্নিধানে এক ভূষণ বেদিকা ও বিরাজমান। পশ্চিমাংশে আছে দিব্য স্ফটিক চত্বর আর উহাকে কেন্দ্র করিয়া এক মনোহরন পুষ্পোদ্যান শোভমান। বিচিত্র বর্ণ, ও গন্ধ যুক্ত বিবিধ কুসুমে ভ্রমর গুঞ্জন আর গন্ধবহ উহাদের দিব্য সৌরভ বহন করিয়া প্রবহমান হইতেছে। চতুর্দ্দিকে ময়ুরের নৃত্য এবং কোকিলের গান, কেন্দ্র স্থলে স্বচ্ছ সলিল পরিপূর্ণ একটি তড়াগ। উহার মণিময় সোপান যুক্ত স্ফটিক নির্ম্মিত ঘাট সমূহ বিরাজমান। চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বকুলের সারি। সর্ব্বদা বকুলফুল ঝরঝর করিয়া ঘাটের উপরে পতিত হইতেছে।

উহার মদির গন্ধে ও ভ্রমর গুঞ্জনে স্থান গোলোক সুষমা মণ্ডিত। উহার তীর ভূমিতে রত্ন সিংহাসন যুক্ত হীরক খচিত মণ্ডপ বিদ্যমান। এখানে কখন কখন ও রাধারাণী সখীগন সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট থাকিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা আলাপ করিয়া থাকেন। গৃহের উপরে চিত্র শালা বিচিত্র নির্ম্মান, আরোহনের জন্য থরে থরে মাণিক্য সোপান শ্রেণী। গবাক্ষ ও দুয়ারে বদ্ধ হেম জাল, নির্ম্মল বিতান সমূহে দোলায়মান মুক্তার মালা। মধ্যে সুদিব্য অলঙ্করনে অলঙ্কৃত পালঙ্ক তদুপরি পয়ঃফেন শয্যা বিরাজমান। রত্ন ঝালরে মণ্ডিত উপাধান, নিকটে তাম্বুল সম্পুট এবং রত্ন পিকদানী। রত্নতোরণ সমূহ পট্ট চেলে শোভমান। চত্বর দুয়ার সব মণির বন্ধন। রন্ধনাদি সমাপন করিয়া যশোদা ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাধারাণী এখানে বিশ্রাম করেন। উত্তর চকেতে এক রত্ন মহল বিদ্যমান। মনিস্তম্ভ তোরণ, বিতান, অতীব সু-নির্ম্মল। এখানে কাঞ্চন রচিত শয্যা সমূহ স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। উহার মধ্যভাগে রত্নময় সিংহাসন সমূহ ও রহিয়াছে। শ্রীরাধারাণীর জন্মতিথি প্রতি বৎসর বৃষভানু রাজা সাড়ম্বরে পালন করিয়া থাকেন। রাধাষ্টমী ও হোলী উৎসবে নিমন্ত্রিত রাজন্য বর্গ এখানেই অভ্যর্থিত হন। বিশেষতঃ যশোদা রোহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম এই সব গৃহেই বিশ্রাম করিয়া থাকেন। ইহার পরে পূর্ব্ব চকে সুবিস্তৃত রাজসভা-ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আকরভূমি। সিংহদ্বার গোপুরম্ সমন্বিত, নানা-বিধ প্রোজ্জ্বল রত্নে ঝলমল, কনক প্রাচীর ও দর্পন সমূহে বিরাজমান। এই রাজপুরী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এক সুন্দর নগর, চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের লোক সমূহে পরিপূর্ণ। পন্যশালা, বাজারাদি সব বিদ্যমান। শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্ম ললিতাদি সখীবৃন্দ এবং নিত্য পরিচারিকা শ্রীরূপ মঞ্জর্য্যাদি গোপকণ্যাগনের পিতৃগৃহ সমূহ অতি সন্নিকটেই বিরাজমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভানুরাজের অন্য ন্য ভ্রাতৃবর্গ-চন্দ্রভানু, রত্নভানু, সুভানু মহাভানু তাঁহাদের গৃহ সকল রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া বিরাজমান। রাজগৃহ, অন্তঃপুর, রাধিকা সদন

কোষাগার আর সূর্য্যমন্দির এই সব গৃহাদি পর্ব্বতের উপরিভাগে বিদ্যমান। নানাগৃহ লতাবিতান মণ্ডিত বৃক্ষ শ্রেণী, নানা পুষ্পের সৌরভে গন্ধা-মোদিত, কোকিল নিনাদে, ভ্রমর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, নানা বর্ণের শিলায় পরি মণ্ডিত, ষড় ঋতুর একত্র সমাগমে নিত্য সুখাবহ রাধারাণীর পিতৃগৃহ এই বৃষভানুপুর। পুরীর বাহিরে চতুঃরঙ্গ সৈন্যাবাস দুর্গ সমূহ। সিংহদ্বার হইতে পূর্ব্বে নন্দীশ্বর পর্ব্বত পর্যন্ত গমনাগমণের জন্য পথের দুই পার্শ্বে ছায়াতরু দ্বারা শোভমান একটি রাজপথ বিদ্যমান রহিয়াছে।

মধ্যপথে কদম্বখণ্ডীর বন—বিশ্রামের জন্য সুখময় স্থান।

ছয়টি সাত্ত্বিব পুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাণে ও বৃষভানুপুরের অত্যুজ্জ্বল বর্ণনা রহিয়াছে—ঃ

বৃষভানুপুরী নাম্না সর্ব্বরত্নময়ীশুভা। সুবর্ণমনি মাণিক্য বিচিত্র ভবণাঙ্গনা।
অনিমাদি সুখৈশ্বর্য্য—পরিপূর্ন মনোহরা। চিত্রধ্বজা পতাকাদি বিচিত্রা চিত্র নির্ম্মিতা॥
চিদানন্দ স্বরূপা সা, চিদানন্দ-প্রদায়িনী। আনন্দ-কলিলা-নার্যো যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥
বিচিত্র বেশালঙ্করা বিচিত্র বসনাম্বরা। নানাবেশ বিচিত্রাঙ্গী প্রমদামোহদায়িনী।
সর্ব্বলক্ষন সম্পন্না রাধা নাম্নী বিনোদিনী। জগতাং মোহনী দেবী গুহ্যগুহ্য ত্রিসুন্দরী॥
মূঢ়ানামসতাঞ্চৈব ন কথ্যং মুনিসত্তম। অপরং কিং নিগদেহহমেকবক্ত্রেন নারদ।
শ্রীরাধারূপলাবন্য গুনাদীন্ বক্তু্মক্ষমঃ। পদ্মপুরান, উত্তর খণ্ড-১৬২ শ্লোক।

সুবর্ণ মনিমাণিক্যাদি শোভিত, অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যপূর্ণ চিত্রধ্বজ-পতাকাদিতে শোভমান। সর্ব্ব-রত্নময় বৃষভানুপুরীতে চিদানন্দ স্বরূপা এবং চিদানন্দ দায়িনী শ্রীরাধা বাল্যে ও পৌগণ্ডে মুগ্ধ বালিকাবৎ লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার রূপ লাবন্য ও অচিন্ত্যগুণাবলীর বর্ণনা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ দেবর্ষি নারদের নিকটে ও বলিতে ও অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি মূড়মতি তাহার কি বর্ণনা করিব? এইরূপে রাধারাণী তাঁহার প্রিয়নর্ম্ম সখী-মঞ্জরী সহ দিন দিন নব শশীকলার মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য গোপীগণের মধ্যে সাধন চরী, ঋষিচরী, শ্রুতিচরী, দেবকণ্যাগণ যাঁহারা অন্তর্ভাবিত সিদ্ধ গোপীদেহেতে যুগল সেবা করিতে সাধন সিদ্ধ হইয়া যুগলের প্রপঞ্চ লীলা কালে ব্রজে গোপী গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং বার্ষভানবী দয়িত কে প্রিয়তম রূপে পাইতে ইচ্ছুক অথচ সত্বর সে সুযোগ হইতেছে না। উদ্দেশ্য যাঁহাদের মহৎ ভগবান তাঁহাদের সহায়। এমনি সময় সহসা একদিন যমুনা কুলে গোষ্ঠী বদ্ধ হইয়া ক্রন্দন রত অবস্থায় কৃষ্ণলীলানাট্যখানিব পরিচালিকা বৃন্দাদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহাকেই গুর্ব্বীপদে বরন করিয়া প্রাণকোটি দয়িত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে আশু প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, বৃন্দাদেবী তাহাদিগকে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনার উপদেশ করেন। তখন তাঁহারা উক্ত ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুতি লইলেন। গোলোক বিহারী শ্রীহরির স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা ও তদীয় কায়ব্যূহ স্বরূপিনী নিত্য সিদ্ধা ললিতাদি সখীগণের শ্রীকৃষ্ণকে দয়িতরূপে প্রাপ্তির জন্য কাত্যায়নী ব্রতের উদ্‌যাপন নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সাধন সিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে

সঙ্গদান ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন মাত্র। কারণ শাস্ত্রে রাধারাণীর সম্বন্ধে কথিত আছে—

"উপবাসং তীর্থযাত্রাং সন্ন্যাসং ব্রতধারনম্। বর্ণাশ্রমাচারকর্ম্মং রাধায়াং ষড়্ বিবর্জয়েৎ॥" —সাধন দীপিকায়াং।

এই সব নন্দ ব্রজ কুমারিকাগণ বয়সে নবীনা হইলে ও ভজনে প্রবীনা। পৌগণ্ডের প্রথম ভাগেই তাঁহারা নন্দ নন্দন কৃষ্ণকে প্রাণ কোটি দয়িত রূপে প্রাপ্তির জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা বশতঃ নিরন্তর তীব্র যাতনা ভোগ করিতেন। একদা তাঁহারা যমুনা তটে উপবিষ্ট হইয়া আশু বৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় নির্ধারিনে সকলে মিলিয়া আলাপ আলোচনায় রত ছিলেন সহসা তথায় বৃন্দাদেবীর আগমন হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে গুর্ব্বী পদে বরন করিয়া যত সত্বর সম্ভব শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে বৃন্দ দেবী তাহাদিগকে জীব ও ভগবানের মধ্যে মায়ার পর্দ্দা অপসারনে সক্ষম দেবী কাত্যায়নীর আরাধনার উপদেশ করেন।—কাত্যায়নী দেবী অনন্তলীল গোবিন্দের অবিচিন্ত্য মহাশক্তি। মহামুণি কাত্যায়ন এই দেবীর আরাধনা সর্ব্বপ্রথম করেন বলিয়া ইহার নাম কাত্যায়নী। ব্রজ কুমারিকাগণের কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠ ন কৃষ্ণ-প্রেমেরই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ গ্রন্থে ও গোপ কুমারীগণের কাত্যায়নী পূজা এবং তাহাতে শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে উপচার সমর্পন বিধি এবং গোপ-কুমারীগণের দেবীর নিকট প্রার্থনার কথা বর্নিত আছে।

গোপ কুমারী গন যখন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া পরস্পর কৃষ্ণ কথালাপ করিতেন এবং নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত করিতেন তখন একদিন বৃন্দাদেবী তাঁহাদিগকে কাত্যায়নী পূজার মন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। কারণ ইষ্টের জন্য প্রাণ কাঁদলেই দীক্ষা, পূজার মন্ত্র এই-রূপ-তত্র প্রথমং প্রথমঞ্জসাজ সাধারন্যেন তস্যামেব সৈকত্যাং কাত্যায়নী মূর্ত্তৌ মনসা মনাসৈব সকলাঃ বলাবত্যঃ সমান মানসতয়া এক রূপমেব তদাবাহনং বিদধতি স্ম, যথাঃ—

"ইহাগচ্ছাগচ্ছ দেবী সন্নিধানমিহাচর কৃষ্ণস্ত সন্নিধানং নঃ প্রাপয়স্ব নমো নমঃ॥" গোপ কুমারীগন, প্রথমতঃ সেই বালুকাময়ী কাত্যায়নী মূর্ত্তিকে চিন্ময়ীরূপে ভাবনা করিয়া সকলেই একই ভাবে তাঁহাকে আবাহন করিলেন। গোপকুমারীগণ সকলেই পূজা পদ্ধতিতে বিজ্ঞা (কলাবতী) এবং সকলেরই চিত্ত-বৃত্তি একই প্রকার, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য কিংবা মতদ্বৈধ হয় নাই। তাঁহারা দেবীকে আবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন-হে দেবি! আপনি এই বালুকাময়ী মূর্ত্তিতে সন্নিহিত হউন এবং আমাদের কৃষ্ণ-সন্নিধান প্রাপ্তির যোগ্য করুন। আপনার শ্রীচরণে আমাদের কোটি কোটি নমস্কার।

ইত্যাবাহ্য বাহ্যবৃত্তিরহিতাঃ অবহিতা নতাঙ্গ্যঃ পুনস্তথৈব বিমলমাসন-মাসন মগ্রতোঽগ্রতোষেন সমুপনীয় পনীয়তমং পুর্ব্ববৎ মনসৈব নিবেদয়ামাসুঃ—

আসন প্রদান-মন্ত্রঃ—

"আস্যতামিহ ভো দেবি! দিব্যমাসনমিষ্যতাং। অস্মাকমঙ্কপর্য্যাঙ্কং কৃষ্ণাসনমুদীরয়" ॥

"গোপকুমারীগণ এইভাবে কাত্যায়নী দেবীকে আবাহন করিয়া বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থায় অতি সাবধানে কাত্যায়নী দেবীর চরনে নত হইয়া অতি সুশোভন আসন লইয়া সমাহিত চিত্তে কাত্যায়নী দেবী কে অর্পন করিলেন-ও প্রার্থণা করিলেন—'হে দেবি ! আপনি এই দিব্যাসনে উপবেশন করুন, আপনর কৃপায় আমরা যেন আমাদের ক্রোড় পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণের আসন প্রদান করিতে সমর্থ হই !

এই প্রকারে আসন সমর্পনের পর কুমারীগণ নানা উপচার সমর্পনের শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে স্বাগত, পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি সমস্ত উপচারই সমর্পন করিয়াছিলেন—

স্বাগত—বচন

"স্বাগতং তব হে দেবি ! স্বগতংতে নিবেদ্যতে ! কৃপয়া কারয়াস্মাকং স্বাগতং কৃষ্ণমল্লিকে।" হে দেবি ! আমরা আপনার বচনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া স্বগত ভাব (নিজ মনোগত ভাব) জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনি কৃপা পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট আমাদের স্বাগত বিধান করুণ (আমরা কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ যেন 'স্বাগত' বলিয়া আমাদের অভিনন্দিত করেন। রাসলীলা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে—কৃষ্ণের বংশী রব শুনিয়া গোপীগন যখন রাসরজনীতে যমুনাতীরে বংশীবটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও" স্বাগতং বো মহাভাগাঃ, প্রিয়ং কি করবানি তে" বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই প্রকারে কাত্যায়নী দেবীর স্বাগত বিধান করিয়া ব্রজকুমারীগন পাদ্য সমর্পস করিলেন ও বলিলেস—ঃ

"উপপাদ্যমিদং পাদ্যং পাদয়োরভিবাদ্যয়োঃ। কৃষ্ণপ্রস্বেদপাদ্যং নঃ শিশিরীকুরুতামুরঃ
সংপাদ্যতামনাদ্যে নঃ কৃষ্ণস্যাদ্য সমাগমঃ।।

হে দেবি ! আপনার ত্রিজগদ্বন্দিত চরণে আমরা পাদ্য উপপাদন (সমর্পন) করিলাম। আমাদের যেন শ্রীকৃষ্ণচরন-স্বেদ-জলে বক্ষঃ স্থল শীতল হয় এবং আপনার কৃপায় যেন সত্বরেই কৃষ্ণের সহিত আমাদের আদ্য সমাগম (প্রথম মিলন) সংঘটিত হয়।

গোপকুমারীগণ এইভাবে পাদ্য সমর্পন করিয়া অর্ঘ্য সমর্পন করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন—ঃ

অপ্যর্ঘিতৌঘৈরর্ঘ্যা ত্বং তুভ্যমর্ঘোঽয়মর্ঘিতঃ। মহার্ঘঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গঃ ক্রিয়তাং স্বর্ঘ এবনঃ॥ হে দেবি ! আপনি সমস্ত পূজ্যবর্গের ও পরমপূজ্যা। আপনাকে আমরা অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। আমাদের পক্ষে যেন মহার্ঘ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গলাভ অতিসুলভ ভাবে সংঘটিত হয। এই প্রকার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া গোপকুমারী-গণ আচমন সমর্পন করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন।

"ইদমাচমনীয়ং তে কমনীয়মুপাহৃতং। কৃষ্ণস্যাচমনীয়ং ত্বমানয়া স্মাকমাননম্॥

হে দেবি ! আমরা আপনাকে পরম রমনীয় আচমনীয় প্রদান করিলাম, আপনার কৃপায় যেন আমাদের বদন, কৃষ্ণের আচমন যোগ্য হয়। এই প্রকারে আচমনীয় সমর্পন করিয়া গোপকুমারীগন ঘৃত, মধু, দধি, শর্করা, কুশোস্থিত গঙ্গোদক প্রভৃতি দ্বারা মধুপর্ক রচনা করিয়া কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন ও বলিলেন—

'মধুরো মধুপর্কস্তে মুখসম্পর্কমাপিতঃ। কুরু কৃষ্ণাধরপুটী মধুপর্কক্ষমা হি নঃ। হে দেবী! আমরা এই সুমধুর মধুপর্ক আপনার শ্রীমুখের উদ্দেশ্যে সমর্পন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণের অধর যেন আমাদের মধুপর্ক স্থানীয় হয়। মধুপর্ক সমর্পনের পর পুনরাচমনীয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুমারীগণ বলিলেন—

পুনরাচমনীয়ং তে কমনীয় মিদং পুনঃ। পুনরাচমনীয়ং ভোঃ কৃষ্ণস্যাননমস্তু নঃ। হে দেবি! আমার আপনাকে কমনীয় পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি, আমাদের যেন কৃষ্ণ বদন পুনরাচমনীয় স্থানীয় হয়। তদনন্তর গোপ-কুমারীগন মনিময় পাত্রে সুগন্ধি তৈল লইয়া কাত্যায়নী দেবীকে অভ্যঙ্গ সমর্পন করিলেন ও বলিলেন—

দেবি! দিব্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গার্থমুরী কুরু। অভ্যঙ্গমঙ্গং কৃষ্ণস্তুরঙ্গাদঙ্গানি নঃ কুরু। হে দেবি! এই দিব্য সদ্‌গন্ধ যুক্ত তৈল প্রদান করিতেছি, আপনি ইহা অভ্যঙ্গের জন্য গ্রহণ করুন। আপনার কৃপায় যেন কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গে আমাদের প্রতি অঙ্গ যোজিত হয়। তদনন্তর কুমারীগণ সুগন্ধবাসিত তণ্ডুলাদি-চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন (অঙ্গ মার্জ্জন দ্রব্য) রচনা করিরা কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে সমর্পন করিয়া বলিলেন—উদ্বর্ত্তনীয়ং তে দত্তঃ গন্ধচূর্ণমিদং মৃদু। উদ্বত্তনীয়ং নো দুঃখং ত্বয়া কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গতঃ। হে দেবি! এই সুকোমল গন্ধ চূর্ণ আপনার উদ্বর্ত্তনের জন্য প্রদান করিলাম, আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে আমাদের সর্ব্ব বিধ দুঃখ নিবৃত্তি হয়। এই রূপে উদ্বর্ত্তনীয় সমর্পনের পর গোপকুমারীগন মনোরম সুবর্ণ ঘটে কর্পূরাদি-বাসিত শীতল জল লইয়া কাত্যায়নী দেবী স্নানার্থে অর্পন করিলেন ও বলিলেন—

কর্পূরপুর সৌরভ্যং দেবী স্নানিয়মর্পিতম্। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ সুধয়া কৃপয়া স্নাপয়াশু নঃ। হে দেবি! আমরা এই কর্পূর-বাসিত জল আপনার স্নানার্থে অর্পন করিলাম, আপনার কৃপায় যেন আমরা অবিলম্বে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ সুধা ধারায় স্নান করিতে পারি। এই ভাবে স্নানীয় জল সমর্পনের পর গোপ কুমারী গন কনক সূত্র গ্রথিত শাটিকা (শাড়ী) লইয়া ভক্তি ভরে কাত্যায়নী দেবীকে অর্পন করিলেন ও বলিলেন—হে দেবি—! পরিধেহীদং কনকাংশুকমংশুকম্। কৃষ্ণাংশুকেনাংশুকানি পরিবর্ত্তয় নোঅম্বিকে। হে দেবি! আপনি এই কনক সূত্র গ্রথিত বস্ত্র পরিধান করুণ এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যেন (লীলা বিলাস বিস্মৃতি বশতঃ) কৃষ্ণের পরিধেয় বসনের সহিত আমাদের বসন পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ বস্ত্র সমর্পনের পর কুমারীগণ বিবিধ মনিমুক্তাদি বিনির্ম্মিত অলঙ্কার লইয়া দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পন করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

রত্নলঙ্কারনৈরেভির্ভব-ভাবিন্যলঙ্কৃতা। কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ সুধয়া কারয়াস্মানলঙ্কৃতা। হে ভব ভাবিনি! আপনি আমাদের প্রদত্ত রত্নলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করুণ। আমরা যেন কৃষ্ণাঙ্গ সুধা ধারায় সমলঙ্কৃত হইতে পারি। অনন্তর কুমারীগণ কস্তুরী, কুঙ্কুম, কর্পূর ও চন্দন প্রভৃতি সদ্‌গন্ধ দ্রব্য রচিত অনুলেপন লইয়া দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পন করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন—অনুলেপনমেতত্তে দেবি দিব্যমুপাহৃতম্। কৃষ্ণানুলেপসৌরভ্যৈঃ সুরভীকারয়স্ব নঃ। হে দেবি! আমরা আপনাকে এই দিব্যানু-

লেপন প্রদান করিলাম। আপনার কৃপায় যেন কৃষ্ণের অঙ্গানুলেপনের সদ্গন্ধে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ সদগন্ধযুক্ত হয়। তদনন্তর গোপ কুমারীগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনন্দ বর্দ্ধক চন্দন, অগুরু, কস্তুরী প্রভৃতি লইয়া কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে অর্পন করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

'গন্ধৈর্গন্ধবহানন্দী দেবি গন্ধোঽয়মর্পিতঃ। কৃষ্ণাঙ্গগন্ধে ত্মকমঙ্গানি সুরভিকুরু!'

হে দেবি! আমরা এই ঘ্রানেন্দ্রিয়ের আনন্দ বর্দ্ধক গন্ধ দ্রব্যাদি আপনার চরণে অর্পন করিলাম। আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ সদগন্ধবাসিত হয়। অনন্তর গোপ কুমারীগন বৃন্দাবণের বনজাত সুগন্ধ কুসুম লইয়া ভক্তি ভরে কাত্যায়নীর চরণে অর্পন করিলেন ও করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—'ইদং বৃন্দাবনোদ্ভূতং প্রসূনং দেবিগৃহ্যতাম্। রদপ্রসূনৈঃ কৃষ্ণস্য পূজিতাঃ সন্তুনোঽধরাঃ॥

হে দেবি! আমরা বৃন্দাবন জাত কুসুম সমূহ আপনার চরণে অর্পন করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীকৃষ্ণের দন্তরূপ কুন্দ কুসুমে আমাদের অধরদ্বয় সমর্চ্চিত হয়। এই রূপে কাত্যায়নী চরণে কুসুম সমর্পন করিয়া গোপ কুমারীগণ, অগুরু, কালাগুরু, গুগ্‌গুল্, বীরন মূল প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা ধূপ রচনা করিয়া তাহা জলদঙ্গারে নিক্ষেপ করিলেন এবং কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে সলর্পন করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

"সুগন্ধিধূপধূমোঽয়ং ধূপস্তে দেবি কল্পিতঃ। ধূপিতা ভবনশ্চিত্তং ধূপিতং শীতলীকুরু॥"

হে দেবি! সুগন্ধিদ্রব্যজাত ও সবস্পধূপ সমন্বিত ধূপ আপনাকে সমর্পন করিতেছি। আপনি ইহাতে ধূপিতা (দীপ্তিমতী কিংবা সদগন্ধশালিনী) হউন। আপনার কৃপায় যেন, আমাদের কৃষ্ণ বিরহ তপ্ত (ধূপিত) চিত্ত কৃষ্ণসঙ্গলাভে শীতলীকৃত হয়। তদনন্তর গোপকুমারীগন গব্যঘৃত ও, কর্পূর সুবাসিত দীপবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলেন ও বলিলেন—

'কর্পূরবর্ত্তিসুরভির্দেবি দীপোঽয়মর্পিতঃ। কৃষ্ণকৌস্তুভদীপেন দীপ্তং নঃ স্যাদ্ধুরোগৃহম্॥

হে দেবি! আমরা আপনাকে এই সুগন্ধি কর্পূরবর্ত্তি সমন্বিত দীপ সমর্পন করিলাম। আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থ কৌস্তুভদীপে আমাদের হৃদয় গৃহ আলোকিত হয়। তদনন্তর গোপকুমারীগণ সুবর্ণস্থালীতে নানাবিধ ফল, মূল, শর্করাখণ্ড, ক্ষীর, নবনীতাদি দ্বারা নৈবেদ্য রচনা করিয়া কাত্যায়নী প্রতিমার সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং ভক্তি ভরে কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে সমর্পন করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—নিরবদ্যং দেবি হৃদ্যং নৈবেদ্যমুপযুজ্যতাম্। সম্পাদয়স্ব কৃষ্ণস্য নৈবেদ্যং নো নবং বয়ঃ॥ হে দেবি! এই পরম পবিত্রও সুখাদ্য নৈবেদ্য আপনাকে অর্পন করিলাম, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুণ যেন, আমাদের এই নব বয়স ও দেহ মন প্রাণাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। নৈবেদ্য সমর্পনের পর কুমারীগণ কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে তাম্বুল সমর্পন করিয়া প্রার্থণা করিলেন—

'সৈলালবঙ্গকর্পূরং তাম্বুল মিদমশ্যতাম্। কৃষ্ণাস্যতাম্বুলরসৈরধরাঃ সন্তনোঽরুণাঃ॥'

হে দেবি! এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূর, পর্ণ, পুগফালি প্রভৃতি দ্বারা সুরভির্ত তাম্বুল আপনাকে অর্পন

করিলাম, আপনি ইহা গ্রহণ করুণ। আপনার কৃপায় যে, শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুলরসে আমাদের অধররাজি অরুনিত হইতে পারে। তাম্বুল সমর্পনের পর গোপ কুমারীগণ কাত্যারনী দেবীর নীরাজন করিলেন ও বলিলেন—

"নীরাজয়ামি ত্বাং দীপস্তবকেন মহেশ্বরি ! নীরাজিতানি কৃষ্ণস্তুত্বিষাঙ্গানি ভবন্তু নঃ॥

হে মহেশ্বরি ! আমরা এই দীপমালিকা দ্বারা আপনার নীরাজন করিলাম, আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কান্তিমালায় আমাদের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নীরাজিত হয়। নীরাজনের পর গোপ কুমারীগন ভক্তি ভরে কাত্যায়নী দেবীর চসণে প্রণাম করিলেন এবং নতজানু হইয়া যোড় করে গললগ্নীকৃতবাসে কাত্যায়নী দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন—

অম্বহেরম্বমাতাস্ত্বাং স্তোতুং শ্লোকমপীশ্বরঃ। নত্বরীশো ন প্রজেশো ন বাগীশো—অপরে কুতঃ॥ প্রভবিষ্ণো মর্হাবিষ্ণো যোগ শক্তি স্তমুত্তমা। ভাবি কর্তু্ষকুর্ত্তু্ঞ্চান্যথা কর্ত্তু্মপীশ্বরী॥ ত্বমেব তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ। ত্বমবিদ্যা চ বিদ্যা চ বণধ মোক্ষকরী নৃনাং॥ মাতঃ সর্ব্বনি ! সর্ব্বানি জগন্তি ত্বদপাঙ্গতঃ। উন্মীলন্তি নিমীলন্তি ভবন্তি বিভবন্তি চ॥ সর্ব্বমঙ্গল মূর্দ্ধন্যে মূর্দ্ধনেব দিবৌকসাম্। তবাজ্ঞা চ সমজ্ঞা চ রাজ হংসীব রাজতে॥ পরাৎ পরতরে কৃষ্ণ পরে পরম বৈষ্ণবি। পরোপকার পরমে পরমেশ্বরি তে নমঃ॥ মনোজ্ঞাসি মনোজ্ঞসি ত্বং সর্ব্বস্যৈব দেহিনঃ। দেহি নঃ পতিরূপেন দেবি ! গোপেন্দ্রনন্দনম্॥

হে মাতঃ ! হেরম্ব জননি ! সর্ব্ব সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তি ও আপনার স্তব করিতে অক্ষম। মহাদেবের মহামাহাত্ম্যে, ব্রহ্মার জগদৈশ্বর্য্যে এবং বাক্‌পতির পাণ্ডিত্যেও আপনায় স্তব করা সম্ভবপর নহে। আপনি পরম প্রভাবশালী মহাবিষ্ণুর যোগমায়াশক্তি অতএব আপনিই সর্ব্বোত্তমা শক্তি রূপিনী, আপনি ইচ্ছা করিলে অসম্ভব প ত্তম্ভব হয়। সম্ভব ও অসম্ভব হয় এবং সুনিয়ত বস্তু ও অনিয়ত হইয়া পড়ে। আপনিই তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি; ক্ষান্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। আপনি সর্ব্ব জীবের ভববন্ধন ও ভব পাশ মোচনের কর্ত্রী ! মাতঃ ! সর্ব্বানিঃ আপনার অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রভাবে জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হয় এবং স্থিতি ও উন্নতি সাধন হয়। আপনি সর্ব্বমঙ্গল শিরো মনি এবং সর্ব্বদেবগণের শিরোধার্য্য। আপনার আজ্ঞা ও কীর্ত্তি রাজহংসীর ন্যায় ধবল স্বশ্ছ রূপে সর্ব্বত্রই বিরাজিত। হে পরাৎপরে ! হে কৃষ্ণপরে ! হে পরমা বৈষ্ণবী শক্তি রূপে ! পরোপকার রতে ! হে পরমেশ্বরি ! আপনার চরনে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম ! আপনি সর্ব্বশ্রেষ্টা এবং সর্ব্বজগতের হৃদয়জ্ঞা। আপনার কৃপায় যেন আমরা গোপ রাজ নন্দন কে পতি রূপে লাভ করিতে পারি।

এখানে কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপ কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে পাইবার লালসায় পরম উৎকণ্ঠা যুক্ত হৃদয়ে নির্জ্জনে বসিয়া পরস্পর কৃষ্ণ কথা আলাপ করিতেন এবং নয়ন জলে বক্ষঃ ভাসাইতেন তখন বৃন্দাদেবী তাঁহাদিগকে কাত্যায়নীর পূজা মন্ত্র সহ-'কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ! নন্দগোপ-

সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ" এই সিদ্ধ মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার ভগবদুপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে-তন্মধ্যে গোপীগনের কল্পিত অভিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তির যে আরাধনা এবং যে প্রকারের ভাবনা তাহাই ভগবানের স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধা রাণী সহ নিত্য সিদ্ধা ললিতাদি সখীগণের এবং সমগ্র ব্রজরামাগণের চিন্তা ও ভাবনা সম সূত্রে গ্রথিত। পারস্পরিক সম্পৃক্তি রহিয়াছে। শ্রুতিতে উক্ত মন্ত্রের সঙ্গে যোগ যুক্তি রহিয়াছে—'সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ স্বমানো। সহচিত্ত মেষাম্।'

এখানে গোপীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেব-দেবীর আরাধনা করিতে দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে 'সবার কাছে মেগে নেবে কৃষ্ণ ভক্তি বর।' এই সিদ্ধান্ত বচণে তাঁহারা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। সে কারণে দেবতান্তরে পূজা ও এখানে বিধিপূর্ব্বক হইয়াছে। তাঁহারা নন্দনন্দন নিষ্ঠ পরম প্রেম যুক্ত, একায়ন-তত্তে নিষ্ঠীত হইয়া শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পরমাত্মা, ইন্দ্রাদি দেবগনকে পতিরূপে প্রার্থণা করেন নাই। যদিও সর্ব্ব দেব-দেবীগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের ই বিভূতি মাত্র, তথাপি সেই নবকিশোর নটবর, দ্বিভুজমুরলীধর শ্যাম সুন্দর, নিখিল মাধূর্য্য সার, সর্ব্ব মূলাধার, যাঁহার প্রাপ্তিকে আরাধক অশোক, অভয় ও অমৃত লাভ করিয়া থাকে। কৃষ্ণ প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গনি। কৃষ্ণ প্রেম আছে যার সেই বড় ধনী। এখানেই সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজন তত্ত্বের পরাকষ্ঠা। তাই গোপী গণকে ধনী বলা হয়। তন্মধ্যে রাধারাণী মহাসম্রাজ্ঞী বৃন্দাবনেশ্বরী।

অপ্রাকৃত গোলোকে ভগবদ্ধামে মায়িক গণেশ দুর্গাদির স্থিতি নাই। শ্রীকৃষ্ণের পীঠ পূজাদিতে যে গণেশ দুর্গাদি পূজা হয়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তিভেদ মাত্র আবরন দেবতা। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা এই উভয় শক্তিরই দুর্গা, মহামায়া প্রভৃতি নাম নানা শাস্ত্রে দেখা যায়। সেজন্য অনে-কেরই মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। দুর্গানামে বৈষ্ণবগন নাসিকা কুঞ্চন করেন এবং শাক্ত গণ, গোপ কুমারী গণের কাত্যায়নী পূজার কথা বক্ষঃ স্ফীত করিয়া বলেন যে, দুর্গা পূজা ব্যতীত কাহার ও কোনই গতি নাই। ইহারা অতত্ত্বজ্ঞ ও মূঢ়। বস্তুতঃ অন্তরঙ্গ শক্তির উপাসনায় কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি এবং বহিরঙ্গাশক্তির উপাসনায় বৈভব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি যাহা কামনা করিবেন তাঁহার সেই শক্তির উপাসনা করা হইবে। "ধন দাও, পুত্র দাও" বলিয়া মহামায়া কে ডাকিলে মহামায়া বহিরঙ্গা শক্তি রূপে মনোবাসনা পূর্ণ করেন এবং "কৃষ্ণ দাও, কৃষ্ণ ভক্তি দাও" বলিয়া ডাকিলে মহামায়া অন্তরঙ্গ শক্তি রূপে মনোবাসনা পূর্ণ করেন॥ শ্রুতির বচনেও দেখা যায়—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী॥"
এ ছাড়া কৃষ্ণভক্তি আছে যার। সর্ব্বদেব বন্ধু তার॥ এতদ্‌ভিন্ন একই শক্তির দ্বিবিধ ক্রিয়া। নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্মের সেবায় উন্মুখী হইলে যে শক্তি সহায়তা করে। সেই শক্তিই যোগমায়া, আবার কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইলে যে শক্তি নিষ্পিট (পিষ্টপেষন) করেন সেই শক্তিই মহামায়া রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

যাহাই হউক—অতি প্রত্যুষে সেই ব্রজ কুমারীগণ যূথেশ্বরী রাধারাণী সমভিব্যাহারে পরস্পর পরস্পরের মৃনাল ভুজ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ কথা আলাপন করিতে করিতে পূজার বিবিধ সম্ভার ও উপায়ন হস্তে যমুনা তটে উপনীত হইয়া তথায় কাত্যায়নী দেবীর সৈকতী প্রতিমা রচনা করিয়া মন্ত্র যোগে সমস্ত দ্রব্যাদি দেবীকে অর্পন করিয়া অবশেষে নিত্য নির্ম্মল প্রার্থণা করিতেন নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণই যেন তাঁহাদের পতি হয়। ব্রজকুমারী গণ বয়সে নবীনা হইলেও ভাবে ও ভজনে প্রবীনা। এই প্রকারে অগ্রহায়ন মাসে কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কবে মাসান্তে পূর্ণিমা তিথি আসিবে ও ব্রত পূর্ণ হইবে এবং কাত্যায়নীর আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণ চন্দ্রের সহিত মিলন হইবে বলিয়া আকুল উৎকণ্ঠায় দিন গনণা করিতে করিতে অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আসিল। ইহাই হৈমন্তিক রাস যাত্রা পূর্ণিমা। রাসেশ্বরী শ্রীরাধাই সেই মহারাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

যাহাই হউক আমি এখানেই সেই রাসলীলার কথা বর্ননা করিব না। তাহার পূর্ব্বে শ্রীরাধা রাণীর পৌগণ্ড কালের শেষ প্রান্তের আরও কয়েকটি রম্যলীলা আছে। একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে—কতিপয় নবীনা ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীমতী রাধা আর কৃষ্ণকে একটি বাড়ীতে আনিয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। তাহারা রাধাকৃষ্ণর মিলন করাইয়া এক মহা প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রেমের আবেগে পুলকিত হইয়া কৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন—তোমার ভজনা ও কৃষ্ণ প্রীতি-সব সাধন ভজনের সার। আবার অগ্রে তোমার ভজন ছাড়া আমার ভজন ও নিষ্ফল। কৃষ্ণ আর ও বলিলেন রাধাকে-তুমি হইতেছ সমর্থা রতিমতি মহাভাবময়ী হ্লাদিনী সার স্বরূপিনী কৃষ্ণময়ী কমলিনী রাই, কারণ আমার সুখেই তোমার সুখ। তুমি স্ব-সুখ বাঞ্ছাগন্ধ রহিতা, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাময়ী। শুধু আমাকে পাইয়াই, আমার সেবা করিয়াই তুমি সুখী। আমার নিকট হইতে, আমার সঙ্গ, আমার সতত সেবা ভিন্ন আর কিছুই তুমি প্রার্থনা কর না। যেই জন তোমার পদ্ধতিতে, তোমার মত ভাবাবেশে আবিষ্ট হৃদয় হইয়া যাহারা আমার ভজনা করিবে, সেই ধন্য হইবে এবং সেই ই আমার প্রিয় হইবে। যাহারা আমাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিবে, অগ্রে নিশ্চয়ই তোমার আরাধনা করিবে। তোমার কারুণ্য কটাক্ষ ভিন্ন জীব কখন ও আমাকে সম্যক রূপে লাভ করিতে পারিবে না। শুদ্ধা প্রেম ভক্তি যোগে আমি প্রাপ্য আর তোমার আচরিত নিত্য বৃত্তিই শুদ্ধা ভক্তি। অতএব তোমার বৃত্তির অনুসরনে ভজন কারীই সহজেই আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

সে যে কোন যোগী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী অপেক্ষা হইবে শ্রেষ্ঠ মহামহিমময়। শমনের ভয় আর থাকিবে না তার। আমার চিদ্ধামে নিত্য যুগল সেবার অধিকারী হইবে সে। যে ভক্তি ভাবে আমার পূজা করিতে অভিলাষী তাহাকে অগ্রে তোমার নাম জপ করিতে হইবে, তোমার নাম সদ্গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া, নাম জপে সিদ্ধ হইলে পরে আমার পূজার্চ্চনে অধিকারী হইবে। যিনি রাধা কৃষ্ণ বলিয়া একান্ত ভাবে ডাকিবে সেই সুকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অবশ্যই বশীভূত হইব আমি। তোমার

নাম হইবে আমার নামের বীজ, বীজ না হইলে কোন কর্ম্ম সাধন হয় না ঠিকমত। তাই তোমার নাম ছাড়া আমার সাধন হইবে না। বেদহীন বিপ্র বা ফলহীন বৃক্ষের যেমন কোন অর্থ হয় না, তেমনি রাধা নাম ছাড়া কৃষ্ণ ভজনার কোন অর্থ হয় না। গোপাঙ্গনাদিগের মধ্যে তুমিই প্রধানা। এমন কি যশোমতী হইতেও তুমি শ্রেষ্ঠা।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমতি হাসিয়া বলিলেন—তোমার চরিত্র লম্পট ধরনের। তাই তোমার কথা বিশ্বাস হয় না। রাজরাণী যশোমতী তোমার জননী, তাহা অপেক্ষা আমাকে কোন্-কারণে শ্রেষ্ঠা বলিলে আমাকে বল শুনি? কৃষ্ণ বলিলেন— মুখে তোমায় পুত্রী বলিলেও, তিনি অবিলম্বে তোমার চরণ ধরিবেন। বিশ্বাস না হয় তোমাকে অচিরে তাহা প্রত্যক্ষ করাইব, অনন্তলীল গোবিন্দের লীলা ও তাঁহার মায়া বুঝিবার শক্তি কাহার ও নাই। শ্রীমতীর সম্মান বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

একদিন একটি বাড়ীর অঙ্গিনায় কৃষ্ণকে লইয়া গোপিনীরা যখন নৃত্য-গীত করিতে ছিলেন তখন অকস্মাৎ নন্দরানী যশোদা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপাঙ্গনাগণ পরিবেষ্টিত কৃষ্ণকে রঙ্গরসে মত্ত দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন যশোদা দেবী। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমতী ও তাঁহার সখীদিগকে বলিলেন, এইটি তোমাদের কি ধরনের আচরন. গোচারনে আমার গোপালের দারুন পরিশ্রম হয়। তার বিশ্রামের প্রয়োজন বলিয়া তাহাকে পালঙ্কের উপর শোয়াইয়া রাখিয়া ছিলাম কিন্তু তোমরা তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া, তাহাকে উঠাইয়া আনিয়া নৃত্য করাইতেছ। প্রায় দিনই তোমরা এই কাজ কর। এই কাজ কখনই ভাল নয়। আর কোনদিনই কখন ও এই কাজ করিও না।

রাধারাণী কোন কথাই বলিলেন না। সখীগণ বলিলেন—তোমার ছেলে গোপাল হইতেছে রাখাল। সে হয় বনে গরু চরাইতে গিয়াছে, না হয় বাড়ীতে পালঙ্কের উপরে শুইয়া আছে! এই 'কৃষ্ণ' তোমার ছেলে নয় রাণী! তোমার ছেলে কৃষ্ণ বলিয়া কি দুনিয়ায় আর কাহার ও ছেলের নাম কৃষ্ণ থাকিতে নাই। এক নামে ছেলে থাকিতেই পারে, বাড়ী গিয়ে দেখ।

সখীদের কথা শুনিয়া ম্লান মুখে বাড়ীতে আসিলেন নন্দরাণী। তাহাদের কথায় তিনি আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। এক নামের অনেক ছেলে থাকিতেই পারে। কিন্তু একই আকার-আকৃতি বিশিষ্ট অবিকল এক দেহের দুইটি ছেলে কি করিয়া সম্ভব তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বাড়ী ফিরিয়া যশোদা দেখিলেন, সখী দিগের কথাই ঠিক। পালঙ্কের উপরে ঘুমাইয়া আছেন কৃষ্ণ। তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন তিনি। সেই সঙ্গে আনন্দ ও অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই সখীদিগের নিকটে আবার ফিরিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, শুন সখী-বৃন্দ! আমার ছেলের মত অবিকল দেখিতে এমন কৃষ্ণ কোথায় পেয়েছিস তোরা? দুই জনেরই একই বয়স দেহের গঠন ও রূপ একই। দুইজনেরই চলন—বলন এক, দুইজনারই ভাব-ভঙ্গি এক, দুইজনেরই গাত্রবর্ণ

এক, দুই জনেরই এক উজ্জ্বলতা-তোদের কৃষ্ণকে দেখিয়া আমার হৃদয় তুষ্ট হইল, স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল আমার বুক। তোরা তোদের কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া আমার গৃহে চল। দুইজন কৃষ্ণকে এক সঙ্গে মিলাইয়া নাচাইব। তাহা দেখিয়া সকলেহ প্রীতি হইবে। দুই কৃষ্ণের মধ্যে-সখ্য-তার সম্পর্ক স্থাপন করাইব। তার পর আমার কৃষ্ণ কে ঘরে রাখিয়া তোরের কৃষ্ণ কে লইয়া আসিবি।

কৃষ্ণের ঈঙ্গিতে কমলিনী রাধা বলিলেন, হে মাতঃ শুনুন্ আমাদের কৃষ্ণকে লইয়া যাইতে বলিতেছেন, ভাল কথা। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, পাছে আপনার কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণের বদল হইয়া যায়। দুই কৃষ্ণ এক হইয়া গেলে, আমরা চিনিতেই পরিব না।

যশোদা হাসিয়া বলিলেন, তাহা যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কি? দুই জন ত একই। দুই জনেরই ত গুনমান ত এক, একই ভাবে নাচিবে দুই জনে।

রাধা বলিলেন—না গো রানি! ওই কথা আপনার ঠিক নয়। আপনার কৃষ্ণ আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে কখনই গুন-শীলে সমান নয়। আপনার ছেলে রাখাল বনে বনে গোচারন করিয়া বেড়ায়, আপনার রাখাল কৃষ্ণ শুধু গোচারন করিতে পারে মাঠে মাঠে। সে প্রেমতত্ত্ব, ভালবাসাবাসির মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারে না। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণ সারা ত্রিভুবনের মধ্যে অতুলনীয় এক পুরুষরত্ন পুরুষোত্তম্। তাঁহার পাদ পদ্ম কত যোগী ঋষি, মুণি, ধ্যানী জ্ঞানী পূজা করে। আমাদের কৃষ্ণ কত মহামহা অসুর বধ করিয়াছে এবং সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার ও ভুল ভঙ্গ করিয়াছেন।

রাণী হাসিয়া বলিলেন-এই সব কর্ম্ম ত আমার ছেলে ও করিয়াছে। ব্রজবাসী সকলেই জানে। আমার ছেলের বয়স যখন মাত্র তিন দিন তখন পুতনা বধ করিয়াছে অনন্তর শকট ভঞ্জন, তৃনাবর্ত্ত অসুর বধ, সকলেই জানে সব যশোদা নন্দনের কার্য্য।

রাধারাণী বলিলেন—যাহাই হউক এই সব কথায়, শুধু দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইবে। কোন কৃষ্ণের গুণের পরিমান কি তা পরে বুঝিতে পারিব। এখন যাহাতে আমাদের কৃষ্ণ বদল হইয়া না যায়, সেই জন্য একটা চিহ্ন রাখা প্রয়োজন। এই বলিয়া কৌতুকে রাধা কৃষ্ণের ললাট ফলকে শ্বেত চন্দনের একটি বর্ত্তুলাকৃতি ফোঁটা দিলেন। তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন নীলগিরিতে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে।

এর পর সব সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন, আমার কৃষ্ণের ললাটের উপরে এই চন্দন বিন্দু চিহ্ন স্বরূপ রহিল। তোমরা সকলেই দেখিবে যেন আমাদের কৃষ্ণ হারাইয়া না যায়।

এইবার রাধা ও তাঁহার সখীরা তাহাদের কৃষ্ণকে লইয়া যশোদা ভবনে চলিয়া গেলেন। রাণী যশোদা ঘরে গিয়া দেখিলেন পালঙ্কের উপর তখনও শুইয়া আছে তাহার কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণকে পালঙ্ক হইতে উঠাইয়া গোপী মণ্ডল দ্বারা পরিবৃত হইহা দুই নীলমনি কে নাচাইতে লাগিলেন। তাহা দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন সকলে। এত বড় এক ঘোর বিস্ময়ের বস্তু জীবনে কখন ও দেখে নাই, শুনে নাই, তাহারা গোপী দিগের কৃষ্ণ আর যশোদা জীবন কৃষ্ণ দুই জনে এক সঙ্গে হাত ধার ধরি করিয়া নাচিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া সকলের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সহসা নাচিতে নাচিতে যশোদা—কৃষ্ণ গোপী-কৃষ্ণের অঙ্গে মিশিয়া গেলেন। দুইজনের অঙ্গ একটি তে পরিনত হইল।

নৃত্যশেষ হইলে রাধা ও তাঁহার সখীরা তাহাদের কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। এদিকে যশোদা তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুলভাবে 'কৃষ্ণ কোথা' বলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যশোদা অবশেষে গোপীগণকে বলিলেন তোমরা তোমাদের কৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছ আমার কৃষ্ণকে আমার কাছে আনিয়া দাও। রাধা বলিলেন, তোমার পুত্রকে আমরা কোথায় পাইব ? আমাদের জীবন ধন এই কৃষ্ণ তোমার পুত্র নয়। এই দেখ, এর কপালে আমার আঁকিয়া দেওয়া চন্দন-বিন্দু এখন ও রহিয়াছে। যশোদা বলিলেন, এই ত তোমরা এতক্ষন—নাচাইলে দুইজনকে, তাহাকে নিশ্চয়ই কোথাও রাখিয়া আসিয়াছ। এ তোমাদেরই চাতুরালি। রাধা, তুমি চাতুরী জান। রাধা বলিলেন, চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক মণ্ডলের মধ্যে দুই কৃষ্ণ নাচিতেছেন। তাহার মধ্যে এক কৃষ্ণ কোথায় গেল তাহা কি করিয়া জানিব ? এই মণ্ডল ছাড়িয়া আমরা ও ত কোথাও যাই নাই। যশোদা তখন কাতর কণ্ঠে বলিলেন, সাত পাঁচ নয় আমার মাত্র একটি সন্তান। পিতা-মাতার জীবনে একমাত্র আনন্দের ধন, অন্ধের যষ্ঠী স্বরূপ। হে বিনোদিনী রাধা আমার প্রাণ যায়। কৃষ্ণকে দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর। আমি তোমার পায়ে ধরি। আমার কৃষ্ণকে ফিরাইয়া দাও। আজ হইতে যশোদা তোমার দাসী হইল।

মায়ের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ রাধার মুখ পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং ঈশারায় রাধাকে কি বলিলেন। রাধা তখন রানীকে কাতর দেখিয়া বলিলেন—তুমি রাজরানী আমার গুরুজন। আমার পায়ে ধরিয়া কেন আমাকে অপরাধিনী করিতেছেন। কেন এই সব কু-কথ্য আমাকে বলিতেছেন।

যশোদা বলিলেন—অবিলম্বে তুমি আমার পুত্রকে আনিয়া দাও। ইহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। রাধা বলিলেন, কিন্তু কেমন করে তাকে আনিব ? কোথায় তার খোঁজ করিব ? এই কথা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে যশোদা 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া শোকে বিলাপ করিতে করিতে সকরুন কণ্ঠে বলিলেন—আমার নীল-মনির অভাবে আমি আমার জীবন রাখিব না। এই বলিয়া রাণী ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া মনে হইল দেহে যেন তাঁহার প্রাণ নাই। তাহা দেখিয়া রাধা কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন-এবার কি উপায় হবে, বলো। তোমার গর্ভধারিনী জননী তোমার সাক্ষাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, ।

কৃষ্ণ বলিলেন—তোমার কোন চিন্তা নাই। ইহাতে আমার জননীর মৃত্যু হইবে না। পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি উপায় ঠিক করিব। রাধা তখন যশোদার কর্ণমূলে মুখ রাখিয়া বলিলেন-"হে কৃষ্ণমাতা, জাগো, ওঠ ! আপনার কৃষ্ণ এসে গেছে।" কৃষ্ণের নাম কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া বলিলেন রানী এবং বলিলেন—শ্রীমতী ! আমার কৃষ্ণ কোথায় ?

রাধা বলিলেন—আপনার পুত্র কৃষ্ণ আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাই সে তার শয়ন কক্ষে গিয়ে পালঙ্কের উপরে শুইয়া আছে। রাধা রাণীর মুখে কখন ও মিথ্যা উচ্চারিত হয় না, জানিয়া যশোদা তখন ব্যস্ত হইয়া শয়ন গৃহে গিয়া দেখিলেন, সত্যই কৃষ্ণ পালঙ্কের উপর শুইয়া আছেন। নন্দরাণী এবার পুত্রকে স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন পুনঃ পুনঃ। সখীগণ তাহাদের ঘরে চলিয়া গিলেন। এই ভাবে আমার রাধা রানীর মহিমা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

স্থান নন্দালয়, সময় মকর সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন। মা যশোমতী ঘোষনা করিলেন—আগামী কল্য অতি প্রত্যুষে যমুনা বা গঙ্গায় স্নান কার বিধি। এই শুভ দিনে যমুনা পূজার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আতপ তণ্ডুল, দুর্ব্বা দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, কলা, শর্করা প্রভৃতি উপচার ও উপায়ন যমুনা পূজার সজ্জ সহ স্নান করিতে যমুনা যাইব। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ও রাধারানী কে জানাইলেন—সখীজন সমভি-ব্যাহারে তুমি ও যমুনা স্নানে যাইবে। সব আয়োজন লইয়া যাইবে। স্নানান্তে যমুনা তীরস্থ পুষ্পো-দ্যানে আমাদের আনন্দ বিহার হইবে। কৃষ্ণ ও তাঁহার মাকে বলিলেন—আমি আমার সখাগণের সঙ্গে যমুনা স্নানে যাইব। আগামী দিন মকর সংক্রান্তি দিনে যমুনা স্নানের কথায় রাধা ও কৃষ্ণ পরমানন্দে প্রমত্ত হইয়া উঠিলিন, অতি প্রত্যুষে কৃষ্ণ কয়েকজন অন্তরঙ্গ সখাদের সঙ্গে যমুনা তীরে উপনীত হইয়া চারুনাদিনী মোহন মুরলীরব করিলে—সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে অব্যক্ত আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া শতদল তাহার দলগুলি মেলিয়া ধরে, সেই প্রকার অব্যক্ত মধুর রসে রসাইত কমলিনী রাধা আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া উঠিলেন। অতি সত্বর ললিতাদি সখীগণের সঙ্গে যমুনা পূজা উপাচার আতপ তণ্ডুল, ঘৃত, মধু, শর্করা, কদলি, দুর্ব্বা মিষ্টান্ন, পক্ক ন্নাদি বিবিধ উপায়ন সহ যমুনায় উপনীত হইলেন। ঐ সঙ্গে কমলিনী রাধা—নানা বর্ণের বিবিধ সুগন্ধ কুসুমাবলী দ্বারা একটি রম্য মালিকা রচনা করিয়া সঙ্গে লইলেন।

সখী সহ শ্রীরাধা যমুনার তীর ভূমিতে পুষ্পোদ্যানে কুঞ্জ কুঠীর রচনা করিলেন। কৃষ্ণ ও নিজের অঙ্গ হইতে অবিকল প্রতিভূ মুর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া দ্বাদশ গোপালের সন্নিকটে রাখিয়া স্বয়ং রাধার সঙ্গ লাভের আশায় পুষ্পোদ্যানে রাধা-কুঞ্জেতে আসিলেন। সূর্য্য যখন ধনুরাশি ত্যাগ করিয়া মকরে প্রবেশ করিলেন তখন সেই শুভক্ষনে বিনোদিনী রাই আটজন সখীসহ যমুনায় নামিয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন মকর স্নানে। আটদিকে আটজন সখী মাঝে বিনোদিনী রাধা। রাধার সঙ্গে যুগল রূপে দাঁড়াইলেন রসমনি কৃষ্ণ, সখীরা তাঁহাদের যুগল অঙ্গ যমুনার জল সিঞ্চনে শীতলীকৃত করিয়া দিলেন, যমুনার ও আজ আনন্দ ধরে না। এমন শুভদিনে বাঞ্ছিত যুগল কে পাইয়াছে নিজ-ক্রোড়দেশে। স্নানন্তে শুষ্কবস্ত্রে গাত্রজল মার্জ্জনা করিয়া বিচিত্র বসন ভুষণ পরিধান করিলেন নটেন্দ্রকুল চূড়ামণি গোবিন্দ আমার। অনন্তর ধড়াচুড়া পরিধান করিয়া কুলে উঠিয়া সেই পুষ্পোদ্যানে উপনীত হইলেন। চারিদিকে সখীগণ পরিবৃত হইয়া মধ্য-স্থলে উপবেশন করিলেন রাধা—মদন মোহন। রাধা বলিলেন—ওগো প্রাণনাথ, আজ তোমাকে আমি নিজ হাতে খাওয়াব বলিয়া গৃহ হইতে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, নবনী, শর্করা প্রভৃতি যত খাদ্য দ্রব্য স্বর্ণ

থালিকায় সুসজ্জিত করিয়া আনিয়াছি একমাত্র তোমার জন্যই আনিয়াছি এই পসরা। প্রতিদিন মাতা যশোদা দেবী তোমাকে খাওয়ান আজ আমি তোমাকে নিজের হাতে খাওয়াইয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব। এই বলিয়া পশরা খুলিয়া খাদ্য বস্তু সকল একে একে তুলিয়া কৃষ্ণের অধরে-রহস্য সহকারে অর্পন করিলেন প্রেমময়ী রাই।

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, হে রসমণি, খাও, খাও ওগো রসিক নাগর। কৃষ্ণ ও রাধার হাত ধরিয়া কৌতুকের সঙ্গে তাঁহার মুখে কিছু খাদ্য দিয়া বলিলেন—খাও প্রাণ প্রিয়ে।

যাঁহার অধরামৃত মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য ব্রহ্মা, শিব, নারদ সকলেই সতত উদ্গ্রীব ও লালায়িত। সেই প্রসাদ নিজের হাতে তুলিয়া দিলেন শ্রীরাধার মুখকমলে।

মকর স্নানের আনন্দ মহোৎসবে প্রধান ভূমিকায় রাধারানী ছিলেন। আনন্দ-ধাম কৃষ্ণের অঙ্গে জল সিঞ্চন বন বিহার, পরস্পর মাল্য অর্পন, ভোজনাদি একত্রে শয়ন ইত্যাদি উৎসবের প্রতি অঙ্গে রাধারাণীই সর্ব্বক্ষন কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করিলেন। সখী গণের মধ্যে কেহ কেহ একান্তে কৃষ্ণ সঙ্গ সুখ কামনা করে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—কৃষ্ণ কেবল শ্রীমতীর প্রেমেই মগ্ন হয়ে থাকেন। মকর স্নানে যমুনার অর্ঘ্য প্রদান তাহাও দুই জনেই সমাপন করিলেন। উনি শুধু একান্ত ভাবে 'রাধানাথ'—গোপীজন বল্লভ নয়। আমরা প্রিয়নর্ম্ম সখী হিসাবে কত শ্রী-চরণ সেবা করি, যথাশক্তি যুগল আরাধনা করি, তবু তিনি আমাদের হইলেন না। আমাদের কাহার ও প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ও করিলেন না। তিনি শুধু রাধার সঙ্গে মকর স্নান করিলেন। একমাত্র রাধাই তাহার গাঁথা মালা অর্পন করিল কৃষ্ণকে। কিন্তু আমরা যে মালা গাঁথিয়া আনিয়াছি। সে সব শুকাইয়া গেল। অর্পন করার কোন সুযোগই পাইলাম না। একসঙ্গে মকর স্নান করিব বলিয়া কত দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছি আমরা কিন্তু উনি শুধু রাধার সঙ্গে রসে মগ্ন হইয়া নিরাশ করিলেন আমাদের। এই ব্যাপারে একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সখীদের মধ্যে যাহারা সম্ভোগ বাদী, কৃষ্ণকে দিয়া যাহারা নিজেদের সুখ চায়—স্বসুখৈক তাৎপর্য্য ময়ী তাহাদের প্রীতি। কিন্তু শ্রীরাধার শুদ্ধ ভালবাসা, কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি। নবনীত কোমল, অনন্ত সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের ধাম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করেন না। কৃষ্ণ যদি স্বতঃ স্ফূর্ত্ত অনুরাগ বশতঃ রাধারাণীকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে মুখকমল বিকশিত করেন, তদ্দর্শনে রাধারানী কোটিগুণ আনন্দ অনুভব করেন। এই জন্য রাধার প্রেম কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী। আর এই প্রকার নিঃস্বার্থ ও নিরুপাধি প্রেমেই নিখিল রসামৃত সিন্ধু স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধিক বশীভূত হন। রাধার প্রেম ভক্তি কৃষ্ণাকর্ষিনী সা

যাহাই হউক অনুগতাজনের প্রতি সর্ব্বাধিক করুণাময়ী শ্রীরাধার ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ সখীদের মনের কথা জানিতে পারিলেন। উহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি নিজের দেহকে আটটি মূর্ত্তিতে বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক সখীকে সঙ্গদান করিতে লাগিলেন। প্রতিটি গোপী অনুভব করিলেন, কৃষ্ণ তাহার নিকটে আছেন। এই ভাবে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষ্যে যে সব

খাদ্য দ্রব্যের পসরা, ফুলের মালা এবং অন্যান্য সেবার বস্তু— সব কিছুই সখীগণ নিজ হস্তে কৃষ্ণকে প্রদান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। এইবার রাধারাণী বলিলেন কৃষ্ণ কে—তুমি আমার কাছে আছ, অথচ যুগপৎ একই সঙ্গে তুমি সখীদের নিকটে ও আছ, কোন শক্তি বলে তুমি নিজেকে এমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃজন করিতে পারে। তাহা বুঝিতে পারি না। এর থেকে বড় কোন শক্তি আছে কিনা, আমার জানা নাই। অবিচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়াই কৃষ্ণের মূল শক্তি। যাবতীয় শক্তির মূলাধার বা উৎসমূল শ্রী-কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি রাধা ঠাকুরণী। অথচ শ্রীমতী এখানে নিজেকে রহস্যাবৃত করিতেছেন। রাধারাণীর কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন—তোমার মধ্যে আছে আমার আহ্লাদিনী শক্তি। যেহেতু আমি সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ। তোমার মধ্য দিয়াই আমি আনন্দ লাভ করি। তোমার মধ্য দিয়াই প্রকাশ হয় আমার রস-ঘন আনন্দময় রূপ। তুমি আমার আত্মারই এক অংশ অর্থাৎ আনন্দময়ী ভগবৎ শক্তি। আমার মধ্যে যে বড় শক্তি আছে তাহা দিয়াই আমি যাবতীয় কার্য্য সাধন করি। আমার মধ্যে অচিন্ত্য (অবিচিন্ত্য মহাশক্তি বিষ্ণুমায়া) নামে যে শক্তি আছে তাহার বলেই আমি যুগে যুগে অবতার রূপে সম্ভূত হই। আমি প্রকৃত পক্ষে অবতার নহি। সকল অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান আমি। আজ আমি যে বিভিন্ন ভাবে সৃজন করিলাম নিজেকে, তাহা শুধু তোমাকেই প্রীত করিবার জন্যই। তোমার চিন্তা ভাবনার পরিধির ভিতরে আমি ভিন্ন আর কেহ নাই, তাই তোমার দুর্ব্বার প্রেমের আকর্ষনে আমাকে সর্ব্বদা তোমার কাছে রাখিতে হয়। আসলে আমি ত কাহার ও একার হইতে পারি না একান্ত ভাবে। তাই নিজেকে তোমার কাছে রাখিয়া আমার অংশ থেকে কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তি সৃজন করিয়া গোপীদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিলাম।

এই কথা শ্রবণের পর রাধা বলিলেন, হে গুননিধি! সবার সব মনস্কাম সিদ্ধ করিলে, এবার আমার মনে একটি সাধ পূর্ণ কর প্রাণনাথ। ফুলে ফুলে সজ্জিত করিয়া তোল আমার দেহবল্লরীকে। আমার বহুদিনের সাধ আমি বৈজয়ন্তী বেশ ধারন করিব। ফুলের বসন আর ফুলের অলঙ্কার পরিধান করি। বিনোদিনীর এই কথায় কৃষ্ণ বুঝিলেন রাধা তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়। অথচ রহস্যচ্ছলে রাধারাণীর এই অনুরোধ মাত্র। শক্তি পরীক্ষার অনুস্যূত বাসনা হয়ত অন্তরে ছিল। কারণ তখন পৌষ মাস, শীত ঋতু ফুলের ঋতু নয় এবং অসময়ে কখনও ফুল ফোটে না। এক ঋতুতে ও সব রকম ফুল ফোটে না। শীত ঋতুতে শুধু শীতের ফুলই ফোটে। তাহা জানিয়াই বৈজয়ন্তী বেশ ধারণ করার বাসনা জানা-ইলেন। কারণ বৈজয়ন্তী বেশ নানা জাতীয় ফুলছাড়া হয় না কখনও। কিন্তু যেহেতু রাধাকে বৈজয়ন্তী বেশ দান করার অঙ্গীকার করেন রসময় কৃষ্ণ। সেই হেতু শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিলেন। এককালে ষড়ঋতুর প্রকাশ করাইলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মহাশক্তি বলে শীত ঋতুতেই সকল ঋতু আসিয়া একত্রে মিলিত হইল। আর প্রতিটি ফুল গাছে নূতন নূতন কলির উদ্গম হইল এবং সর্ব্ব জাতীয় ফুল ফুটিয়া উঠিল এক সঙ্গে। যূথী, জাতি, মল্লিকা,

মালতী, কুরুবক, মাধবী, কিংশুক অশোক, সূর্যমণি, সন্ধ্যামণি, টগর, অতসী, গন্ধরাজ, গোলাপ, শেফলীকা, করবী, স্বর্ণচাপা, কামিনী, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, বাসক, কৃষ্ণচূড়া, বেল, আমলকী, কুন্দ, কাষ্ঠ মল্লিকা, কাঞ্চন, চামেলি, বকুল, কেতকী, স্থল কমলিনী প্রভৃতি কত ফুল একত্রে ফুটিয়া উঠিল। এমন কি কৃষ্ণের মায়ায় যমুনায় পদ্মফুলও বিকশিত হইল। এইভাবে সব জলজ ও স্থলজ পুষ্প দেখা গেল এক ঋতুতে।

তারপর সেই ফুলবনে যত ফুলগাছ ছিল সেই সব গাছের তলে একজন করিয়া কৃষ্ণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অসংখ্য মায়া মূর্তি সৃজন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই ভাবে এক অবর্ণনীয় শোভার সৃটি হইল সেই বনে। অসংখ্য ফুলের বিচিত্র সৌরভে আমোদিত হইল সমস্ত বনভূমি। সেই সব ফুলেব মদির গন্ধ বহন করিয়া মন্থর হইয়া উঠিল গন্ধবহ পবন। মধুপানে প্রমত্ত হইয়া গুন গুন রব করিয়া বেড়াইতে লাগিল অসংখ্য অলির দল। পেখম তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ময়ূর ময়ুরী। রতির সঙ্গে রতিপতি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন সমস্ত বনস্থলী জুড়িয়া। পঞ্চম স্বরেকোকিল গান ধরিল। রতিপতি কামদেবের প্রভাবে অকালে কাম-ভাবের উদয় হইল সকল প্রাণীর অন্তরে। শুধু পাখি নয় পশুরাও উন্মুখ হইয়া উঠিল প্রেম মিলনের জন্য। হস্তী-হস্তিনী, কুরঙ্গ-কুরঙ্গী প্রভৃতি সব পশুর অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠীল অনঙ্গ প্রবাহে। বর্ষন মুখর রাত্রির মত পুলকিত ভেককুল রতি মিলনের জন্য ডাকিতে লাগিল তাহাদের কান্ত-গণকে। এই ভাবে সমস্ত বন-ভূমি এক অভাবনীয় প্রেম তরঙ্গের অভিঘাতে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

এই অচিন্ত্য ও অভাবনীয় লীলা দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন শ্রীমতী রাধা। কৃষ্ণ কত শক্তি ধারণ করেন তাহা বুঝিতে পারিলেন তিনি।

এইবার শ্রীমতীর বৈজয়ন্তী বেশের জন্য নিজে পুষ্পাদি চয়ন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীমতীও নিজ শক্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহার চিৎ শক্তি হইতে অসংখ্য রাধা সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, রূপ, বর্ণ, গঠন প্রভৃতিতে কোন বৈষম্য বা ভেদ রহিল না। প্রত্যেক রাধা একটি ফুল গাছের তলদেশে অবস্থিত এক একজন কৃষ্ণের বামপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। কোনটি আসল রাধা তাহা বুঝিবার কোন উপায় রহিল না। যেন একসঙ্গে অসংখ্য চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া তাহাদের জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া তুলিল সমগ্র পুষ্পবন। যে সব পুষ্প বৃক্ষতলে এক একটি কৃষ্ণ মূর্তি ফুল তুলিতেছিলেন এক একজন রাধা তাঁহাদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীমতীর এই মায়া শক্তির প্রকাশ অনুভব করিয়া মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন কৃষ্ণ। তার পর বিচিত্র পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা দিয়া শ্রীমতীর অলঙ্কার ওবসন তৈয়ার করিয়া দিলেন। পুষ্প দ্বারা বৈজয়ন্তী হার তৈয়ার করিয়া তাঁহা কণ্ঠ দেশে পরাইয়া দিলেন কৃষ্ণ।

এমন সময় কৌতুকের ছলে তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করিলেন শ্রীমতী। কৃষ্ণ যত পুষ্প চয়ন করিয়া বেশ রচনা করিতে লাগিলেন ততই শ্রীমতী সেই সব পুষ্পাদি হরন করিতে লাগিলেন। ফলে

তাঁহার কোন বেশই সম্পূর্ন হইল না। তাহা দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেস কৃষ্ণ। দেখিলেন এত ফুল চয়ন করা সত্ত্বেও ফুলের অভাবে হইল না শ্রীমতীর ফুল সাজ।

এদিকে কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাস্য সহকারে ধিক্কার দিয়া বলিলেন শ্রীমতী, আমার ফুল সাজ ! কোথায় গেল আমার পুষ্পালঙ্কার, পুষ্পবসন, পুষ্পাবতংস এবং পুষ্পশয্যা ? সকলের মনোবাসনা পুর্ণ কর তুমি কিন্তু এবার আমারও মনোবসনা পুর্ণ কর তুমি। তখন কোন উপায় না দেখিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন কৃষ্ণ, শোন প্রিয়ে, আমি যাহা কিছু করি, তোমার শক্তিতেই তাহা করি। আমি কায়া, তুমি শক্তি। আমি শক্তিমান্। তুমি শক্তি বিনোদিনী তখন হাসিয়া বলিলেন—হে গোপীনাথ, কোথায় তোমার সেই অচিন্ত্য মায়া শক্তি (কারন মূলতঃ কৃষ্ণের অবিচিন্ত্যা মহাশক্তি যোগমায়াই স্বয়ং শ্রীরাধা ঠাকুরানী) কোথায় গেল তোমার সেই ষড়ৈশ্বর্য্য মহাশক্তি যাহা হইতে সব কর্ম্ম সম্পন্ন কর ? কৃষ্ণ তখন বিনোদিনীর একটি হাত ধারন করিয়া বলিলেন—তোমার নিকট আজ আমি হারিয়া গেলাম, আমি আমার পরাজয় স্বীকার করিতেছি প্রিয়ে। আজ তুমি নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়া আমার শক্তি হরণ করিলে। আর ভৎ'সনা না করিয়া আমায় ক্ষমা কর প্রিয়ে ! আজ হইতে আমার সর্ব্বাঙ্গ বিক্রীত হইল তোমার চরণে। আজ হইতে আমাকে তুমি আপন দান হিসাবে জানিবে। তুমিই আমার যোগমায়া শক্তি এবং একাধারে আমার সমস্ত করন ও কারণ।

কৃষ্ণের কথায় তুষ্ট হইয়া আপন শক্তি সংবরণ করিয়া লইলেন শ্রীমতী দুইজনেই দুইজনার প্রকাশিত মায়াশক্তি আত্মসাৎ করিয়া হইলেন নিজের অঙ্গের মধ্যে। ফলে আগের মত এক কৃষ্ণ ও এক রাধা এবং আটজন সখী দেখা গেল যমুনার তীরে।

কৃষ্ণের বামপার্শ্বে বসিলেন বিনোদিনী রাধা। সখীরা তাঁহাদের ঘিরিয়া বসিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ত্যাগ করিয়া উদয়াচলে আবির্ভূত হইলেন সূর্য্য দিনমণি। কিন্তু যতক্ষণ মকরস্নান উপলক্ষ্যে বিলাস করিলেন কৃষ্ণ ততক্ষন স্থির হইয়া থাকেন সূর্য্যদেব। কৃষ্ণের এই মকর লীলার কথা তাঁহার সখীগন আর গোপগণ কিছুই জানিতে পারিলেন না। সকলে ভাবিলেন-এই মাত্র রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত হইল।

লীলা শেষে কৃষ্ণকে আবার ভোজন করাইয়া সখীগণ বাড়ী ফিরিয়া গেলেন শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া। কৃষ্ণও আবার সখীদের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর বলরাম ও সব সখাদের (দ্বাদশ গোপাল) লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

এই ভাবে রাধারাণীর যশঃ গৌরব মহিমা এবং দেহের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বয়স ও নব শশীকলার মত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে বাল্য ও পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হইয়া নব তারুন্য কৈশোরে পদার্পন করিলেন। রাজা বৃষভানু স্বীয় পুত্রীকে যৌবনারূঢ় বয়ঃ সন্ধি কাল দর্শন করিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য বরান্বেষন করিতে লাগিলেন।

কন্যার বরপ্রেপ্সু রাজা বৃষভানু কর্ত্তৃক আদিষ্ট বন্দিগণ ও ভাটগণেরা বরান্বেষনার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া রাজ্যে রাজ্যে ভ্রমন করিতে লাগিল। দশার্ন, আনর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বারানসী, অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র অবন্তী, হস্তিনাপুর, কুরু জাঙ্গল, কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মথুরা, ব্রজাকরাদি এবং তপোবনে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে অন্বেষন করিতে লাগিল। তাহারা রাজ্যে রাজ্যে অশেষ ভাবে অন্বেষন করিয়া ও শ্রীরাধার সদৃশ বরের সন্ধান পাইল না। তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে সেই সংবাদ জানাইল। তখন নৈরাশ্যব্যঞ্জক এই সংবাদ শ্রবনে দৌত্যকার্য্যে কুশল শনক নামক কোন রাজদূতনীতিজ্ঞ সুবুদ্ধিমান্ অতি প্রিয়ম্বদ ও সর্ব্বভাবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ রাজ সভাতে কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! যদি ক্ষত্রিয় বর দুষ্প্রাপঃ হয় তন্নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইবেন না, আপনি বৈশ্যরাজ, বৈশ্যজাতির উত্তম বর দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করুণ।

হে রাজন্! পূর্ব্বে কোশল দেশ নিবাসী অধুনা মথুরা মণ্ডলের অন্তর্গত যাবট গ্রাম নিবাসী মাল্যক নামে এক গোপরাজ আছেন, তিনি ধনে মানে কুলে শীলে বলে সর্ব্বগোপশ্রেষ্ঠ এবং নীতিতে যশে ও পুন্যে ধন্যতম, তত্তুল্য গোপকুলে কেহ নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সকলের অগ্রগণ্য, তাঁর পত্নীর নাম জটিলা।

গোপান্বয় পুরোগস্য কুলে নৌ জো ধনেন চ। যশসা সু-কৃতৌঘেন নীত্যা মালস্য গোপতেঃ।
মদনো দুর্ম্মদদমা আয়ানোঽবরজঃ সুতঃ। তিস্রেপি সুনব সুস্যায়ানাবরজতা মিতাঃ॥

ঐ মাল্যক গোপরাজের চারি পুত্র যথা—মদন, দুর্ম্মদ, দম, এই তিন ভ্রাতার কনিষ্ঠ আয়ান, এই পুত্র চতুষ্টয় শোভনীয় রূপবান, তন্মধ্যে আয়ান প্রখ্যাত রূপবাণের মধ্যে গণ্য হয়েন।

যশোদাঃ কুটিলা রাজন্ প্রভাকর্য্যভিধা স্বসা।

জটিলাজঠরজাতা ঐ মাল্যের তিন কণ্যা অর্থাৎ উপরোক্ত ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের সহোদরা যশোদা, কুটিলা এবং প্রভাকরী।

নানা রত্ন মণি-মাণিক্য অপূর্ব্ব বসন ও উত্তমাসনে এবং রাজপট্ট মহারত্ন হীরক নিকরে মাল্যক গোপপতির বরবেশম্ পরিপূর্ণ, আর শত শত দাস-দাসীতে নিরন্তর পরিবৃত।

এই মাল্যক—পুত্র আয়ান বিনা কোন দেশে, কোন নগরে বা ব্রজ আকারে, কি গ্রামে ভ্রমন করিয়া কোন রাজ্যে আপনার কন্যার সদৃশ বর আমরা প্রাপ্ত হইলাম না।

এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা বিশ্বস্ত বন্ধুগণকে নির্ধারিত বরকে আনয়নের জন্য অনুরোধ করিলেন।

আয়ানের সহিত বিবাহ হইবে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাধারাণীর শোক শতগুণে বর্ধিত হইল।
তদাকর্ণ্য বচঃ ক্রূরমহিতং শোকবর্দ্ধণম্। দীর্ঘ চিন্তা পরীতাত্মা নিঃশ্বাস পরমাভবৎ॥
অতি ক্রূরতর অহিত ও শোকবৃদ্ধির কারণ পিতা বৃষভানুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী

রাধিকা অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন এবং গভীর বিষন্ন চিত্তা হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ননক্তং স্বর্পতী স্বাপ মিত্যস্বেন্দ্রিয় কোচনম্। অশ্নতী তিষ্ঠতি স্নাতী গাত্রানি পরি মার্জ্জতী ॥
ব্রুবতী গায়তী গীতং শিল্পকর্ম্মানি কুর্ব্বতী। নলেভে মনসন্তুষ্টিং ভ্রান্তস্বান্তা সদা ভবেৎ ॥

"আয়ানের সহিত পিতা আমার বিবাহ দিবেন"—আত্মপক্ষে এই কথাকে অশুভকরী জ্ঞানে শ্রীমতী রাধা মহতী চিন্তায় চিন্ত্যমানা হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রা ভজনা করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রিয় সকল ভাবনাতে সঙ্কুচিত হইল। ভোজন করিয়া, কি দণ্ডায়মানা থাকিয়া বা সুস্নাতা হইয়া অথবা নানা শোভন সুগন্ধ দ্রব্যে গাত্র মার্জ্জনা দ্বারা বা সখীগণের সহিত নানা প্রবন্ধে কথাবার্ত্তা বলিয়া, কি সুস্বরালাপে সঙ্গীত গাহিয়া অথবা বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বিবিধ শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিছুতেই মনের সন্তোষতা লাভ করিতে পারিতেছেন না, নিরন্তর ভ্রান্তা হইয়া উদ্বিগ্নান্তরা হইতে লাগিলেন।

শোক-বিবসা শ্রীরাধা একদিন নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হৃদয়ের বেদনা নিবেদন করিলেন—

ধর্ম্ম গাহ্যে'ন প্রাণনাথ মা মা মা ক্ষিপতে নমঃ।
দাস্যহংতে বিভীতাস্মি ভীরুত্রাণ মুরারিহন্ ॥

অতি দুঃখিতান্তরে মধুরাক্ষরে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—হে প্রাননাথ! মুরারিহন্! তুমি আমাকে জুগুপ্সিত ধর্ম্মে নিক্ষেপ করিও না, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের ভয়চ্ছেত্তা, আমি তোমার দাসী, অতিশয় ভীতা হইয়াছি। হে নাথ! আমাকে এই ভয় হইতে পরিত্রান কর।

নাথ তেহহং পদম্বোজৌ প্রণমে প্রহ্বকন্ধরা।
আয়ানায় পিতাদাতু মামিচ্ছতি বরানন ॥

হে বরমুখ! নতশিরস্কা হইয়া তব পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রণাম করিয়া কহিতেছি। আয়ানকে আমায় সম্প্রদান করিতে পিতা সম্মতি করিয়াছেন। একারণ আমি অত্যন্ত ভীতা হইয়াছি।

শ্রীমতী আরও বলিলেন—বাল্যাবধি আমার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনার পরিধির মধ্যে তোমার ঐ মূর্ত্তি ভিন্ন অন্যকোন কেহই উদ্‌ভাসিত হয় না। আমি কিরূপে তোমাভিন্ন অন্য পুরুষ আয়ান কে প্রিয় বোধে গ্রহণ করিব। এই বলিয়া প্রগাঢ় শোকে অভিভূতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। তখন শ্যামসুন্দর সস্নেহে স্বীয় পীতাম্বরের অঞ্চল দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়ন যুগল মার্জ্জনা করিয়া পরম হর্ষে তদ্বদনারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং পরমানন্দে সুমধুর স্নিগ্ধ বাক্যে গোবিন্দ তাঁহাকে বিস্তর আশ্বাস করিলেন। তিনি বলিলেন—

মাভৈঃ সুশ্রোণি শৃনুমে বচনং হিতমাত্মনঃ। উপায়স্ত্বাসতে পদ্মদলপ্রভ শুভাননে ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে কহিলেন—হে কমল সদৃশ শোভনমুখি! হে সুশ্রোনি! ভয় কি? কেন এত ভীতা হইতেছ? তোমার ভয় নিবারণের বিস্তর উপায় আছে। অতএব আমি তোমায় হিতকর যে বাক্য বলি, তুমি তাহা শ্রবণ কর।

সোঽপিজাতো মমাংশেন্ বরবর্ণিনি কিং ভয়া ॥

হে বরবর্ণিনি ! তাহাতে তোমার ভয় কি ? তুমি যে আয়ান কর্ত্তৃক পরিনীত হইবার জন্য ভয় করিতেছ, সেই আয়ান আমারই অংশ, সে অন্য ক্ষুদ্র মানব নহে। এই কথা শ্রবণান্তর রাধার শোক অপনোদন ত হইল না। বরং বর্দ্ধিত হইল—তিনি বলিলেন—

অস্তুত্বদংশজো নাথ তেন নাহ প্রিয়ে সকৃৎ। মরিষ্যতে পুরোরজ্জুং গলে বদ্ধা ন সংশয়ঃ ॥

হে নাথ ! সে তোমার অংশজ হয় হউক। আমি একবার ও তাহাকে মনে প্রিয় করিয়া ভাবিব না। যদি সে আমার প্রাণিগ্রহণ করে। তবে আমি আত্মগলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া তোমার সাক্ষাতেই প্রাণ ত্যাগ করিব। নিশ্চয় কহিলাম। ইহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ যে একবার শ্রীগোবিন্দকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছে, সে অন্য কোন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইতে পারে না।

সুশ্রোণি ! নানৃতং বচ্মি বাচং তেঽহং সুমধ্যমে। বচনং কল্পিতং পূর্ব্বং কথমেবং প্রভাষসে ॥

হে সু শ্রোণি ! হে শোভনমধ্যে ! শ্রবণ কর, আমি বৃথা বাক্য তোমাকে বলি নাই। এ বচন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে স্মরণ কর, ইহা তুমি জানিয়াও কি প্রকারে এখন এমন কথা বলিতেছ।

পতিদ্বৈধে হি নারীনাং মহান দোষঃ প্রজায়তে। ধর্ম্মং পুণ্যঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ সর্ব্বং নস্যতি নান্যথা।

হে রাধে ! তুমি নিশ্চিত অবধারনা কর, এক স্ত্রীর দুই পতি হইলে মহান দোষ উৎপন্ন হয়। তাহাতে ধর্ম্ম পুন্য কীর্ত্তি এ সমস্তই নাশ পায়। তাহার অন্যথা নাই। তখন শ্রীমতী রাধিকা কহিলেন—

নাহং তেন রমে ক্কাপি প্রাণায়াস্যন্তি যদ্যপি। কার্পন্য মাপ্তদেহেন নহে স্বীহ প্রয়োজনম্ ॥

হে নাথ ! যদ্যপি আমার প্রাণ সকল বিয়োগ হয়, সেও উত্তম, তথাপি তাহার সহিত কখন রতি কার্য্যে লিপ্ত হইব না। আমি তোমাকে নিশ্চিত কহিলাম, সুতরাং দীনতাপ্রাপ্ত এমন দেহে আমার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—উপায়স্তে প্রবক্ষ্যামি মানসোত্তাপ নাশনম্।

তদুদ্বাহোৎসব প্রেক্ষা সিদ্ধার্থ মাতুল গৃহম্। মাত্রা গমিষ্যে তদনু মাতুলাঙ্ক গতোস্ম্যহম্ ॥

হে রাধে ! পূর্ব্ববাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। এক্ষনে তোমার মনের উত্তাপ প্রশমনের যে উপায় আমি বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার মাতুল আয়ান তাঁহার বিবাহ মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত মাতা যশোদার সহিত আমি মাতুলগৃহে গমন করিব। অনন্তর মাতার ক্রোড় হইতে মাতুলের অঙ্কগত হইব।

আয়াস্তে ত্বৎ পিতু র্গেহং ক্রোড়গো মাতুলস্যহম্। ত্বং ভ্রংশয়িত্বা দায়ানং পুংস্ত্বাৎ কৈতব মাতুলম্ ॥

হে রাধে ! আমি মাতুল আয়ানের ক্রোড়স্থিত হইয়া বিবাহ কালে তোমার পিতা বৃষভানুর ভবনে আগমন করিয়া তদনন্তর আয়ানকে পুরুষত্ব হইতে ভ্রষ্ট করতঃ নপুংসক করিব।

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার আশ্বাস বানীতে কিছুটা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন শ্রীরাধা। অনন্তর বহু

আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। বর আসিয়া পাত্রীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, বৃষভানু রাজা ও সাড়ম্বরে বর কে বরণ করিতে উদযুক্ত হইয়াছেন।

ততোযানা দবারুহ্যাঙ্কগ কৃষ্ণং বরং পুরম্। আনিনায় বৃষো রাজা সভৃত্য বলবাহনম্ ॥

অনন্তর পুরদ্বারপ্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্কগত আয়ান রথ হইতে অবতরিত হইলেন। মহারাজ বৃষভানু সমস্ত অনুগামী সৈন্য সামন্ত ও দাসগণের সহিত সেই বরকে সম্মান পুরঃসর পুরাভ্যন্তরে সভাতলে আনয়ন করিলেন।

ততস্তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং বৃষোদিৎ সুস্তমীক্ষ্য সঃ। ধাঙ্‌ক্ষায়ৈব পুরোডাশ মধ্বরে মাধবো রুষা ॥
আয়ানাঙ্কগ কৃষ্ণস্তু পুংস্ত্বাদপনয়ং স্তদা ॥

কোন কোন ব্যক্তি বরের আসন হহতে শস্ত্র সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞীয় ঘৃতসিক্ত পুরোডাশ কাককে প্রদান করার ন্যায় বৃষভানু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কণ্যা আয়ান কে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অযোগ্য বিবেচনায় আয়ানক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ পরম রোষে তাহার পুরুষার্থ হরন করিলেন। অর্থাৎ আয়ানকে নপুংসকত্ব প্রদান করিলেন।

দ্বিতীয় প্রকৃতিং তস্মা দয়ানায়া দদৎ ক্ষণাৎ। যস্যেঙ্গিতে লয়ং যান্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥
তস্যা বিবিৎসিতং কর্ম্ম কোবা বারায়তুং ক্ষমঃ ॥

তৎক্ষনাৎ আয়ানের পুরুষত্ব নিবারন পূর্ব্বক স্বভাবের বিপরীত স্বভাব তাঁহাকে প্রদান করিলেন! অর্থাৎ কৃষ্ণেঙ্গিত মাত্র আয়ান দ্বিতীয় প্রকৃতিভাবে প্রাপ্ত যে হইলেন, সে কর্ম্ম ভগবৎ সম্বন্ধে বিচিত্র নহে, যেহেতু যাহার ইঙ্গিতমাত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ও লয় হয়, তাঁহার অকরনীয় কার্য্য জগতে কি আছে? সেই অচিন্ত্য অব্যয় পরম পুরুষের বিবেচনা সিদ্ধ বিধেয় কর্ম্ম নিবারন করিতে কে শক্তিমান্ হয়।

প্রিয়ায়া লিপ্সিতং যত্তু বিধায়োরুক্রমস্তদা। প্রসারিত করো বাঢ়মুবাচ তদনন্তরম্ ॥

উরুক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার মনোভিলষিত যে প্রার্থণা তাহা পূর্ণ করতঃ আয়ানকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনার দক্ষিনহস্ত প্রসারিত করিয়া কণ্যারত্নের পাণিগ্রহন পূর্ব্বক তদনন্তর বাঢ়ং ইতি প্রতিগ্রহসূচক বাক্য কহিলেন।

সতদ্ধস্তে দদস্তানু দক্ষিনা রত্ন সঞ্চয়ম্। নাজ্ঞানীত্তস্য তদ্‌বৃত্তং কিঞ্চিদ্রাজা তদামুনে ॥

হে মুনে! অঙ্গিরা! বৃষভানু রাজা কণ্যাদান করতঃ দক্ষিণাস্বরূপ অনেকগুলি রত্ন সঞ্চয় শ্রীকৃষ্ণ হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বস্তি বলিয়া লইলেন। কিন্তু এতাদৃশ তদ্‌বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানু কিঞ্চিৎ মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না

কৃপালু শ্রোতৃবর্গ একবার সমাহিত চিত্তে অনুধ্যান করুন—শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে প্রকৃত কাহার বিবাহ হইল? অথচ প্রাকৃত সমাজে ধারণা জন্মিল আয়ান পত্নী শ্রীরাধা। ইহা পরকীয়া রসকে সম্যক্

উজ্জ্বলীকৃত করিতে অঘটনঘটন পটীয়সী যোগযায়া কর্ত্তৃক সংযোজিত হইল।

পরকীয়া রসে অতি রসের উল্লাস। ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

কারণ এখানে বিষয় বিগ্রহ রূপী নায়ক অপ্রাকৃত চিন্ময় ধীর ললিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ পুরুষোত্তমদেব। ব্রজের বাহিরে এই রস জড় ইন্দ্রিয় তর্পন মূলে অনিত্যের স্পর্শ হেতু হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রজের অভ্যন্তরে এই পরকীয়া রস সমর্থারতিমতি হইয়া ব্রজরসোল্লাসা ভাবে সমৃদ্ধিমান্। বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে যে রতি স্বতঃ সিদ্ধ, ভগবাণের তৃপ্তি সাধনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, যাহার কাছে কুল, ধর্ম্ম, লজ্জা, সংসার, সমাজ, সব মিথ্যা হইয়া যায়। স্বসুখ গন্ধ বাঞ্ছা রহিত এই রতিকে বুধগণ সমর্থারতি বলেন। ইহা একমাত্র ব্রজমহাদেবী রাধারাণী এবং তাঁহার গণেই বিদ্যমান। অন্যত্র সাধারণী এবং সমঞ্জসা রূপেই দৃষ্ট হয়। কাজে কাজেই ভাগবতোক্ত মধুর রসের বৃন্দাবন লীলার স্থায়ী ভাব সমর্থা নামে মধুরারতি এবং এই লীলার নায়ক স্বয়ং ভগবান গোবিন্দদেব এবং নায়িকা শিরোমনি তদীয় স্বরূপ শক্তি শ্রীমতী রাধা।

শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের বিদগ্ধ মাধব নাটকে এই সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— আয়ান বা অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ সত্য নহে! অভিমন্যু গোপকে বঞ্চনা করিবার জন্যই যোগমায়া এই বিবাহ কে সত্যের ন্যায় প্রতীতি করাইয় ছেন। রাধাদি সকলেই কৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী—তদ্‌বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্য প্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে গোপীগন বিশেষতঃ শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী এবং বাহ্য তঃ তাঁহাদের অনূঢ়া— কণ্যাত্ব বা পরোঢ়া স্ত্রীত্ব যোগমায়া বিঘটিত প্রাতিভাসিক সত্য ছাড়া আর কিছুই নহে। উদ্দেশ্য ব্রজস্থ পরকীয়া রসের সম্যক্ পুষ্টি সাধন করা। প্রেমের জগতে যতই বাঁধা পায়, ততই উল্লাস, ততই বৈচিত্র্য। অপ্রাকৃত চিন্ময় রসের আস্বাদনে ইহা কৃষ্ণাকর্ষিনী সান্দ্রানন্দ প্রদায়িনী।

অপ্রাকৃত রসিক কবি কুল চূড়ামণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাদ পারকীয়া রতির অসযোর্দ্ধ চমৎকারিতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—পরকীয়াতেই প্রেমের সর্ব্বাধিক স্ফুরণ॥ কাজেই প্রেমের ভিতরে শ্রেষ্ঠ হইল কান্তা প্রেম এবং তাহার ভিতরেও শ্রেষ্ঠ হইল পারকীয়া রতি। এই ভাবটি আরও পরিষ্কায় ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—স্বয়ং ভগবানের ইহা নিজ বাঞ্ছা——

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥

তবে সাবধান—এই পরকীয়া একমাত্র ব্রজধামে শ্রীরাধা এবং তদীয় কায়ব্যূহ স্বরূপিনী গোপীগণের সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের সঙ্গে অপ্রাকৃত প্রেমলীলা-সেখানেই ইহা সুরস। অন্যত্র সর্ব্বত্রই অনিত্যের হেয়তা সংস্পর্শে কু-রস সৃষ্টি করিয়া থাকে।

শ্রী রাধারাণীর বিবাহোত্তর জীবনে গোলোকের উন্নতোজ্জ্বল রসধারায় নিষ্ণাত চিন্ময়ী গোপী

প্রধানার সহিত লীলা প্রসঙ্গে সদোপাস্য শ্রীগোবিন্দ দেব প্রপঞ্চে বিতরন করেন উন্নতোজ্জ্বলরস।

বাল্য ও পৌগণ্ড কালে মুগ্ধবাল্যলীলাবেশে শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে তাঁহার প্রাণ প্রিয় শ্যামসুন্দরের সহিত যে অবাধ ও অনাবিল লীলা হইত এবং ঐ সঙ্গে যে প্রেমের অঙ্কুর উদ্গম হইয়াছিল—হৃদয় জুড়িয়া আশার সঞ্চার হইয়াছিল—শ্যামকে চিরদিনের জন্য আপন করিয়া পাইব ! কিন্তু বিবাহের পর সেই আশায় নৈরাশ্যের ছায়া দেখা দিল। যাবটে শশুর বাড়ীতে বন্দিনী প্রায় জীবন যাপন করিতে হয়। পরম পুরুষ শ্যাম এখন পর-পুরুষ হইয়া যাইতেছে— চিন্তা করিয়া বিরহ বেদনা কোটিগুন বর্ধিত হইল।

সর্ব্বদা শ্যামের কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান শুণ্য হইয়া পড়েন। শ্বশুর বাড়ীতে কোন এক সখীর নিকট কৃষ্ণনাম শ্রবন করিয়া শ্রীরাধিকা কহিলেন—অয়ি বিম্বাধরে !

তমালনীলং কিমপি ত্বদুক্তাদ্বিম্বোষ্ঠি কৃষ্ণেতি পদাদুদীর্ণম্।
অন্তঃ প্রবিশ্য শ্রুতিবর্ত্মনা মে ন বেদ্মি তদ্ধাম কিমাতনোতি ॥

তুমি যে কৃষ্ণ নামটি মাত্র উচ্চারন করিয়াছিলে, সেই নাম হইতেই উদিত তমাল-নীলকান্তি এক অপূর্ব্ব বস্তু শ্রুনিপথে আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া কি যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখানে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় মাধুর্য্যাদি শক্তি কৃষ্ণ নামেই শ্রীরাধা অনুভব করিলেন। নামীর অপেক্ষা রহিত নামেও, নামীর সমস্ত ধর্ম্ম পূর্ন রূপে উপলব্ধি হওয়ায়— ইহা হইতে নাম ও নামীর অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

অন্য একদিন এক কৌতুক পরায়না সখী কর্তৃক অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট—বিগ্রহ (লেখ্যা) দর্শন করিয়া ভাব-বিহ্বলা শ্রীরাধা কহিলেন—ব্রজভুবি কিমালোকি সঞ্চরন্ত্যা যদিহ বিলিখ্য পটে মমোপনীতম্। কুতুকিনি কুতুকেন তে সমস্তং মম গতমেব হি জাতি জীবনঞ্চ ॥

অয়ি কুতুকিনি ! এই যে অদ্ভুত বস্তু চিত্র পটে চিত্রিত করিয়া আমার সমীপে উপনীত করিয়াছ, ইহা কি এই ব্রজভূমি পরিভ্রমন করিবার কালে দর্শন করিয়াছিলে ? হায় রহস্যময়ি ! তোমার কৌতুক আমার জাতি, জীবন সকলই যে গত হইতে চলিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে যে চিত্তাকর্ষনী শক্তি প্রভৃতি নিহিত আছে, তাহা পরিপূর্ণরূপে শ্রীরাধিকা তাঁহার সখীপ্রদত্ত পট বিগ্রহ হইতেই অনুভব করিলেন অথচ তখন ও কৃষ্ণের সঙ্গে আর দেখা হইবে কিনা জানেন না। কারণ কৃষ্ণ এখন পর পুরুষ। তিনি নিজেও পর বধূ।

অনন্তর শ্রীরাধা একদিন দূর হইতে যমুনার কূলে কদম্বমূলে প্রাণ গোবিন্দ কে দর্শন করিয়া— অনঙ্গ বানে খিন্ন ও তব্যক্ত মধুর রসে আপাদচূড় স্নাত হইলেন। সখীর নিকটে আত্মভাব গোপন করিয়া কহিলেন—

নো বা দৃষ্টচরী ন বা শ্রুতিচরী নামাপি ন জায়তে।
যস্যাং কাচন সা ব্যালোকি বিপিনে মেঘদ্যুতি দেবতা ॥

আনন্দ দ্রববর্ষিনঃ কিমথবা হলাহলোল্লাসিনঃ।
সৌহিতঞ্চ রুজঞ্চ নো বিদ্যতে যস্যাঃ কটাক্ষোর্ময়ঃ॥

হে সখি যাহা কখন দর্শন করিনাই, যাহা কখন শ্রবণ করিনাই যাহার নাম পর্যন্ত জানি না। অদ্য বিপিনে (যমুনার তীরবর্ত্তী কাননে) সেই কোন এক নীরদ কান্তি দেবতা দর্শন করিলাম। তাঁহার কটাক্ষ লহরী আনন্দামৃত বর্ষনকারী অথবা হলাহল উদ্‌গীরনকারী বুঝিতে পারিতেছি না॥ যেহেতু তাহা এক কালে আমাকে তৃপ্তি ও পীড়া প্রদান করিতেছে। এই প্রকারে রাধারাণীর বিবাহোত্তর জীবনে কোটিগুনে বর্দ্ধিত পূর্ব্বরাগ হইতে লক্ষ তরঙ্গ বিভঙ্গে ছুটিয়া চলা নদীর মত প্রাণ বঁধূয়ার নাম—বিগ্রহ-স্বরূপ তিনে এক অখণ্ড পরমানন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। মূর্ত্তানন্দ গোবিন্দের নাম বিগ্রহ, স্বরূপ-তিনে ভেদ নাই—তিন চিদানন্দ রূপ॥ ইহা স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীরাধার জীবনে স্বয়মপ্রকাশিত হইল।

শ্রী কৃষ্ণের মূল যোগমায়া শক্তি স্বয়ং রাধারাণী। লীলাকালে তাঁহার এক বহিঃ প্রকাশ শক্তি যাহা যুগল লীলার সাক্ষাৎ সহাযিকা তিনি পৌর্ণমাসী নামে বিখ্যাতা।

পৌর্ণমাসী যোগমায়া— রাধা কৃষ্ণের লীলা করান কায়া আচ্ছাদিয়া। এই পৌর্ণমাসী দেবী মর্ত্ত্যে ব্রহ্মণ্য দেবের ঘরণী, বালবিধবা অবন্তী নগরে সান্দীপনি মুনির মাতা, দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, জপমালা, কাষায় বসন ধারিনী। শ্রীরাধা গোবিন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নাতি মধু মঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া নন্দালয়ে আসিয়া মহারাজের নিকটে তপস্যার জন্য যমুনার তীরে একখানি কুটির করিয়া দিতে বলেন। নন্দ মহারাজ, নন্দরাণী, জটিলাদি বর্ষিয়ান ও বর্ষিয়সী গোপ, গোপীগন তাঁহার বাক্যকে বেদ-বাক্যের মত সম্মান দিতেন। পৌর্ণমাসী দেবী নন্দ মহারাজ কে আদেশ করিলেন—মহারাজ! তুমি নারায়ন তুল্য গুনশালী তোমার পুত্রের কোন স্বাধীন কার্য্যে বাঁধা দিবে না কোন দিনই। রাধারাণীর বিবাহের পরে জটিলা ভবনে আসিয়া জটিলাকে আদেশ করিলেন—

অগ্রে প্রাতঃ কালে বধূ স্নান করাইবে। বস্ত্র আভরন তার অঙ্গে পরাইবে॥
তনয়ের-ধন পুত্র আয়ুর লাগিয়া। নিতি সূর্য্য পূজা করাইবে নিয়োযিয়া॥
যশোদার আজ্ঞা তুমি হেলা না করিবে। অবিজ্ঞজনের কথা কভু না শুনিবে॥

রাধারাণী অতি বাল্যে মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে স্বহস্তে পরমান্ন রন্ধন করিয়া সেবা করাইলে, ঋষিবর পরম সন্তোষ লাভ করিয়া রাধারাণীকে "অমৃত-হস্তা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই সংবাদটি নন্দরাণী যশোদা দেবীকে প্রদান করিরা পৌর্ণমাসী দেবী তাঁহাকে আদেশ করেন—গোপালের আয়ু, যশঃ, গৌরব, শ্রীবর্দ্ধনের জন্য নিত্য শ্রীরাধাকে (বিবাহোত্তর জীবনে) জটিলাকে অনুরোধ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া স্বগৃহে রন্ধন করাইবে॥ ইহার অন্যথা করিবে না। এই ভাবে যোগমায়া সমগ্র ব্রজধামে ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বের মিলনের সহায়ক অতি শুভ্র ও পরম পবিত্র যোগসূত্র রচনা করেন। পরকীয়া রসের—বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য যাহা যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রকটিত তাহা শ্রীরাধা রাণীর যাবটে শ্বশুরালয়ে আসিবার পর হইতে

আরম্ভ হয়। শ্রীরাধা গোবিন্দের লীলা নাট্যখানি পরিচালনা কারিনী এই পৌর্ণমাসী যোগমায়া ব্রজ ধামে অনুকূল প্রতিকুল সমস্ত ব্রজবাসীগণের চিত্ত বৃত্তিকে এক মোহকরী শুভ্র সূত্রে আবদ্ধ করিয়া স্বীয় কার্য্য সফল ও প্রভুর উদ্দেশ্যে পূরণ করিয়া-ছিলেন। কোন এক সময় রাজা বৃষভানু কে ও বুঝাইয়া বলিলেন—বাল্য ও পৌগণ্ডে তোমার আদরের দুলালী যে ভাবে দিনে সূর্য্য পূজা ও রাত্রিতে কাত্যায়নীব্রত তাঁহার প্রিয়নর্ম্ম সখীজন সমভিব্যাহারে স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে করিয়া আসিতেছিল, এখন শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া তাহার অনুষ্ঠানে কোন বাঁধার সৃষ্টি হইতে পারে, তদুপরি দাম্পত্য জীবনে ত এক ঘোরতর অশান্তি আছে,——বিবাহের রাত্রি হইতে আয়ান নপুংসক হওয়ার ব্যাপারে, অতএব তাহার মনে বিমল আনন্দের উচ্ছ্বসিত ধারায় পূর্ণ করিয়া রাখিতে সহায়ক তাহার প্রিয় নর্ম্ম সখিজন সহ শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান কালীন একখানি 'নির্জ্জন-মহল' একান্ত প্রয়োজন। কথাটি অত্যন্ত যুক্তি পূর্ণ জানিয়া রাজা বৃষভানু রাধারাণীর শ্বশুর বাড়ীর অভিভাবকদের অনুমত্যানুসারে যাবটে একটি নয়নাভিরাম রত্নময় অট্টালিকা নির্ম্মান করাইয়া ছিলেন। উহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—এই নির্জ্জন মহলে আসিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পথটি সুগম হইল।—

শ্রীমতীর মহল নির্জ্জন মনিময়। সুন্দর তাহার শোভা বর্ণনা না হয়॥
গৃহ সব—রত্নময় জড়াও মণিতে। তাহাতে রচনা লতাবুটা চারিভিতে॥
মুক্তার ঝালর ক্ষুদ্র হীরার সহিত। পাটের থোপনা তাহে অতি সুললিত॥
স্ফটিক মণির খাম্বা ঝলমল করে। অপূর্ব্ব তোরণ শোভে হেরি মনোহরে॥
পদ্মরাগ চন্দ্রকান্তি মণির গঠন। নানা চিত্র রেখা হয় স্বর্ণেতে জোটন॥
অপূর্ব্ব পালঙ্ক করি দন্তেতে নির্ম্মিত। দুগ্ধ ফেন সম শয্যা তাহাতে শোভিত॥
পালঙ্কের মধ্যে হয় কোমল বিছানা। তাহাতে বালিশ পার্শ্বে পাটের থোপনা॥
স্নান-ভোজনের বেশ-রচনার স্থান। পৃথক্ পৃথক্ হয় অপূর্ব্ব নির্ম্মান॥
সখী আর সেবা পরা মঞ্জরীর গণ। দাসী—আদি করি তার না হয় গণণ॥
প্রেমে সেবা করে সভে পরম উৎসাহে। তাহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে॥
শ্রীমতীর সুখের সুখী দুঃখের দুঃখিনী। যাহে জন্মে সুখ, থাকে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী॥
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে রাই সদা পুলকিত। কৃষ্ণগুন কথা রসে সদাই পিরীত॥
কৃষ্ণে আলিঙ্গনানন্দ সঙ্গম কারণ। সদা সখীগন করে উপায় চিন্তন॥
অভিসার করিবার গোপত দুয়ার। আছয়ে উদ্দেশ্য কেহ না পায় তাহার॥
অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়া দ্বার। বাহিরেতে বন-আচ্ছাদন ছত্রাকার॥
তাহার কিঞ্চিত দূরে হয় গড়খাই। তাহার তুলনা দিতে স্থান আর নাই॥
দুই পাড়ে রত্ন ময় কেতকীর বণ। নানাজাতি বৃক্ষ শোভে পরম নির্জ্জন॥
জলে শোভে কুমুদ কহলার কুবলয়। প্রফুল্লিত তাহে মত্ত মধুকরচয়॥

তাহা পার যাবার যে পথ সুনির্ম্মিত। জল মধ্যে মণি-স্তম্ভোপরি রত্তভিত ॥
তাহার উপরে হয় প্রবালের পাটা। আলিসা দুধারি তার স্বর্ণ-মণি-জটা।
সাঁকো বলি লৌকিক ভাষায় যারে কহে। পরম সুন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে ॥
অভিসার সময়ে সখীগণ আসি মিলি। পরম আনন্দ করে কৌতুক হুলাহুলি ॥
কেহ নানা মিষ্ট অন্ন বানাইয়া আনে। কেহ বা চন্দন মাল্য কেহ পান দানে ॥
কেহ নানা গন্ধ দ্রব্য আদি উপহার। কৃষ্ণের নিমিত্ত হেতু কুঞ্জে লইবার ॥
শ্রীমতীর বেশ বানাইয়া সভে দেন। মধ্যে মধ্যে পরিহাস বচন কহেন ॥
কৃষ্ণ সুখ হেতু কৃষ্ণ মনোবৃত্তি জানি। প্যারীজীর বেশ করে সকল রমনী ॥
বেনীর রচনা কেহ করেন কৌতুকে। মণিচ্ছটা দেন তার মধ্যে থাকে থাকে ॥
অগ্রে লটকিয়া দেন স্বর্ণময় ঝাঁপা। মূল ভাগে বেড়িদেন মল্লিকার খোপা ॥
নাসায় তিলক কেহ কপালে সিন্দুর। অঙ্গ মুছাইয়া লেপে কুঙ্কুম কর্পুর ॥
কর্ণভূষা নানা মণি মুক্তায় জড়িত। নাসায় নোলক গজমতি সুললিত ॥
কেহ বা পরায় কণ্ঠে মুকুতার হার। রতন ধুকধুকি মরকত মণিসার ॥
চরণে নূপুর মণি—ঘুঙুর পঞ্চম। যাহার মধুর ধ্বনি কৃষ্ণ-মনোরম ॥
কটিতে কিঙ্কিনী করে বলয়া কঙ্কন। যাহাতে কৃষ্ণের মত্ত শ্রবণ নয়ন ॥
ইত্যাদি করিয়া ভূষামাল্য বস্ত্রগন্ধে। সাজাইয়া সবে মিলি পরম আনন্দে ॥
কিবা অপরূপ রূপ ত্রৈলোক্য-সুন্দরী। কিশোর সহিত মাত্র উপমা কিশোরী ॥
তবে অভিসার করি প্যারী লইয়া। চলিলেন সব সখী হরষিত হইয়া ॥
সেবাপরা সখীগন হরষিত হইয়া। পরস্পর ঝকড়েন হাসিয়া হারিয়া ॥
খাদ্য দ্রব্য ঝাড়ি মাল্যগন্ধ্যাদি যতেক। সভে কহে আমি নিব গোপিকা শতেক ॥
যাহার যে সেবা উপযুক্ত মতে নিলা। বীণা আদি নানা যন্ত্র লইয়া চলিলা ॥
চুপে চুপে ধীরি ধীরি খিড়কির দ্বারে। খুলিয়া বাহির হৈলা সভয় অন্তরে ॥
সঙ্কেত কুঞ্জেতে গিয়া পিয়া সনে মিলি। পরমানন্দ কৌতুকে রসের হুলাহুলি ॥
কিশোর কিশোরী দোঁহে দোঁহা দরশনে। উপজিল মৃদুহাস দোঁহার বদনে ॥
চক্ষে চক্ষে চাহি প্যারী ঈষৎ লজ্জায়। কুঞ্চিত নয়ণে কিছু হেট মুখে চায় ॥
তবে কৃষ্ণ করে ধরি বামে বসাইয়া। কত না আদর করে চুম্বন করিয়া ॥
নানা রস কৌতুকেতে রজনী বঞ্চয়। কত না কাহিনী তাহা কহা নাহি যায় ॥
যাবটের বট যথা শ্রীমতীর গৃহ। কে কহিতে পারে তার মহিমা সমুহ ॥

যে গোলোকপতি শ্যামসুন্দর গোলোকেশ্বরীর নিত্য দয়িত, প্রাণপ্রিয় প্রানের জন প্রপঞ্চাগত

পরকীয়া লীলায় পরম পুরুষ পুরুষোত্তম হইয়াছেন—পর-পুরুষ। প্রেমের রাজ্যে যতই বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা আসে ততই নায়ক-নায়িকার অন্তরে কোটি গুন উল্লাস, বৈচিত্র্য দেখা যায়। পর্ব্বত কন্দর ছাড়িয়া যখন নদী বহির্গত হয় স্বীয় পতি সরিৎপতি সাগরের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে-তখন চলার পথে কত গ্রাম, নগর, উঁচু নীচু যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, কিন্তু কোন বাঁধাই সে মানে না। অবশেষে আপন লক্ষ্যে সে পৌছাঁইবেই নিশ্চিত ভাবে। সেই জন্যই পারকীয়া রসে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ যদি জড় জাগতিক অনিত্য সংসারে, নিজ নিজ ইন্দ্রিয় তর্পন মূলে, নরনারী সম্ভোগ রসে প্রমত্ত হইয়া এই পরকীয়া রসকে আশ্রয় করে, তখন উহা সুরস না হইয়া কুরস সৃষ্টি করে। সাধু সাবধান——ঐ প্রকার ঘৃণ্য ব্যভিচার দোষে দুষ্ট রসকে পারকীয়া রস বলিও না। ব্যভিচার শব্দের অর্থ—বিপরীত আচার যাহাদের যাহা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, তাহা পশ্চিম দিকে অনুসন্ধান করা ব্যভিচারের লক্ষন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তা স্বরাট লীলা পুরুষোত্তম বিশ্বাত্মা শ্রীহরিই এখানে নায়ক। আর যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণের ভব-বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পাদপদ্ম শ্রী গোবিন্দদেবই সবার আশ্রয়—সকল জীবণের লক্ষ্য। ঐ পাদ পদ্মের সেবা লাভই সাধন ভজনের চরম ও পরমতম প্রাপ্তি স্বরূপ। গোপী প্রধানা ও তদাশ্রিতা গনও সেই পাদ পদ্মের সেবার ভিখারিনী। তাঁহারা সেই অশোক-অভয়-অমৃত আধার ঐ পাদপদ্মের নিত্য সেবার লালসায় লালসান্বিতা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন বেগবতী নদীর মতই। লক্ষ তরঙ্গে বিভঙ্গ উচ্ছ্বলিত যমুনার মত নিখিল রসামৃত সিন্ধু স্বরূপ গোবিন্দ পাদপদ্মের দিকে।

যাবটে পতিগৃহে বাসকালীন শ্রীরাধা দয়িত-বিরহে দগ্ধ হৃদয়ে মিলনের জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে করিতে যখন যোগমায়া প্রভাবে অনুকুল পরিবেশ রচিত হইল; নির্জ্জন-মহল তৈরীর পরে প্রিয়-নর্ম্ম সখীজন সমভিব্যাহারে অবস্থান কালে। বিবাদীগনকে বঞ্চনা করিয়া, ছলা-কলায় ভুলাইয়া, প্রাণ-কোটি দয়িত শ্যাম সুন্দরের সহিত গুপ্ত-পথে (ভজনের সুগুপ্ত সিদ্ধ প্রণালীর দ্বারে) মিলনের পথ আবিষ্কৃত হইল। অনন্তর—

যমুনোপবনে রম্যে বল্লীকুসুম গন্ধিতে। মল্লিকা জাতি বকুল যুথী লকুচ সঙ্কুলে॥

কদাচিৎ কলিন্দ নন্দিনী তটে, মনোরম লতাবিতান মণ্ডিত, নানাবিধ বিকচ-কুসুম গন্ধে গন্ধা-মোদিত, মল্লিকা বকুল জাতী যুথী এবং লকুচ তরু সমূহে সমাকীর্ণ উপবনে উপনীত হইয়া গোবিন্দের অন্বেষন করিতে লাগিলেন।

মঞ্জু ভ্রমর সংযুষ্টে লতাকুঞ্জ শতাবৃতে। চারুচন্দ্রকরৈর্জুষ্টে সর্ব্বেষাং মন্মথাসপদে॥

ঐ বন স্থল লতা নির্ম্মিত শত শত কুঞ্জভবনে সমাবৃত বিকসিত কুসুমরাজিতে মধূলোলুপ প্রমত্ত মধুকর নিকর মধুপানাসক্ত হইয়া সুমধুর স্বরে ঝঙ্কারধ্বনি করিতেছে এবং সমুদিত মনোহর শশধর কিরণ পাতে সুশোভিত স্মরোদ্দীপক রম্য স্থান।

যশোদা নন্দন শ্রীমান্ বৃতোগোপালকৈস্তদা। বীক্ষ্য সর্ব্বং বনং রম্যং মনশ্চক্রে স্মরোৎসবে॥

তৎকালে কয়েকটি সখাগণের সহিত শ্রীমান যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ তবদ্ভুত বনরাজির শোভা অবলোকন করতঃ শ্রীরাধাদি স্বীয় প্রেয়সী বর্গ সহ প্রীতি মহোৎসবে ইচ্ছুক হইলেন।

বেনুনাহ্বয়ামাস রর্ণন্মঞ্জুরবেণ চ। অনঙ্গ শরসংভিন্ন হৃদয়াং রাধিকাং বনে॥

গোপী বিহারেচ্ছু ভূতভাবন ভগবান্ গোবিন্দদেব, অনঙ্গ বর্দ্ধন সুমধুর বেনুধ্বনি করতঃ কুসুমশর সংবিদ্ধ শ্রীমতী রাধিকাকে সেই বনে আহ্বান করিলেন।

এহ্যেহি চারুসর্ব্বাঙ্গি রাধে মৎ প্রীতি দায়িনি।
নির্ব্বাপয়িষ্যে কামাগ্নিং ত্বদাশ্লেষাম্বুসি প্রিয়ে॥

শ্রীকৃষ্ণ চারুনাদিনী মুরলীরবে সঙ্কেতানুসারে শ্রীমতীকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন—'হে শ্রীমতী রাধে! হে মন্মনঃ প্রীতিদায়িনি! হে মনোহর সর্ব্বাঙ্গি! হে প্রিয়ে! এই নির্জ্জন বিপিনে তুমি সত্বরদ্রুতপদে আগমন কর। আমি স্মরশরানলে অত্যন্ত সংদগ্ধ হইতেছি। তোমার আলিঙ্গন রূপ সুশীতল সলিলাবগাহণ করতঃ সুতীব্র মদনানল নির্ব্বাপন করিব।

মৃতং জীবয় মাং ভীরু মারবণৌঘ জর্জ্জরম্। তেঅধরামৃত দানেন চারু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি॥

হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! হে সুশোভন চরিতে! হে সাধুশীলে! খরতর অনঙ্গ শরাঘাতে জর্জ্জরীভূত মৃত প্রায় হইয়াছি। হে ভীরু! তোমার অধরামৃত প্রদান পূর্ব্বক আমাকে সঞ্জীবিত কর।

ইতি বেনুরবং শ্রুত্বা প্রবৃদ্ধানঙ্গ বশ্মলা। সংজ্ঞয়া তাং সখী বুদ্ধা বেনুনাকৃষ্ট মনসা॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃত সঙ্কেত বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র শ্রীমতী রাধিকা অতিশয় কাতরা এবং বর্দ্ধমান অনঙ্গমোহে মূর্চ্ছিতপ্রায়া হইলেন। ইঙ্গিতানুসারে ললিতাদি তৎসখীগণেরা তাঁহার স্মরভাবের উপলদ্ধি করিলেন অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ কৃত বংশীরবে আকর্ষিত মনা হইয়া সংজ্ঞহীনা হইলেন।

বিহায় শয়নাদীনি মনোগন্তুং সমাদধে। তন্মনস্কা তদালাপা তদনু ধ্যান তৎপরা॥

বেনুসঙ্কেত শ্রবণাবধি শ্রীমতী রাধা শয়ন উপবেশন অশনাদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা কৃতগতমনা হইয়া তদগুণালাপ, তদ্রূপ ধ্যান পরায়ন এবং তদন্তিক গমনে সর্ব্বক্ষন মনোধারনা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কতক্ষন শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গিয়া সেই চিত্তহর মদনমোহন রূপ দর্শন করিব, এই মাত্র মানসে নিরন্তর অনুধ্যান করিতে লাগিলেন।

তদ্বেনুগীত হৃদয়া তদ্গুণ শ্রবণে রতা।

শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোহর বেণুগীত শ্রবণে বৃষভানু নন্দিনী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তা হইয়া সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল এক শ্রীকৃষ্ণগুনগান শ্রবণে নিরতা হইলেন অর্থাৎ কৃষ্ণালাপ ব্যতীত তাঁহার আর কোন আলাপ মাত্র শ্রবনেচ্ছা হয় না। এতাদৃশী ব্যস্ত সমস্তা হইয়া স্বীয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করিলেন। যে স্থানে প্রিয়তম কান্ত মুরলী মনোহর শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনবেশে অবস্থান করিতেছেন।

নায়কের আহ্বান, আর অভিসারিকার যতিহীন চরণের গতি একই তালে চলিতে থাকে। এ যেন চুম্বকের আবর্ষণ, বাহ্যতঃ কিছু দৃষ্ট না হইলেও অন্তরের প্রবলতম গতিবেগ। একায়নতন্ত্রে গোবিন্দ-ভজন শ্রীরাধারাণীর এখান হইতেই সুরু হইল। শ্রুতিতে সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানো, সহচিত্তমেষাং ভাগবতধর্ম্মী গণের একই গোপীজনবল্লভের মন্ত্র, একই সমাজ বা সমিতি—কৃষ্ণ ভাবনামৃত সমিতি, আর লক্ষ্য সম্বন্ধাধিদেব শ্রীমদন মোহনের পাদ পদ্মের নিত্য সেবা লাভ—ইহাই চরমতম প্রয়োজন তত্ত্ব। এখানেই প্রাকৃত মদনের অবসান আর অপ্রাকৃত মদনমোহনের সঙ্গে নিত্য মহা মহোৎসব। প্রপঞ্চলীলায় মহা ভাগবতী ভজনের গুহ্যতম রহস্য জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই গোলোকে নিত্য অবস্থিত। জড় জগতে চির অনর্পিত উন্নতোজ্জ্বলরস ধারায় সাধক-সাধিকাকে নিষ্ণাত করাইবার জন্য স্বীয় চরিত্রে প্রকটন করিয়া শিক্ষা দিলেন-অসতো মা সদ গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যুমাঅমৃত গময়। গোপীজন বল্লভই মদন মোহনই সেই অমৃতধাম নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নরনারীগণের তাহাই একায়ন তন্ত্রে লক্ষ্য হউক। গোপী অর্থাৎ গোপীপ্রধানা শ্রীরাধা, জন শব্দে শ্রীরাধার পরিকর গোপিকা নিকর—এই সকলের যিনি চির দয়িত বল্লভ তিনিই গোপীজন বল্লভ। গোপী প্রধানা শ্রী রাধারাণীই বেদভিত্তিক একায়ন তত্ত্বগত নিখিল শ্রুতির অন্বেষনীয় শ্রী গোবিন্দ পাদপদ্মের নিত্য সেবার জন্য কায়-মনো-বাক্যে সন্ততারতিতে নিত্য সেবারতা। এই আদর্শ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিরল। তিনি একমাত্র সতী—কারণ আদি অন্তে মধ্যে ত্রিকাল সত্য বস্তু শ্রী গোবিন্দদেব, সেই নিত্য সত্য বা সৎ বস্তুর নিত্যসেবাই প্রকৃত সতীর লক্ষণ। যাঁহারা সতীত্ব বাঞ্ছা, অরুন্ধতী, শচী, পার্ব্বতী প্রভৃতি সাধ্বীগণ ও করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাদের চিন্তাভাবনা, স্মরণ মননে নিজ নিজ পতির ধারনাই হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীরাধার চিন্তা ভাবনার পরিধির ভিতরে বশিষ্ঠ দেবেন্দ্র শঙ্কর প্রভৃতির ও নিত্য আরাধ্য সদোপাস্য শ্রীগোবিন্দের পাদ পদ্ম ভিন্ন অন্য কাহার ও রূপ বা বিগ্রহ উদিত হয় না। এই বৈশিষ্ট্য অতুলনীয় এবং ইহা ভাগবতধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভজন রহস্য। শ্রীরাধা রাণীর বিবাহোত্তর জীবণে পারকীয়া রসাশ্রিতা হওয়ায়, আর পূর্ব্বের মত অবাধ বাঁধাবন্ধরহিত মিলন প্রাণ কোটিদয়িত শ্যামসুন্দরেব সঙ্গে হয় না। তাই শ্বশুরালয়ে অধিকাংশ সময় মানসে শ্যামের রূপ, গুন, লীলাদির কথা স্মরন করিয়া পূর্ব্বরাগাক্রান্ত হৃদয়ে আন্তর বেদনায় দিগ্ধ হইতে থাকেন। বিবাদীগণ শ্বাশুড়ী ননদীর সঙ্গে ত কথোপকথন প্রায়ই হয় না, এমন কি নিজ প্রিয় সখীগণের সঙ্গেও যেন প্রাণ খুলিয়া কিছু বলিতে পারেন না!

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহার ও কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া 1 বেনী ফুলের গাঁথনী দেখয়ে খসাঞা চুলি।

হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দু 'হাত তুলি ॥
এক দিঠি করি ময়ুর ময়ুরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষনে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয় কালীয় নাগর সনে ॥

শ্রীরাধার এখন বয়ঃ সন্ধি কাল, বাল্য-পৌগণ্ড কালের মুগ্ধ বাল্যলীলা তিরোহিত। ব্যক্ত যৌবনে প্রাণ প্রিয় দয়িতের সঙ্গে মিলনের পথে বিশেষতঃ পরকীয়া রসে পর্ব্বত—প্রমান বাঁধা, প্রতিবন্ধকতা—গুরু-বর্গের সতর্ক দৃষ্টি, প্রতিবেশীর পরিবাদ, কলঙ্কের ডালি মস্তকে বহন করিয়া অতি সন্তর্পনে—কৃষ্ণ ভজনের সুগুপ্ত পথে বিচরন— সুকুমারী রাধারাণীর পক্ষে অনেক সময় দুঃসহ বলিয়া অনুভূত হয়। কভু বা মিলে, কভূ না মিলে, দৈবের ঘটনা। তবে অঘটন-ঘটন পটীয়সী যোগমায়া প্রভাবে কখনও অবিরোধ-এ উভয়ের মিলন সংসাধিত হয়। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অন্তরে যে লীলা করিবার ইচ্ছার উদগম হয়। ঐ ইচ্ছার প্রতিফলন যোগমায়ার অন্তরে পতিত হইলে-তিনি তৎক্ষনাৎ লীলানাট্যখানি সুষ্ঠ পরিচালনের অনুকুল পরিবেশ রচনা করেন। এই সময়ে ক্ষনিক বিচ্ছেদও রাধারাণীর পক্ষে অসহনীয়, অন্তরঙ্গা সখী বিশাখার নিকটে তিনি বলিতেছেন—কিনা হৈল ওহে সই কাণুর পিরীতি। আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি ॥

নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে। নব অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে ॥
যে না জানে প্রেমরস, সে না আছে ভাল। হৃদয় ভেদল মোর কানু প্রেম-শেল ॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই, দিন গেল দূরে। নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে ॥

এক সময়ে দেবী পৌর্ণমাসী যাবটে জটিলা ভবনে উপনীত হইলে জটিলা তাঁহাকে বহু সম্মান পূর্ব্বক প্রণাম বন্দনাদির পর দিব্য আসন প্রদান করিলেন, পাদ প্রক্ষালন করিয়া ঐ পবিত্র জল সবংশে মস্তকে ধারণ করিলেন। দেবতার সভায় যেমন ইন্দ্র, তেমনি গোপ সমাজে দেবী পৌর্নমাসীর সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহার বাক্য কে বেদবানীর মতই সম্মান করিয়া থাকে। তাহার কথা কেহই লঙ্ঘন করে না। এই পৌর্ণমাসীকে কেহ কেহ বড়াই বলিয়া থাকেন। বড় আই-আই অর্থ মা। ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী দুর্গা মহামায়া বা বিষ্ণুমায়া। একই শক্তির দ্বিবিধ ক্রিয়া। মূল বিষ্ণু মায়া স্বরূপশক্তির বহিঃপ্রকাশ বা ছায়া শক্তি স্বরূপিনী। যখন বিরজার পরপারে বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠাদি হইতে গোলোক পর্যন্ত চিৎ স্বর্গাদির প্রকাশ, রক্ষন এবং ঐ ধামের বিষ্ণুর পরিকর বর্গকে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত রাখেন—তখন তাহার নাম বিষ্ণু-মায়া। আবার ঐ সকল চিৎস্বর্গ বা চিদ্ধাম হইতে ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তি বশতঃ অপরাধ গ্রস্ত হইয়া প্রপঞ্চে পতিত হয়, তখন ঐ মূল বিষ্ণু মায়ার ছায়া শক্তি মহামায়া দুর্গা রূপে সংসারের কারা রক্ষিনী স্বরূপা হইয়া জীবকে অশেষ দুঃখে নিষ্পিষ্ট করিয়া থাকেন। আবার সৎ সঙ্গ ক্রমে উন্মুখী হইয়া সুখ স্বরূপ আনন্দধাম ভগবান্ কে পাইতে চায়— তখন এই মহামায়াই বড় আই বিষ্ণুমায়া রূপে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া ভগবানের পাদ পদ্মে পৌছাইয়া দেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে যোগমায়া পৌর্ণমাসী নামে এবং বহির্ম্মুখ নরনারীর সঙ্গে মহামায়া রূপে বিরাজমানা। এ হেন বড়াইকে দেখিয়া হরষিতা হইলেন জটিলা। জটিলা

বধূ শ্রীরাধা ও আসিয়া বড়াইকে প্রণাম করিলেন। এদিকে অশেষ রূপ—লাবণ্য শালিনী, অনিন্দ্য সুন্দরী শ্রীরাধাকে দেখিয়া বড়াইয়ের চক্ষুর নিমেষ পড়িতেছে না। সারা ত্রিভুবণের মধ্যে এই কণ্যার রূপের কোন তুলনা নাই। অসামান্য রূপ লাবণ্যবতী কুলললনা ললামভূতা মহালক্ষ্মী স্বরূপিনী ভানুনন্দিনী শ্রীরাধা।

বড়াই জটিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি অপরূপ তোমার বধূর রূপ। কোটি শরৎ চন্দ্র নিভাননী—অকলঙ্ক শশী তোমার বধূর মুখখানি। দেবতা, গন্ধর্ব্ব কুলে কত শত কণ্যা আছে, কিন্তু এমন অপরূপা কণ্যা কোথাও দেখা যায় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু সাধনার পরে অভিমণ্যু এমন কণ্যাকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। সত্যই তুমি ও ধণ্যা। সাক্ষাৎ অখণ্ড রস বল্লভা এই -তামার পুত্র বধূ ত্রিভুবনকে মোহিত করিবে। পুরুষের মধ্যে যেমন পুরুষোত্তম নন্দ নন্দন, তেমনি প্রকৃতির মধ্যে এই নারীই বরিষ্ঠা বা বরাঙ্গনা। পুরুষ প্রধান কৃষ্ণের নাম শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। অনুক্ষন কৃষ্ণ নাম জপ, কৃষ্ণ রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন মানসে। রাধা-কৃষ্ণের প্রশংসাদি করিয়া সেদিনকার মত প্রস্থান করিলেন বড়াই।

তারপর একদিন নন্দভবনে গেলেন বড়াই। বহু সুসজ্জিত কক্ষে নন্দরাণী যশোদা দেবী উপবিষ্ট আছেন। নিকটেই কৃষ্ণ রহিয়াছে। বড়াইকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রফুল্লিতা হইয়া সুদিব্য রত্নাসন প্রদান করিলেন। উভয়ের কথা প্রসঙ্গে শ্রীমতীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেই কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন কৃষ্ণ। যশোদার দিকে তাকাইয়া বড়াই বলিলেন—পরম রূপবতী এই শ্রীমতীই হইল জটিলার পুত্রবধূ। তাহার রূপের বর্ণনা কি করিব। ত্রিভুবনের যাবতীয় প্রকৃতি কুলকে হার মানায় রূপ মাধূরী। তাহার চাঁদপানা মুখের হাসি হইতে নির্ম্মল আলো বিচ্ছুরিত হয়। তাহার প্রতিটী কথায় ঝরিয়া পড়ে অমৃত। অমৃত নিষ্যন্দিনী তাহার বাক্যামৃত। তাহার নাম হইল শ্রীরাধা। পুরুষের মধ্যে তোমার পুত্র যেমন প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ তেমনি নারীজাতির মধ্যে রাধার সমান কেহ নাই। এদিকে 'রাধা' এই নাম কর্ণকুহরে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নাম জপমালা হইয়া উঠিল শ্রীকৃষ্ণের। অনুক্ষন সেই নাম ধ্যান করিতে থাকেন কৃষ্ণ। রাধা যেমন সর্ব্বক্ষন কৃষ্ণনাম জপ করেন, তেমনি কৃষ্ণ ও জপ করেন 'রাধানাম'। নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমরস সুধা ক্রমশঃ সান্দ্রানন্দঘন অপ্রাকৃত প্রেমে পরিনতি লাভ করে সঙ্গোপানে। কৃষ্ণ লীলানাট্যখানি পরিচালনা কারিণী এই বড়াই যোগমায়া। অপ্রাকৃত চিন্ময় কৃষ্ণনামে জপ করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রতি নবানুরাগ এমনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিশোরী বধূ রাধার মধ্যে, যে তিনি উন্মাদিনী হইয়া ওঠেন। অতৃপ্ত বাসনায়, অব্যক্ত বিরহ—দিগ্ধ হৃদয়ে গুমরিয়া মনে মনে কাঁদিতে থাকেন, লজ্জায় কোন কথা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন না। এই খানেই পরকীয়া রসের ভিতরে বাড়বানলের জ্বালা। কোন গৃহকর্ম্মে মন বসে না রাধার। সব কাজে ভুল হয়ে যায়। কখন ও পালঙ্কের উপর শুইয়া থাকেন, শিউরিয়া উঠেন। জিজ্ঞাসা করিলে কাহাকে ও কোন কথা বলেন না। কৃষ্ণ বিরহের জ্বালায় দিনে দিনে ক্ষীন হইয়া যাইতেছে স্বর্ণ তনুখানি। বধূর এই দশা দর্শনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন জটিলা। জটিলা তখন

ব্রজধামের বড় বড় বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া বধূর রোগ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলেন। সকলকে সকাতরে অনুরোধ করিলেন—আপনারা বধূর রোগ সত্বর প্রশমন করুন, তাহাকে রক্ষা করুন। বৈদ্যগণ বধূর দেহ পরীক্ষা করিয়া কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না এবং কোন্ প্রকারের ব্যাধি তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না শুধু অনুমান করিলেন—ইহা কোন অতিরিক্ত মানসিক চিন্তার পরিনতি স্বরূপ দেহ ক্ষীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। এই পীড়ার বাহিরে কোন প্রকাশ নাই। তখন শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা সখীগণকে তাঁহার মনের কথা ও মানসিক উদ্বেগের বিষয় জানিবার জন্য নিয়োগ করা হইল। কিন্তু তাহারাও তাহার মনের কথা জানিতে পারিল না। তখন সকলে জটিলাকে পরামর্শ দিলেন—বড়াই কে আনিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ লইতে। একমাত্র তিনিই পারিবেন নববধূর মনের কথা জানিতে এবং আর যে কোন রোগের মহৌষধি তাঁহার জানা আছে। লোক পাঠাইয়া বড়াই কে আনা হইল। বড়াই বাড়ীতে আসিলে জটিলা আসিয়া পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বলিল-যেই দিন আপনি আমার বধূকে দেখিয়া গেলেন, সেই দিন হইতেই অন্নজল ত্যাগ করিয়াছে সে। কি রোগ হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, জিজ্ঞাসা করিলেও কান কথা বলে না। শুধু দেখিতেছি তাহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। জটিলার কথা শুনিয়া বধূকে দেখিতে গেলেন বড়াই। হে কমলিনী, বল কি ব্যাধি হয়েছে তোমার। কাজলের মত কালো হইয়া গিয়াছে তোমার বিদ্যুৎ বরন অঙ্গখানি। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কোন রাহু আসিয়া গ্রাস করিয়াছে পূর্ণিমার চাঁদকে। তুমি তোমার মনের কথা আমাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া বল—আমি তাহার অবশ্যই ব্যবস্থা করিব। লজ্জায় মুখটি নত করিয়া বসিয়া রহিলেন তিনি।

তখন ব্যর্থ হইয়া জটিলার কাছে ফিরিয়া গেলেন বড়াই বলিলেন আমি তাহার মনের কথা আজও জানিতে পারিলাম না, তবে বুঝিলাম—এই ব্যাধি যাহাই হউক না কেন—বড়ই জটিল। বনে দাবানল জ্বলে, সকলে দেখিতে পায়, কিন্তু মনেতে যদি অশান্তির আগুন জ্বলে তাহা হইলে কেহই তাহা বুঝিতে পারে না, সেই আগুন নিভাইতে পারে না। তবে আমি বলিতেছি যে, আজ ও মনের কথা আমার কাছে ব্যক্ত না করিলেও একদিন সে কথা অবশ্যই ব্যক্ত করিবে। এই বলিয়া বড়াই রাধার সখীদের ডাকিয়া আনিতে বলিলেণ জটিলাকে।

সখীরা আসিলে জটিলা তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা বধূর নিত্য সহচরী। তোমাদের সখীর আসল ব্যাধি হইতেছে মনে। দেহে কোন ব্যধি নাই। সুতরাং তোমরা তাহার মনের কথা জানিয়া আমাকে বল। সখীরা তখন রাধার ঘরে সরাসরি চলিয়া গেল। নির্জন ঘরের মধ্যে রাধাকে তাঁহার মনের কথা সংগোপনে সুধাইল। বল সখি, কি তোমার মনের কথা কি তোমার মনের ব্যথা। শ্রীরাধা বলিলেন—কি হইবে তোমাদের তাহা জানিয়া। লজ্জায় কাহাকে ও কোন কথা বলিতে পারি না। শুধু কৃষ্ণ বিরহের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি আমি মনে মনে। 'কিবা দিবা কিবা রাত্রি কিছুই না জানি। জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যাম গুণমণি। কিন্তু সখীরা এই কথা অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণ-বিরহের কথা বলিল না জটিলার কাছে। তাহারা জটিলাকে বলিল, আমাদিগকে কোন কথা বলিল না শ্রীমতী।

বড়াই অখন বলিলেন, আমি একটি পাতায় একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া দিব। সেই পত্র-চিত্রটি লইয়া সুচতুরা বিশাখা যাইবে শ্রীমতীর কাছে। সেই চিত্র দৃষ্টে শ্রীমতী কি বলে, কি করে—তাহা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাইবে। তবে বড়াই মনে মনে অনুমান করিয়া লইয়া ছিলেন, আমার মুখ হইতে কৃষ্ণনাম শুনিবার পর হইতেই এই বিকার দেখা দিয়াছে রাধার অন্তরে। সেই দিন হইতেই কৃষ্ণনাম প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার মনে। অনেক দিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্না বৃদ্ধা বড়াই অনেক কলা কৌশল জানিতেন।

সহসা বুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণের একটি চিত্র একখানা পত্রের উপরে অঙ্কন করিলেন এবং বিশাখাকে বলিলেন কৃষ্ণ নামে অঙ্কিত এই ছবি সহ তুমি এক্ষুনি চলিয়া যাও—শ্রীমতীর নিকটে। বিশাখার হাতে সেই চিত্র—পট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন শ্রীরাধা। কৃষ্ণের জন্য বিরহ জ্বালা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। জ্বলন্ত অগ্নিতে কে যেন ঘৃতাহুতি ঢালিয়া দিল। উন্মাদের মত বিশাখাকে অস্পষ্ট ভাষায় কি সব বলিতে লাগিলেন কমলিনী রাই। তারপর নিজেকে সংবরণ করিয়া রাধা বলিলেন, সখি! দুঃখের কথা আর কি বলিব! আমার দুঃখের কথা একমাত্র শ্যামবন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে না। এই কথা তোমাকে বলিলেও তুমি আমাকে পরিত্রাণ বা প্রতিকার করিতে পরিবে না। কারণ আমি এখন পর বধূ। আর শ্যাম সুন্দর পর-পুরুষ। পরকীয়া ভাব রসের ইহাই পর্ব্বত প্রমান বাঁধা স্বরূপ। তপ্ত ইক্ষু চর্চ্চন, জিহ্বা জ্বলে না যায় ত্যজন। আবার সম-সাথী, সম— ব্যথী তোমাদের নিকট না বলিলেও এই অকথিত কথার ভার বিদীর্ণ করে আমার হৃদয়। না-বলা কথার এই উত্তাপ তুষের আগুণের মত সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকবে আমার বুকের ভিতরে। কত ভাবি অন্তরঙ্গ জনের কাছে এই গোপন কথা সব বিস্তর করিয়া বলি, কিন্তু বলিতে গিয়াও বলিতে পারি না। দারুণ লজ্জা আসিয়া বর্ম্মের মত আমাকে অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। এই গোপন অনুরাগের কথা বলিতে গিয়াও কত ব্যথা পাই মনে। যেই দিন প্রথম তাঁহার চারুনাদিনী মুরলী ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে আমার দুই নয়নের মিলন হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমি তাঁহার অনুরাগিনী হইয়া উঠিয়াছি। মনে সাধ যায়—রসময় কৃষ্ণকে সতত নয়নে দেখি আমার ঘরের আঙ্গিনায়, সে বিহার করুক সতত আমার অন্তরে ও বাহিরে। মনে হয় সর্ব্বক্ষণ তাহার বাঁশি শুনি কর্ণ পথে। তাহার বাঁশি শুনে আমার যেন তৃপ্তি লাভ হয় না— সতত শুনিতে ইচ্ছা হয়। প্রতিদিন তাহার পীযূষ—নিঃস্যন্দিনী, সর্ব্বাঙ্গস্নপনকারী বচনামৃতে, তাহার কারুণ্যামৃতে, তাহার তারুণ্যামৃতে এবং তাহার লাবণ্যামৃতে স্নান করিতে বর্দ্ধমানা লালসার উদ্বেলন হয়।

এই সব মনে ভাবিয়া ভাবিয়া আমার দুঃখ দিন দিন বর্ধিত হইতেছে এবং তনু ক্ষীন হইয়া যাইতেছে। তাহা সত্বে ও মনে এতদিন অসীম ধৈর্য্য ধারন করিয়াছিলাম অতি কষ্টে। কিন্তু আজ তোমার হাতে এই চিত্র—পট দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। শতগুন মনের জ্বালা বাড়িয়া গেল। যদি ও কিছু দিন বাঁচিতাম আর বাঁচিতে পারিব না। সখি, আগুণের কুণ্ড জ্বাল। তাহাতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। যে কৃষ্ণ—বিরহ সর্প দংশণে বিষজ্বালায় প্রাণ মন জর্জ্জরিত হইতেছে

তাহা হইতে অন্ততঃ পরিত্রান পাইব। শ্রীমতীর নিকট হইতে এই সব দুঃখের কথা শ্রবন করিয়া ব্যথিত হইল বিশ্যাখার চিত্ত। মৃদু স্বরে কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিল তাঁহাকে। শ্রীরাধা বলিলেন—সখি, কৃষ্ণের সঙ্গে যদি গোপনে আমার মিলন ঘটাতে পার, তাহা হইলে আমার প্রাণ রক্ষা পাইবে। বিশাখা তখন বলিল, কৃষ্ণনিধির সঙ্গে মিলন হইলে যদি তোমার প্রাণ রক্ষা পায়, তাহা হইলে অবশ্যই সেই মিলনের উপায় করিব।

বড়াইয়ের বাড়ীতে সরাসরি চলিয়া গেল সখী বিশাখা। সেখানে ললিতাদি অন্য সখীরাও গিয়া মিলিত হইলেন। বিশাখা বড়াই কে বলিল, শুন ঠাকুরানি কৃষ্ণ বিরহ-জ্বালাই হইল শ্রীমতীর একমাত্র ব্যাধি। সে আমায় তাহার মনের কথা সবিস্তার বলিয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন সংঘটন হইলেই সেই ব্যাধির নিরাময় হইতে পারে। তুমি যে চিত্র খানি তাহাকে দেখাইতে বলিয়াছিলে সেই চিত্রখানি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িল কমলিনী। তারপর চেতন পাইয়া আমাকে বলিল- এখন কৃষ্ণ—মিলনের উপায় চিন্তা কর।

এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সখীগণকে সঙ্গে লইয়া জটিলার বাড়ীতে গেলেন বড়াই। বড়াইকে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জটিলা বলিল—বলুন ঠাকুরাণী, আমার বধূ কি করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে? বড়াই বলিলেন-তোমার বধূর কথা এখন আমি জানিতে পারিয়াছি—তোমার বধূ তাহার বাল্যকাল হইতে পিত্রালয়ে সহচরীগণের সঙ্গে সূর্য্যপূজা করিত। আশৈশব এই ব্রত কর্ম্মে রত থাকার জন্য এখন এই ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় সে খুবই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। পিত্রালয়ে (বর্ষানার দিবাকর কুণ্ডে) সে অবাধে নিঃশঙ্ক চিত্তে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিত। কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে কুলবধূ রূপে সে ব্রত পালন করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। এই কথা কাহাকে ও বলিতে না পারার জন্য নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে উদরে এক বিশেষ রোগের সঞ্চার হইয়াছে এবং সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে।

জটিলা তখন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—তাহা হইলে কেমন করিয়া আমার বধূর ব্যাধি নিরাময় হইবে, বলুন। বড়াই বলিলেন—বড়াই বলিলেন—সহচরীগণের সঙ্গে তোমার বধূকে কাননে প্রেরণ কর—সূর্য্য পূজার জন্য এবং আমিও তাহাদের সঙ্গে কাননে থাকিয়া তাহাদের দেখা—শুনা করিব। যতদিন সূর্য্য স্তব ও সূর্য্য পূজা সমাপ্ত না হয়, ততদিন তোমরা কেহই এ বিষয় কোন খোঁজ খবর করিবে না।

অনন্তর বড়াই আর ও বলিল—দিনের বেলায় সূর্য্য কুণ্ডে সূর্য্য পূজা করিবে আর রাত্রিতে নির্জ্জন নিকুঞ্জ মাঝে দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করিবে। ইহাতে তোমাদের সংসারের উন্নতি। স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি, ধন সম্পদে পরিপূর্ণ হবে সুখের সংসার। প্রত্যহ বধূকে প্রত্যুষে স্নানাদি করাইয়া বস্ত্রালঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত করিয়া রন্ধনের জন্য যশোদা ভবনে প্রেরণ করিবে—তার গোপালের রন্ধনের নিমিত্ত আর যশোদার বাক্য তুমি কোনদিন অবহেলা করিবে না। এই ব্রত সাধনের ফলে তোমার বধূ হইবে পতিব্রতা

এবং পতি সোহাগিনী। দীর্ঘ জীবী হইবে তাহার পতি। গোধন ও ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে তোমার গৃহ। তোমার সংসারের সু মঙ্গলের জন্যই এই ব্রত উদ্‌যাপন। এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ঠ চিত্তে সেই মুহূর্ত্তেই বড়াইয়ের হাতে রাধাকে সমর্পন করিল জটিলা। সখীগণকে ও ডাকিয়া তাহার বধূর ভার লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

এইরূপ কার্য্য দর্শনে মনে মনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন শ্রীরাধা। এতদিনে তাঁহার সকল মনোবাসনা পূর্ণ হইল। এদিকে বড়াই সখীদের প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়া ঐ একই কথা বলিতে লাগিলেন। কারণ যে যেমন, প্রত্যেক সখীর বাড়িতেই গুরুজন দিগের বিধি—নিষেধ আছে। তাহারা কুল বধূ গুরুজন দিগের নিকট হইতে দূর বনে যাইবার অনুমিত না লইলে রাধার সঙ্গে তাহারা যাইতে পারিবে না। তাহাতে অনর্থ সংঘটন হইতে প্যারে। তাই তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়া সূর্য্য পূজা ও কাত্যায়নী ব্রতের কথা বলিলেন তাহাদের সংসারের—মঙ্গলের প্রলোভন দেখাইলেন। গুরুজনেরা তখন সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি দিলেন। কাননে যাইবার জন্য তাঁহারা তাহাদিগের বধূদিগকে বড়াইয়ের হাতে সমর্পন করিলেন।

এই ভাবে সেই দিম থেকেই সূর্য্যপূজা ছলে কাননে গিয়া অবাধে অপ্রকট বিহার করিতে থাকেন কৃষ্ণের সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণ মিলন নাট্যের পরিচালনায় এই বড়াই মূল সূত্রধার। তাহার অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ায় কে না মুগ্ধ হয়। তাহার বাক্য সকলে বেদ বাক্য বলিয়া মান্য করে।

অনন্তর রাধারাণী স্বীয় সখীজন সমভিব্যাহারে কিবা দিন ও রাত্রি যোগে বিবাদী গনকে বঞ্চনা করিরা প্রাণবন্ধু শ্যাম সুন্দরের পাদ পদ্মে অভিসার করিতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের একমাত্র ধ্যেয় বস্তু শতকোটি দয়িত প্রানারাম প্রাণের জন নিখিল রস কদম্ব স্বরূপ শ্যাম সুন্দরের মধুময় সঙ্গ লাভ। কিবা দিন, কিবা রাতি, কিছুই না জানি। জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যাম গুণমণি॥ সেই অভিসার হয় অষ্ট প্রকার। জোৎস্না তামসী বর্ষা দিবা অভিসার॥ কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্ততা সঞ্চরা। গীতি পদ্ম শাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা॥

(অভিসারিকা) অথাভিসারিকা বাসকসজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলহান্তরিতাপরা॥
প্রোষিত ভর্তৃকা প্রোক্তা তথা স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।
ইত্যষ্টৌ নায়িকা-ভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

১।	অভিসারিকা	২	বাসক সজ্জা	৩।	উৎকণ্ঠিতা	৪।	বিপ্রলব্ধা
৫।	খণ্ডিতা	৬।	কলহান্তরিতা	৭।	প্রোষিতভর্ত্তৃকা	৮।	স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

এই অষ্ট নায়িকা রূপে বিশ্বনায়ক স্বয়ং ভগবান্ গোবিন্দের সঙ্গে নিত্য মিলন। অভিসারিকা রূপে শ্রীরাধার মিলন মাধুরীর কথা মূর্ত্তিমন্ত কৃষ্ণপ্রেম বিগ্রহ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের এক খানি পদের

লোভ সংবরন করিতে না পারিয়া নিম্নে বর্ণিত হইল।

সাজল ধনী, চন্দ্রবদনী, শ্যামদরশন আশে। সঙ্গিনীগণ, রঙ্গিনীসব, ঘেরিল চারি পাশে॥
তরুণারুন, চরণযুগল, মঞ্জীর তহি শোভে। ভৃঙ্গাবলী, পুঞ্জ পুঞ্জ, গুঞ্জরে মধু লোভে॥
করী কুম্ভ, জিনি নিতম্ব, কেশরী খীনি মাঝে। পরি নীলাম্বর, পট্টাম্বরণ, কিঙ্কিনী তহি বাজে॥
বাহুযুগল, থির বিজুলি, করিশাবক শুণ্ডে। হেমাঙ্গদ, মণিকঙ্কণ, নখরে শশিখণ্ডে॥
হেমাচল, কুচমণ্ডল, কাঁচলি তহি শোভে। চন্দ্রকান্ত, ধ্বান্তদমন, কর্ণে কণ্ঠে শোভে॥
জাম্বুনদ, হেমযুত, মুকুতাফল পাঁতি। ফণি মণিযুত, দাম সহিত, দামিনী-সম ভাতি॥
বিম্বফল, নিন্দি অধর, দাড়িম্ব বীজ দশনা। বেশর তহি নলকে ঝলকে, মন্দ মন্দ হসনা॥
নাসাতিলফুল, তুল কবরী, করবি মোহন ছান্দে। মদনমোহন, মোহিনী ধনী, সাজলি তহি রাধে॥
নব যৌবনী, চন্দ্রবদনী, বৃন্দাবন বাটে। মাধবেন্দ্র পুরী, রচিত ভাষ, বর্ণি পুর্ণিপাটে॥

অনন্তর শ্রীরাধা শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নাভিসারে শুক্লবস্ত্র, শুক্ল আভরন অলঙ্কার ও শ্বেত চন্দনাদিতে মণ্ডিত হইয়া অভিসার এবং কৃষ্ণপক্ষে স্বীয় তনু কস্তুরী কাশ্মিরে চর্চ্চিত করিয়া কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া অভিসার করিতেন। ছয় ঋতুতে বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনী সঙ্কেতানুসারে সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া প্রাণ কোটি দয়িত শ্যাম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইতেন। এই কার্য্যে তাহার কায়ব্যুহ স্বরূপিনী ললিতাদি অষ্ট সখি বৃন্দ এবং শ্রীরূপ মঞ্জরী অনঙ্গ মঞ্জরী আদি সমস্ত পরিচর্য্যাকারিনী গণ সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতেন। যাত্রা কালে—

ললিতা উল্লাস প্রানী, সুবর্ণের চিরুনী আনি, মনসাধে আচরিল চুল।
বিশাখা কবরী বান্ধে, করি মনোহর ছান্দে, সারি সারি দিল নানা ফুল॥
চিত্রা সময় জানি, সুবর্ণের সীঁথি আনি, যতনে দেয়ল সীঁথি মূলে।
চম্পক লতিকা ধনী, অপূর্ব্ব সিন্দুর আনি, যতনে পরায়ল ভালে॥
নানা রত্ন কর্ণমূলে, রঙ্গদেবী পরাইলে, শোভা অতি কহনে না যায়।
সুদেবী হরিষ হইয়া, গজমতি হার লইয়া, গলে দিয়া নিরখিয়া রয়॥
বাকি আভরন ছিল, তুঙ্গবিদ্যা পরাইল, ইন্দুরেখা পরায় নূপুর।
গোবিন্দ দাস অভিলাষী, হইতে রাধার দাসী, তবহি মনোরথ পুর॥

এইরূপে শ্রীরাধা কিবা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত বিভিন্ন ঋতুতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিকুঞ্জে শ্যামের সহিত মিলিত হইতেন! সেই মিলন মাধুরী কিরূপ অতুলনীয়া তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ভাষায় এই রূপ—:

তুহু মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা। কানু মরকতমণি রাই কাঁচা সোনা॥
কাজরে মিশাল কিয়ে নব গেরো চনা। নীল-মণি ভিতরে পশিল কাঁচা সোনা॥

কনকের বেদী ভেদী কালিন্দী বহিল। হেমলতা ভজুদণ্ডে কানুরে বেঢ়িল ॥
আন্ধারে জ্বলয়ে কিবা রসের দীপিকা। তমালে বেঢ়ল জনু কণক-লতিকা ॥
রাই সে রসের নদী অমিয়া পাথার। রসময় কানু তাহে দিয়াছে সাঁতার ॥
রাই সে রসের সিন্ধু তরঙ্গ অপার। ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥

পর বধূর পক্ষে কৃষ্ণ মিলনের পথে বহুবিধ বাঁধা, দুর্গমতা, বহু বিপদের সম্মুখীনতাকে দূরে রাখিবার জন্য—শ্রীরাধার নিজ গৃহে বিবিধ অনুশীলন—অঙ্গনে ঢালিয়া জল গতাগতি করিতেন। জানেন বঁধুর লাগিয়া চলিতে হইবে পিছল পথে, দুই হাতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিতেন, অন্ধকারাবৃত রজনীতে তাঁহাকে শ্যাম অভিসারে গমন করিতে হইবে। পথে কণ্টক রোপন করিয়া তাহার উপর দিয়া কৌশলে চলিবার অভ্যাস করিতেন। বিষধর সর্পসঙ্কুল বনপথে চলিবার জন্য বিষবৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সর্পের মুখবন্ধনের মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়া লইতেন। পর পরিবাদ, গুরুজনের গঞ্জনা, কলঙ্কের কথা-উপেক্ষা করিয়া বধির হইয়া চলিতেন।

একদিন বর্ষাকালে যামিনীযোগে ঘোরতর বর্ষণমুখর পরিবেশে অভিসারের কাহিনী যাহা শ্যাম সুন্দরকে প্রিয় সখী বিশাখা বর্ণনা করিতেছেন—ঃ

বিশাখা কহিছে, পরান কাঁপিছে, কহিতে বাসিয়ে দুখ।
আজু কার রাতি যতেক বিপত্তি, শুনিতে ফাটয়ে বুক ॥
শুন শুন হে রসিক বর।
বরিখে যামিনী, কাঁহারে কহলি, কামিনী ছাড়য়ে ঘর ॥
পরাণ সাটনী, মেঘের আটনি, গড় গড় গড় ডাকে।
পলকে পলকে, চপলা, ঝলকে, কুলিশ খসয়ে ঝাঁকে ॥
উচল নীচল, কিছল পিছল, টিপিয়া টিপিয়া পায়।
চলিতে কখন, পিছলে চরণ, কখন উছটা খায় ॥
সাপিনী সাপায়, বাঘিনী বাঘায়, হরিনা হরনায় মেলা।
আসিতে যাইতে, চলিতে ফিরিতে, গায়েতে গায়েতে ঠেলা ॥
ধনি ধনি ধনি, কি অনুরাগিনী, তিলেক নাহিক ডর।
তোহারি পীরিতি, যতেক আরতি, তুমি সে ভাবিলে পর।
কহে প্রেমানন্দ, রসিক রাজ, এই কি তোমার উচিত কাজ ॥

অপর একদিন অনল বর্ষী জ্যৈষ্ঠের দিবা দ্বিপ্রহরে গিরিরাজের বিপরীত পার্শ্বে বসিয়া কৃষ্ণ রাধার নাম ধরিয়া মোহন মুরলী ধ্বনি করিলে পর ভানু সুতা অধীর আগ্রহে শ্যাম বঁধুর সঙ্গে মিলানর আকাঙ্ক্ষায় রবিতপ্ত পর্ব্বতের শিখরে উঠিতে গিয়া বহুবার পতিত হইতেছেন, হাতে, পায়ে, ও বক্ষে ফোস্‌কা পড়িতেছে

ক্ষত হইয়া রুধির ক্ষরিত হইতেছে—ভ্রূক্ষেপ নাই-মোহন মুরলিয়ার সঙ্গে মিলিত হইতেই হইবে। এই-রূপে অর্ধচেতন অবস্থায় শিখরে উঠিয়া যেখানে বাম পদ স্থাপন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে দয়িতকে দর্শন করিতেছেন, দু নয়নে গঙ্গা ও যমুনার ধারা প্রবাহিত—কি আশ্চর্য্য যে প্রস্তর খণ্ডের উপরে পদ স্থাপন করিয়া ছিলেন—উহা আবার সূর্য্য কান্ত মণি। সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে জ্বলন্ত অগ্নিতে নবনীত কোমল শ্রীরাধার পাদ পদ্ম গলিত হইবার কথা, হয় নাই কেন? নয়ন যুগল হইতে প্রবহমান কৃষ্ণানু-রাগের হিম শীতল ধারায় নিস্নাত হইয়া ঐ সূর্য্যকান্ত মণি ও সেদিন শ্রীরাধার প্রাণ কোটি দয়িতের বদন কমল দর্শনের সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমের গভীরতা কতখানি, শ্রোতৃবর্গ অনুভব করুন।

এইরূপে সঙ্কেত স্থলে কোনদিন শ্রীরাধা অগ্রে আবার কোন দিন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রেই সঙ্কেত স্থানে পৌছাইতেন। দ্বিতীয় অভিসারিকা বাসক সজ্জার দিনে শ্রীরাধা প্রথমেই কুঞ্জে আসিয়া কুঞ্জ শয্যা নিজ হস্তে পরিপাটী সহকারে সজ্জিত করিয়াছেন। সখীগন শ্রীরাধার বেশ ভূষা, সেবার বিবিধ উপচার-যথা-স্থানে বিন্যাস করিয়া রাখিয়াছেন। নায়ক আসিবে বলিয়া মনেতে উল্লাস। তাম্বুল পুষ্পের মালা সজ্জার বিলাস, নানা ভূষা করি রহে সখীর সহিতে। বাসক-সজ্জায় রহে ঐকান্তিক চিতে। এই বাসক সজ্জায়-জাগর্তিকা, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, প্রগলভা, সুপ্তিকা সুরসা, উদ্দেশা, মিলন ইত্যাদি বহু দশার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়।

তৃতীয়া নায়িকাবস্থা—উৎকণ্ঠিতা কান্তপথ করে নিরীক্ষন। কতক্ষনে হইবেক নায়ক-মিলন। ইহা ও উন্মত্তা, বিকলা, স্তব্ধা চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠা, প্রগলভা ও নির্ব্বন্ধা ভেদে অষ্ট দশায় নানা প্রকার অভিব্যক্তি প্রাপ্তা হইয়া অবশেষে মিলন সংঘটিত হয়।

বঁধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু, গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজানু, দীপ উজারণু, মন্দির হইল আলা॥
সই, পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর, কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া, আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে, মিলিব বঁধুর সনে॥
পথ পানে চাহি, কত না রহিব, কত প্রবোধিব মনে।
রস শিরোমণি, আসিবে এখনি, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

চতুর্থ নায়িকাবস্থা—বিপ্রলব্ধা-উৎকট বিরহাবস্থা-ইহা ও অবস্থাভেদে আট প্রকার—যথা, নির্ব্বন্ধা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নিন্দরা, প্রখরা, চর্চ্চিতা ও দূত্যাদরী। ইহার ও পরিশেষে মিলন।

পঞ্চমে খণ্ডিতা নায়িকা-লক্ষণ-সকল রজনী ধনী কাঁদিয়া পোহায়।

প্রভাতে নায়ক আসে তাহার সভায়॥ অন্য নারী ভোগচিহ্ন তার কলেবরে।

খণ্ডিতা সে কোপ করে সেই নায়কেরে। বিবিধ দশা ভেদে ইহা ও আট প্রকার। ধীরা, অধীরা, সমা, বিদগ্ধিকা, নিন্দিতা, ক্রোধা, ভয়ানকা ও প্রগল্‌ভা বহুবল্লভ লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রী গোবিন্দের বহু সেবিকা, অথচ তিনি নিরপেক্ষ। এজন্য যে তাঁহাকে আদর করিয়া সেবা করিতে চায়, তাহাকে সেবার অবসর প্রদান করাই তাহার প্রেমধর্ম্ম তবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে সকল সেবিকাগণ হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়িতা সান্দ্রানন্দপ্রদায়িনী, কৃষ্ণাকর্ষিনী—রতি ও গুণে বরীয়সী অতুলনীয়া। অন্য নায়িকার সেবা গ্রহণ কালেও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর শ্রীরাধার সর্ব্বোত্তম সেবা মাধুর্য্যের স্মরণে রসায়িত হইয়া উঠে। শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম এত নিবিড়, নিচ্ছিদ্র সান্দ্রানন্দঘন। শ্রীরাধার কৃষ্ণ সেবার এই যে নিত্য বৃত্তি, প্রেমের সর্ব্বাকর্ষত্বই শুদ্ধা প্রেম ভক্তি—যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদি মঞ্জুষায় নিত্য নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার নিকট অন্য বিপক্ষ প্রধানা নায়িকা চন্দ্রাবলীর প্রেম ম্লান হইয়া যায়। কারণ ইহাতে স্বসুখ-বাঞ্ছাগন্ধ মিশ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম স্বসুখ বাঞ্ছা গন্ধরহিত—কেবল কৃষ্ণৈক সুখ বাঞ্ছায় সর্ব্বদা নিমজ্জিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে সঙ্কেত-কুঞ্জে আগমণের ইঙ্গিত করিয়া সহসা বিপক্ষ নায়িকা চন্দ্রাবলীর সখী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক তাহার কুঞ্জে নীত হইয়া সমস্ত রজনী তাহার সেবা গ্রহণ কালেও সান্দ্রানন্দ ঘন দুর্ব্বার শ্রীরাধা প্রেমের আকর্ষন সর্ব্ব শক্তি মান শ্যামসুন্দরকে ও বিকল করিয়া ছিল—স্ব-দেহেতে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অবস্থান করিলেও মনে ও প্রাণে শ্রীরাধার কুঞ্জেই ছিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে গললগ্নীকৃতবাসে নিতান্ত অপরাধীর মত শ্রীরাধার কুঞ্জে আগমন করিলে মানিনী শ্রীরাধা কিছু ভর্ৎসনা করিলেও শ্যাম সুন্দর তাহা অমৃত সম মনে করিয়া বলিলেন—প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসর্ন। বেদস্তুতি হইতে ও হরে মম মন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তদীয় স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধার প্রতি এতাদৃশ প্রেম—বিগাঢ় গভীর প্রীতি সুষমা মণ্ডিত সুস্নিগ্ধ স্বভাব ও মধুর ব্যবহার তাহার কোটি কোটি নায়িকার মধ্যে কাহার ও প্রতি নাই।

প্রানাপেক্ষা প্রিয়-সুকুমার কৃষ্ণের প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার বা ওলাহন প্রদান কোমল প্রাণা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অভিপ্রেত নয়। তবে চতুরা ললিতা ও বিশাখা, প্রিয় সখীগন কর্ত্তৃক শিখানো মানের রীতি অনুসারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পারস্পরিক প্রণয়াকর্ষন আরও তীব্রতর করিবার উদ্দেশ্যে এই সময়ে রাধারাণী কলহান্তরিতা নায়িকার রূপ গ্রহণ করিলেন। কলহান্তরিতা মানে হইয়া বিমুখ। কান্ত ব্যগ্রতা করে হইয়া সম্মুখ। চরনে ধরিয়া কান্ত পড়ে ভূমি তলে। কোপ পরি নিঠুর কথা অপমান করে। বিমুখ হইয়া কান্ত নিজ ঘরে যায়। পিছে অনুতাপ করে বিকল হৈঞা তায়।

অপ্রাকৃত কবিকুল চূড়ামণি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী পাদ তাঁহার অমর গ্রন্থ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে শ্যাম-ধরা শ্রী রাধা চরণ যুগলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে—ঃ

'অয়ি রাধে, স্মরগরলখণ্ডনম্, মম শিরসি মণ্ডনম্', দেহি পদপল্লব মুদারম্।' এই দৃশ্য দর্শনে মঞ্জুবাক্ শারিকা বৃন্দাবন ভরিয়া শ্রীরাধারাণীর জয় ঘোষনা করিতেছে। এই রাধারাণীর কৃষ্ণ প্রেমের

দুর্ব্বার আকর্ষন, প্রণয়ের ও মমত্ববোধের গভীরতা কতখানি, তাহা চুম্বকের আকর্ষন হইতে ও তীব্রভর— তাই রাধারাণীকে সখীললিতা বলিতেছেন—

মান কয়লি তো কয়লি, কলহে কাহে কান্দসি, বৈঠি বিরম তুহুঁ ভবনে। সো কাঁহা যাওব, আপহি আওব, পুনহি লোটায়ব চরণে॥ সুন্দরি বচনে না করবি বিশোয়াস। সজল নয়ানে হরি, পন্থ নেহারই, চিত্রা কহল মঝু প'শ॥ বেনু ধেনু তেজি, সকল সখাগন, পরিহরি নীপ মূলে বসই। রাই রাই করি, শিরে কর হানই, তুয়া নাম ধরি নিশ সই॥ তুয়া লাগি কত বেরি। মঝু ঘরে আওব, মোহে সাধব যব লাখ। চন্দ্রশেখর কহে, তব তুহুঁ বঞ্চবি, আপন কান্তক সাথ॥

কৃষ্ণাকর্ষিনী শ্রীরাধা প্রেমের আরও উদাহরণ আছে। শ্রীরাধা বৃন্দাবনে পৈঠা নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূ্জ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, অন্বেষন রতা সখীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরাধা তথায় উপনীত হইলে, তাহার অগ্রভাগে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরি তাঁহার চতুর্ভূ্জ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, দুই ভুজ পেটের ভিতরে লুকাইয়া ফেলিলেন এবং দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ ধারন করিলেন। একায়ন তত্ত্বে নিষ্ঠিত হৃদয় শ্রীরাধার চিন্তা ভাবনার পরিধির ভিতরে তাঁহার হৃদয় নাথ দ্বিভুজ মুরলীধর ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয় না। এই জন্য শ্রীরাধার একটি মুখ্য নাম কৃষ্ণ প্রিয়াবলীমুখ্যা।

পরিশেষে উভয়ের মিলন হইলে পরস্পরের প্রতি উক্তি—রাধারাণী কৃষ্ণকে বলিতেছেন-বঁধূ তুমি আমার কালিয়া সোনা। সাগরে পাইয়াছি কত করিয়া কামনা। বলেছি কয়েছি দুটো মনেতে করো না। তোমা লাগি সহি কত গুরু গঞ্জনা। বঁধূ হে! আর কি ছাড়িয়া দিব। বুক চিরিয়া, যেখান পরান, সেখানে তোমারে থোব॥ চাঁদবদন সদা নিরখিব,সুখ না চাহিব আধ। তোমাহেন নিধি, মিলায়ল বিধি, এবে পুরিলমনের সাধ॥ প্রেম ডোর দিয়া,রাখিব বান্ধিয়া দুখানি চরণার বিন্দ। কেবা নিতে পারে কাহার শকতি, পাজর কাটিয়া সিঁধ॥ হিয়ার মাঝারে, যে করি সাধ, রাখিতে নাহিক ঠাঁই। অবলা পরানে, হারাই হারাই; খুঁজিয়া পাইতে নাই। অনেক যতনে পাইলাম রতন, রাখিতে নারিলুঁ কোলে। তাহে পাপ চিত, বিধি বিড়ম্বিল, জ্ঞানদাস ইহা বলে॥

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ উক্তি—ঃ

কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই আমি।
রাখালিয়া মতি, কি জানি পীরিতী, লেহের পসরা তুমি॥

জগতে কাহার না হই অধীন, জগতে কাহার না ধারি।
প্রেম ধন মোরে, দিয়াছ কিশোরী, তার শোধ নিতে নারি॥

তুমি মহাজন, যে কর ভৎ'সন, সুধাসম মোহে লাগে।
মোর নাগরালি, বাড়ালে কিশোরী, পীরিতি রভস আগে॥

তোমার ঋণ সে, শোধিতে নারিলাম, প্রেম অনুরাগ বিনে।
কান্ত কহে কানু, গৌরাঙ্গ হইলে, খালাস হইবে ঋণে ॥

আরও বলিলেন—ঃ

শুন রাই বিনোদিনী, আমি যে তোমার ঋণী, তুয়া ঋণ নারিলাম শোধিতে।
শোধিতে তোমার ধার, মনে করি কত বার, পুন আরবার, হৈল জনমিতে ॥
কলিতে পুরিয়া কালি, কলিজা কাগজ করি, যত দিলুঁ নিজ হাতে লিখিয়া।
খত রৈল তব হাতে, খাতক কৈলা নন্দ সুতে, খালাস হব তুয়াগুণ গাইয়া ॥
খত ছাড়াইতে যদি, ধন নাহি দেয় বিধি, ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি, লোটাঞা মাগিব ধূলি, ইহা বৈ আর না পারিব।

ঋণ পরিশোধের উপায়—ঃ

তেজি কাল বরণ, করিব ধারণ, তোমার অঙ্গের কান্তি।
তুয়া নাম লৈয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, অশ্রুজলে হব শ্রান্তি ॥
মিলি ভক্তগন, করিব কীর্ত্তন, রাধা রাধা ধ্বনি করি।
খেনে খেনে মূর্চ্ছা, হইব যখন, অচেতন রব পড়ি ॥
যবে ভেবে তব ভাব, হবে প্রেম ভাব, স্বভাব ছাড়িবে তবে দেহ।
তেজি বংশীধর, হব দণ্ডধর, রাখিতে নারিবে কেহ ॥
অমূল্য রতন, তব প্রেমধন, অযাচকে দিব আনি।
* বীরচন্দ্রে কহে, তবে সে খালাস, পাইবে প্রেমের ঋণী ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রেমের সর্ব্বোত্তমতা উক্ত মহাজন পদাবলীতে পূর্ণ ভাবে উদ্‌গীত হইয়াছে।

রসশাস্ত্রে পঞ্চমুখ্য এবং সপ্ত গৌন এই দ্বাদশ প্রকার রসের অখণ্ড রস বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তদীয় স্বরূপ শক্তি মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অন্তরস্থ নিত্য নব—নবায়মান অনুরাগ বহ্নিতে ঐ রস ক্রমান্বয়ে পরিপাক দশা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে পরিশুদ্ধ কৃষ্ণ—প্রেমে পরিনতি লাভ ঘটে—আর সঞ্চিত হয় ঐ ব্রজ মহা দেবীর বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জলীকৃত হৃদিমঞ্জুষায়, কৃষ্ণ-প্রেমের ভাণ্ডারী আমার প্রেমময়ী রাধা ঠাকুরাণী, তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে প্রদান করেন, শুধু সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই লাভ করিতে পারেন।

প্রাণ বঁধুয়া শ্যামসুন্দরকে দর্শনের ক্ষুধা প্রবলতম এবং তদীয় পাদ পদ্মের নিত্য সেবার জন্য চরমতম আর্ত্তিভরা আকুলীব্যাকুলী ও উৎকণ্ঠাই শ্রীরাধার জীবন বেদ স্বরূপ—সর্ব্বস্বধন। পারকীয়া ভাবে মধুর রসের লীলায়মান জীবনে প্রতিনিয়ত পর্ব্বত প্রমান বাঁধার সম্মুখীন হইতে হয়। বাঁধা যতই অধিক পরিমানে আসে ঐ গুলিকে অতিক্রম করিতে নব নব উপায় উদ্‌ভাবন ও উৎসাহ উদ্দীপনা সমধিক বর্ধিত হয়। স্বতঃ স্ফূর্ত্ত নির্ম্মল প্রেমের আকর্ষনে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা-নারী ধর্ম্ম, কুল ধর্ম্ম, সমাজ ধর্ম্ম, বেদ

ধর্ম্ম, দেহ ধর্ম্ম, গুরু গঞ্জনা, শ্বাশুড়ী-ননদীর দূরপনের কলঙ্কারোপ সব কিছুকে ধূলিতলে ধুলিমুষ্টির মত পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তম শ্যাম সুন্দরের প্রীতি বিধান করাই রাধারাণীর জীবনের চরমতম লক্ষ্য এবং পরমতম প্রাপ্তি শ্রী শ্যাম সুন্দরের শ্রীপাদ পদ্মের নিত্য সেবা লাভ। এই প্রেমে স্বসুখবাঞ্ছা-গন্ধ রহিত, শ্যাম সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী ভাবে বিভাবিত। পদে পদে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া শ্যাম সায়রে নিমজ্জিত হওয়ায়—যে চরমতম ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার প্রয়োজন—তাহা মানবমেধায়—অকল্পনীয়। অশুল্ক দাসীকা শ্রীরাধার—এই নিঃস্বার্থ প্রেমে স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পনের গন্ধমাত্র নাই—কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ'—এই সুর নিত্য অন্তরের অন্তঃ স্থলে অনুরনিত হইত। তিনি শত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় প্রাণবঁধূ শ্যাম সুন্দরের সেবা পরিত্যাগ করেন নাই। স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া প্রাণপতির সেবা করিয়াছেন চিরকাল—প্রেমের রাজ্যে এ আদর্শ বিরল দ্বিতীয় কোন উদাহরন নাই। এই প্রেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—এখানে প্রেমের বিষয় বিগ্রহ—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ—সর্ব্ব জীবের সেব্য, আরাধ্য ও সদোপাস্য বিশ্বাত্মা শ্রীহরি। অনিত্যের হেয়তা ইহাকে স্পর্শ করে নাই। শ্রীরাধার দুর্ব্বার প্রেমের আকর্ষনে অজিত কৃষ্ণও তাঁহার নিত্য বশীভূত, সেব্যের সর্ব্বতোভাবে সুখ-সংবিধানই সেবার মুখ্যতম উদ্দেশ্য বলিয়াই কৃষ্ণাকর্ষিনী শক্তিদায়িনী হইয়া কৃষ্ণ বশীকারত্ব দান করিয়াছে।

শ্রীমতী রাধারাণীর ক্রমশঃ প্রাণ প্রিয়তম গোবিন্দের প্রতি দুর্ব্বার আকর্ষন সান্দ্রানন্দঘন আকার ধারণ করিলে——কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, কিছুই না জানি। জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যামগুনমণি। এই প্রকার শ্যাম-প্রেম রসে শ্রীরাধার হৃদয় সরসি ভরপুর। এই সময়ে বিবাদীগণের চক্ষুতে ধুলি অর্পন করিয়া শ্যাম-সঙ্গ লাভের আশায় মধুর বৃন্দাবনের নিভৃত যোগপীঠে মিলিত হইতে থাকেন অতি সঙ্গোপনে। একদিন বৃন্দার দ্বারা রচিত যমুনা তটে সাঙ্কেতিক কুঞ্জে প্রিয় নর্ম্ম সখীগন সমভিব্যাহারে প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের সঙ্গে মন-দেওয়া-নেওয়ার এক বিচিত্র রহস্য লীলায় লীলায়মানা রহিয়াছেন শ্রীমতি, সেই সময়ে অতি সঙ্গোপনে ছিদ্রান্বেষী ননদী কুটিলা উহা দেখিয়া গেল। দাদা আয়নকে বধুর কীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য সংবাদ দিলে আয়ান প্রথমতঃ সন্দেহ করে নাই, পরে কুটিলমতী কুটিলার পীড়া পিড়িতে ক্রোধবশতঃ এক ভয়ঙ্কর খড়গহস্তে কুটিলার সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির দিকে অগ্রসর হইলে দুর হইতে খড়গহস্ত আয়ানকে দেখিয়া হরিপ্রিয়া হরিষে-বিষাদ গ্রস্তা হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন দেখ,ও প্রাণ বঁধূয়া—ননদী কুটিলার প্ররোচনায় দারুন কোপভরে খড়গ হস্তে আয়ান এদিকে আসিতেছে আজ আমাকে প্রানে বধ না করিয়া ও ক্ষান্ত হইবে না। পালাও পালাও তুমি হে বংশীবয়ান, যা হয় আমার ভাগ্যে যায় যাবে প্রান। দাসীর লাগিয়া কেন মজিবে শ্রীহরি। তুমি সুখে থাক শ্যাম আমি প্রাণে মরি। কুটিলার দুষ্ট পরামর্শে নপুংসকের হস্তে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা ক্রমে আর্ত্তিভরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—আমি যখন এখানে বিদ্যমান আছি, তখন হে শশীমুখি, তুমি আয়ানকে ভয় করিতেছ কেন? এখনই আমি আয়ানকে এই অবাঞ্ছিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিব। শ্রীকৃষ্ণ তখন আয়ানের আরাধ্যা দেবী—শ্রীকৃষ্ণ অনুগতা সেবিকা দেবী কালিকাকে আদেশ করিলেন—আমাকে

আড়াল করিয়া, আমার সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মানা হইয়া রাধার পূজা গ্রহণ করিতে থাকে। ইহাতে আয়ান ঘোষ পরম সন্তোষ লাভ করিবে এবং নারী বধ রূপ অবাঞ্ছিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া শান্ত স্বভাব ভক্তে পরিণত হইবে। সমস্ত দেব—দেবীগণ ত সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দের নিত্য আধিকারিক সেবক-সেবিকা রূপে প্রভুর সেবার সুযোগ পাইলেই কৃত কৃতার্থ। দেবী কালিকা প্রভুর সেবার নিমিত্ত স্বীয় বিশাল কায়া ধারন করিয়া দীর্ঘ কেশদাম পৃষ্ঠদেশে পদযুগলের গুলফ পর্যন্ত বিস্তার পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলের নয়নে যোগমায়া প্রভাবে কৃষ্ণ কালীরূপে প্রতিভাত হইলেন। শ্যামের ইঙ্গিতে রাধা শ্যামার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ললিতাদি সখীগণ তৎক্ষণাৎ শ্যামা পূজার উপাচার উপকরন সংগ্রহ করিয়া শ্রী রাধার হস্তে অর্পন করিতে লাগিলেন। জবা-পুষ্প রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া মহাযোগিনীর ভাবাবেশে শ্রীরাধা শ্যামার অর্চ্চনে রতা দেখিয়া অগ্নিতে বারিবর্ষনের ন্যায় আয়াণের ক্রোধ নির্ব্বাপিত হইল। মহা-সতী শ্রীরাধার সেবাগুণে আকৃষ্টা হইয়া স্বীয় ইষ্ট দেবী কালীমাতা প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। সারাজীবন দেবীর আরাধনা করিয়া ও যে দেবীর দর্শন লাভ করিতে পারি নাই, আজ আমার রাধার শুদ্ধাভক্তি গুণে তাঁহার দর্শন লাভ করিলাম। আয়ান ঘোষ হস্তস্থিত খড়গ দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া দেবীর চরণে প্রণাম করিল এবং উত্থিত হইয়া ভক্তি ভরে দেবীর বিবিধ স্তব কবিতে লাগিল। আজ হইতে শ্রী রাধার প্রতি আয়ানের ধারনা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল আর কুটিলাকে অজস্র কটু ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিল। 'কুটিলে তুই অযথা নিরপরাধা শ্রীরাধার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকিস, আজ তোকে এই খড়গাঘাতেই দ্বিখণ্ডিত করিতাম, যদি তুই আমার ছোট ভগ্নী-নারী না হতিস্।

পরের দিন এই ঘটনা শ্রীরাধা বৃন্দার নিকটে বর্ণণা করিতেছিলেন।
'শ্রীমতী কহেন ও গো শ্রীবৃন্দে হিতৈষী। সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল সর্ব্বনাশী ॥
কালি যে আয়ান করেছিল সমাধান। ভাগ্যে কালার আদেশে কালী করিল রক্ষন ॥
এতগুন না থাকিলে আমার কৃষ্ণেতে। সাধে কি হয়েছি দাসী বাঁশীর স্বরেতে ॥
বিপদ ভঞ্জন সেই আমার ত্রিভঙ্গ। জন্মজন্ম হয় যেন সেই শ্যাম সঙ্গ ॥
বৃন্দা বলে ওগো রাই করি নিবেদন। তোমার কৃষ্ণের গুণ কে করে বর্ণণ ॥
কখন পুরুষ হয়, কখন রমনী। চিন্ময় স্বরূপে নিত্য সাকার তিনি ॥
কটাক্ষেতে দেখ শ্যাম জগত ভুলায়। আয়ানে ভুলাতে তাঁর নহে বড় দায় ॥
সকলি কি ভুলে গেলে রাই কমলিনী। জগতের গতি হরি, তুমি জগৎপালিনী ॥
করিয়া মনুষ্য লীলা হয়েছ বিস্মৃতি। আমি তো সকল জন্ম জানি গো শ্রীমতী ॥
তুমি তাঁর, কৃষ্ণতব, সত্য সনাতন। দুই অঙ্গে এক অঙ্গ বেদের বচন ॥
এক মুখে তোমাদের বর্ণিব কি প্যারি। চতুর্ম্মুখ চারি মুখ দিলে বর্ণিতে সে পারি ॥
এই রূপে দুই জনে করে আলাপন। শুনিলে অনন্ত পাপ হয় বিমোচন ॥

পরদিন নিশা যোগে নিকুঞ্জে রাধারাণী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইলে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বল রাধে কুটিলা তোমাকে কি বলিল ? কালীরূপ দর্শন করিয়া কি তাহার মনের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল ?

শ্রীমতী কহেন, শ্যাম শুন পরিচয় ! কুটিলা কুটিল মতি ভুলিবার নয় ॥
তোমার অসাক্ষাতে সে আয়ানে বলেছে। ভোজ বিদ্যা বলে কালা কালিকা হয়েছে ॥
তুমি সে বিশ্বের পতি, ওহে পীতবাস। ভুলেও কুটিলা তাহা না করে বিশ্বাস ॥
মলেও তোমার দ্বেষ করিতে না ছাড়ে। হইলে তোমার কথা কত গালি পাড়ে।
কুটিলার মুখে যাহে পড়ে চুন কালি। এমন উপায় কিছু কর বনমালী ॥
বিশেষে কলঙ্কী মোরে বলয়ে সকলে। ঘুচাও সে নাম শ্যাম নিজ দাসী বলে ॥
হরি কন কমলিনি, স্থির কর চিত। কলঙ্কিনী নাম তব ঘুচাব ত্বরিত ॥

অন্য কোন দিনে গোপনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীমতী কহিতে লাগিলন—ঃ

নাববাচ্যঃ বচঃ সর্ব্বে নাথাহিতগণামিথঃ
ব্রুবন্ত্যোনুচরন্ত্যেব সন্ততং সংঘ সঃ প্রভো !

হে নাথ, হে প্রাণপ্রিয়তম গোবিন্দ ! হে প্রভো ! আমি আর তো গোকুলে বদন তুলিতে পারি না, পরস্পর গোপ গোপী সকলেই আমাকে কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী বলিয়া অপবাদ দিতেছে। (যাঁহারা আমার প্রতিপক্ষ তাঁহারা ঐ পক্ষে সপক্ষ হইয়া আমার পক্ষে কলঙ্ক আরোপ করিয়া কক্ষ বাজাইয়া বেড়াইতেছে) হায় ! অবশেষে আমার কপালে কি তোমা হইতে এই ঘটনা হইল। আমার অপরাধ আমি তোমায় ভালবাসি !—এহ জগতে আমার বঁধুয়াকে সবাই ভালবাসে। আমি যদি একটু বাসি দারুন লোকে হাসে। গোলোক পতি শ্রীগোবিন্দকে ব্রহ্মা—শিবাদি দেবতা নিকর, ধ্যানী-জ্ঞানী, তপস্বী যোগীন্দ্র-মুণীন্দ্রাদি সকলেই, এমন কি রাজেন্দ্রবর্গ পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ, বনং গত্বা হরিং ভজেৎ। আমি ত নাথ, সেই সর্ব্বারাধ্য, সদোপাস্য সেই গোলোক নাথ তোমাকেই ভাল বাসিয়াছি আমার দোষটা কোথায় ? তবু ও এই দুরপনের কলঙ্কের ডালি আমি মস্তকে বহন করিতেছি, আর পারি না।

বরং হলাহলং পেয়ং মৃত্যুর্ব্বোদ্বন্ধতো বরম্। বরং শস্ত্র প্রহারেণ ত্যাগোস্মুনা মধোক্ষজ ॥

হে নাথ ! বরং বিষপানে, উদ্‌বন্ধনে, ছুরিকাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করা ভাল, তথাপি এই রূপ কলঙ্কের ভার বহন করা সম্ভব নয়।

এবং শোক পরীতা ব্রুবতীং যদুনন্দনঃ। ক্রোধ বাষ্পৌঘপূর্ণে ক্ষণ মাহ জনার্দ্দনঃ ॥

এই রূপ শোকে পুরিত কলেবরা, মহাক্রোধে বিস্ফুরিতাধরা এবং অশ্রুজলে পরিপূর্ণা লোচনা হইয়া এই কথা বলিলেন— ইহা শ্রবন করিয়া তখন জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন—

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ময়ি জীবতি তে প্রিয়ে। অপ নেষ্যে বাচ্যতাং তে শৌরজান পদৈঃ কৃতাম্ ॥

হে ভীরু, হে প্রিয়ে রাধে ! পুরবাসী জনগন কর্ত্তৃক এতন্নগরে যে তোমার অপবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা আমি অপনোদন করিয়া নিষ্কলঙ্কিনী করিব।

তাং তেষু প্রতিপদ্যাথাবাচ্যতা মহমোজসা। পুরস্তে প্রতি জানাসি সত্য মেতন্নচাণ্যথা।
সুস্থস্বাস্তক্ষনং পশ্য নমৃষা তে বদাম্যহম্॥

তোমার প্রতিপক্ষ গণেরা তোমাকে অসতী বলিয়া যে অপবাদ দিতেছে, সেই অপবাদে—তাহাদিগকে অপবাদিনী করিব, ইহা তোমার সাক্ষাতে সত্য কহিতেছি, ইহার অন্যথা হইবে না, তুমি ক্ষণকাল সুস্থ মনে থাকহ, অতি সত্বর দেখিবে আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে।

এবমাসান্ত্য তাং বাচা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। নিশাবসানে নন্দস্যাগমদালয়মুত্তমম্॥

তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ভগবান শ্রী হরি রাত্রিকালে নন্দালয়ে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

মায়য়া নন্দতনয় মামযৈর্গত চেতনম্। অলসং মূঢ় সংজ্ঞানং কফাচ্ছন্ন শিরোরুজা।

অনন্তর প্রভাতে নন্দনন্দন বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন স্বীয় মায়া বিস্তার করতঃ কপট রোগ যন্ত্রনাচ্ছলে শয্যাতলে মা যশোদার কোলে শায়িত হইয়া হঠাৎ মূর্চ্ছাগত প্রায় হইলেন, কফাচ্ছন্ন কলেবর, দুঃসহ শির-বেদনাতে অজ্ঞান প্রায় সংজ্ঞারহিত, সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া গেল।

এহি বৎস্য পিবৈর্ভিস্তং গোপার্বৈমুর্দিতাত্তবান্। উত্থায়মৎ স্বান্ত মাশু নন্দয় মধূরাক্ষরৈঃ॥

উঠ, উঠ, আমি তোমার মা যশোদা জননী বারম্বার ডাকিতেছি। একবার বিধুবদনে সুমধুর স্বরে মা বলিয়া ডাক—শুনিয়া আমার হৃদয় শীতল হউক। কিন্তু কৃষ্ণ কিছু মাত্র উত্তর দিলেন না, অতি রোগের যন্ত্রনায় অজ্ঞান প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে মা মহাভয়ে ভীতা ও অচৈতন্য প্রায় হইলেন। নানা মায়াধারী হরি মৃতবৎ হইলেন, স্পন্দন রহিত দেখিয়া পিতা ও মাতার মহাশোক ও খেদ। ব্রজ বালক সখাগণের বিলাপ, রোগপ্রপমন কল্পে নানা প্রকার শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াও কিছু হইল না। অনন্তর নন্দ মহারাজ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিবার জন্য দিকে দিকে দূতগণ কে প্রেরণ করিলেন। অকৃতকার্য্য হইয়া দূতগন প্রত্যাবৃত্ত কালে নন্দালয়ের সন্নিকটে এক জন বৈদ্যের সহিত সাক্ষাৎকার হইল।

ততো নন্দলয়াভ্যাসে ভ্রমন্তং সূর্য্যবর্চ্চসম্। অতি প্রগলভবদনং প্রসন্নাজারুনেক্ষণম্।
পুস্তকং ভেষজঞ্চৈব নধাননৌষধং বহু॥

বৈদ্য অতি বিচক্ষন প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন বদন ও সুপ্রসন্ন অরুনবর্ণ পদ্মদলের ন্যায় চক্ষু, নানা-বিধ আয়ুর্ব্বেদ পুস্তকধারী এবং বহুবিধ ঔষধ পোটকা সমভিব্যাহারে আছেন জিজ্ঞাসা করিলে বৈদ্যরাজ বলিলেন—ঃ

বিদ্ধিমাং বৈদ্যরাতেতি রুগ্রিপু তচ্চিকিৎসকম্' প্রার্থয়া নাময় যুতং নরং নরবরং সদা॥

ভো দূতগণ আমাকে সর্ব্বরোগের নিরাময় কারী বৈদ্যরাজ বলিয়া জানিবে। এই কথা শুনিয়া দূতগণ অতি সত্বর নন্দমহারাজকে এই সংবাদ দিলে, নন্দ মহারাজ আসিয়া অতি সমাদরের সহিত বৈদ্যরাজ

কে স্বীয় গৃহে আনয়ন করিলেন। পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক দিব্য আসন প্রদান করতঃ অতি বিনীত ভাবে মূর্চ্ছাগত নীলমণির চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করিলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দেহেতে এখন ও প্রাণ আছে। এ রোগ ও আমি নির্ণয় করিয়াছি, এই রোগ প্রশমনে উপযুক্ত ঔষধ ও আমার নিকট আছে, শুধু অনুপানের ব্যবস্থা হইলেই অতি সত্বর রোগ নিরাময় হইবে। এ কথা শুনিয়া নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য সকলে আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বলুন বৈদ্যরাজ সেই মহৌষধির অনুপান কি? বৈদ্যরাজ তখন বলিলেন—এক পতি যুতা কোন সতী নারী সহস্র ছিদ্র কলসীতে যমুনা হইতে কেশ সেতু পার হইয়া জল আনিতে পারিবেন—সেই জলে ঔষধ মিশ্রন করিয়া পান করাইলেই রোগী জীবিত হইয়া উঠিবে।

অতঃ পর শ্রীনন্দ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া যত সতীনামধারী নারীগণকে একে একে জল আনয়নে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কেহই জল আনিতে সক্ষমা হইলেন না। নদী তীরে শুন্য কুম্ভই পড়িয়া রহিল। নন্দ মহারাজ হতাশ হইয়া নন্দরানী যশোদাকে বলিলেন। নন্দরাণী বলিলেন—ঃ

শৃণু রাজন্ বচো মহ্যং কিমর্থং তব চাত্মনঃ। অহং পানীয় মানিষ্যে কুম্ভেন সলিলেন চ—॥
এক পত্নী তু বিখ্যাতা সর্ব্ব এব হি বিদিতং তব। মম বৃত্তমশেষেণ আবাল্যং রাজ সত্তম॥

হে রাজন্ আমি আবাল্য এক পতি সেবা পরায়না, একথা সকলে অবগত আছে, আসি আমার নীলমনির নিরাময়ের জন্য সহস্র ছিদ্র কলসীতে জল আনয়ন করিব। এই কথা বৈদ্যরাজ শুনিয়া ভাবিলেন মাকে লজ্জিত করা ঠিক হবে না। বৈদ্যরাজ বলিলেন—

শৃণুরাজন্ বচস্তথ্যং হিতং রাজ্ঞাস্তব প্রভো। নৌষধং তদ্বিজানীয়ামাত্রা যৎ সমুপাহৃতম্॥

হে নন্দরাজ, আমি যশোমতীর এবং তোমার হিতকনক তথ্যকথা যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মাতা কর্ত্তৃক যে সকল দ্রব্য আহৃত হয়, সে সকল কে ঔষধ বলিয়া জানি ও না।

মাত্রা দত্তং বিষমপি খরং পিযুষ সন্নিভম্। নাময়ং শময়ে ত্তত্তু রোগীনাং রাজ সত্তম॥

মায়ের দত্ত খরতর বিষও অমৃতে পরিণত হয়, মায়ের আনিত জলে রোগ নিরাময় হইবে না।

ইতিমধ্যেই বৈদ্যরাজ তাহার পুটলী হইতে এক উজ্জ্বল ধারালো অস্ত্র দিয়া মূর্চ্ছাগত কৃষ্ণের মস্তক হইতে এক গুচ্ছ চুল কর্ত্তন করিয়া, চুলগুলি একটির সঙ্গে অপরটি যোজনা করিয়া চুলের সেতু রচনা করিয়া যমুনার এক পারে কোন তমাল বৃক্ষের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া অপর পারের কোন তমালের কাণ্ডে বদ্ধ করিয়া যমুনা উপরে দোদুল্যমান কেশসেতু রচনা করিয়া দিলেন। ঘোষনা করিলেন—যে সতী ঐ কেশ সেতুর উপরে আরোহন করিয়া মধ্য যমুনা হইতে সহস্র ছিদ্র কলসীতে জল পূর্ণ করিয়া নির্বিঘ্নে জল আনয়ন করিতে পারিবেন, সেই জলে ঔষধ গুলিয়া মূর্চ্ছাগত রোগীকে সেবন করাইলেই সুস্থ হইবে।

ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে গিয়া দূতেরা প্রার্থনা করিতে লাগিল, অবশেষে জটিলাকে ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করা হইলে, তখন জটিলা তাহার কণ্যা কুটিলা সহ আগমন করিলেন। এই কুটিলাই ভানুনন্দিনীকে

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নিন্দাকরিত। আজ সতীত্বের পরীক্ষা দিবার জন্য গর্ব্বভরে কুটিলা কলসী লইয়া জল আনয়ন করিতে চলিল। জল আনয়ন করা দূরের কথা কেশ সেতুতে পা স্পর্শ মাত্রই ছিন্ন হইয়া যমুনার জলে পড়িয়া তরঙ্গে ভাসিয়া চলিল, পরে নৌকারোহীরা তাহাকে উদ্ধার করিল। তখন সে হতাশ হইয়া বৈদ্যরাজ কে বলিল—বৈদ্যরাজ ! আমি যদি সতী সাবিত্রী নহি, সতী শিরোমনি শৈলেন্দ্র নন্দিনী ও এই প্রকার বিধানে জল আনিতে পারিবে। বৈদ্যরাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওহে ! সতীর মহিমা তুমি অবগত নহ।

এইবার বৃদ্ধা জটিলার পালা। পূর্ব্ব ভাবে গর্ব্বিতা জটিলা জল আনয়নে গমন করিয়া নব-নির্ম্মিত কেশ সেতুতে পদ স্পর্শেই কুটিলার মত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইল। মা যশোমতী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—হায় আমার নীলমণির অবস্থা কি হইবে ?

এইবার অতি কাতর ভাবে বৈদ্যরাজ কে বলিলেন, আপনি যদি জ্যোতিষ বিদ্যাবলে গণণা করিয়া বলিতে পারেন—এই ব্রজ ভূমিতে কে মহামতী আছেন, যিনি আমার নীলমনিকে বাঁচাইতে পারেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈদ্যরাজ মৃত্তিকার উপরে রেখাপতে করিয়া গণণা করিতে লাগিলেন। বিবিধ চিত্র, অনেক যন্ত্র রচনা করিয়া অবশেষে প্রফুল্ল চিত্তে বলিয়া উঠিলিন-নন্দগেহিনী, চিন্তা করিবেন না, এই ব্রজ ধামে একজন পরম সতী রহিয়াছেন, যাঁহার চরন-রজে বিশ্ব পবিত্র হইবে। উহাকে আহ্বান কর। উহার নাম রাধা।

ভানু কিশোরী এই ঘটনা অবগত নহেন। তিনি তাঁহার প্রাসাদে বসিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইয়া পুষ্প-মালিকা গ্রন্থণ করিতেছিলেন, আর কণ্ঠে গুন গুন করিয়া প্রিয়তমের মহিমা ব্যঞ্জক গান করিতে-ছিলেন। আর মানস পটে ললিতত্রিভঙ্গ শ্যাম সুন্দরের ধ্যান মগ্ন ছিলেন। নেত্র জলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন—

বঁধূ কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী ।
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে ॥
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে আপন বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু, ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলিও মোরে অবলা বলিয়া যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণ নাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥

অকস্মাৎ নন্দরাণীর আদেশ শ্রবণ করিয়া এবং প্রাণ প্রিয়তমের অসুস্থতার কথা জানিয়া, তৎক্ষনাৎ বায়ুবৎ ত্বরিতগতিতে নন্দালয়ে উপনীত হইলেন। তাঁহার পাবন আগমনে নন্দভবন এক অভিনব স্তুবর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তরুণ বৈদ্য সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্থিত হইয়া ভানুকিশোরীজীকে মস্তক অবনত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ভানুনন্দিনী ও সকলকে যথাযোগ্য বন্দনা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক নন্দরাজ ও নন্দরাণীর অনুজ্ঞাক্রমে অতি নম্রভাবে অন্তরে প্রাণ প্রিয়তমকে ভাবনা করিতে করিতে সখীজন সমভিব্যাহারে কলসী কক্ষে লইয়া যমুনার দিকে অগ্রসর হইলে, চারিদিকে তুমুল হর্ষধ্বনি, রাধারাণীর জয় ধ্বনি-উত্থিত হইল। তিনি কিছুক্ষন যমুনা তটে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্ট পদে প্রাণের আর্ত্তি নিবেদন করিলেন। সহসা যমুনা জলে ছায়ারূপে শ্যামসুন্দরের হাসি মাখা মুখ ও অভয় হস্তের সঙ্কেত লাভ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া সহস্র ছিদ্র কলসী কক্ষে লইয়া কেশসেতুর সন্নিধানে আসিয়া প্রিয়তমের মস্তকস্থিত কেশ কে সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কেশ সেতুতে আরোহন করিলেন। অনন্তর কেশ সেতুর উপরে চরণ সঞ্চালন পূর্ব্বক যমুনার এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একবার নয়, তিন তিন বার গমনাগমন করিয়া অবশেষে মধ্য যমুনায় আসিয়া কলসীতে ঢেউ দিয়া জল ভরিলেন। ঐ সময়ে তরঙ্গায়িত জলের ভিতরে প্রিয়তম হাসিমাখা মুখে সহস্র অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া কলসীর সহস্র রন্ধ্র বন্ধ করিয়া দিলেন। কলসী হইতে জল একটুখানিও নিঃসরিত হইল না। তবু ও ললিতাদি সখীগণ কে বলিলেন—দেখ ত সখি: কলসী হইতে জল পড়িতেছে কি না। তাঁহারা সোৎসাহে বহুক্ষন নিরীক্ষন করিয়া দেখিলেন এবং সহর্ষে বলিয়া উঠিলিন—জয় শ্রীরাধারাণী কি জয়! মহাসতী ভানুকুমারী কি জয়!! চারিদিকে শঙ্খ ধ্বণি, উলুধ্বনির ভিতরে বিপুল জয় জয় কারের মধ্যে নম্রপদে শ্রীরাধা জল পূর্ণ কলসী আনিয়া বৈদ্যরাজের অগ্রভাগে সংস্থাপন করিলেন। বৈদ্যরাজ পরম উল্লাস ভরে ঘোষনা করিলেন—এই ব্রজভূমিতে ইনিই একমাত্র সতী। বৈদ্যরাজ আরও বলিলেন—:

সাধু সাধুবরে সাধো রাধে দৈবং তবেঙ্গিতম্।
করোতি প্রেষ্যবৎ প্রেষ্ঠে মহাভাগ্য তথৈব চ॥

হে রাধে! তুমিই ব্রজমণ্ডলে সাধু অথবা তোমাকে অসাধু যে বলে, সেই অসাধু! হে সাধ্বি! তোমার মহাভাগ্য! যেহেতু তব ইঙ্গিত মাত্রে দৈব দাসবৎ কার্য্য করিল। অতএব তুমি ধন্যা মহাভাগ্যবতী।

ব্রজমণ্ডলের অন্যান্য রমণীগণ যাহারা এই দুষ্কর কার্য্যের জন্য গর্ব্বভরে সহস্র ছিদ্র যুক্ত কলসীতে যমুনার জল আহরনে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহারা ও পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন—

অহো ধিগ্ মদ্বিধানারীর্য্যা পত্যুশ্চরণাম্বুজৌ।
ধ্যায়ন্ত্যোনুদিনন্ত্বহঃ ক্ষণার্দ্ধমিব চানয়ন্॥

হে সখি! আমাদিগের মত পতিব্রতা যে সকল কূল কামিনীগণ, যাহারা অতন্দ্রিত দিবারাত্রি আপন আপন পতির চরন যুগল ধ্যান করিয়া থাকে, তাহারা কেহই সরন্ধ্র কুম্ভে যমুনা হইতে জল আনিতে

সক্ষম হইল না, এই ব্রজমণ্ডলে কলঙ্কিনী নামে বিখ্যাতা হইয়া জটিলা বধূ রাধা ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে আনয়ন করিল, হায়, দৈবের গতি কিছুই জানা যায় না।

অনন্তর বৈদ্যরাজ ব্রজবাসীদিগের আনন্দ-সম্বর্দ্ধিনী শরৎ চন্দ্রনিভাননী, হর্ষপ্রস্ফুরিতাধরা শ্রীমতী রাধিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে দেবি! তোমার ঐ পদ্মহস্তে জলকুম্ভ হইতে তিন অঞ্জলি জল এই পাত্রে প্রদান কর—আমি ঐ জলে প্রাণদায়ী মহৌষধি সংমিশ্রন করিয়া রোগীকে সেবন করাইব।

অচেনয়ন্নন্দ বাল মরাল কুঞ্চিতালকম্। ব্রহ্ম চেতনদং বিদ্বন্ কৈতবৌষধি সেবনে॥

কুটিল কুন্তলাবৃত মুখারবিন্দ নন্দনন্দন গোবিন্দকে ঐ ঔষধিতে বৈদ্যরাজ সচৈতন্য করিলেন। হে বিদ্বান, ভগবানের কি অত্যাশ্চর্য্য মানবলীলা অপার মহিমময় ভগবান্ নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম এবং তদুপাসনা করিতে উপাসক দিগকে যিনি চৈতন্য প্রদান করেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভবরোগ নিবারনকারী শ্রীকৃষ্ণ আজ কিনা বৈদ্যকৃত কপট ঔষধির সেবনে তৎকালে আরোগ্য লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় লঠিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠিল। সকলে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগিল। মা নন্দরানী নিজক্রোড় দেশে বসাইয়া বসাইয়া প্রথমে রাধারাণীর বদনে ক্ষীর সর নবনী প্রদান করিতে উদ্যত হইলে রাধারাণী উহা অগ্রে গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করিলেন। মা কৃষ্ণের বদনে প্রথমে অর্পন করিয়া অবশিষ্ট রাধারাণীকে প্রদান করিলে তিনি সানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন।

এই রূপে ব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধারাণীর মহিমা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। মহাসতী বলিয়া পবিত্রাধার রূপে সর্ব্বত্রই সম্মানিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর স্বয়ং ভগবান্ গোলোকেশর শ্রীগোবিন্দের তুল্য নিখিলকল্যান বারিধি স্বরূপা জয়শ্রী শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরানীকে শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাজ পট্টমহিষী রূপে মহাভিষেক করিবার জন্য বৃন্দাদেবী প্রস্তাব করিলে পরে দেবী পৌর্নমাসী এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃ করণে সমর্থন করিলেন। পদ্মপুরানে কার্ত্তিক মাহাত্মে শ্রীশৌনক-নারদ সংবাদে অবগত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়া জানিয়া শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য দান করিয়াছেন। 'বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রতুষ্যতা।' গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শ্রীরাধারাণীর বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে অভিষেক লীলা বর্ণনায় অত্যন্ত আবেশ দেখা যায়। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ, তাঁহার স্তবমালায় এবং শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ তাঁহার স্তবাবলী গ্রন্থে ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদের ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ জীব গোস্বামি চরণ শ্রীরাধারাণীর মহাভিষেক বর্ণণার জন্য মাধব—মহোৎসব মহাকাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন। মহামাঙ্গলিক উৎসব দ্বারা সকলের উপস্থিতিতে বৃন্দাবন—সম্রাজ্ঞীরূপে শ্রীরাধার মহা অভিষেক! সুতরাং গোপন নহে—শ্রীযমুনা মূর্ত্তিমতী, একানংসাদি দেবীগণ অনেকেই উপস্থিত, মহারাজ শ্রীনন্দ, শ্রীবৃষভানু, যশোদা, কীর্ত্তিদা প্রমুখ বর্ষিয়ান ও বর্ষিয়সী গোপ গোপীগণের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধার মহাভিষেক করিবেন। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। এই সময়ে শ্রীরাধারাণী অত্যন্ত লজ্জিতা ও বিনম্রা হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—শ্যাম সুন্দর কে অভিষেক

করিলেন না কেন ? পৌর্ণমাসী বলিলেন—হে ধীরে ! তুমি যে ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যশালিনী, শ্যাম বড়ই চঞ্চল। অতএব আমরা বৃন্দাবন—সম্রাজ্ঞীরূপে তোমাকেই অভিষেক করিব।

এই মহাভিষেকের কথা—মৎস্যপুরাণে—'রাধা বৃন্দাবনে বনে' এই বাক্যে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদের দানকেলি কৌমুদীতে, স্তবমালায় রাধারাণীকে 'অতুলমহসি বৃন্দারণ্যরাজ্যেভিষিক্তাম্' ইত্যাদি পদ্যে এবং 'প্রেমেন্দুসুধাসত্র' নামক বৃন্দাবনেশ্বরীর অষ্টোত্তর শত নামস্তোত্রে 'রাধাকৃষ্ণবনাধীশা, 'বৃন্দাবনেশ্বরী ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টতঃ ইহার সূচনা করিয়াছেন। শ্রীমৎ দাস গোস্বামি পাদ তদীয় মুক্তাচরিতে ব্রজবিলাস স্তবের ৬১ শ্লোকে এবং বিলাপকুসুমাঞ্জলির শ্লোকে রাধাভিষেক বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আচার্য্যপাদগণের মন ভরে নাই। তাই শ্রীমৎ রূপ গোস্বামি পাদের আজ্ঞাবলে শ্রীমৎ জীব গোস্বামীচরণ বিস্তৃত ভাবে রাধাভিষেক বর্ণণাময় 'শ্রীশ্রী মাধবমহোৎসব' নামক বিরাট কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্রীরাধার অভিষেক দর্শন বাসনায় শ্রীবৃন্দাদেবীকে আদেশ দিতেছেন, যাহাতে সমস্ত ব্রজবাসীগণের সমক্ষে এই মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শ্রীবৃন্দাদেবী অলক্ষ্যে থাকিয়া আকাশবাণীতে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রী নন্দাদি ব্রজবাসীগন—কে শুনাইয়া শুনাইয়া এই আনন্দ-সংবাদ ঘোষনা করিলেন—ঃ

শ্রীরাধামতুলগুণাম্বুধীন্দুলক্ষ্মীং শ্রীবৃন্দাবনভুবি বিশ্ববন্দিতায়াম।
যোগীন্দ্রে ! দ্রুতমভিষিঞ্চ কাঞ্চণালি শ্রীরাজন্মনিযুক্তি সিংহপীঠপৃষ্ঠে ॥
রাধায়াময়মভিষেক-কান্তিপুরঃ শ্রীদঃ স্যাদ্বনমণু গোকুলভুবঞ্চ।
অংশূনামুদায় ইবামৃতাংশুমূর্ত্তৌ যদ্যোগ্যে খলু বিভবোঽখিলং ধিনোতি ॥

—মাধব মহোৎসব—৪।১০-১১,

হে যোগীন্দ্রানি পৌর্ণমাসি ! সমগ্রবিশ্বের মৌলিরত্নমালা স্বরূপ মধুর বৃন্দাবন ভূমিতে সুবর্ণ সমূহের মহাসৌন্দর্য্য মণ্ডিত মণি খচিত সিংহাসনে অতুলগুণ সমুদ্র জাত এই চন্দ্রলক্ষ্মী শ্রীরাধাকে শীঘ্রই অভিষিক্ত কর। চন্দ্রমাতে জ্যোৎস্নারাশির উদয়বৎ শ্রীরাধাতে এই অভিষেক কান্তিধারা বৃন্দাবনে, গোকুলে এবং সমগ্র পৃথিবীতে অতুলনীয় শোভা সমৃদ্ধি আনয়ন করিবে। যেহেতু যোগ্যপাত্রে বিভব উপস্থিত হইলে বিশ্বের প্রীতিদান করিয়া থাকে, পরম লজ্জাবতী শ্রীরাধার প্রতিও সকলের সমক্ষে এই রাজ্যাভিষেক কার্য্যটি অঙ্গীকার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানান হইল—ঃ

হে রাধে ! ত্বমিহ চ মাস্ম ধার্ষ্ট্য বুদ্ধ্যা সঙ্কোচীর্যাদিদমশেষদুঃখহন্তৃ।
শালীনা অপি কুলকন্যকাঃ সভায়াং দৃশ্যতে পতিবরণায় বীতলজ্জাঃ ॥ ঐ-১৭,

হে রাধে ! তুমিও ইহাতে ধৃষ্টতা-বুদ্ধিতে সঙ্কোচ করিও না——যেহেতু ইহাতে নিখিল দুঃখনাশ হইবে। দেখাও ত যায়-সলজ্জ কুলকণ্যারাও সভায় বিগতলজ্জ হইয়া পতিবরন করিয়া থাকে। শ্রীরাধা সখীগনসহ আকাশবাণী-রূপ মধু কর্ণচষকে মুহুর্মুহু পান করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে

লাগিলেন। ব্রজমণ্ডলে সকল লোকের মহাহর্ষময় কলকলনাদ এবং বিবিধবাদ্যের মহাধ্বনি শ্রুতি গোচর হইতেছিল, কুন্দলতার দ্বারা এই আনন্দ সংবাদ ব্রজে বিশেষভাবে প্রচারিত হইল। শ্রী কৃষ্ণের আনন্দের সীমা নাই। মহাসমারোহ বিবিধমাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, গান, নৃত্য বাদ্যাদি সহকারে অধিবাস কৃত্য সুসম্পন্ন হইল। অভিষেক দিবসে অভিষেক চত্বরে গমনকালে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত পীতবর্ণ কান্তি ধারায়-স্থাবর জঙ্গম সব এক অভিনব দীপ্তি ধারণ করিলে সকলেই বিমোহিত হইল। বিপুল জয়-ধ্বণি, শঙ্খধ্বনি এবং উলু ধ্বনির ভিতরে শ্রীরাধা অভিষেক রত্নবেদীতে আরোহন করিলেন। যমুনা মুর্ত্তি-মতী, একানংসা, রুদ্রাণী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি দেবীগন মানবীর বেশে সমাগতা। মহা মহা অভিষেকের আয়োজন সুসজ্জিত।

তঁহি পুন ভগবতি পৌর্ণমাসী দেবী ব্রজবনদেবকী সাথ।
রাইক শুভ অভিষেক করন লাগি আতুল উলসিতগাত॥
কত শত ঘট ভরি বারি—সুবাসিত তঁহি করল উপনীত।
দধি ঘৃত গোরস কুঙ্কুম চন্দন কুসুমহার সুললিত॥
বাস ভূষণ উপহার রসায়ন আনল কত—পরকার।
রতণ বেদীরোপর বৈঠল শশিমুখি সখীগন দেই জয়কার॥
শ্রীবৃন্দাবন ভূমিশ্বরি করি ভগবতী করু অভিষেক।
চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল কলরব আনন্দে মোহন দেখ॥ —পদকল্পতরু।

অভিষেকের পর সখীগন রাজরাজেশ্বরীর উপযোগী বেশভূষায় শ্রীমতীকে সুসজ্জিত করিলেন। একানংসা শ্রীশ্যাম সুন্দরের ললাটে স্পর্শ করাইয়া বিচিত্র হীরক-পান্না চুনী—মণি রত্নের সিংহাসরে অধিরূঢ়া শ্রীরাধার ললাটে রাজ টীকা পরাইয়া দিলেন। সর্ব্বত্র মহাজয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। স্থাবর জঙ্গম সব পঁরমানন্দরসে মগ্ন। শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী যথাযোগ্য সম্মান করিয়া সব গুরুজন বর্গকে বিদায় দিলেন।

শ্রীরাধা 'শৃঙ্গার লীলাকলাবৈচিত্রী পরমাবধির অর্থাৎ শৃঙ্গাররস ময় খেলার নানাকলা বৈচিত্র্যের পরমাবধি স্বরূপা। অভিনব শৃঙ্গাররসময় লীলার সূত্রপাত হইল। সবসখীগন রাজরাজেশ্বরী শ্রীরাধার পাত্র—মিত্র—মন্ত্রীবর্গের পদ বিভাগ করিয়া লইতে লাগিলেন। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সরস দাস্যলাভের অভিলাষে শ্যাম সুন্দর ও লুব্ধ হইয়া পড়িলেন। শ্রীমতীর পরমাভ্যুদয় দর্শনে মোহনের যে আনন্দাশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেইভাবতরঙ্গে বিগলিত কজ্জলাক্ত অশ্রুনীরে সিক্ত পদ্মদলে শ্রী মতীর সরস দাস্য লাভের জন্য একটি আবেদন পত্র লিখিলেন।

জয় জয় শ্রীশত, শ্রীযুত পদনখ, মহামহিমার্নব—চরণেষু।
চতুরিনী শিরোমণি, বিশ্ববিমোহিনি, যুথপতিগণ সেবিতেষু॥
শ্রীবৃন্দাটবী রাজরাজেশ্বরী! প্রবল—প্রতাপ—শালিনিষু।

কোটি মদনমদ, পরাভব কারিনি, নিজজনগন জীবিতেষু ॥
তব এই রাজকর, কোটায়ল পদদেহ, করবহি—মোহে নিজদাস।
এহি মিনতি মোর, মানবি না টারবি, করযোড়ে মাগি তুয়া পাশ ॥
হাম তুয়া নাম-যশ, কুঞ্জ কুঞ্জ প্রতি, ঘোষব প্রতিদিন যাম।
তুয়া পুর ভিতর, চোর যদি আওব, বিফল হোওব ওছু কাম ॥
এই বিধি সেবা, নিত প্রতি লহবি, পালবি নিজ ঠাকুরাল।
জয় জয় রাধা, বৃন্দাবনাধীশ্বরী, গাওব হাম চিরকাল ॥—মহাজন

রাজরাজেশ্বরীর ইচ্ছায় এবং সখীগণের সহায়তায় শ্যাম স্বয়ং কোটাল পদ গ্রহণ করিলেন। কোটালের মতই বেশভূষা। রাজদাজেশ্বরীর আজ্ঞাবাহী মোহন কোটাল শ্রীবৃন্দাবণের স্থাবর জঙ্গমের নিকট শ্রীরাধার বৃন্দাবনাধিপত্যের বার্ত্তা ঘোষনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন 'হে বৃন্দাবনের পশুপক্ষী ! বৃক্ষলতা ! ভ্রমর কোকিল ! আকাশ বাতাস ! তোমরা সকলে শ্রবন কর ! আজ হইতে শ্রীবৃন্দাবনের রাজরাজেশ্বরী বৃষভানু নন্দিনী শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরানী,মোহন কোটালের শ্রীমুখে এইরূপ ঘোষনা শ্রবণ করিয়া এবং তৎকালে তাঁহার ভাবগদ্গদ মোহনমূর্ত্তি দর্শন কয়িয়া স্বাভাবিক রাধাগতপ্রাণ বৃন্দাবণের জীবজন্তুগণের আনন্দরবে বৃন্দাবনের আকাশ বাতাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। সারা বৃন্দাবনে রাজরাজেশ্বরীর আধিপত্যের কথা ঘোষনা করিয়া মোহন কোটাল রাজরানীর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে বৃন্দাবণের স্থাবর জঙ্গমের আনন্দবার্ত্তা বর্ণনা করিলেন।

অতঃপর কৌতুকী কোটাল তাঁহার বংশীটি সকলের অলক্ষিতে মহামন্ত্রীর আসনে উপবিষ্টা ললিতার বস্ত্রাঞ্চলে গোপনে গঁজিয়া দিয়া তাঁহাকে বংশীচুরীর দায়ে বিচারের নিমিত্ত রাজরাজেশ্বরীর শ্রী চরণে অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন। মহামন্ত্রী ললিতাজী তিরস্কার পূর্ব্বক কোটালকে মর্য্যাদালঙ্ঘন হেতু পদত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন——যে অপদার্থ সেবক নিজেরই দ্রব্য ঠিকমত রক্ষা করিতে অক্ষম, সে অপরের সম্পদ কিরূপে রক্ষ্য করিবে ? অতএব তাহার পদত্যাগেই রাজ্যের কুশল। কোটাল মহারানীর চরণে জানাইলেন, তাঁহার সন্দেহ—এই রাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যেই কেহ তাঁহার বংশী অপহরন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে নিতান্তই ক্ষুদ্র সেবক কোটাল 'কি-ই বা করিতে পারে ? ইহা শ্রবণে মহামন্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন—সকলেই নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চল ঝাড়িয়া কোটালকে দেখাইয়া দিন, যদি কাহারো নিকট তাহার বংশী বাহির না হয়, তবে এই অলীক সন্দেহে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের অভিযুক্ত করার অপরাধে কোটালকে ভয়ঙ্কর দণ্ড নিতে হইবে। মহামন্ত্রীর আদেশ যথারীতি পরিপালিত হইল। পরিশেষে মহা-মন্ত্রীর বস্ত্রাঞ্চল হইতেই বংশীখানি সকলের সম্মুখে ঝরিয়া পড়িল। সকলেই নীরব। কোটাল মহারাণীর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—এইরূপ চোর মন্ত্রীরই সর্ব্বাগ্রে পদত্যাগ করা উচিত। নচেৎ রাজ্যের অপরি সীম ক্ষতি। মন্ত্রী ললিতার রাগ তখন দেখে কে ? তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—তুমিই আমার বস্ত্রাঞ্চলে গোপনে বাঁশী লুকাইয়া এই কপট অভিযোগ তুলিয়াছ। আমি মহারানীর ছরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি—

এ তোমারই কাজ। তুমি মহারাণীর চরণ ধরিয়া বল দেখি। এ কাজ তোমার নয়? কোটাল সাশ্রু-নেত্রে পুলকিত দেহে মহারাণীর শ্রীপাদপীঠ স্পর্শ করিলেন। শ্রীচরণ স্পর্শে আনন্দঘন বিগ্রহের রসমোহ! আনন্দজড়তায় কণ্ঠ-রুদ্ধ! এই মধুর লীলা দর্শনেই বলিয়াছেন—ভগবতঃ পূজ্যোবকাপীশতা অর্থাৎ শ্রীরাধা স্বয়ং ভগবানের পূজ্যা ও আজ্ঞাকর্ত্রী। এখানেই ভগবদ্ বিগ্রহে মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠাশ্বাস। আর কত কত রসময় লীলার তরঙ্গ উঠিল। সকলেই শ্রীমতীকে মহাসুখময়তনু রূপে অনুভব করিলেন।

অতঃ পর শ্যামসুন্দরকে কোটাল বেশে শ্রীরাধার পদতলে উপবিষ্ট এই হীনমন্য অবস্থা সন্দর্শনে শ্রীমতী অত্যন্ত লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইতেছেন দর্শন করিয়া সখীগন শ্যামসুন্দরকে রাজোচিত বেশে সুসজ্জিত করিয়া শ্রীমতীর দক্ষিন দিকে রত্নাসনে বসাইয়া বিবিধ পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এই লীলার মাধ্যমে রাধা প্রেমের দ্বারে শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক বশ্যতার অনুভব হইল। ভক্তের ভক্তিতে শ্রীভগবান্ বশীভূত হন, ইহা তাঁহার স্বরূপভূতগুণ। পদ্মকোষে ভ্রমর যেমন বশীভূত হয় অথবা রসিক যুবতীতে রসিক যুবক যেমন আত্মহারা হয়। তদ্রূপ ভক্তি রসে শ্রীভগবান্ বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহা শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ।

ভক্তৌ খলু ভগবান্ স্বয়মেব বশীভূয় তিষ্ঠতি। তামরসকোষে মধুপ ইব, রসিকযুবত্যাং রসিক-যুবেবেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ প্রতীয়তে॥—সিদ্ধান্তরত্ন—॥ বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় ব্রজ প্রেমের দ্বারে শ্রীভগবানের বশ্যতার পরাকাষ্ঠা।

ললিতমাধব নাটকে (৯।৯) শ্রীমুখের উক্তি——

'নির্ধূ'তামৃত মাধুরী পরিমলঃ কল্যানি বিম্বাধরো।
বক্ত্রং পঙ্কজ সৌরভং কুহরিত শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ॥
অঙ্গং চন্দন শীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্ব্বভাক্।
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে॥ ললিত মাধব নাটক-৯ ৯,

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—হে কল্যানি! বিম্বফলের ন্যায় রক্ত বর্ণ তোমার অধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে পরাজিত করিয়াছ, তোমার বদন কমলের ন্যায় সৌরভযুক্ত, তোমার বাক্য কোকিলের কুহুধ্বনির গর্ব্ব হরন করে। তোমার অঙ্গ চন্দন হইতে ও সুশীতল বা স্নিগ্ধ, তোমার এই দেহ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার। হে রাধে! তোমার মাধুর্য্যাস্বাদনে আমার ইন্দ্রিয় সমূহ মুহুমু'হু হর্ষযুক্ত হইতেছে।

'মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। শ্রীরাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ। মোর চিত্তপ্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদাপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধর রস আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল।

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু। শ্রীরাধার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥

চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দানঙ্গ রাজীবে ভানু শ্রীর্বাষভর্ানবী। কৃষ্ণহৃৎকুমুদোল্লাসে সুধাকরকরস্থিতিঃ।
কৃষ্ণমানসহংসস্য মানসী সরসী বরা। কৃষ্ণ চাতক-জীবাতু-নবাম্ভোদ-পয়ঃ শ্রুতিঃ॥

* * * * * * * * *

কৃষ্ণমঞ্জুল তাপিঞ্জে বিলসৎ-স্বর্ণযুথিকা। গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থির বিদ্যুল্লতাদ্ভুতা॥
গ্রীষ্মে গোবিন্দ-সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র-চন্দন-চন্দ্রিকা। শীতে শ্যাম শুভাঙ্গেষু পীতপট্ট-লসৎপটী॥
মধৌ কৃষ্ণতরুল্লাসে মধুশ্রীর্মধুরাকৃতিঃ। মঞ্জু মল্লাররাগশ্রীঃ প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিনী॥
ঋতৌ শরদি রাসৈক রসিকেন্দ্রমিহস্ফুটন্। বরীতুং হন্ত রাসশ্রীর্বিহরন্তী সখীশ্রিতা॥
হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনম্। পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রীর্মূর্ত্তিধারিনী॥

—বিশাখানন্দদ স্তোত্রম্।

অর্থাৎ প্রেম সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লকমল, শ্রীরাধা প্রভাতী অরুনিমা। শ্রীকৃষ্ণ কুমুদ কুসুম, শ্রীরাধা সুধাংশু-কিরণ। শ্রীকৃষ্ণ রাজহংস, শ্রীরাধা মানস সরসী। শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত-চাতক, শ্রীরাধা নবঘন-বারিধারা। শ্রীকৃষ্ণ নব তমালে শ্রীরাধা সোহাগে জড়িতা কনকলতা। নিদাঘের প্রখর তাপে শ্রীরাধা শ্যামাঙ্গে চন্দন, কর্পূর ও চন্দ্রিকা, শীতের জড়তায় শ্রীরাধা শ্যাম-শুভাঙ্গে পীত কৌষেয় বসন। বসন্তে শ্রীরাধা শ্যামতরুর উল্লাস-দায়িনী বাসন্তী-শ্রীঃ। বর্ষায় শ্রীকৃষ্ণ বারিধারা। শ্রীরাধা মঞ্জুমল্লার রাগ, শারদে শ্রীকৃষ্ণ রসিবেন্দ্র চূড়ামণি, শ্রীরাধা রাসশ্রী। হেমন্তে শ্রীরাধা মদনসমরে বিজয়াভিলাষী ব্রজযুবরাজের পরাভবকারিনী সাক্ষাৎ জয়শ্রী।

আরও বলিয়াছেন—'কিঞ্চ শ্যামরতিপ্রবাহ লহরীবীজং ন যে তাং বিদুঃ তে প্রাপ্যাপি মহামৃতা-ম্বুধিমহো বিন্দুং পরং প্রাপ্নুয়ুঃ। অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপ্রবাহের উৎপত্তিস্থল শ্রীরাধাকে না জানেন, তাঁহারা মহামৃতের সিন্ধু প্রাপ্ত হইয়া ও বিন্দুমাত্রই লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা মূলাহলাদিনীশক্তি। এই হ্লাদিনীশক্তিরই কোন সর্ব্বানন্দাতি শায়িনীবৃত্তি ভক্ত বৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎ প্রীতি রূপে বিরাজ করে। তস্যা হ্লাদিন্যা এবকাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্ত বৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। প্রীতি সন্দর্ভে—৬৫ অনু ঃ। অতএব মূলাহ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রবাহের বীজ বা উৎপত্তিভূমি বলা হইয়াছে। 'কা কৃষ্ণস্য প্রনয়জনিভূঃ? শ্রীমতী রাধিকৈকা। গোবিন্দলীলামৃত—১১।১২২। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের উৎপত্তিভূমি কে? উত্তর—একা শ্রীমতী রাধিকা।

এই নিমিত্তই ষড় গোস্বামীর অন্যতম রাধাগতপ্রাণ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার স্বনিয়ম-দশকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্যুগ বিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি।

পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি পৌঢ় বিভবৈঃ স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতু মপি। গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া স্ফুটং দারাবত্যামিতি যদি শৃনোমি শ্রুতিতটে। তদাহং তত্রৈবোদধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ।

অর্থাৎ 'আমি বহুকাল কৃষ্ণবিরহী হইলেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় লীলাস্থল শ্রীব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় যাইব না। কিন্তু যদি শুনিতে পাই—উন্মাদবশতঃ শ্রীরাধা দ্বারকায় গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ সমালিঙ্গিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, তবে মন অপেক্ষা ও দ্রুতগামী বা গরুড় অপেক্ষাও বেগশীল যানে আরোহন করিয়া ব্রজপুর হইতে শীঘ্র দ্বারকায় গমন করিব।

শ্রীপাদ দাস গোস্বামী আরও নিয়ম করিয়াছেন—

অজাণ্ডে রাধেতিস্ফুরদভিধয়া সিক্ত জনয়াহনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো মুদাপীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্॥

'এই বিশ্বে যাঁহারা রাধা এই মধুময় নাম শ্রবণে নিখিল প্রানী প্রেমরসে অভিষিক্ত হয়, সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি প্রেমনমিত চিত্তে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার চরণ কমলদ্বয় প্রক্ষালন করতঃ সেই পবিত্রজল সহর্ষে পান করিরা নিত্য মস্তকে ধারন করি।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজনগণের শ্রীরাধার পদকমল সেবার সর্ব্বোত্তম আর্ত্তি কেন? কারণ এ তো আদর্শের পূজা, সর্ব্বোত্তম গুণের সমাদর। নিখিল কল্যানগুন বারিধি গোলোকনাথ শ্রী গোবিন্দের ন্যায় শ্রীরাধাও অনন্ত কল্যানগুণের খনি স্বরূপা। তন্মধ্যে কায়-মনো-বাক্যে শ্রীরাধার নিত্য অনুশীলিত পঞ্চ বিংশতি উত্তম গুণাবলী স্মরনীয়—

অথ বৃন্দাবনে শ্বর্য্যাঃ কীর্ত্তান্তে প্রবরাগুণাঃ। মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বল স্মিতা॥
চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিত মাধবা। সঙ্গীত প্রবরা ভিজ্ঞা রম্যবাঙ্ নর্ম্মপণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা। লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগম্ভীর্য্যশালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিনী। গোকুল প্রেমবসতি র্জগচ্ছ্রেণীল সদ্‌যশাঃ॥
গুর্বার্পিত গুরুস্নেহা সখীপ্রনয়িতাবশা। কৃষ্ণ প্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥ উজ্জ্বলনীলমণি

অনুবাদ— অঙ্গ, বানী, মন আর পরের সম্বন্ধে। রাইগুণচারিভাগে বিভক্ত সুছন্দে॥
গন্ধোন্মাদিতমাধবা, সমুজ্জ্বলস্মিতা, সৌভাগ্যরেখাঢ্যা, চারুনববয়োন্বিতা॥
সুমধুরা চলাপাঙ্গা এই গুণছয়। শ্রী অঙ্গ সম্বন্ধে কহে রসিক নিচয়॥
সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা 'নর্ম্মসুপণ্ডিতা। রম্যবাক্' এই তিনে বানী বিভূষিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা গাম্ভীর্য্যশালিনী। লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা সুবিলাসাধনী॥

মহাভাব পরমোৎকর্ষ স্পৃহাবর্ষিনী। বিদগ্ধা পাটবান্বিতা ধৈরজশালিনী ॥
শ্রীমতীর মানসগত এই গুন দশ। বৃন্দাবন কেশরীরে সদা করে বশ ॥
ব্রজ প্রেম বাস জগচ্ছে্ নীলসদ্‌যশা। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সখীপ্রেমবশ ॥
গুর্ব্বর্পিত গুরু স্নেহা গোকুল নগরে। সন্ততাশ্রবকেশবা গোপিকা ভিতরে ॥
পরের সম্বন্ধে এই ছয় গুণ গন। প্রতি গুণ পরিচয় শুন ভক্তগন ॥

অথ শ্রীগন্ধোন্মাদিত মাধবা -১

তুঙ্গ বিদ্যা গুনবতী, কহে রঙ্গ ভঙ্গে অতি, শুন শুন মাধবী সুন্দরী।
লুকাতে ও বরতণু, বালি বাঁধ স্রোতে যনু, ক্ষমা দেহ মম বাক্য ধরি ॥
লতিকা সমাজে যাই, পল্লব আশ্রয় পাই, লুকাইতে করিছ যতন।
কিন্তু এ যতন তব, বিফল হইবে সব, শুন সতী ইহার কারণ ॥
এই বৃন্দাবন ভূমি, রাজ-রাজেশ্বরী তুমি, সম্ভবে কি তব সঙ্গোপন ?
তব তণু পরিমল, অরিসম অবিরল, ব্রজবনে করে পর্য্যটন ॥
গোবিন্দ ভ্রমর রাজ, পরস্ব লুণ্ঠনে লাজ, তিল আধ না ধরে কখন ॥
তারে নিমন্ত্রন করি, তুয়া পাশ সহচরী, আনে তব সে বিপক্ষ জন ॥
সখীরে! সে শত্রু ঠাঁই, তোমার সন্ধান পাই, সেই ধূর্ত্ত উন্মত্ত অন্তরে।
দ্রুত আসি তব পাশ, পূরিবে আপন আশ, তোমা পাই এ বন ভিতরে ॥
বিশেষ সে ধূর্ত্তবরে, মত্ত হলে পরিহরে, কালাকাল স্থানাস্থান জ্ঞান।
তাই সখি! লয় মনে, বলে তোমা ধরি আনি, নিশ্চয় করিবে সেহ পান ॥

অথ শ্রীসমুজ্জ্বলস্মিতা -২

বিশাখা কহিল রাই, আজি কি দেখিতে পাই, অপরূপ বঁধূ আচরণ ॥
এই দেখ মো সবারে, সমিহ নাহিক করে, উড়ি যেন করে আগমন ॥
ইহার কারণ সই, মনে লয় তোমা বই, আন জন নহে কদাচন।
নিবেদি তোমার ঠাঁই, দেখহ মিলাই রাই, হয় নয় আমার বচন ॥
তব মুখ সুধাকরে, কি মনোজ্ঞ শোভা ধরে, বঙ্কিম অধর রেখা অই।
তাহে স্মিত অমিয়ায়, ধৌত হই শোভা পায়, সে অধর মধ্য ভাগ সই ॥
স্মিত ধৌত ও অধর, অঘারি চকোরবর, নেহারি অনঙ্গ মদে মাতি।
ওই দেখ দ্রুত গতি, অসিছে তোমার প্রতি, পরি হরি বাহ্য জ্ঞান ভাতি ॥
অতএব আমি রাই, এখন অন্যত্র যাই, হেথা তুমি থাকি সাবধানে।
তৃষিত চাতক বরে' সুস্থকর সমাদরে, দুর্লভ অধর সুধাদানে ॥

অথ শ্রীচারু সৌভাগ্য রেখাঢ্যা -৩

কদাচিৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লুকোচুরি খেলিতেছিলেন, লুক্কায়িত শ্রীরাধার অবস্থিতি না জানিয়া শ্রী কৃষ্ণ একটু বিমনা হইলে শ্রীরাধার পদচিহ্ন দর্শনে হৃষ্ট সুবল আশ্বাস বাক্যে বলিলেন, 'হে অঘনাশন! তোমার বিষাদের কারন নাই, ঐদেখ।—তদীয় চরণ চিহ্ন সকল-চন্দ্ররেখা, বলয়, পুষ্প, বল্লী, কুণ্ডল, প্রভৃতি—'শ্রীরাধা চরণদ্বয়ং স্ফুকটকং সাম্রাজ্য লক্ষ্ম্যা বভৌ'—চিহ্নে অন্বিতা হইয়া এই কুঞ্জে তিনি যে লুক্কায়িতা আছেন, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলিতেছে। সখী গন বলিতেছেন—হে সখি মাধবি, হে বৃন্দাবন-চক্র বর্ত্তিনি! লতাজালের পল্লব সমূহ দ্বারা স্বকীয় অঙ্গ সঙ্গোপন করিতে চেষ্টা করিও না। উনবিংশতি সৌভাগ্য রেখায় শোভান্বিতা।

অথ শ্রীনববয়োন্বিতা—৪

বৃন্দা বলিলেন—'হে কৃশোদরি রাধে! তোমার নিতম্বই রথ, কুচদ্বয়ই চক্র ভ্রূলতাই ধণু, নেত্রদ্বয়ই বান, অতএব জেতৃত্বাভিমানী পশুপতি রুদ্রকে অপসারন করতঃ তোমাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া কন্দর্প তোমাকেই নিজ সাম্রাজ্য ভার অর্পন করিয়াছেন। বয়সের মধ্যে কিশোরী বয়সই সৌন্দর্য্যে ভরপুর গোলোক নিত্য বৃন্দারণ্যে শ্রীরাধার অনুপম সু দিব্য নিত্য কিশোরী মূর্ত্তি-বয়স ও নিত্য স্থির বয়ঃ সন্ধি ১৪ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, ইহার হ্রাস, বৃদ্ধি কখনও হয় না। কিন্তু প্রপঞ্চ লীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, বাল্য ও পৌগণ্ড কালের অভিনব মাধুর্য্য পূর্ণ লীলায় লীলায়িত দৃষ্ঠ হয়।

অথ সুমধুরা—৫

কতই প্রেমার ভরে, কহে গদ গদ স্বরে, পৌর্ণমাসী রাই রূপরাশি।
সে রূপ মাধুরি ঠাম, না মিলে নিখিলধাম, হয় না হবেনা হেনবাসি॥
রাই আঁখি শোভাবলে, নব কুবলয় দলে, কবলিত করে অনুক্ষন।
বদন উল্লাস তাঁর, লজ্ঘে কিবা অনিবার, বিকশিত কমল কানন॥
তাঁহার শ্রীতণু কাঁতি, মহাবীর দাপে মাতি, অষ্টাপদে কষ্টদশা আনে।
হেন সে বিচিত্ররূপ, নিখিল সৌন্দর্য্য ভূপ, বিলসি কি সুখ দেয় প্রাণে॥

অথ শ্রী চলা পাঙ্গা—৬

পরিহাসোক্তি—'হে বিধুমুখি রাধে! তোমার কটাক্ষ ভঙ্গি কি বিদ্যুৎকে অতিচঞ্চলতা শিখাইয়াছে? অথবা বিদ্যুতের নিকটই তোমার নেত্রপ্রান্ত চাঞ্চল্য শিক্ষা করিল হে? ইহাতে আমার মনে হয় যে, তোমার নেত্র প্রান্তই অধ্যাপক হইয়াছে কেননা ইহা যে মহাবেগশালী বায়ু আদি হইতেও শ্রেষ্ঠ আমার মনকেও জয় করিল!!

অথ সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা—৭

বিশাখা কহিল, কৃষ্ণ সার হর, তোমার পঞ্চম স্বর।
তাই এ মধুর, গীতামোদ দূর, করিয়া গো চল ঘর॥

কেননা স্বজনী, তব স্বরশুনি, সে তব পিছন লবে।
তা হেরি তোমার, পতি গুণধর, বিষম কুপিত হবে ॥

তথ শ্রীনর্ম্মপণ্ডিতা—৮শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—ঃ

পুনঃ কহে ধনী, শুন গুণমণি, তুমি ত সামান্য নও।
হে বৃষবর্দ্ধন, দেবপুণ্য কীর্ত্তি, মো প্রতি প্রসন্ন হও ॥
তব যশ নাম, গায় অবিরাম, নিখিল গোকুল জনে।
তব নিত্য ব্রত, পুণ্য কর্ম্মযত, কে না জানে বৃন্দাবনে ॥
সাধ্বীগণ-স্তুন, শঙ্কর অর্চ্চন, করহ একান্ত মনে।
তাহে চির পূত, তব তণু মন, জানি মোরা সর্ব্বজনে ॥
দেব দিবাকর, পূজিবার তরে, আমি হে করেছি স্নান।
না ছোও না ছোও আমারে এখানে, তোমার দোহাই কান ॥

শ্রীরাধার উক্তি—দেব ! প্রসীদ বৃষবর্দ্ধন ! পুণ্যকীর্ত্তে ! সাধ্বিগনস্তুন শিবার্চ্চন নিত্য পুত ! নির্মঞ্ছনং তব ভজে রবি পুজনায়, স্নাতাস্মি হস্ত মম ন স্পৃশ ন স্পৃশাঙ্গম্ ॥

অথ রম্যবাক্—৯

গোবিন্দ বিস্ময় ভরে, কহেন মধুর স্বরে, শুন শুন রাধে সুবদনি।
মোর মনে লয় হেন, তোমার বদন যেন, অক্ষর মাধুরি রস খণি ॥
এখনি নিঃসৃত স্বরে নিশ্চয় আকুল করে, কোকিল কলাপে নিশি দিবা।
সে মধুর স্বর অর্থ, সুধার সুধারা ব্যর্থ, করে আর প্রাণ সখী কিবা ॥

অথ শ্রীবিনীতা—১০

একদা নির্জনে নিজ গৃহাঙ্গনে স্বসখীবৃন্দ সহ উপবিষ্ট্য শ্রীরাধার অতি অলৌকিক বিনয়াতিশয্য অনুভব করতঃ বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বিস্ময় সহকারে বলিতেছেন—'গোকুলে প্রসিদ্ধা হইলেও—সখীজন বর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গীতে বারংবার (ভদ্রা তোমার অনুগ্রহ-প্রার্থিণী।) ইহার আগমনে তোমার অভ্যু-থানাদি বা আদর দানাদির কি প্রয়োজন ইত্যাদি রূপে) নিষেধ করিলে ও শ্রীরাধা কিন্তু দুর হইতে ভদ্রাকে আসিতে দেখিয়াই আসন ত্যাগ করিলেন।

অথ শ্রীকরুণা পূর্ণা—১১

বৃন্দা কহে পৌর্ণমাসী কি কহিব আর। রাই সমাদয়াবতী নাহি এ সংসার ॥
একদা তর্ণক এক করি দরশন। অঝোরে ঝরিল দেবি ! ধনির নয়ন ॥
সূচী সম তৃণ অগ্রে বিদ্ধ মুখতার। তাহে ক্ষত হই দুঃখ দিতেছে অপার ॥
তা হেরি সুন্দরী অতি সদয় অন্তরে। কুঙ্কুম লেপেন তার ক্ষত মুখ পরে ॥

অথ-গাম্ভীর্য্য শালিনী—১২

একদা অন্তরে শিথিলমানা হইলেও বাহ্যতঃ মানিনী শ্রীরাধাকে দেখিয়া অতিসূক্ষ্ম মেধাবতী বৃন্দা বিশাখা কে বলিলেন—'হে সখি ! কলহান্তরিতার অবস্থায় থাকিলেও বাহ্যে প্রকট মাণলক্ষণ ধারণ করিয়া অদ্য ধীরা শ্রীরাধা ললিতার ও বিচারের দুর্গম্যা হইয়াছেন।

অথ শ্রীমহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিনী—১৩

কলহান্তরিতা পদে অধিষ্ঠিতা রাই। তা হেরি সঙ্গিনী এক গেলা বঁধু ঠাই ॥
ধীরে ধীরে কহে সখী মাধব সকাশ । অচিরে এসহ মোর সহচরী-পাশ ॥
অন্তরালে থাকি সখে ! পার্শ্বের নিকুঞ্জে। দেখিবে কি দশা তাঁর কিবা দুঃখ ভুঞ্জে ॥
যে দশায় আছে রাই কহিতে না পারি। আপনি আসিয়া দেখ ওহে বেনুধারী ॥
অতি বৃষ্টিপাত সম অশ্রু বরিষণ। দ্বিগুন যমুনা স্রোত করিছে বর্দ্ধন ॥
ইন্দু কান্তি মণি মত শ্রীতনু তাঁহার । স্বেদ, স্তম্ভ, বৈবর্ণ হে করিছে প্রচার ॥
উপনীত এবে ধনি দশমী দশায়। কণ্ঠ হইতে অক্ষরাদি নাহি বাহিরায় ॥
হা নাথ ! বলিতে মুখে না হয় বাহির। মহাকষ্টে হা, না, বলে ঝরে আঁখি-নীর ॥
পুলক উদয়ে অঙ্গ কদম্ব আকার । এমন কোথাও বঁধূ নাহি দেখি আর ॥
সমীরণ-সঞ্চালিত কদলীর প্রায়। কাঁপিতে কাঁপিতে সতী পড়িছে ধরায় ॥

অথ-শ্রীবিদগ্ধা—১৪

গার্গী প্রতি কুন্দলতা কহে প্রেমভরে। কহিতে শ্রী মতী গুণ কেবা শক্তি ধরে ॥
তাঁহার বৈদগ্ধী দেবি ! ভুবনে অতুল। বিশ্ব শিক্ষয়িত্রী তেঁহ সর্ব্ব কলামূল ॥
গৈরকাদি ধাতু চিত্রে আচার্য্যা সে ধণী। তার কাছে তুলি ধরে কে আছে রমণী ॥
পাক বিরচনে দেবি ! কি চাতুর্য্য তাঁর। স্বমনে বিচারি পাক্ করেন অপার ॥
সেই চারু চিত্তা যাহা করেন রন্ধন । সে সকলি হয় দেবি ! অমৃত নিন্দন ॥
রাই সনে বাক্‌রণে যুঝি প্রাণপনে। বানী গুরু বিমোহিত হন শেষে রণে ॥
মাল্য রচনায় তেঁহ পরম পণ্ডিত। শারী শুক পাঠে পটু উপমা রহিত ॥
দ্যুত্য কেলি করি সদা তাহার সহিত । পরাজিত হই অতি লজ্জিত অজিত ॥
আগম নিগম ষড় দরশন আর। গানাদি চৌষটিকলায় কোবিদ অপার ॥
সে সবে প্রখর বুদ্ধি সে সবে পণ্ডিতা। সে সবা আকর তেঁহ এ ব্রজে বিদিতা ॥
বিশেষে শ্রীমতী অতি রতি কলাবতী। একলায় সমকক্ষ নাহি তাঁর সতি !

অথ শ্রীপাটবান্বিতা-১৫ (চাতুর্য্য শালিনী)

কৃষ্ণ কহে শুন সখে ! শ্রীমধুমঙ্গল। শ্রীমতী চাতুর্য্যে হনু বিস্ময়ে বিকল ॥

যমুনার ঘাটে আজি জটিলাদি সনে। প্রিয়া হেরি পরানন্দ পাইলাম মনে॥
মানস মন্দিরে সখে! আমা দোঁহাকার। নিদ্রা অচেতন ছিল ভাব যার॥
সেভাব সময় পাই জাগিয়া উঠিল। আখি পথে পরস্পর নিকটে ছুটিল।
নানামতে ভাবগণ ছুটাছুটি করি। পরস্পর মন সখে আশু লয় হরি॥
গুরু জন অগোচরে মোরা পরস্পর। প্রেমানন্দ সিন্ধু মগ্ন হনু বন্ধু বর॥
কতই বিলাস ধনী করে কত মতে। উঠেউঠে পুনঃ নাহি উঠে নীর হতে॥
অঙ্গ প্রতি অঙ্গ রঙ্গে শত শত বার। শরীর মার্জ্জনী দিয়া করে পরিষ্কার॥
এই মাত্র বস্ত্র কাচি তীরে দাঁড়াইল। অমনি দৈবাৎ যেন কর্দ্দমে পড়িল।
আবার সলিলে নামি বস্ত্র কাচি লয়। তীরে না উঠিতে ভূমে গামছা পড়য়॥
হেনমতে কত ধনী ছল আচরিল। গুরু জন কেহ কিন্তু বিন্দু না বুঝিল।
শাশুড়ী আদেশে শেষে রমণী রতন। যমুনা আঁধারি চলে নিজ নিকেতন॥
ধনীর গমন হেরি যেবা হল মনে। না পারি কহিতে তাহা অনন্ত বদনে॥
তণু মাত্র মম পাশে রহিল তখন। ধনী পাছে পাছে মন করিল গমন॥
যায় যায় ফিরে চায় সবা অগোচরে। সে ভাব হেরিনু সখে! আকুল অন্তরে॥
পায় পায় দূরে যায় সুধাংশু বদনী। কিছু গেলে অন্তরাল হবে মোর জানি।
বিচিত্র চাতুর্য্য জাল করি সুবিস্তার। মম নেত্র পথে রহে প্রেয়সী আমার॥
সহসা ফুকারি সতী কহিল তখন। কি কাজ করিনু হায় দেখ সখী গন॥
মম মণি মালা ছিন্ন কেমনে হইল। মুকুতা কলাপ দেখ চৌদিকে পড়িল।
তা হেরি জটিলা আদি সবে একমনে। নিযুক্ত হইল সেই মুকুতা চয়নে।
সেই অবসরে ধনী ফিরিয়া ফিরিয়া। আমারে কৃতার্থ করে করুণা করিয়া॥
চতুরিনী মনি ধনী গুরুজন আগে। মনোজ্ঞ অপাঙ্গ ভঙ্গী করে সানু রাগে॥
এ ছলে সে লীলা জাল বিথারি কেমন। মম মনোরথ ধনী করিল পূরণ॥

অথ শ্রীধৈর্য্য—১৬

পৌর্ণমাসী কহে, শুন নান্দী মুখী, রাধার সমান আর।
ধৈরজ শালিনী, নাহি এ অবনী, তোমারে কহিনু সার॥

সেদিন ছলজ্ঞ, পদ্মা মন্দ মতি, অলীক বচন কই।
শ্রী মতীর প্রতি, গৃহপতি-প্রীতি, সমূলে ভাঙ্গিল সই।

সতীর চরিতে, হই সন্দিহান, বিকট ক্রোধের ভরে।
কতই তর্জ্জন, করি অভিমন্য, সতীরে ভৎ‍‍সনা করে॥

সুযোগ বুঝিয়া, কুটিলা আবার, ধনীর লাঞ্ছনা তরে।
ভ্রাতৃ কোপ বৃদ্ধি, করি শত গুণ, জ্বালা দেয় জ্বালা পরে॥
হরি দত্ত হার, হরি সঙ্গোপনে: শিক্ষিত বানরি দিয়া।
সোদর সম্মুখে, রাখি ক্রূরমতি, পরম প্রফুল্ল হিয়া॥
সে হার নিরখি, পালটি দু আঁখি, বিষম কর্কশ স্বরে।
কতই আড়না, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, ভাই গগ্নি মিলি করে॥
আবার বিপদ, বিপদের সঙ্গী, কভু না একাকী আসে।
শৈব্যা সে সময়ে, প্রাণ পনে ব্রতী, হল তাঁর সর্ব্বনাশে॥
যেই মল্লী বল্লী, কৃষ্ণ কাম্য ফুল, সতত প্রসব করে।
উপবন মাহা, কৃষ্ণ প্রিয় যাহা, বিদিত গোকুল ঘরে॥
হেন লতিকার, পত্র কিশলয়, আপন বর্ক্করী দিয়া॥
গোপনে মুড়াই, খাওয়াইয়া শৈব্যা, পরম সরস হিয়া॥
যথা বিনোদিনী, তাড়াতাড়ি গিয়া, কহিল কতই ছলে।
তোমার মল্লীর, মাথা মুড়াইল, রাধার হরিনী বলে॥
যার যেই কাজ, আপনি স্বনেত্রে, দেখেন সুন্দরী রাই।
যার যেই ছল, যার যে কৌশল, জানিতে বাকিত নাই॥
কতই লাঞ্ছনা, কতই গঞ্জনা, সহিলা সবার ঠাঁই।
তথাপি সুন্দরী, রহে মুখ মুড়ি; কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই॥
সবার বাক্য জ্বালা, সহে রাজবালা, অটল ধৈরযবলে।
সর্ব্বংসহা ধরা, ভাবে হই ভোঁরা, বিন্দু না সুন্দরী টলে॥

অথ লজ্জাশীলা—১৭

একদা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদির লালসায় পুষ্প চয়ন ছলে শ্রীরাধা বৃন্দাবনে আসিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে দেখিয়া দর্শন বিরোধী লজ্জাকে লক্ষ্য করিয়া দৈন্য ভরে স্বগত বলিলেন—'এই ব্রজেন্দ্রনন্দন দুর্ল্লভ-দর্শন হইলেও এক্ষনে নির্জনে আছেন—এই মদ্বিধজন ও দদ্দর্শনাভিলাষে ক্লিষ্ট হইতেছে। অতএব হে সখি লজ্জে! নিমিষ কালের জন্য তুমি উপরত হও (নিজ কার্য্য ত্যাগ কর) আমি বদন কিঞ্চিৎ নিরাবরণ করিয়া তাঁহার প্রতি ঈষৎ অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিব।

অথ শ্রী সুমর্য্যাদা - ১৮

শিষ্টাচার পরম্পরা স্বাভাবিকী আর। স্বকল্পিতা সুম্যর্যাদা এ তিন প্রকার॥ একদা শ্যামলা সৌহার্দ্দ বশতঃ শ্রীরাধার নিত্য কর্ম্মাচরণ প্রশ্নের প্রসঙ্গে ভোজনাদি—বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে বিশাখা

তাঁহাকে বলিলেন—'হে সখি ! রাধা রূপা চাতকী বরং আহার না করিয়া প্রাণ ত্যাগই করিবে, তথাপি কৃষ্ণ রূপ মেঘ বর্ত্তৃক মুক্ত অমৃত (তদীয় অধরামৃত) ব্যতীত অন্যবৃত্তি (জীবিকা) গ্রহণ করিবে না।

স্বনিয়মরূপা মর্য্যাদার উদাহরণ দিয়া গুরুজনাদির আজ্ঞাধীনতারূপ মর্য্যাদা দেখাইতেছেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারনে গেলে তাঁহার ভোজনের জন্য তৎকালীন প্রস্থাপ্য রসালাদি নির্ম্মান করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীরাধা কে আনয়ন করিতে ধনিষ্ঠাকে পাঠাইলেন। তখনই আবার-দৈবক্রমে শ্রীকৃষ্ণ কে সংকেত কুঞ্জে পাঠাইয়া শ্রীরাধা সমীপে দূতী আসিলেন। ধনিষ্ঠা ও দূতী কে একই সময়ে দেখিয়া শ্রীমতী ইতিকর্ত্তব্য নির্ধারন করতঃ দূতী কে বলিলেন—'দেখ সখি ! মা যশোদা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তাদৃশ গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ত আদৌ মঙ্গল জনক নহে। অতএব এক্ষনে অভিসার করা আমার পক্ষে যুক্তি যুক্ত নহে।

হঠাৎ আচরিত নিজ অঙ্গীকার বাক্যের সত্যতা পালন রূপ মর্য্যাদা দেখান হইতেছে। সৌভাগ্য পূর্ণিমা নামক শ্রাবনী পুর্ণিমায় কৃষ্ণ সহ বিহার করিতে অনিচ্ছুক হইলেও শত শত আগ্রহে শ্রীরাধা চিত্রাকেই অভিসার করাইতে নির্ধারন করিলেন। একথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী নানা কৌশলে শ্রীরাধাকে যাহা যাহা বলিয়াছেন এবং তদুত্তরে শ্রীরাধাও তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছেন——তৎ সমস্তই পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বলিতেছেন—'অদ্য শ্রাবনী পূর্ণিমা, ইহাতে সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। মুকুন্দ এই তিথিতে নিখিল মাধুর্য্য বিস্তার করতঃ তোমাকেই কামনা করিতেছেন। অতএব হে রাধে ! মহাভাগ্যে এই পর্বের উদয় হইয়াছে, চিত্রাকে যে অনবধান বশতঃ অভিসারার্থ নিযুক্ত করিয়াছ, তাহা ভাল হয় নাই। হে বৎসে ! তুমিই স্বয়ং অভিসারে চিত্ত নিবেশ কর। আমি যুক্তি পুর্ব্বক এত কথা কহিলেও কিন্তু বৃষভানু কুমারী চিত্রাকেই পাঠাইলেন——

অথ সুবিলাসা—১৯

একদিন কেলি কুঞ্জে কুসুম আসনে। রাধিকারমণ বসি আছে হৃষ্ট মনে॥
হেন কালে সখী সনে বিনোদিনী রাই। পরানন্দে উপনীত হন সেই ঠাঁই॥
নাথে হেরি এক পাশে লাজে ধনী রয়। সাদরে ডাকেন তাঁরে কাছে রসময়॥
তথাপি না যান সতী দেখি সখী গণ। সবলে বঁধুর বামে বসায় তখন॥
সঙ্কু চিতাচিতে ধনী বসি বঁধু পাশ। কতই সৌন্দর্য্য মরি করেন প্রকাশ॥
সেকালের ভাব হেরি কোন সহচরী। অন্যের গোচরে তাহা কহিল বিবরি॥
চঞ্চল অপাঙ্গে সই অই লজ্জাবতী। কিবা আড়ে আড়ে চাহে বঁধু মুখ প্রতি॥
ইথে কি মধুর রুচি এ অপাঙ্গ ধরে। লোচন সফল কর হেরি আঁখি ভঁরে॥
আবার দেখহ সখী ভ্রূলতা কেমর্ন। মধুর নর্ত্তনে হরে বঁধুয়ার মন॥
কুন্দ কুসুমাভ স্মিতা চন্দ্রিকায় সই। কেমন উজ্জ্বল মুখী রাই রসময়ী॥

ঝলকে ঝলকে দ্যুতি হই নিঃসরিত। দেখহ কুন্তলে গণ্ড কিবা উচ্ছ্বলিত ॥
ওই শুন নাগরের শত কথা পরে। 'হু' 'হা' বলি মাত্র ধনী প্রত্যুত্তর করে ॥
কিন্তু এই বর্ণ এত শ্রবণ মধুর। নিখিল সু স্বর গর্ব্ব তাহে হয় চুর ॥
কি অধিক কন্দর্পের আগম মাঝার। বশী করণাদি যত সিদ্ধ মন্ত্র সার ॥
অর্দ্ধ উচ্চারিত এই শ্রীমতী কথায়। প্রকাশিছে সেই সিদ্ধ মন্ত্র সমুদয় ॥
বক্ষ পরে ঝলমলি মণি মুক্তা হার। ওই দেখ কি সুষমা করিছে বিস্তার ॥
এ হেন বিলাস নামে ভুবন তরঙ্গে। শ্রীমতী মোহিত অতি করিছে ত্রিভঙ্গে।

অথ গোকুল প্রেম বসতি—২০

একদা রন্ধন কার্য্যের জন্য যশোদা কর্ত্তৃক সমাহূতা রাধাকে দেখিয়া উপানন্দের পত্নী তুঙ্গী স্নেহাক্রান্ত হৃদয়ে ব্রজেশ্বরী কে বলিলেন—'বিধাতা কি বৃষভানু নন্দিনীকে নিখিল প্রেম সমুহ দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা উহাকে দর্শন মাত্রেই গোষ্ঠবাসিনী আমাদের মন স্নেহভরে আর্দ্রীভূত হইয়া যায় ॥

অথ শ্রীজগচ্ছ্রেনীলসদ্ যশাঃ—২১

একদা শ্রীরাধার যশোরাশি অনুভব করিয়া পৌর্ণমাসী তাঁহাকেই বলিলেন—'হে ভদ্রাঙ্গি ! রাধে ! তোমার যশঃ কৌমুদী কুবলয়কে (ইন্দীবরকে, পক্ষে পৃথিবী মণ্ডলকে) প্রকাশিত করতঃ দেবেন্দ্র ভার্য্যা শচীর কর্ণে অবতংস জন্য দিবাকুন্দ পুষ্প অর্পন পূর্ব্বক (পক্ষে কুন্দ পুষ্পকে ধিক্কার করিয়া) বিরিঞ্চি পত্নী সাবিত্রীর রোমাবলী রূপ ওষধির হর্ষবিধান করিতেছে। আবার এক্ষনে লক্ষ্মীর কর্ণাভরন স্থিত চন্দ্রকান্ত মণির খণ্ডসমূহকে ও দ্রবীভূত (পক্ষে দুরীভূত) করত তাঁহাকেও চমৎকৃত এবং সম্ভ্রমগ্রস্ত করিয়া তুলিল !!

অথ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্যা - ২২

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে মদিরেক্ষণে রাধে ! যাহাদের নেত্রপ্রান্ত নিরন্তর ঘূর্ণায়মান হইয়া বিবিধ ভঙ্গুরতা পরিপাটির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করতঃ লীলাবিনোদের আশ্রয় স্থল হইয়াছে—এবম্ভুতা সুন্দরীমণ্ডলী থাকুক, কিন্তু তোমাকে ব্যতীত আমার ক্ষনিক সুখ ও কোথায় হে ? যেরূপ তারকা মালা পরিবৃত শশধর সমন্বিত আকাশে জৈষ্ঠ মাসের সূর্য্য-কিরণের শোভা ব্যতীত স্বচ্ছতা হয় না, তদ্রূপ তারা নাম্নী যুথেশ্বরী প্রভৃতি দ্বারা বিষ্টিত চন্দ্রাবলী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত মদীয় হৃদয় ও বার্ষভানবীর শোভাসম্পত্তি বিনা স্বচ্ছ হয় না।

অথ শ্রীসখী প্রণয়াধী না—২৩

কলহান্তরিতা রাই বৃন্দারে কহয়। কেন ব্যথা দেন মোরে ব্রজেশ তনয়।
তাঁরে তুমি সখি ! এই দেহ উপদেশ। নিখিল সখীর আমি অধিনী বিশেষ ॥
আমরা মানিনী সবে মোদের মন্দিরে। থাকিতে অযোগ্য তাঁর যাউন অচিরে ॥
মানে মানে ভয়ে ভয়ে করুন পয়ান। ললিতার কাছে কেন খোয়াবেন মান ॥
না জানেন কিবা ললিতার পরাক্রম। এখনি করিবে সেহ তাঁরে আক্রমন ॥

অথ শ্রীগুর্ব্বর্পিত গুরু স্নেহা—২৪

একদা মহোৎসবে স্বগৃহে সমানীতা শ্রীরাধাকে শ্রীযশোদা আগ্রহাতিশয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও শ্রীমতী লজ্জায় স্বয়ং না বলিয়া ললিতার কর্ণে কিছু বলিতেছেন—দেখিয়া যশোদা তাঁহাকে বলিলেন—হে বৎসে ! তুমি ত কীর্ত্তিদার কণ্যা নহ, কিন্তু আমারই দুহিতা— ইহাই সত্য কথা। কৃষ্ণ মুখ দর্শন করিয়া আমার যে রূপ প্রাণ বাঁচে তোমাকে দেখিয়া ও আমি তদ্রূপ সুখই পাই। তবে কেন এত লজ্জা করিতেছ হে ?

অথ শ্রী সন্ততাশ্রবকেশবা—২৫

একদা রহোলীলাবিলাসান্তে শ্রীকৃষ্ণেরই পুষ্পনির্ম্মিত মুকুট হারাদি মণ্ডন নির্ম্মাণের ইচ্ছায় শ্রী মতী তাঁহাকে কুসুম চয়ণে পাঠাইলেন। তৎপরে তিনি পুষ্পরাশি আনিয়া শ্রীরাধাকে সবিনয়ে বলিলেন- হে রাধে ! তোমার আজ্ঞায় ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক অচুম্বিত এই কুসুমরাশি, অখণ্ড ও নবীন শিখিপিঞ্ছ সমূহ এবং উদীয়মান সূর্য্য হইতে ও রুচির এই নবপল্লব নিচয় আনীত হইয়াছে। এই আজ্ঞাধীন জন এক্ষনে অন্য কি কাজ করিবে। বল। এস্থলে আশ্রবত্ব (অধীনতা) মাত্রই বিবক্ষিত বলিয়া স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়িকা গণের ন্যায় মণ্ডন—রচনাদি ক্রীড়া উদাহৃত হইল না। অধিকন্ত সদাকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অধীনতা শ্রীরাধার গুণমধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট হইল। ইহা কিন্তু স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়িকার কালবিশেষে (কাদাচিৎক) নহে—উভয়ের এই ভেদেই নির্দ্দিষ্ট হইল।

কৃষ্ণ প্রেয়াবলী মুখ্যা শ্রীরাধাঠাকুরাণী কৃষ্ণ সম অনন্তগুণে ভূষিতা বলিয়া তাঁহার সমস্ত গুণাবলীর বর্ণনা কোন প্রাকৃত ও জড় জীবের ক্ষুদ্র মেধায় প্রস্ফুরিত হওয়া একান্তই অসম্ভব। এখানে প্রধান পঞ্চ- বিংশতি গুণাবলীর অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। অনন্তর শ্রীরাধা সুষ্ঠুকান্তা স্বরূপা সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে কথিত আছে—ঃ

সুষ্ঠুকান্তস্বরূপেয়ং সর্ব্বদা বার্ষভানবী। ধৃতষোড়শ শৃঙ্গারা দ্বাদশাভরণাশ্রিতা॥

হ্লাদিনী শক্তির সারভাগ শ্রীমতী রাধা শ্বেতচম্পূকাভায় দেদীপ্যমানা—ষোড়শ শৃঙ্গার ও দ্বাদশ প্রকার অলঙ্কারে শোভিতা। তাঁহার স্বরূপের শোভা এত যে,শৃঙ্গার ও অলঙ্কার তাহার শ্রীঅঙ্গের শোভার- নিকট ম্লান হইয়া যায় কারণ ভূষণের ভূষণ অঙ্গ—সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণচাঁপার দীপ্ত দ্যুতি-ঘনান্ধকারকে ও আলোকিত করে। এমন কি প্রাণ প্রিয়তম ঘন শ্যামের শ্যাম বর্ণকে মলিন করিয়া রাধাঙ্গ জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল দীপ্তি দান করিয়া থাকে। তাঁহার বটি বিলম্বিত ভ্রমর কৃষ্ণ, রেশমের মত উজ্জ্বল ও মসৃণ সুকুঞ্চিত কেশকলাপ, প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, কমল দলবৎ আয়ত লোচন যুগল, সিংহ জিনি ক্ষীন বটিদেশ, নয়ন রঞ্জন স্কন্ধদ্বয়, করযুগলে দর্পন সম উজ্জ্বল নখরাজি। ত্রিজগতে এরূপ রূপোৎসব নাই বলিয়া তাঁহাকে সুষ্ঠুকান্ত স্বরূপা বলা হয়। শ্রীঅঙ্গের সতত সদ্য প্রস্ফুটিত কমল গন্ধবৎ সৌগন্ধ হেতু তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম ললনাল- লামভূতা পদ্মিনী নারী বলা হয়। ষোড়শ শৃঙ্গার এই রূপ-স্নান, নাসাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা, নীলবসন

পরিধানে, কটিতটে নীবীবন্ধ, ব্যালাঙ্গনা জিনি বেনীর শোভা, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চতুঃসম চর্চ্চিত, কবরী বেষ্টন করিয়া মল্লিকার মালা, গলে বৈজয়ন্তীমালা, হস্তে লীলাপদ্ম, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, নেত্র যুগলে কজ্জল রেখা, চিত্রিত গণ্ড দেশ, চরণে অলক্ত রাগ, ললাট ফলকে তিলক—এই ষোলটি শৃঙ্গার অর্থাৎ দেহশোভা। এখন দ্বাদশ আভরণের কথা শ্রবণ করুণ—চূড়ায় অপূর্ব্ব দীপ্তিশালী মণি, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে সুবর্ণ পদক, কর্ণোর্ধ্ব ছিদ্রে স্বর্ণশলাকা, করযুগলে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠভূষী, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, গলে তারাহার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ন মঞ্জীর এবং পদাঙ্গুলি গুলিতে অঙ্গুরী—এইরূপ দ্বাদশ আভরণে শ্রীরাধার অঙ্গে শোভা পায়।

শ্রীরাধার প্রাতঃ স্নান ও সখীগণ কর্ত্তৃক বিবিধ অলঙ্করন—

প্রাতে শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখী বৃন্দ অতি ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন।

ললিতাদি সখী নিজ নিজালয় হৈতে। আইলা রাধার কাছে স্খলিত গতিতে॥
স্নান বেদী নিকটে যতেক দাসীগণ। স্নান দ্রব্য লইয়া করে পথ নিরীক্ষন॥
রতন আসন আগে ধরিয়াছে যথা। উঠিয়া রাধিকা আসি বসিলেন তথা॥
খসাইয়া অঙ্গভূষা ললিতা আসিয়া। হরষ হৈলা অঙ্গ সুষমা দেখিয়া॥
স্বর্ণ লতিকায় যেন পুষ্পাদি ত্রোটন। প্রণয়ে খসান তৈছে রাধাঙ্গ ভূষণ॥
মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গবতী রজকের কন্যা। স্নান বস্ত্র রাধা আগে ধরে অতি ধণ্যা॥
তবে মুখ প্রক্ষালন করি সুবদনী। গন্ধচূর্ণ পরিপূর্ণ আম্র পুটি আনি॥
দশন ধাবন কৈলা, সেই ত দশণ। পদ্মরাগ, স্ফটিক নিন্দিয়া সুমোহন।
স্বর্ণ জিহ্বা শোধনিকা দুই করে ধরি। শোধন করিলা জিহ্বা, কৃষ্ণ রস করী॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল দাসীগণে দিলা। গণ্ডুষে গণ্ডুষে মুখ প্রক্ষালন কৈলা॥
সুক্ষ্ম জলবাসে মুখ মার্জ্জন করিলা। স্নান যোগ্য বস্ত্র তবে পরিধান কৈলা॥
স্বর্ণকুম্ভ পূর্ণজল সুগন্ধি শীতল। স্নানবেদী বেড়িয়া স্থাপিত সকল॥
মণি পীঠোপরি মৃদু কাঞ্চন আসন তাহার উপরে সূক্ষ্ম মঞ্জুল বসন॥
তাহাতে বসিলা গিয়া রাধা সুবদনী। স্নান যোগ্য দ্রব্য ধরে পরিজনে আনি॥
সুগন্ধা, নলিনী দুই নাপিতের কণ্যা! মার্দ্দনোদ্বর্ত্তন—কেশ সংস্কারে ধণ্যা॥
নারায়ন তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিল। স্নিগ্ধোজ্জ্বল করি অঙ্গে উদ্বর্ত্তন দিল॥
আমলকি কল্কে কৈল কেশ সংস্কার। ক্ষালন করিল তাহা দিয়া জল ধার॥
সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্রে জল ঘুচাইল তার। এই রূপে উজ্জ্বল করিল কেশ ভার॥
মন্দ পঙ্ক সুবাসিত জল কুম্ভ হৈতে। সখীগণ জল ঢালি সুবর্ণ ঘটিতে॥
সেইজল দিয়া সব স্নান করাইলা। প্রত্যঙ্গে গা মোছা দিয়া জল মুছাইলা॥

অতি সূক্ষ্ম জলবাসে কেশ সম্মার্জ্জিলা। সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্র তবে পরিধান কৈলা ॥
ভূষণ বেদীতে তবে শ্রীরাধা বসিলা। প্রভাত কালের যোগ্য বেশ সখী কৈলা ॥
তারুণ্য লক্ষ্মীর সম যে অঙ্গ শোভিত। হাব ভাব অলঙ্কারে সতত ভূষিত ॥
ধূপ ধূম দিয়া তবে কেশ শুকাইয়া। স্নিগ্ধ সুকুঞ্চিত কেশ বাসিত করিয়া ॥
স্বস্তি দাখ্য রত্ন দান্ত চিরুনী লইয়া। ললিতা করিলা বেশ কেশ বিনাইয়া ॥
সহজে সুগন্ধি কেশে অগুরুর গন্ধ। তাহাতে দিলেন আরো অনেক সুগন্ধ ॥
বেণী বিনাইয়া শিরে শঙ্খ চূড় মণি। কৃষ্ণদত্ত, বিন্যাস করিলা সুসাজনি ॥
বকুলের দিব্য মালা, মুকুতার মালা। তাহে দিলা যেন ভেল ত্রিবেণীর খেলা ॥
মূল মণি যুত বেনী ডোরীতে বান্ধিয়া। বিরচিলা অগ্রভাগে পট্টজাদ দিয়া ॥
সূক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র চিত্রা, ভিতরে ধরিলা। তাহার উপরে নীল বসন পরাইলা ॥
ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সূক্ষ্মতর। মেঘাম্বর নাম তার মহা মনোহর ॥
ভিতরের বস্ত্র মণি প্রবাল বরণ। দুই গাছি স্বর্ণ সূত্রে তাহার বন্ধন ॥
সূত্র অগ্রভাগে পট্ট চমরী শোভিত। সন্মুষ্টি করিয়া সেই বস্ত্র সুকুঞ্চিত ॥
স্বর্ণ সূত্রে মণি কিঙ্কিনীর জাল যাতে। রত্নাচিত পঞ্চ বর্ণ চমরী সহিতে।
নিতম্বেতে সেই কাঞ্চী করিলা যোজনা। যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা ॥
চন্দন, কর্পূর, আর অগুরু কাশ্মীরে। পঙ্ক নিরমান কৈলা বিশাখা সুধীরে ॥
পৃষ্ঠ, বক্ষ, বাহু, আর কুচ যুগলেতে। লেপন করিলা তাহা হরষিত চিতে ॥
আকপোল ললাটের দুই পাশে চিত্রা। কস্তুরীর পত্রাবলী লিখিলা বিচিত্রা ॥
সিন্দুরের বিন্দু দিলা সীমন্তের তলে। পরিবৃত করি চন্দনের বিন্দু মালে ॥
তার তলে চন্দনের চাঁদ বিরচিলা। চাঁদের ভিতরে কস্তুরীর বিন্দু দিলা ॥
কামযন্ত্র নাম এই ললিত তিলক। হেরিয়া কৃষ্ণের হয় সর্ব্বাঙ্গে পুলক ॥
তবে চিত্রা ঠাকুরানী কুচতট দেশে। লিখিয়া আশ্চর্য্য চিত্র পরম হরিষে ॥
পুষ্পগুচ্ছ, ইন্দুরেখা, আম্রের পল্লব। কমল, মকরী—কস্তুরীতে এই সব ॥
মীন, পুষ্প, পল্লব আর নবচন্দ্র রেখা। কন্দর্পের বান, কুম্ভ, ধনুকের লেখা ॥
ভ্রূধণু, ধুণণে যেন স্তম্ভিয়া তরাসে। কাম নিজ বানাদি অর্পিল কুচকোষে ॥
রক্ত বস্ত্রে মুক্তাচিত অনেক রতণে। রচিত কাচুলী পরাইলা সযতনে ॥
হৈল যেন ইন্দ্রধণু তারা মালান্বিত। সন্ধ্যারক্ত রাগ গিরি যুগে সমুদিত ॥
সুবর্ণের তালপত্র বলন করিয়া। নীল মণি পুষ্প তার অগ্রভাগে দিয়া ॥
রচিত তাড়ঙ্ক—রঙ্গদেবী কর্ণে দিলা। অলি যেন স্বর্ণ পদ্ম কলিতে বসিলা ॥
সুবর্ণের চক্রীশলা উর্দ্ধ কর্ণে দিলা। প্রভাতের সূর্য্য যেন উদয় করিলা ॥

তার মধ্যভাগে হয় স্থূল নীলমণি। হৈমারুণ মণি হীরা যুত সুসাজনি॥
তার অগ্রভাগে স্বর্ণকমল শোভয়। আশ্চর্য্য শলাকার শোভা কহনে না যায়॥
অগ্রভাগে মুক্তামুখ সুবর্ণ কলস চিত্রা পরাইলা—যাহে কৃষ্ণমন বশ॥
তবে ত বিশাখা সখী মৃগমদ বিন্দু। চিবুকেতে দিয়া নিরখেন মুখ ইন্দু॥
কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর। স্বর্ণ পদ্ম দলাগ্রে যৈছন মধু কর॥
কনক অঙ্কুশে গাঁথা মুকুতার ফল। নাসাগ্রেতে পরাইলা করে ঝলমল॥
শুকমুখে বোটাযুক্ত নোয়ালের ফল। দেখিতে যেমন তেন শোভা অবিকল॥
আয়ত নয়নে দিলা দলিত অঞ্জন। কি কহিব সেই শোভা অতি সুমোহন॥
কৃষ্ণ মুখ চন্দ্র সুধা পানেব লালসে। চকোরী রহিল যেন ধরি বহু আশে॥
বিমল কনকপাত বিশাখা আনিয়া। পরাইলা হাসি হাসি শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া॥
হরি করে রহে শঙ্খ চিহ্ন মনোহর। আচ্ছাদিলা কম্বুকণ্ঠ পাঞা বহু ডর॥
স্বর্ণ হংস দিলা রাধা কণ্ঠের উপরে। যে শোভা হৈল তাহা কে কহিতে পারে॥
হীরক ও নীলমণির দ্বারায় খচিত। স্থূল মধ্য স্বর্ণ সূত্র মুখাগ্রে যোজিত॥
অতি সূক্ষ্ম মুক্তাফলে গুম্ফিত যতনে। হিয়ায় গোস্তন হার দিলা হৃষ্টমনে॥
এক এক নীলমণি গোলা মাঝে মাঝে। স্বর্ণ গোলা দুই দুই তার পাশে সাজে॥
তবে রত্নহার দিলা হিয়ার উপর। গোল গোল কাঠিতার অতি মনোহর॥
ইন্দ্র নীলমনি আর পদ্মরাগ মণি। হেমমণি গোলা সব, প্রবালে গাঁথুনি॥
তবে হিয়ায় দিলা চিত্রা. গুচ্ছক যে হার। গোল গোল কাঠি সব ধাত্রী বীজাকার॥
এক এক স্বর্ণ কাঠী যুগল প্রবাল। গিলিত অন্তরা মুক্তাগুচ্ছের সে মাল॥
রাসে রাধা বিনোদিনী কৈলে নৃত্যগান। সুখী হৈয়া কৃষ্ণ কৈলা গুঞ্জা মাল্য দান॥
গুঞ্জা মালা ছলে নিজ হৃদয়ের রাগে। সমর্পন কৈলা যেন অতি অনুরাগে॥
সেই মালা বিশাখা হিয়ায় পরাইলা। শ্রী কৃষ্ণের সাক্ষাতে পরশ জাগাইলা॥
একাবলী হার দিলা নায়ক সহিত। স্থূল তারাবলী যেন অন্তরে উদিত॥
হৃদয়েতে দিলা তবে চতুষ্কি আনি। সুবর্ণ শিকলি দিয়্য চতুষ্কি গাঁথনি॥
ইন্দ্রনীল রত্নে সেই চতুষ্কি রচিত। পদ্মরাগ মণি হীরা কনকে খচিত॥
হার সকলের পট্ট থোপ পৃষ্ঠোপর। নিতম্ব পর্য্যন্ত ক্রমে লম্বিত সুন্দর॥
নিতম্ব পর্ব্বত হৈতে বেনী ভুজঙ্গিনী। শির শৈলে উঠিবারে সোপান সাজনি॥
স্বর্ণাঙ্গদ ভুজে দিলা দিলা বিশাখা আনিয়া। কালপট্ট ডোরে, রত্নমালায় বাঁধিয়া॥
হরিরঙ্গদাখ্য—কৃষ্ণ মহাসুখী হন। হেন সে অঙ্গদ শোভা না যায় কহন॥
নীলরত্ন বলয়া ললিতা দুইকরে। পরাইল তার শোভা কে কহিতে পারে॥

রত্নপদ্মনালে যেন মধু মম্মিলিত। তাহার উপারে যেন ভ্রমর বেষ্টিত ॥
সুবর্ণ কঙ্কন দিলা মুকুতা খচিত। বলয়ের সহ মিলি হইল শোভিত ॥
সূর্য্যের মণ্ডলে যুক্ত চন্দ্র বিম্বগণ। রাহু যেন তারা সহ একত্র মিলন ॥
সুবর্ণ মাদুলিচয় যাহাতে শোভিত। দুই পাশে লম্বমান পট্ট সূত্রাম্বিত ॥
অনেক রতন যার, অন্তরে সাজনি। পরাইলা করে মণি বন্ধের বন্ধনি ॥
অদ্ভুত রতনাঙ্গুরী দিলা অঙ্গুলিতে। বিপক্ষ মর্দ্দন রাধা নাম লেখা তাতে ॥
সুবর্ণ কটক দিলা চরণ যুগলে। নানা রত্ন অংশ তাতে রাজে ঝল মলে ॥
চটুল চটক রব জিনি তার ধ্বনি। কৃষ্ণ মতি-ধৃতি-শ্রুতি হরে যাহা শুনি ॥
মৃদু পাদ পদ্মে দিলা রতন মঞ্জীর। কালিন্দীর হংস পাটে যার ধ্বনি ধীর ॥
পাদাঙ্গুলে সুদেবী রতনাঙ্গুরী দিলা। যার শিল্পে বিধাতার বিস্ময় জন্মিলা ॥
নর্ম্মদা মালীর কণ্যা দত্ত লীলাপদ্ম। যাহা কৃষ্ণ মনোহর মহা শোভা সদ্ম ॥
সেই পদ্ম পদ্ম হস্তে বিশাখা আনিয়া। পদ্মাননা করপদ্মে সঁপিলা হাসিয়া ॥
নাপিতের কণ্যা সে সুগন্ধা নাম তার। মণি দরপণ দিলা অগ্রে শ্রীরাধার ॥
দর্পনে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী। কৃষ্ণসুখ যোগ্য বেষ মনে অনুমানী ॥
কৃষ্ণের মিলন লাগি হইলা চঞ্চল। কান্তের প্রাপ্তিই তাঁর নারীবেশ ফল ॥

শ্রীকৃষ্ণ মিলনে সুসজ্জিতা শ্রীরাধার অনবদ্য রূপ মাধুরীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন শ্রীরাধাপদে সমর্পিত প্রান শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর একখানি দুর্লভ পদ এখানে প্রদত্ত হইল—ঃ

চন্দ্রবদনী ধনী মৃগনয়নী। রূপে গুণে অনুপমা রমনী মণি ॥
মধুরিম হাসিনী কমল বিকাশিনী মতিহারিনী কম্বু কণ্ঠিনী ॥
থির সৌদামিনী গলিত কাঞ্চন জিনি তণুরুচি ধারিনী পিকবচনী।
উরে লম্বিত বেনী মেরুপর যেন ফনী আভরণ বহুমণি গজগমনী ॥
বীনা পরিবাদিনী চরণে নূপুর ধ্বনি রতিরসে পুলকিনী জগমোহিনী।
সিংহ জিনি মাজাখানি তাহে মণি কিঙ্কিনী ঝাঁপি ওড়নি তনুপদ অবনি।
বৃষভানু নন্দিনী জগজন বন্দিনী দাস রঘুনাথ পহুঁ মনোহারিনী ॥

এখানে পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন উঠিতে পারে, যিনি সর্ব্বোন্নত উজ্জ্বলরস সাধিকা, কৃষ্ণপ্রেম বিভোরা, মহাযোগিনী পারা, তাঁহার পক্ষে এতসব রূপচর্য্যা বসন ভূষণ অলঙ্করণের বাহুল্য কেন? উত্তরে এসবই তাঁহার প্রাণ প্রিয়তম নটেন্দ্রকুল চূড়ামণির বিলাস সুখের নিধি স্বরূপ-প্রিয়ের নয়ণানন্দদায়ী উপহার মাত্র, স্বসুখবাঞ্ছা গন্ধরহিত, কৃজ সুখতাৎপর্য্যময়ী শ্রীরাধার মনের ভাব-তাঁহার পরম পবিত্র তনুখানি কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি, মাধব মধুযামিনীর উৎসবমুখর সুসজ্জিত কেলিকুঞ্জ স্বরূপ। কৃষ্ণ মত্তভৃঙ্গ কেলি ফুল্ল পুষ্প বাটিকা। কৃষ্ণচন্দ্রেন্দ্রিয়গ্রাম বিশ্রাম বিধু শালিকা—আমার রাধাঠাকুরানী শ্যাম সরসীর ফুল্ল মরালিনী।

এ সবই তাঁহার বাহ্য রূপ, প্রকৃত আন্তর স্বরূপ—অপ্রাকৃত কবিকুল চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চরণ তাঁহার অমর গ্রন্থ শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নায়িকা গণের মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী প্রধানা বলিয়া কথিত হইলে ও—তয়ো রপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাব স্বরূপেয়ং গুনৈরতি বরীয়সী ॥ শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু শ্রীরাধিকা মহাভাব স্বরূপা এবং সর্ব্বগুণে অতি প্রধানা। প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরানী ॥ রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥ শ্রীরাধাই সমস্ত প্রকৃতিবর্গের সর্ব্বাদ্যা বা মূল প্রকৃতি—অবিচিন্ত্য মহাশক্তি স্বরূপা। বৈকুণ্ঠ্যাদি সকল লক্ষ্মীগণে প্রভব স্থল মহালক্ষ্মী স্বরূপিনী।

অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥
লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশ বিভূতি। বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ মহিষীতে ততি ॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশ রূপা। মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপা ॥
আকার স্বভাব ভেদ ব্রজদেবীগণ। কায় ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী। গোবিন্দ—সর্ব্বস্ব সর্ব্ব কান্তা শিরোমণি।
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥
—বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্র।

শ্রীমতী রাধিকা দেবী-কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা নামে অভিহিতা। দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী। কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া ব্রজের বসতি নগরী ॥ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণযাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তিহেতু করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে ॥ অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরি রীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ! ভাঃ ১০/৩০/২৪,

রাসলীলায় শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণ পদ চিহ্নের সহিত শ্রী রাধিকার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া কহিলেন—ইনিই (অনয়া প্রধানা গোপীকায়া) নিশ্চয় সর্ব্বদুঃখ হর্ত্তা সর্ব্বাভীষ্ট প্রদানে সমর্থ শ্রীহরিকে সর্ব্বাধিক উত্তম আরাধনা করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, যেহেতু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দ ইহাঁকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন।

জগত মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তি মান। দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥
পূর্ণানন্দ ময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥

রাধিকা প্রেমের গুরু আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

এ সম্বন্ধে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে ৮ম সর্গে ৭৭ শ্লোক।

'কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি'—'হরেঃ পাদ মূলাৎ। কুতো অসৌ?' কুণ্ডারণ্যে। কিমিহ কুরুতে, নৃত্য শিক্ষাং 'গুরুঃ কঃ' ॥ 'তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিষু স্ফুরন্তী। শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥ শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা তরিলেন—হে প্রিয় সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছে? বৃন্দা কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণ চরণ হইতে আসিতেছি। শ্রীরাধিকা কহিলেন—তিনি কোথায়? বৃন্দা কহিলেন-রাধা কুণ্ডারণ্যে। শ্রীরাধিকা কহিলেন—সেই বনে তিনি কি করিতেছেন? বৃন্দা কহিলেন-নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন। শ্রীরাধা কহিলেন—সেই শিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা কহিলেন—দিগ্বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফুরিত হইতেছে যে তোমার মূর্ত্তি তাহা নর্ত্তকীর ন্যায় গুরু হইয়া আপনার পশ্চাৎ কৃষ্ণকে নাচাইতে নাচাইতে ভ্রমন করিতেছে।

স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বরসের আকর অখণ্ড রস বল্লভ হইলে ও ঘনীভূতরসের চরমতম পরিনতিতে যে মহাভাবের উদগম তাহা আনন্দময়ী শ্রীরাধার বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয় সৎ প্রেম মঞ্জুষায় নিত্য নিবদ্ধ।

রাধা-প্রেম বিভুযার বাড়িতে নাই ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষনে ক্ষনে বাড়য়ে সদাই ॥
যাহা হৈতে গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ॥

'বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং; গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ। মুহুরূপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ।—দানকেলী কৌমুদী-২য় শ্লোক

যাহা সম্পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপক হইয়া ও প্রতিক্ষনে বর্দ্ধনশীল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াও অহঙ্কার বর্জ্জিত এবং মুহুমুহু বক্রিম ভাব ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ, এইরূপ শ্রীরাধিকার অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে জয় যুক্ত হইতেছে।

শ্রীরাধারানীর এই প্রকার দুর্ব্বার কৃষ্ণ প্রেমানুরাগ অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ গোলোকপতি গোবিন্দকে পারকীয়া রসে অনন্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুগলের দুটি সত্ত্বাকে একত্রে মিলন করায় কখনও যোগীর বেশে, কখনও মালিনীর বেশে, দেয়াসিনী বেশে, নাপিতিনী বেশে, এমন কি যশোদা মন্দির হইতে প্রেরিত রত্ন পেটিকায় গোবিন্দ নিবদ্ধ অবস্থায় আয়ান বর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত হইয়া জটিল মন্দিরেও সখীজন সমভিব্যাহারে যুগল মিলন মাধুরী! সবই রাধিকানুরোগের চরম পরিনতি। রাধারানীর প্রেম মদীয়তাময় মধু স্নেহোত্থ বলিয়া ঐশ্বর্য্য গন্ধ হীনতা নিমত্তি কাহারও নিকট গৌরব ও চাহেন না এবং নিজেও গৌরব করেন না। স্বীয়ানুকূলতাময় না হইয়া সর্ব্বদা তদীয়ানুকূলতাময়—শ্রীরাধার সৎ প্রেম দর্পনে মালিণ্যের গন্ধ-মাত্রই নাই, । সুতরাং মলাপসারণের দ্বারা তাহার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আদৌ নাই, তথাপি ক্ষণে ক্ষণে স্বচ্ছতা বাড়িতেছে। এইটি শ্রীরাধা প্রেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই জন্য কৃষ্ণ সেবার দ্বারে নিত্য নিত্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নূতন মাধুর্য্য আস্বাদন কালে অতৃপ্তি হেতু বিধাতাকে সৃজন কার্য্যের জন্য নিন্দা করিতেছেন-

যে হেরিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বি-নয়ন। বিধি সৃজন নাহি জানে। কোটি আঁখি নাহি দিল, দিল মাত্র দুই। তাহাতে নিমেষ দিল, কি দেখিব মুঁই॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের দুর্ব্বার আকর্ষনে শ্রীরাধা কৃষ্ণেতর বিষয় সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন—ঃ

লোক ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য, দেহ সুখআত্ম সুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

এই জন্যই-শুদ্ধভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে। গোপ গোপী বিনা তাহা অন্যে নাহি জানে॥

তন্মধ্যে—যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ঃ তথা। সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা, বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা। তথাহি-গোপী প্রেমামৃতে—ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা, যত্র বৃন্দাবনং পুরী, তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধা ভিধা মম॥ এই জন্যই মহারাসে শ্রীরাধা নিজেকে সাধারণী নায়িকা জ্ঞানে অভিমানিনী হইয়া রাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্বেষনে বহির্গত হইয়া মান প্রশমনার্থে সঙ্গসুখ দানের নিমিত্ত-তথাহি গীতগোবিন্দে-কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ সুন্দরীঃ॥ অর্থাৎ কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ সারভূতরাসলীলারপরমাশ্রয়ভূতা শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্য ব্রজ সুন্দরী সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। মহামহিম মহাভাবময়ী শ্রীরাধার নিত্য সিদ্ধ সুগুপ্ত ভজন প্রনালীতে যাঁহার সতত শ্রীকৃষ্ণ ভজন, যে ভজন নিচ্ছিদ্র-পরম হংস কুলের ও চিন্তার অতীত বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে পরম হংস কুল চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পাদ্ রাসে শ্রীকৃষ্ণ পরিত্যক্তা বিরহিনী গোপীগণের ভিতরে প্রধানা গোপী শ্রীরাধার নামোল্লেখ করেন নাই কেন? কারন পরম প্রেমময়ী শ্রীরাধার পবিত্র নাম স্মরন মাত্রেই অত্যুৎকট প্রেম বৈবশ্য হেতু পরম হংসদেবের হৃদয় বিকল হইয়া মহা সমাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন—আর সেই ভাবে যদি সমাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে আসন্ন মৃত্যু যাত্রী ভারত সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎকে কৃষ্ণ কথা শুনাবে কে? এই জন্য কৃষ্ণ কথার বেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধারাণীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। শুধু রাধারাণীর নাম, তাঁহার কায়ব্যূহ স্বরূপিনী অন্য কোন গোপীর ও নাম উল্লেখ নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাদ তাঁহার অমর গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঈঙ্গিত করিয়াছেন—

অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ। এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব। ভক্ত গন কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥

যে লাগি কহিতে সুখ, সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে।

শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ গুণ–গরিমা সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখ বানী—

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দদেয় ঐছে কোন জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুন। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুনী বড় জগতে অসম্ভব। একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশী–গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস। রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শ আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমায় জীবাতু॥
রাধাকৃষ্ণ একাত্মা দুইদেহ ধরি। অন্যোহন্যে প্রেমসুখ আস্বাদন করি॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান্॥
পরস্পর বেণু গীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। সেই সুখ মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হৈয়া অন্ধ॥
তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সেবাতে রাধা পায় যে আনন্দ। শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥

এই জন্যই ব্রজের তুঙ্গবিদ্যার অবতার শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ তাঁহার স্তোত্রকাব্য শ্রী রাধারসসুধানিধি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—

যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চল খেলনোত্থ ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থকানী। যোগীন্দ্র দুর্গমগতি মধুসূদনোঽপি তস্যাঃ নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥' অর্থাৎ যে শ্রীরাধার পরিহিত বসনাঞ্চলের সঞ্চালনে পবন অলৌকিক পরিমলে সৌরভিত হয় এবং সেই ধন্যাতি ধন্য পবণের আঘ্রাণ ও সুখ স্পর্শ কদাচিৎ প্রাপ্ত হইয়া যোগীন্দ্রগণের দুর্ল্লভ মধু সূদন ও আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বৃষভানু নন্দিনী যে দিকে বিরাজিতা, সেই দিক্ কে আমি প্রণাম করি। এইখানে শ্রীরাধার গন্ধোন্মাদিত মাধবা নামেব সার্থকতা।

শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ তাঁহার অমর গ্রন্থ ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতেবর্ণনা করিয়াছেন—'দেবী কৃষ্ণ ময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা! সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥' পরব্রহ্ম ধাম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আত্ম রাম বলা হয়—তাহার নিগূঢ় অর্থ স্কন্দ পুরান ব্যক্ত করিয়াছেন—

'আত্মাতু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমনাৎ অসৌ। আত্মারাম তয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বাদিভিঃ ॥' —স্বয়ং ভগবানের আত্মা স্বরূপা শ্রীরাধার সহিত রমন হেতু, শ্রীকৃষ্ণকে আত্মারাম বলা হয়—এই নিগূঢ় অর্থ অপ্রাকৃত তত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যক্ত করিয়াছেন।

তবে শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রত্যক্ষে রাধা নাম উল্লেখ না থাকিলেও অপ্রত্যক্ষে ও গুপ্ত ভাবে আছে-তাহা শ্রীগৌরগত প্রাণ অপ্রাকৃত মহাজন গনের অমৃত দৃষ্টির প্রভাবে প্রোজ্জ্বল হইয়া ধরা দিয়াছে—'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যা মনয়দ্রহঃ ॥ 'ভাঃ ১০।৩০।২৮, এই রমনী (প্রধানা গোপিকা) নিশ্চয় ভগবান্ ঈশ্বর হরির আরাধনা বিশেষ ভাবে করিয়াছেন, তাহা না হইলে কি গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি সহকারে তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ণ করিয়াছেন ? রাধায়তি আরাধয়তি ইতি রাধা, এই নামকরন এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে. টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ এবং রসিক টীকাকার শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদ ও ঐরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। পরের শ্লোকে বিপক্ষ চারিণী গণের প্রধানাগণ ও রমা শম্ভু ঐ প্রধানা গেপীকার পদরেণু মস্তকে ধারন করিয়া কৃষ্ণ দর্শন প্রাপ্তির নির্নয় করিয়াছেন। যথা—ঃ 'ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্‌ঘ্র্যজরেণবঃ। যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী-দধূ মু‌র্দ্ধ্ন্যা ঘনুত্তয়ে।

"হে সখীগন ! এই সকল গোবিন্দপদার বিন্দ রেণু অতিশয় ধন্য, যেহেতুক ব্রহ্মা, মহেশ, ও রমা দেবী পাপাপনোদন নিমিত্ত ঐ সকল কে মস্তকে ধারণ করেন। ঐ পবিত্র পদরেনুর সঙ্গে প্রিয়তমার পবিত্রতম রেনু সম্প্‌ক্ত হওয়ায় অধিকতর মহিমান্বিত হইয়াছে। প্রধান ভক্তের কৃপা না হইলে, তাঁহার পদরেনু মস্তকে ধারন না করিলে, গোবিন্দ দর্শন হয় না। এস সখিগন, আমরা এই সকল রেণুতে অভি-ষিক্ত হই. এতদ্দারা আমাদের প্রাণ প্রিয়তম শ্যামসুন্দরকে প্রাপ্ত হইতে পারিব।

এ হেন কৃষ্ণপ্রাণ প্রিয়তম, কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি, কৃষ্ণের নয়ন-মনের উৎসব স্বরূপ শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে যে অলঙ্কারের প্রাচূর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা তদীয় প্রিয় নর্ম্ম সখী গন প্রাতঃ কালে যহা অভিষেক করিয়া সুসজ্জিত করিয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকৃত অলঙ্কার গুলি কি—তাহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী পাদ (যিনি ব্রজের কস্তুরী মঞ্জরী)বর্ণনা করিয়াছেন—

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন। তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম। তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান। নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাটী পরিধান ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন। প্রণয় মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয়-চন্দন। স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রূপ মৃগমদভর। সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥

প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস। ধীরাধী রাত্মকগুণ অঙ্গে পট্টবাস ॥
রাগ তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল। প্রেম-কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জ্বল ॥
সুদ্দীপ্ত সাত্বিক-ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী। এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥
কিল কিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতিভূষিত। গুণ শ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পুরিত ॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেম-বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
মধ্য-বয়স্থিতা সখী স্কন্ধে কর ন্যাস। কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক। তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥
কৃষ্ণ নাম-গুন যশ অবতংস কাণে। কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণর সর্ব্ব কাম ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর। অনুপম-গুণগন পূর্ণ কলেবর ॥

তথাপি—শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে একাদশ সর্গে দ্বাবিংশাধিকশততমঃ শ্লোকঃ—

কা কৃষ্ণস্য প্রনয় জনিভূঃ, শ্রী মতী রাধিকৈকা।
কাস্য প্রেয়স্যনুপম গুণা, রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা, নিষ্ঠুরত্বং কুচেঅস্যাঃ।
বাঞ্ছা পূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরেঃ, রাধিকৈকা ন চান্যা ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রনয়োৎপত্তি স্থান কে? (উত্তর) একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে? (উত্তর) অনুপমগুণা একা শ্রীরাধিকা, তদ্ভিন্ন আর কেহ নহে! শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা, স্তনে কঠিনতা, সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থা, অন্য কেহ নহে। সমর্থারতিমতি সম্পন্না শ্রীরাধাই কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্যা।

যাঁহার সৌভাগ্যগুন বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজ রামা ॥
যাঁহার সৌন্দর্য্যগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ গনিবে কেমনে জীব ছার ॥

কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণী ২৪ ঘন্টা রাত্রি দিনে ৬৪ দণ্ডাত্মিকা নিত্য লীলায় অবস্থিত থাকিয়া নিচ্ছিদ্র-নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতই কৃষ্ণ সেবায় সর্ব্বক্ষন নিরতা—এর দ্বিতীয় উদাহরণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কুত্রাপি নাই। অতি সংক্ষেপে চতুঃষষ্টি দণ্ডাত্মিকা নিত্যলীলা নিম্নে প্রদত্ত হইল—:

(দিবালীলা)—৩২ দণ্ডব্যাপী।

প্রাতঃ কালে উঠিয়া শ্রীরাধা ঠাকুরানী। দন্ত-ধাবনাদি ক্রিয়া করিলা আপনি ॥
উদ্বর্ত্তনাদি দিয়া সখী করাইলা স্নান। তবে বেশভূষা করাইল পরিধান ॥
এই কার্য্যে শ্রীমতির একদণ্ড যায়। উৎকণ্ঠিত চিত্ত কৃষ্ণ দরশন আশায় ॥

তবে শ্রীকৃষ্ণের লাগি রন্ধন করিতে। নন্দীশ্বর যাইতে যায় একদণ্ড পথে॥
তথা পাঁচ দণ্ড যায় বিবিধ রন্ধনে। এক দণ্ড যায় পুনঃ কৃষ্ণের ভোজনে॥
নবম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ ভোজন। অবশেষ পাইল তবে সর্ব্ব সখিগণ॥
নয় দণ্ড পরে কৃষ্ণের গোষ্ঠেতে গমন। দেখিয়া শ্রীরাধা গৃহে করেন আগমন॥
ইথে এক দণ্ড যায়, এক দণ্ড আর। আয়োজন করে সূর্য্য পূজার সম্ভার॥
অতঃপর সূর্য্য পূজার কারনে যাইতে। পথে তিন দণ্ড যায় গমন করিতে॥
সূর্য্যালয়ে গিয়া সূর্য্যে প্রণাম করিয়া। পূজার সম্ভার সব সে স্থানে রাখিয়া॥
ফুল তুলিবার ছলে নিজ সখী লঞা। রাধাকুণ্ডে যান কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া॥
দুই দণ্ডে যান রাই নিজ কুণ্ড তীরে। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কৈল নিকুঞ্জ-কুটিরে॥
কৃষ্ণের প্রণাম করি চন্দন মালা দিল। দুহুঁ প্রেমে গদগদ আলিঙ্গন কৈলা॥
তবে নানা কৌতুক করিলা দুই জনে। হিন্দোলা ঝুলিলা দোঁহে আনন্দিত মনে॥
সখী গণ সহ মিলি কৈলা জল কেলি। তবে কুঞ্জে বিহার কৈল দুহুঁ পাশা খেলি॥
খেলায় হারিলা কৃষ্ণ শ্রীরাধার সনে। কৃষ্ণ বলে বিকাইনু তোমার চরণে॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কৃষ্ণে ভোজন করাইলা। সখী গণ লঞা রাই অবশেষ পাইলা॥
তবে দোঁহে প্রবেশিলা শ্রীমণি মন্দিরে। রসের বিলাস কৈল প্রফুল্ল অন্তরে॥
এরূপ বিলাস রসে যায় ছয় দণ্ড। অতঃপর শ্রীরাধিকা যান সূর্য্যকুণ্ড॥
সূর্য্যালয়ে যেতে রাধার দুই দণ্ড যায়। এক দণ্ড গত হয় সূর্য্যের পূজায়॥
পূজা অবশেষে গৃহে ফিরিয়া যাইতে। চারি দণ্ড পুনঃ গত হয় সেই পথে॥
অনন্তর শ্রীরাধিকা স্নান সমাপিয়া। সূর্য্যের প্রসাদ পান সখিগন লইয়া॥
প্রসাদ পাইতে রাধার যায় একদণ্ড। লুচি পুরী মিঠাই যেন অমৃতের খণ্ড॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কিছু কৃষ্ণের লাগিয়া। তুলসীর হাতে তাহা দেন পাঠাইয়া॥
অতঃপর শ্রীরাধিকা বিরলে বসিয়া। কৃষ্ণ লাগি মালা গঁথে হরষিত হৈয়া॥
পান বীড়া বান্ধিতে চন্দন ঘরষণে। দুই দণ্ড গেল দিবা হৈল অবসানে॥
এই ত বত্রিশ দণ্ড হৈল দিবা লীলা। এই মত রাধা-কৃষ্ণের ব্রজে নিত্য লীলা॥

(রাত্রিলীলা)

সন্ধ্যার উত্তরে রাই শয়ন করিলা। পথশ্রমে দুই দণ্ড তরে নিদ্রা গেলা॥
দুই দণ্ড পরে রাই রন্ধনে বসিলা। আর দুই দণ্ডে রাই রন্ধন সারিলা॥
ছয় দণ্ড পরে কৃষ্ণের প্রসাদ আসিলা। সখী সঙ্গে একদণ্ড ভোজন করিলা॥
ভোজনান্তে তিন দণ্ড করিয়া শয়ন। উঠি দশ দণ্ডে করে অভিসার আয়োজন॥

যাইতে সঙ্কেত স্থানে দুই দণ্ড যায়। বা'র দণ্ড পরে কৃষ্ণের দরশন পায় ॥
একদণ্ড মালা পান চন্দন সেবন। তাহে কত রসালাপ প্রেম সম্ভাষণ ॥
রাসাদি কৌতুকে তবে চারি দণ্ড যায়। সখিগণ মিলি রাধা-কৃষ্ণ গুণ গায়।।
অষ্টাদশ দণ্ডে পুনঃ নিকুঞ্জ বিহার। নানাপুষ্প বেশভূষা নানা অলঙ্কার ॥
কুসুম যুদ্ধেতে পরে এক দণ্ড যায়। পুষ্প শয্যা পরে দুঁহে শয়ন করয় ॥
বিংশ দণ্ডে হয় পুনঃ ভোজন বিলাস। তাহে বৃন্দাদেবী আদির মনের উল্লাস ॥
বিংশ দণ্ড পরে হয় দোঁহার বিলাস। চারি দণ্ড রতি রসে দোঁহার উল্লাস ॥
অতঃপর রাধা-কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যান। দুই দণ্ড নিদ্রা করি করে গাত্রোত্থান ॥
কুঞ্জ ভঙ্গে কাতর দুহুঁ বিরহ ভাবিতে। দুই দণ্ড যায় দুঃখে বিদায় লইতে ॥
এইরূপে দুই দণ্ড যাইতে যাইতে। কুঞ্জ ছাড়ি রাধাকৃষ্ণ চলিলা গৃহেতে ॥
দুই দণ্ডে আসি রাই যাবটে পশিলা। দুই দণ্ড রাত্রি শেষে তবে নিদ্রাগেলা ॥
এই ত বত্রিশ দণ্ড লৈল নিশালীলা। এই মত রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা খেলা ॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা যত কহনে না যায়। সংক্ষেপে কহিনু কিছু সেবার নির্ণয় ॥
রাগানুগা হইয়া কর সাধ্য সাধন এই নিত্যলীলা কর মানসে সেবন ॥
সাধক যেজন সেবা নির্ণয় বুঝিয়া। যে সময় যেবা সেবা করহ চিন্তিয়া ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পাদপদ্ম করি আশ। চৌষটি দণ্ডের কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীরাধারাণীর নিত্য শ্রীকৃষ্ণ সেবার পূর্ণ বিবরণ অপ্রাকৃত মহাকবি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ তাঁহার শ্রীশ্রী গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রন্থে সধেনামৃত চন্দ্রিকায় সিদ্ধ মহাত্মাগণ অশেষ বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধ প্রণালীতে রাগানুগা সাধন পদ্ধতিতে মহাত্মাগন তাঁহাদের সিদ্ধ গুটিকায় সাতীব রহস্যাবলী সম্বলিত নিত্যলীলা মাধুরীর অনবদ্য ঝলক দেখিতে পাইবেন। শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর এই প্রকার অত্যুত্তম সাধন পদ্ধতির কথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া রাগমার্গের সাধকগণ-জড়-অনিত্য যাবতীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বামিনীর এই অষ্টকাল ব্যাপী কৃষ্ণ সেবার স্মরণ মনন মুখে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম প্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। এই রাজ্যে কি ভাবে প্রবেশ হয়—সঙ্কল্প কি ?'' অভিমানং পরিত্যজ্য প্রাকৃত বপুরাদিষু, শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া ব্রজে গোপীদেহে বসাম্যহম্। রাধিকানুচরী ভূত্বা পারকীয় রসে সদা, রাধাকৃষ্ণ বিলাসেষু পরিচর্য্যাং করোম্যহম্। স্থূল দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহরি। কৃষ্ণ-কৃপাশ্রয়ে নিত্য গোপী দেহ ধরি ॥ কবে আমি পারকীয়া রসে নিরন্তর। রাধাকৃষ্ণ সেবা—সুখ লাভব বিস্তর ॥ সংসার মরুভূমিতে ভ্রাম্য মান পথ-ভ্রষ্ট পথিকগণ তুমি যে গনগড্ডলিকা ধারায় মিথুনী ধর্ম্মের ধারা প্রবাহে ভাসমান হইয়া চলিয়াছ— তাহাতে ভাঙনের মুখে মহা-বিপর্য্যয়ের দিকে চলা, অতএব ঐ ধারার পরিবর্ত্তন করিয়া বিপরীত রাধারধারায় চলো, তাহা হইলে অতি সত্বর তদীয় প্রিয়তম অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে পৌঁছাইতে পারিবে।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং তথা। সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা। এবে কহি শ্রীরাধিকা কুণ্ডের বর্ণন। যাহা শুনি সুখী হয় প্রেমী ভক্ত গণ।

গোষ্ঠে কৃষ্ণ চন্দ্র কতদূর গিয়া। নিবৃত্ত হইয়া শীঘ্র আইলা ফিরিয়া॥
রাধিকার সঙ্গলাগি উৎকণ্ঠিত মন। রাধাকুণ্ড তটেতে করিলা আগমন॥
আসিয়া দেখেন কুণ্ড শোভা বিলক্ষণ। দেখিয়া হইলা কৃষ্ণ হরষিত মন॥
সর্ব্বদিক রত্ন বাঁধা সোপানে বেষ্টিত। চারিদিকে চারিঘাট মণি রত্নাচিত॥
প্রতি ঘট্টোপরি রত্ন মণ্ডপ শোভন। প্রতি মণ্ডপের ধারে রতন অঙ্গন॥
ঘাটের উভয় পাশে মণির কুট্টিমা। অতি মনোহর শোভা নাহিক উপমা॥

মণ্ডপের চারিপাশে বৃক্ষ বিলম্বিত। ফুলে, বস্ত্রে, চারি চারি হিন্দোলা সজ্জিত॥ দক্ষিণে চম্পক বৃক্ষে হিন্দোলারগন। পূর্ব্ব দিকে কদম্বেতে তাদের দোলন॥ পশ্চিমে রসালে হিন্দোলিকা মালা সাজে। কুণ্ডোত্তরে বকুলের শাখায় বিরাজে॥ কুণ্ড পূর্ব্বদিকে, অগ্নি কোনের নিকটে। রত্নস্তম্ভ অবলম্বে রত্ন সেতু বটে॥

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড উভয়ের জল। সেতুর নীচের খালে করে চলাচল॥
তীরের উপরে চারিদিকে বৃক্ষবৃন্দ। প্রতি বৃক্ষ মূল নানা রতনেতে বদ্ধ॥
বড় বড় মণির কুট্টিমা সুরচিত। প্রতি বৃক্ষ তলকে বেড়িয়া বিরাজিত॥
গলাসম উচ্চ কাহো, বুক সম। কাহো নাভিসম, কাহো হয় জানু সম।
কাহো উরুসম, উচ্চ করিয়া রচনা। চারিদিকে ঘেরি রত্ন সোপান ঘটনা॥
কাহো উরুসম, উচ্চ করিয়া রচনা। চারিদিকে ঘেরি রত্ন সোপান ঘটনা॥
ছয়, সাত, অষ্টকোন আর গোলাকার। বিভিন্ন কুট্টিমাবলী, অতি চমৎকার।
বেদী বাঁধা তরু পরি, তাহাতে বসিয়া। যুগলের নর্ম্মালাপ, পরিজন লৈয়া॥
নিদাঘে শীতল, শীতে উষ্ণ সমুচিত। এইরূপে মণিতে সমস্ত নিরমিত॥
মণির কান্তিতে বারি তরঙ্গ প্রতীত। আলবালে, প্রতি বৃক্ষ-গোড়া সুমণ্ডিত॥
মণি গণে জল মানি, বিহগ নিচয়। পিয়াসে সতত তাহে নিপতিত হয়॥
ফুলে ফুলে দলে অবনত তরুচয়। কুসুমিত বহু লতাযুত শোভাময়॥
কুণ্ডচারি কোণে চারি মাধবীর কুঞ্জ। বাসন্তীর চতুঃশালা নাম মনোরঞ্জ॥
পুষ্পিত কাঞ্চন আর আশোককেশর। কুসুমের চারিদিকে কুঞ্জ বহুতর॥
তার বাহ্যে কুণ্ড বেড়ি কদলীর বৃক্ষ। পক্কা পক্ক ফল পুষ্পসহ লক্ষ লক্ষ॥
পুষ্প বন মালা উপবনে আলিঙ্গিত। তাহার বাহিরে পুনঃ চৌদিকে বেষ্টিত॥
কুণ্ডের ভিতরে শোভে জলের উপর। দিব্য রত্ন মন্দির ও সেতু মনোহর॥

পুষ্প বনমালা আর উপবন মাঝে। সেবা সামগ্রীর ঘর অনেক বিরাজে ॥
বৃন্দাদেবী সে সকলে নিজগন লৈয়া। রাখেন সেবার দ্রব্য আনন্দ পাইয়া ॥
কৃষ্ণ দাসী শত শত আছয় তথায়। পুষ্প তোলে, সেবাযোগ্য সামগ্রী যোগায় ॥
ঋতু রাজ আদি করি যত ঋতু গণ। কুণ্ড কাননের সেবা করে অনুক্ষন ॥
বৃন্দাদেবী সেবেন শ্রীনিকুঞ্জে আলয়। সিঞ্চেন সুগন্ধি জলে পথাঙ্গনালয় ॥
মণ্ডপ, তোরণ, দোলা কুঞ্জাদিরগন। চান্দোয়া, পতাকা, পুষ্পগুচ্ছে সুশোভন ॥
লীলাকুঞ্জ শয্যা নব পল্লবে রচিত। বোঁটাশূন্য নানাফুলে পল্লবে খচিত ॥
চন্দ্র উপাধান তাতে আছয়ে কোমল। মধু পাত্র তাম্বুলাম্বু-পাত্র নিরমল ॥
কহলার ও পুণ্ডরীক আর রক্তোৎপল। পঙ্কেরুহ ইন্দীবর, কৈরব সকল ॥
আছয়ে কুণ্ডের জল সুবাসিত করি। ক্ষরিত মরন্দে আর পরাগেতে ভরি ॥
কলহংস হংসী, চক্রবাক্ চক্রবাকী। সারস সারসী, মদ্গু, ডাহুক ডাহুকী ॥
কর্ণ মনোহারি শব্দ, সদাই করয়। কত আছে কুণ্ডে তাহা কহনে না যায় ॥
শুকশারী পরস্পরে সুরঙ্গকরিয়া। কৃষ্ণলীলা রসকাব্য গায় সুখ পাঞা ॥
শিখিগন ডাকে, নাচে দেখি কৃষ্ণ কাঁতি। কুণ্ডতটে অঙ্গনে, উদ্যানে কত ভাতি ॥
পারাবত হরি ভাল চাতকাদি যত। কৃষ্ণ দেখি কর্ণামৃত ধ্বণি করে কত ॥
কৃষ্ণ মুখশোভা কোটি চন্দ্র নির্ম্মঞ্ছিত। দেখিয়া চকোরগণ হয়ে হরষিত ॥
অন্ধকার করিয়া যবে চন্দ্র তেয়াগিয়া। কৃষ্ণ মুখ চন্দ্রকান্তি পিয়ে সুখী হৈয়া ॥
লতা বৃক্ষে পুষ্প-ফল মুকুল মঞ্জরী। পক্কাপক্ক, জালি, ফলে নম্র মনোহারী ॥
বহু পদ্মাকর হয়, মধ্য দেশ যার। তীরে নীরে চতুর্দ্দিকে রাধা-কৃষ্ণের বিহার ॥
নানা বর্ণের পদ্মের কান্তিতে ঝলসিত। গুণেতে জিনিল ক্ষীর সমুদ্র নিশ্চিত ॥
নিজ তুল্য তীর নীর যুত পার্শ্বস্থিত। কৃষ্ণ পাদ জাত শ্যাম কুণ্ড পরশিত ॥
সেতুরূপ বসনের নিম্নদেশ দিয়া। সলজ্জ পরশ যেন হাত বাড়াইয়া ॥
কুণ্ডতীরে অষ্টদিকে অষ্ট কুঞ্জ হয়। শ্রেষ্ঠ সখি গণের নামেতে পরিচয় ॥
এই রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া সুখ মায়াগার। নিজ নিজ হাতে তাঁরা করেন সংস্কার ॥
তাহাদের দিকের সীমায় অগনন। উদ্যানে ও উপবনে শিল্প শালা গণ ॥
সীমায় সীমায় দুই সারি বৃক্ষ হয়। তাহার ভিতরে চারু পথ বিরাজয় ॥
সঙ্কীর্ণ সে পথ, মরকত মণি দিয়া। ভিতর রচিত বহু সাজনি করিয়া ॥
পথের উপরে মণি স্ফটিকে রচিত। পরম আশ্চর্য্য যেন নদী পরতীত ॥
ছোট ছোট ঢেউ যেন নদীতে বহয়। এমনি মণির কারুকার্য্যে ভ্রম হয় ॥
মণির ভিতে উদ্যান ও উপবন বেড়া। মাঝের ভিত্তিতে তার দ্বারবৃন্দ জোড়া ॥

অন্য লোক তথা যদি পরবেশ করে। ভিতে দ্বারা জ্ঞান হয়, ভিত জ্ঞান দ্বারে ॥

এই অত্যাশ্চর্য্যময় মাধুর্য্যসার রাধাকুণ্ডতট চিন্ময় ভূমি প্রপঞ্চলীলায় চিল্লীলামিথুন কোষে অবস্থিত। এখানেই শ্রীরাধা ঠাকুরানী পরম বিশ্রব্ধ বুদ্ধিতে তাঁহার প্রাণ প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের সেবা প্রিয়নর্ম্মগণ সমভিব্যাহারে করিতে পারেন। এখানে জটিল-কুটিল মতি বিবাদীগণের, বিপক্ষ চারিনী চন্দ্রাবলী গণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। এখানেই মাধুর্য্যবর্ষী মাধ্যন্দিন লীলার অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহা বংশীবট মূলে মহারাস অপেক্ষা ও অধিকতর মনোজ্ঞ ও রম্যাতিরম্য। এখানেই লীলার সর্ব্বোত্তম মধুরিমা এখানেই দিবা ১২ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত কুসুম নর্ম্মোজ্জ্বল কেলি, মুরলীহরণ, একযোগে ষড়ঋতুগণের যাবতীয় সুষমা মণ্ডিত দিব্যাতিদিব্য মধুর পরিবেশে নর্ম্ম সখীগন সহ কানন বিহার। এখানেই বসন্ত উৎসব, দোল লীলা মহামহোৎসব, ফাগু খেলা আনন্দ বিহার, কুণ্ডদ্বয়ে জল বিহার, মধুপান, বন্য ভোজন, সন্নিকটে সূর্য্যপূজা ছলে মিত্রপূজন ইত্যাদি লীলার সংঘটন।

রাধা কৃষ্ণ তনু মন, উৎকণ্ঠাতে নিমগন, তাতে ভেল মিলন দোঁহার।
পরস্পরে দরশনে, বিবিধ বিকার গণে, অঙ্গে যেন ভেল অলঙ্কার।।
বাম্য হর্ষ চপলতা, নানা নর্ম্ম সুখকথা, অঙ্গ ভঙ্গী ভ্রূনেত্র চালন।
বংশী হৃতি ফাগু খেলা, তারপর দোল লীলা, তবে মধুপান লীলাগণ ॥
তবে হয় পাশা খেলা, তার পাছে জল খেলা, অঙ্গ বেশ ভোজন শয়ন।
শুক পাঠ, পাশা খেলা, সূর্য্য পূজাদি লীলা, আনন্দ সাগরে নিমগণ ॥
রাধা কৃষ্ণ সখীসঙ্গে, তৃপ্ত হন রস রঙ্গে, সেবা করে সব পরিজন।
এই সূত্র কথাগণ, বিস্তারিয়া শ্রীরূপ কন, মধ্যাহ্নের মানসী স্মরণ ॥

"সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী। তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী ॥
সেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে। জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে ॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান। তারে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা মধুরিমা। কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ চিন্ময় ভূমি সমূহের ক্রমোৎকর্ষ বর্ণনা মুখে শ্রীরাধা কুণ্ডের চরমোৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন—ঃ

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্য মুদার পানি, রমনাস্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ড মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদ কৃত ভাষা—ঃ

"বৈকণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মথুরা মণ্ডল। তদপেক্ষা বৃন্দাবন—যথা রাস স্থল ॥

তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন—নিত্য কেলি স্থান। রাধাকুণ্ডে তদাপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান॥

এ সম্বন্ধে রূপানুগ গৌড়ীয় আচার্য্য ভাস্কর বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার অনুবৃত্তিতে বলেন—ঃ

"বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা নগরী। জনম লভিলা যথা কৃষ্ণ চন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব—কাম॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল। গিরিধারী—গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল।।
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ড তট। প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পুট॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধা কুণ্ড ছাড়ি। অন্যত্র যে করে, কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ড তীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥

এই মহাতীর্থ শ্রীরাধা কুণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি নর্ম্ম আখ্যান ভাগ আছে। এখানে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে—একদা সখী গন সমভিব্যাহারে ব্রজ নবযুগের এই বনস্থলীতে বিহার কালে সহসা বৃষাকৃতি অরিষ্টাসুর উপস্থিত হইলে— শ্রীকৃষ্ণ প্রবল বিক্রমে আক্রমন করিয়া ভূতলশায়ী করেন। পরদিবস যখন কৃষ্ণ রাধারানীর সহিত মিলিত হইতে যাইবেন— তখন ললিতাদি সখীগণ বাঁধা দিয়া বলিলেন—না, কৃষ্ণ তুমি বৃষাকৃতি অসুরকে বধ করায় গোবধ জনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করিরাছে। অতএব তুমি আমাদের সখী পরম পবিত্রাধার স্বরূপিনী শ্রীমতীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না। কৃষ্ণ তখন প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞসা করিলে তছুত্তরে সখীগণ বলিলেন— আচ্ছা, তুমি যদি সমস্ত প্রধান তীর্থগণকে আনয়ন পূর্ব্বক উহাতে স্নান করিতে পারো, তবেই আমাদের সখীকে স্পর্শ করার যোগ্যতা লাভ করিবে। কৃষ্ণ তখন নিজ বংশীর সাহায্যে একটি কুণ্ড রচনা করিয়া ধ্যানযোগে সমস্ত তীর্থগণকে আহ্বান করিলে তাঁহারা সকলে মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া প্রভুকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা প্রভুর কি সেবা করিতে পারেন। কৃষ্ণ বলিলেন—তোমারা সকলে সম্মুখস্থ এই কুণ্ডে তীর্থজল রূপে অবস্থান কর। গতকল্য বৃষাকৃতি অরিষ্টাসুর বধ করায় সখীগণ পরিহাস করিয়া বলিতেছে—সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে গো-বধ জনিত পাপ হইতে আমি নাকি মুক্ত হইতে পারিব, তাই তোমাদের তীর্থ জলে আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তৎক্ষণাৎ সকল তীর্থগন জলাকারে কুণ্ডপূর্ণ করিল। প্রভু ও সেই কুণ্ডের জলে স্নান করিলেন। তথাপি ও সখী গণের মনঃ পূত হইল না। তাঁহারা পুনঃ রায় বলিলেন—আমাদের প্রিয় সখী শ্রীমতী রাধা তিনি স্বয়ং কুণ্ড করিয়া তীর্থ জলে পরিপূর্ণ করিবেন, উহাতে স্নান করিয়া হে শ্যাম সুন্দর তুমি পবিত্র হইবে এবং গো-বধ জনিত পাপ দোষ তিরোহিত হইবে। তৎক্ষনাৎ শ্রীমতী সখীগন সমভিব্যাহারে স্বীয় হস্তের কঙ্কন ও খনিত্রাদি দ্বারা আর একটি কুণ্ড খনন করিলেন, কিন্তু উহাতে কোন জলের সঞ্চার হইল না। তখন সখীগন কলসী কলসী জল নিকটস্থ কুসুম সরোবর হইতে আনয়ন করিয়া রাধা-নির্ম্মিত কুণ্ডটিকে পরিপুর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কলসী কলসী জল কুণ্ডেতে ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গে

কোথায় আদৃশ্য হইয়া যাইতেছে দেখিয়া কিং বর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন অগত্যা শ্যাম সুন্দরের শরণাপন্ন হইতে হইল—তাঁহারা সকলে স্মেরাননী হইয়া শ্যামসুন্দরকে অনুনয় পূর্ব্বক বলিকেন, তোমার কুণ্ডের তীর্থগন কে তুমি আদেশ কর! যেন তাহারা শ্রীমতীর রচিত কুণ্ড তীর্থজলে পরিপূর্ণ করে। তখন শ্যাম সুন্দর স্বীয় কুণ্ডস্থিত তীর্থগনকে আদেশ করিলেন—যুগল কুণ্ডের মধ্যস্থিত সেতুর প্রণালী পথে প্রবাহিত হইয়া শ্রীমতীর কুণ্ড কে পরিপূর্ণ কর। সর্ব্ব তীর্থগণ সানন্দে প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। তখন প্রিয় নর্ম্ম সখীগন সঙ্গে যুগলে সলিল বিহার করিয়া শ্রীকুণ্ড তীরে রাসরস মাধুরী বিস্তার করিলেন। তাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সকল তীর্থ গণের সর্ব্বশেষ মিলন ক্ষেত্র এবং ব্রজ বিলাসী যুগলের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে ধন্য-পরম পবিত্রীকৃত এই রাধা কুণ্ডের মহিমা কোন মর্ত্ত্য জীবের বর্ণনা করা একান্তই দুঃসাধ্য।

যুগল কুণ্ডে স্নান মন্ত্র—ঃ

উদ্ভূতং কৃষ্ণপাদাব্জাদরিষ্টবধশ্ছলাৎ। পাহিমাং পামরং স্নামি শ্যামকুণ্ড জলে তব। রাধিকা সমসৌভাগ্যং সর্ব্ব তীর্থপ্রবন্দিতম্। প্রসীদরাধিকাকুণ্ডং স্নামিতে সলিলে শুভে। শ্রীকুণ্ডতীরে নিরন্তর ভজনকারী শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদের অতিমনোজ্ঞ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীরাধা কুণ্ডাষ্টক বিদগ্ধ রসিক ভক্তগন নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রপঞ্চাগত লীলামুকুটমণি বংশীবটতট মূলে ব্রহ্মরাত্রিব্যাপী মহারাস যহা শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধের উনত্রিংশৎ অধ্যায় হইতে ত্রয়ত্রিংশৎ অধ্যায় ব্যাপী রাস পঞ্চাধ্যায় নামে বিখ্যাত ও মনোজ্ঞ বিবরণ রহিয়াছে। এই রাসলীলায় অবিচিন্ত্য মহাশক্তি শ্রীরাধারানীই রাসেশ্বরী ও মধ্যমণি। তথাপি শ্রীরাধাগত প্রাণ অন্তর্ভাবিত সিদ্ধ মঞ্জরী ভাবে ভজনরত বিদগ্ধ রসিক ভক্ত গণের নিকট তাঁহাদের স্বামিনীর প্রাণে পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়ায়, এই মধুরাতিমধুর লীলাতে সম্যক আনন্দের কারণ হয় না। কারণ পূর্ণ রাস বিহার কালে রাসেশ্বর বহু গোপীগণ কে সমভাবে সেবা সুযোগ দানেন জন্য সেবাবসরদ প্রভু গোবিন্দ আমার নিজেকে বহুধা বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক হেমবরনী গোপীর পার্শ্বে মহামারকত শ্যাম সুন্দর বিরাজমান থাকিয়া ছয় তাল ছত্রিশ রাগরাগিনী যোগে নৃত্য গীতাদি করিতেছিলেন— আর শ্যামসুন্দরের মূল বিগ্রহ গোপীমণ্ডল মধ্যস্থিত শ্রীরাধারানীর দক্ষিণ পার্শ্বেই ছিল। অতীব সুকঠিন ইন্দ্র-শিবাদির অগম্য এই রাসলীলায় নৃত-গীত বাদ্যাদির কোন প্রকার তাল ভঙ্গ হয় নাই, এ শুধু মহারাস নায়িকা রাসেশ্বরী রাধা ঠাকুরাণীর অমৃত দৃষ্টির অচিন্ত্য প্রভাব। কিন্তু কিছুক্ষন পরে কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী নিজেকে নিতান্ত অসহায়া সাধারনী গোপী বলিয়া অনুভব করিলেন। প্রাণবন্ধু শ্রীহরি ত সব গোপীগণের সঙ্গে পৃথক পৃথক বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক বিহার করিতেছেন এবং সবার সেবাদি সমান ভাবে গ্রহণ করিতেছেন, তাহা হইলে গোপী প্রধানা শ্রীরাধার উত্তুঙ্গ মহিমা ম্লান হইতেছে—অনুভব করিয়া রাসেশ্বরী রাস পরিত্যাগ করেন। যেখানে রাসেশ্বরী নাই সেখানে রাস ও নাই। শত কোটি গোপী মাধব মন, রাখিতে নারিলা করিয়া যতন। অপর দিকে রাধাগতপ্রাণ মাধব রাধার অন্বেষনে বহির্গত হইয়া বনমধ্যে তাহার

সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। রায় রামানন্দ সংবাদে— চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে। অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে—ঃ কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম্। রাধা মাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ কংসারি শ্রীকৃষ্ণ, সম্যক্ সারভূতরাসলীলার পরমাশ্রয়ভূতা শ্রীরাধিকা কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্য ব্রজসুন্দরী সকল কে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্যাম বনানীর বিবিধ শোভা সম্পদের মধ্যে ব্রজবিলাসী যুগল পারস্পরিক সেবা সুখে নিমগ্ন হইলেন। স্বাধীনভর্তৃকা রূপে রাধারাণী তাঁহার প্রাণ কোটি দয়িত গোবিন্দের বিবিধ সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। 'স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীন ভর্তৃকা—উজ্জ্বলনীলমনি। যে নায়িকাব প্রেমে বশীভূত হইয়া নায়ক সর্ব্বদাই তাহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য নিকটস্থ থাকেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়। এই লীলাতে ও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, এবং তাঁহার কেশপ্রসাধন তাহাতে বেনীরচনা ও মল্লিকা মালা দ্বারা তাহার শোভাবর্দ্ধন প্রভৃতি বিবিধ বিলাস করিয়াছেন, সুরতাং এই লীলায় শ্রীরাধিকার স্বাধীন ভর্তৃকা ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছিল। স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকার গর্ব্ববচন এবং সগর্ব্ব ব্যবহার নায়কের পক্ষে বড়ই সুখাবহ হইয়া থাকে। কাজেই শ্রীরাধিকা যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ—আমি আর চলিতে পারিতেছি না। তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাও'—শ্রীরাধিকার এই গর্ব্ববচন শ্রীকৃষ্ণের বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই। সুনায়িকা শ্রীরাধারাণীর স্বাভাবিক বাম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণ্যভাব প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এ সময় ভাবিলেন-আমি যদি সুনায়কের স্বভাবানুসরণ করিয়া সম্ভুক্ত নায়িকা শ্রীরাধিকার প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের বিলাস রসাস্বাদনে বাধা পড়িয়া যাইবে। কেননা নায়ক ও নায়িকা উভয়ই যদি দাক্ষিণ্য ভাবাপন্ন কিং বা বাম্যভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে পরস্পরের মিলনরসাস্বাদনে ব্যাঘাত হয়।

পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার আমার সহিত পরমানির্ব্বচনীয় মিলন রস মত্ততা আমি প্রত্যক্ষ ভাবে আস্বাদন করিয়াছি কিন্তু অন্যান্য গোপীগঃ—স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহৃৎ পক্ষ ও তটস্থা ইহারা বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিরহে পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার যে কি পরমানির্ব্বচনীয় দশার প্রকাশ হয়, তাহা আমি ও জানি না কিংবা অন্যান্য কোন গোপরমনী গনেরও ধারনা নাই। আমার বিরহ বাড়বানল দগ্ধা পরম প্রেমবতী যুথেশ্বরী শ্রীরাধিকার অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে, তখন তাহাদের আর নিজ নিজ বিরহ দশার তুচ্ছ অনুভূতির ধারনাই থাকিবে না এবং সকলেই একমত হইয়া শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া আমাকে অন্বেষন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এই জাতীয় সমবেত অন্বেষন বেদে ও আছে—ঃ

ওঁ তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ, যত্র গাবো ভূরি শৃঙ্গা অয়াতীঃ।

অত্রাহ তদরুগায়স্য কৃষ্ণঃ পরমং, পদমবভাতি ভূরি ওঁ ॥ ঋগ্বেদ ১।১৫৪ সূক্ত ঋঙ্মন্ত্রে

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে—আমরা (ঋষিগণ) তোমাদে (শ্রীরাধা গোবিন্দের) সেই গৃহ সকল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, যেখানে গাভি সকল প্রশস্ত শৃঙ্গ বিশিষ্ট ও শুভেচ্ছা বর্ধনকারী শ্রী কৃষ্ণের সেই পরম পদ প্রচুর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। সকলকে এক সঙ্গে আনন্দ রসাস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিয়া স্বজনপ্রেম বিবর্দ্ধন চতুর রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, পরম প্রেমবতী—মিলনানন্দে আত্মহারা শ্রী-রাধিকা কে বলিলেন—"স্কন্ধ আরুহ্যতাম্"—টীকাকার শ্রীধর স্বামি পাদ বলিয়াছেন—"তস্যাং স্কন্ধারোহ-নোদ্য তায়াম্ অন্তর্হিত ইত্যর্থঃ" শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহন করিতে উদ্যত হইলেন তখন শ্রী গোবিন্দ অন্তর্হিত হইলেন। এখানে এই লীলায়–একটি নিগূঢ় তত্ত্বের প্রকাশ হইল, সেটি হইতেছে–শ্রীমতী প্রাণকোটি দয়িত শ্যামসুন্দরের সহিত নির্জ্জন বিহারে যে অপরিসীম সান্দ্রানন্দ ঘন আনন্দ রসাস্বাদন করিলেন, তাহা ত তাঁহার সুখে সুখী এবং তাঁহার দুঃখে দুঃখী তদীয় প্রিয়নর্ম্ম সহচরী–গণ তাহা হইতে বঞ্চিতা হইয়া আজ রজনীযোগে কণ্টক কঙ্কর যুক্ত বনভূমিতে বিচরন করিয়া কতই না মর্ম্মাহত হইতেছে। স্বীয় অনুগতাজনের প্রতি করুণাময়ীর এই স্নেহের উদ্রেক বশতঃ নিত্য লোভনীয় কৃষ্ণ সঙ্গ সুখের কথা মুহুর্ত্তের জন্য স্তিমিত হইয়াছে। আর সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। প্রেম সেবার রাজ্যে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন স্মৃতি জাগ্রত হইলেও প্রিয়তমকে হারাতে হয়। ক্ষন পরেই অদর্শন জনিত ব্যথা এবং প্রগাঢ় প্রেমোৎকর্ষ বশতঃ শ্রীমতীর প্রাণ ব্যাকুল হইল। পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বলিত হইয়া নানাবিধ অভিনব ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইল এবং তাহাতে তিনি এমন আত্মহারা হইয়া গেলেন যে, তিনি আর সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। রসশাস্ত্রে এই অবস্থার নাম প্রেম বৈচিত্ত্য, এ সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামি পাদের বৃহৎ বৈষ্ণব তোষনী টীকা, উজ্জ্বল নীলমনি এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টিকার ভাব অন্বেষনীয়। এখানে প্রেমোৎকর্ষোঅনুরাগঃ স্থায়ী—স চ তৃষ্ণাতি প্রাবল্য মূলক এব মুহুরনুভূতস্যাপি বস্তু নোহননুভূতত্বভান সমপর্কো ভবেৎ। ততঃ প্রেম বৈচিত্ত্য ভজেত্তস্যা অনুতাপঃ, তথান্যা গোপীঃ সন্নিহিতো দৃষ্টা কৃষ্ণেনান্তর্হিত:মবেতি জ্ঞেয়ম্। যেমন সান্নিপাতরোগী নিরন্তর জলপান করিলেও জল পিপাসায় অধীর হইয়া, হা জল, হাজল, করে-তেমনি রাধারাণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—: হা নাথ রমন প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ! দাস্যাস্তে কৃপনায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্।" হা নাথ! রমন! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! তুমি কোথায়? তোমার এই দীনা কিঙ্করী কে দেখা দাও! রাধারাণী কৃষ্ণ বিরহে, অনন্ত কল্যান গুণ বারিধি শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্ম গুনাবলীর আস্বাদনে স্মরণে ও মননে নিমগ্ন চিত্ত হইয়া সব কিছুই বিস্মৃত হইলেন। রাধারানীর উক্তিতে তোমার রূপ দেখি মোর আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। তোমার প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥ দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিরহ ভাবিয়া প্রেম বৈচিত্ত্য দশায় তাঁহার দশা—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু, তবু হিয়া জুড়ানো না গেল।
লাখ লাখ যুগ নয়নে হেরিনু, তবু নয়ন না তিরপিত ভেল।

শ্রীরাধার এই প্রেমাতিশয্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্ময়ান্বিত করে। বৈষ্ণব পদ কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের পদেও দৃষ্ট হয়—শ্রীকৃষ্ণও নিকটেই অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া এই অভিনব রসাস্বাদন করিতেছিল। এমনি সময়ে অন্যান্য বিরহিনী গোপীগন শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষন করিতে করিতে এক নির্জ্জন স্থানে কৃষ্ণ পরিত্যক্তা শ্রী রাধাকে দেখিতে পাইয়া বিপক্ষা চারীগন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

এখানে অনয়া—প্রধানা গোপীকায়া রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরনঞ্চ দর্শিতম্। একথা বৈষ্ণব তোষনীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। নচেৎ সমগ্র ভাগবতে শ্রীরাধার নাম অথবা অন্য গোপী কার নাম দেখা যায় না। মহাভাবময়ী শ্রীরাধা অথবা তস্তাবাঢ্যা গোপীকাগণের নাম স্মরণ মাত্রেই পরম হংস কুলচুড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ এক অত্যুৎকট প্রেম বৈবশ্য হেতু সমাধিগ্রস্ত হইয়া যাইতেন। ঐ রূপ দশা প্রাপ্ত হইলে আসন্ন মৃত্যুপথ যাত্রী রাজা পরীক্ষিৎ কে ভাগবতী কথা শুনাবে কে? এ ছাড়া যাঁর লাগি কহিতে সুখ সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে। তাছাড়া ঐ শুকদেব ত ব্রজের সূক্ষ্মধী শুক-তাঁর প্রতি শ্রীরাধাদি গোপীগণের নিষেধাজ্ঞা ছিল, আমরা পারকীয়া রসে সুগুপ্ত সিদ্ধ ভজন প্রণালী পথে নিকুঞ্জবিহারীর সেবাধিকারিনী। এজন্য আমাদের কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিবে না। এ কারনেই শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীরাধা রাণীর উল্লেখ নাই। রসিক টীকাকার তাঁহাদের টিপ্পনীতে সুব্যক্ত করিয়াছে। এছাড়া ব্রজমহাদেবীর নাম পদ্ম পুরানে, ভবিষ্য পুরানে, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরানে, গর্গ সংহিতায়, রাধাতন্ত্রে, ঋক্ পরিশিষ্ট, সম্মোহন তন্ত্রে, গৌতমীয় তন্ত্রে, শ্রীকৃষ্ণ যামল তন্ত্রে, নারদ পঞ্চরাত্রে, বেদান্ত স্যামন্তকে সর্ব্বত্রই তাঁহার গুণ গরিমার বিজয় বৈজয়ন্তী দৃষ্ট হয়। যাক্ এই নির্জ্জন বনভূমিতে শ্রীরাধারানীকে পরিত্যাগের কারণ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, এই লীলার মাধ্যমে এক চিরন্তন সাধন ভজনের ঈঙ্গিত সূচিত হইবে। সহসা প্রাণ বল্লভকে হারাইয়া-প্রেম বৈচিত্ত্য বিরহবিকলা শ্রীরাধিকা আত্যন্তিক ব্যাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন—হা নাথ, তোমার বিরহ দাবানলে দহ্যমান দেহবৃক্ষ হইতে এখনই প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে। আমি শত চেষ্টা করিয়া ও তাহাকে রাখিতে পারিতেছি না। এমনি সময়ে অন্যান্য সকল গোপীগণ আসিয়া যখন তাঁহাদের যূথেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর চন্দ্রহীন রাত্রি, বারি-হীন মীনের দূরবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই প্রাণ বঁধুর বিরহে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাধা-রাণীর শুধু দুটি কথা—হে সখে! দর্শয় সন্নিধিং! হারানো কৃষ্ণকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য সকলে মিলিয়া বিবিধ পরামর্শ করিলেন। এখন আমরা যদি এই রাত্রি যোগে বনে বনে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, তাহা হইলে তিনি ও গভীর হইতে গভীরতর বনভূমিতে প্রবেশ ফলে তাঁহার নবনীত কোমল পাদ পদ্মে কণ্টক কঙ্কর পাথরের আঘাতে ব্যথা লাগিবে, অতএব এই খোঁজাখুঁজির পথ, নিজ নিজ প্রচেষ্টায় সাধন ভজনের পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই অজিত পুরুষের-প্রাপ্তির একমাত্র পথ—এস সকলে আমরা একত্র মিলিত হইয়া যমুনা পুলিনে রাস-মণ্ডলে অবস্থান করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নাম গুণ গান করি। সিদ্ধান্ত এই—

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টা স্তদাত্মিকাঃ,তদ্গুর্ণানেবগায়ন্ত্যো নাত্মাগারানি সস্মরুঃ পুনঃপুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদা গমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ নিবিষ্ট চিত্তা, শ্রীকৃষ্ণ কথালাপরতা। শ্রীকৃষ্ণান্বেষন পরায়ণা এবং শ্রীকৃষ্ণাবেশে তন্ময়তা প্রাপ্তা রাধাদি যূথেশ্বরী সহ ব্রজরামাগণ, দেহগেহাদি বিস্মৃত হইয়া কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই গুনগান করিতে লাগিলেন। কারণ গোপীর আসল স্বরূপ এইরূপ- মোরা গোপী, নহি যোগী, নহি সংসারী—কৃষ্ণে লয়ে মোদের সংসার! গোলোকে ও ভূলোকে এই একই স্বরূপ। কোন ব্যতিক্রম নাই॥ আর তাঁহারা জানেন তাঁহাদের জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধাঠকুরানী যদি সন্নিকটে থাকেন আর অমৃত দৃষ্টিপাত করেন—তাহা হইলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি করতলধৃত আমলকিবৎ সাতীব সুগম। এই স্থির করিয়া সকলে শ্রীরাধারাণী সহ পুনঃ যমুনা পুলিনে শ্রীরাস মণ্ডলে আগমন করতঃ স্বামিনী কে কেন্দ্র করিয়া নক্ষত্র মাঝে চন্দ্রমার মত উপবিষ্ট হইয়া বুকফাঁটা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম গুন গান করিতে লাগিলেন। মহাযোগিনী পারা শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্যামসুন্দনের ধ্যানে আপাদচুড় নিমগ্ন-হৃদয়। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত কৃষ্ণ নাম ও স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারা কি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন?

এই স্থানে একটি নিগূঢ় রহস্য এই যে—প্রাণ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক এত আদর ও সোহাগ প্রাপ্ত হইয়া ও এই নির্জ্জন বন প্রদেশে শ্রীরাধা এই ভাবে পরিত্যক্তা হইবার কারণ কি? উচ্চকোটি প্রেম ভজন রাজ্যে ও দেখা যায়—দয়িতের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন প্রেমাবেশ, স্মরন ও মনন যদি ক্ষন কালের জন্যছিন্ন হয়, তখন ইষ্ট বস্তু অন্তর্হিত হইয়া যান। এখানে বন ভ্রমনে পরিশান্তা ও রতি ক্লান্তা শ্রীরাধা যখন দয়িতের স্কন্ধে আরোহন করিতে ইচ্ছার উদয় কালে—সহসা করুণাময়ীর অন্তরে তাঁহার সুখে সুখী, তাঁহার দুঃখে দুঃখী। একান্ত চরণাশ্রিতা অনুগতা সখী গন ও তাঁহার ন্যায় প্রাণকোটি দয়িত শ্যাম সুন্দরের এত আদর ও সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিরহব্যথায় ব্যথিতা ভাবে নিশাভাগে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে তাঁহাদের অসহায় অবস্থার কথা মনে উদিত হইরা মাত্র, প্রাণ দয়িতের সঙ্গ হইতে নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা সখী আসিয়া রাসেশ্বরীর সেবা করিতে লাগিলেন। ঐ বিরহিনী সখী গণ হইলেন-চারি প্রকার— স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, প্রতি পক্ষ ও তটস্থা। কিসে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হহবে সর্ব্বদা এই উপায় চিন্তা এবং সেজন্য বিবিধ চেষ্টান্বিতা-তাঁহারাই স্বপক্ষী যথা, শ্রীললিতা-বিশাখাদি সখীগণ। আর যে সমস্ত ব্রজবনিতাগণ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ মিলনের অনুকূল এবং সর্ব্বদাই তাহার প্রতিকুলতা নিবারণের জন্য ব্যাপৃতা, তাঁহাদিগকে সুহৃৎ পক্ষা বলা হয়। যথা শ্যামলা, তুলসী, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি। বিপক্ষচারিনী গণ সর্ব্বদা শ্রীরাধার কুঞ্জ আঁধার পরি, লইতে চায় রাধার হরি—একক কৃষ্ণ—সঙ্গ প্রার্থিনী গন যথা—চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি গোপী গণ। আর যে সমস্ত গোপরমনী গন, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষাগণের সুহৃৎ পক্ষ, তাঁহারাই তটস্থা হইয়া উভয় পক্ষেই গমনা গমন করিয়া থাকে।

এই সব সখী গন অন্বেষণ করিতে করিতে মূর্চ্ছাগতা যূথেশ্বরীর নিকট আগমন করিলে, রাধারাণী

ও এই সময়ে কিঞ্চিৎ চৈতন্য সঞ্চার হওরায় তিনি হা নাথ ! হা নাথ ! তুমি কোথায় আছ ! এই কোমল মধু রাস্ফুট গদ-গদ বচন বলিতে বলিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নিকটে সমাগতা গোপবনিতাগণের দিকে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে দৃষ্টি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। তাহাতে সমস্ত ব্রজবনিতাগণ শ্রীরাধিকাকে চিনিতে পারিলেন এবং সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহাদের স্বভাবগত ভাব-বৈষম্যের প্রকাশ হইল। তবে তখন সকল পক্ষই শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অনুতপ্তা হইলেও শ্রীরাধার বিরহ দশা কোটিগুণ তীব্র। তদ্দর্শনে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ দয়িতে শ্রীরাধিকে ! তোমার এই তীব্র বিরহ দুখ দেখিয়া আমাদের অন্তরের বিরহ দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমরা যে পরিমানে দুঃখানুভব করিতেছি, তদপেক্ষা শ্রীরাধিকার অনেক গুণে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। কেননা আমরা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু শ্রী রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ বিরহে এমনই অবস্থা হইয়াছে যে, তাঁহার দেহে আর জীবন থাকে কি না সন্দেহ। অতএব ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, শ্রীরাধিকা এই পরম প্রেম বলেই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রবল বিরহ বিকারে যদি শ্রীরাধিকার জীবনান্ত হয়। তাহা হইলে আমরা বোধ হয় আর কোন দিনই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইব না। অতএব আমাদের যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে শ্রীরাধিকার জীবন রক্ষা উচিত।

এই কথা মনে করিয়া শতকোটি গোপী নিজ নিজ ভাববৈষম্য ভুলিয়া একমত হইয়া গেলেন এবং শ্রীরাধার জীবন রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীললিতা-বিশাখাদি স্বপক্ষা-গণ মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য নবপল্লব সঞ্চালন দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ আলুলায়িত কেশপাশ সংযত করিয়া বন্ধন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মূর্চ্ছাম্লান মুখকমল যমুনা জলের দ্বারা মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবলী বিপক্ষাগণ শ্রীরাধিকার প্রবল বিরহ দশা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় ! তোমার ও শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমাদের মত দশা ভোগ করিতে হইল ? তটস্থাগণ বলিলেন যে, হায় ! তোমার কি জন্য এমন দশা উপস্থিত হইল এবং তোমার সেই শঠশিরোমনি প্রাণবল্লভই বা কোথায় গেলেন ? আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ গ্রন্থে 'এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণণা আছে। বিপক্ষা ও তটস্থা গোপ বনিতাগণ, শ্রীরাধিকার সহিত সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিবার জন্য করুণ স্বরে বলিলেন, আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তখন আমরা প্রবল বিরহ তাপে দগ্ধ হইয়া ছিলাম। কিন্তু যখন আমরা জানিতে পারিলাম যে তিনি তোমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, তখন আমাদের বিরহ তাপ প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়, যখন তোমার এই অভূতপূর্ব্ব দশা দেখিয়া আমাদের আবার দ্বিগুণ ভাবে বিরহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল।

হে সুমুখি ! তোমার মনে কিংবা বাক্যে কোন প্রকার দোষ থাকা সম্ভব পর নহে, সেই জন্য তুমি অশেষ গুণরত্নের খনি বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। আমাদের প্রাণ বল্লই শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকেই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

ভালবাসেন তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আজ তিনি তোমায় সহিত এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করিলেন কেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারনা করিতে পারিতেছি না।

এতেন তে সুমুখি কষ্টতরেণ দুঃখেনাস্মকমন্তরিতমন্তরগামি দুঃখং ॥ ভৈষজ্য মাত্র পরিভূতিকৃতো বিষস্য বীর্য্যং হি নশ্যতি মহাবিষসঙ্গমেন ॥ তৎকথয় ভাবিনি কিংবীজমিদং তে বৈশসং ? কাচিদন্যাহ কিং পৃচ্ছত ভোঃ সখ্যঃ তস্যৈব প্রেম্ন এবায়ং স্বভাবঃ।— আনন্দবৃন্দাবন চম্পু। হে শ্রীকৃষ্ণ দয়িতে শ্রীরাধিকে। তোমার–এই তীব্র বিরহ দুঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরের বিরহ দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মহাবিষের সঙ্গ বশতঃ ঔষধাদিতে প্রযুক্ত স্বল্প বিষের কোন কার্য্য কারিতা থাকে না। যাহা হউক। হে ভাবিনি ! তোমার এই বিরহ দুঃখ ভোগের কারণ কি তাহা আমাদের নিকট বল। এই কথা শুনিয়া অন্য একজন গোপবনিতা বলিলেন, হে সখী গণ ! পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার এই মহাদুঃখের কারণ আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ। কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবই এই রূপ ! জগতে এমন কে আছে যে, সে কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ভাবনা করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে সমর্থ হয়। ইহা প্রেমানুরাগিনীগণের নিকট বিষ ও অমৃতের মিলনা-বস্থারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই প্রেম যুগপৎ সন্তাপ, আনন্ত, মূর্চ্ছা, ও জীবনদান করিয়া থাকে। এই প্রেমের স্বরূপ—যেন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বন, জিহ্বা জ্বলে, না যায় ত্যজন।

এই প্রকার নানা কথা বলিয়া যখন ব্রজবনিতাগণ নিরস্ত হইলেন, তখন পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকা তাঁহার হৃদয় বৃত্তি উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাদের নিকট অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে সকল বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাধিক বলিলেন হে সখীবৃন্দ। তোমাদের সহিত যমুনা পুলিনে অবস্থান করিতে করিতে কি ভাবে যে আমি তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, তাহা আমার কিছুই ধারনা নাই। তাহার পরে নিবিড় নির্জ্জন বন প্রদেশে আসিয়া দেখিলাম যে আমি একাকিনী শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনী হইয়া বনে বনে বিচরন করিতেছি। হে সখী বর্গ ! আমাদের প্রাণ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কথা আর কি বলিব ! তাঁহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি সমস্তই নারায়ণ প্রেয়সী লক্ষ্মীর ও পরম স্পৃহনীয় হইলে ও প্রীতি বশতঃ তিনি আমার ন্যায় তুচ্ছ গোপরমনীর সহিত যে প্রকার প্রেমব্যবহার করিয়াছেন তাহা আর কি লিব ! তিনি আমার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য আমাকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছেন, স্বহস্তে বনের কুসুম চয়ন করিয়া তাহা দ্বারা মালা গাঁথিয়াছেন এবং নানা ভাবে আমাকে সাজাইয়াছেন। অধিক আর কি বলিব, কণ্টকাকীর্ণ বনপথে চলিতে আমার কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি সময়ে সময়ে আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতে ও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু হায় ! আমার দৌরাত্মোর কথা আর কি বলিব। আমি এই অনন্ত কল্যান বারিধি নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রকার অসম্ভাবিত সমাদর পাইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম, তাই তাঁহার সহিত নানা ভাবে গর্ব্ব ও মানের ব্যবহার করিয়া তাঁহার অন্তরে ব্যাথা প্রদান করিয়াছি। তিনি কত আদর করিয়া আমার সহিত প্রেম ব্যবহরে করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি গর্ব্ববশতঃ তাহা উপেক্ষা করিয়াছি এবং মানবশতঃ বিমুখী হইয়াছি ও বাম্যভাব প্রকাশ করিয়াছি। হায় হায় ! আমার এই সমস্ত

দৌরাত্মাই আমায় এই দুরবস্থার মূল। দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো যস্যাং সা দুরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যম্। শ্রীরাধিকার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কধিয়া সমাগতা ব্রজ বনিতাগণ অপার বিস্ময়পারাবারে নিমগ্ন হইলেন, কেননা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সমস্ত প্রেমব্যবহার পাইয়াছেন তাহার তুলনায় শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমব্যবহার যে কত কোটি কোটি গুণে উচ্চ তাহা তাঁহারা ধারনাই করিতে পারিলেন না। শত কোটি গোপরমনী গন কে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকেই লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, স্বহস্তে কুসুমচয়ন ও তাহার দ্বারা মাল্য গ্রন্থন করিয়া শ্রীরাধিকার বেশ রচনা, স্থানে স্থানে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারন করিয়া বন পরিভ্রমন এবং এই প্রকার আদরের পর সেই আদরিনী কে পরিত্যাগ করিয়া অন্তধান প্রভৃতি সমস্ত ব্যপারই গোপবনিতাগণের অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব্ব। কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য তাঁহাদের কিছুতেই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এই সময়ে শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখীগণ আমরা যদি নির্জ্জন বনে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাাদর হারানিধি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব চল, যমুনা পুলিনে সকলে সমবেত হইয়া মর্ম্মভেদী ক্রন্দন ও বুকফাঁটা আর্ত্তনাদে শ্যাম সুন্দরের নাম, রূপ, গুণ, লীলার অনুকীর্ত্তন করি। ইহাই হইবে হারা নিধিকে ফিরিয়া পাইবার একমাত্র উপায়। পরম-প্রেমবর্তী শ্রীরাধিকার এই প্রেম-পূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শতকোটি গোপরমনী গণ মনে করিলেন, সত্য সত্যই ত, বনে বনে অন্বেষন করিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে উদ্বেগ ও দুঃখ প্রদান করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে যতই অন্বেষন করিয়াছি ততই তিনি হঠ পূর্ব্বক লুকাইবার জন্য বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমন করিয়াছেন এবং গুপ্ত স্থান অন্বেষন করিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন। না জানি ইহাতে তাঁহার সুকোমল চরণে কতই বেদনা লাগিয়াছে। আমরা আমাদের প্রাণ বল্লভের কিসে আনন্দ হয় তাহার অনুসন্ধান না রাখিয়া নিজ বিরহ দুঃখ দূর করিবার অভিলাষে তাঁহাকে বনে বনে অন্বেযন করিয়াছি। কিন্তু এখন পরম-প্রেমবতী শ্রীরাধিকার কথায় আমাদের চৈতন্য লাভ হইল। শ্রীরাধিকাই কায়মনোবাক্যে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য ব্যাবৃত্তা থাকেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং এই জন্য তিনি শত কোটি ব্রজরমনী পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়াই অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। 'রাধামাধায় হৃদয়ে, তত্যাজ ব্রজসুন্দরীনাম্।' এই প্রকাব নানাভাবে শ্রীরাধিকার প্রেমমহিমা ভাবনা করিয়া শতকোটি ব্রজরমনী গণ, শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া পুনঃ যমুনা তটে একত্রে উপবেশন করিয়া তাঁহাদের সু নির্ম্মল হৃদয়ে ও মনে তখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা ব্যতীত আর কোন প্রকার চিন্তাই স্থান পাইল না। শ্রী কৃষ্ণ প্রেম বিভোরা ব্রজ রামাগণের তখন চিত্ত বৃত্তি কিরূপ তাহা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পাদ বর্ণনা করিয়াছেন—ঃ

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্ত দ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকা। তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগরানি সস্মরুঃ শ্রীকৃষ্ণ নিবিষ্ট চিত্তা, শ্রীকৃষ্ণ কথালাপরতা' শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপরায়না এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণাবেশে তন্ময়তা প্রাপ্তা ব্রজ-রমনী গণ, গেহাদি বিস্মৃত হইয়া কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই গুণগান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহিমা

সম্বলিত গোপীগণের কণ্ঠো স্তুতা এই গীতাবলী শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের এক ত্রিংশোঽধ্যায় এ 'জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ' ইত্যাদি শ্লোক হইতে ১৯ টি শ্লোকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীরাধাদি গোপী-গণের সর্ব্বোত্তম নিঃস্বার্থ ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ একটি শ্লোকের লোভ সংবরন করিতে না পারিয়া এখানে উল্লেখ করিতেছি—যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। তেনাটবী মটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কুর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

হে প্রিয়! তোমার পরম কোমল পদকমল আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে আমরা ভীত হইয়া ধীরে ধারন করিতাম। তুমি সেই চরনে (এই রাত্রিতে) বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। উহা কি তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম শিলাদিতে ব্যথা পাইতেছে না? (এই ভাবিয়া) আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। কারণ তুমিই যে আমাদের জীবন। (অতএব বনভ্রমনে বিরত হইয়া আমাদের নিকট অবির্ভূত হও)।

এখানে গোপী ও কৃষ্ণের মধ্যে এক অপ্রাকৃত রস ব্যঞ্জনা মূলক সরস বাক্যালাপ যোজনা পাঠক-বর্গকে উপহার দিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদি গোপীগন কে বলিলেন তোমরা আমার নবনীত কোমল পদ-যুগল হৃদয়ে ধারণ কর—তোমাদের নিজেদের সুখের জন্য, ইহাতে আমার কি সুখ হইল? তদুত্তরে সকল গোপীগণের পক্ষ হইতে গোপীপ্রধানা শ্রীরাধাঠাকুরাণী বলিতেছেন—না,। শ্যামসুন্দর—ইহা তোমারই সুখের জন্য—তোমার নিঃস্বার্থ সেবার জন্যই। শ্যামসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কেমন? তদুত্তরে শ্রী রাধারাণী বলিলেন—শিলা, তৃণাঙ্কুর পুর্ণ বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া ঐ নবনীত কোমল পাদ পদ্ম অত্যন্ত ব্যথিত হয়—তখন ব্যথা স্থানে একটু তাপ দিলে—ব্যথার প্রশমন হয়। হে শ্যামসুন্দর তুমি জান কি জান না, নারী বক্ষ শৈল-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমধিক উষ্ণ তাই ঐ উষ্ণ স্থলে তোমার ব্যথিত পাদপদ্ম আমরা ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া তোমাকে ব্যথা স্থানে তাপ পদান করিয়া তোমাকেই সুখী করি। ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র স্বসুখবাঞ্ছাগন্ধ নাই। তুমি আমাদের জীবন ধন, তোমাকে সুখে রাখাই আমাদের সেবার মূল তাৎপর্য্য। উক্ত শ্লোকে 'শনৈঃ অর্থাৎ ধীরে ধীরে বলিয়া কিছু স্বসুখ আস্বাদন আছে, গোপী গন বলেন—কিশোরীর স্তনের কাঠিন্য হেতু পাছে তোমার কোমল চরনে ব্যথা লাগে—সেজন্যই ধীরে ধীরে বা অতি অন্তর্পনে বক্ষে ধারণ। রাধারাণীর কথা—কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ। ত্যজন্ত বান্ধবাঃ সর্ব্বে, নিন্দন্তগুরবঃজনাঃ। তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দ মম জীবনম্॥ শুদ্ধভক্তমুখ বিগলিত ভগবানের মহিমামৃত কথা রবিতপ্ত মরুভূমি তুল্য তাপিত জীবনে সুশীতল বারিবর্ষণের ন্যায় সুখপ্রদ। শ্রীমদ ভাগবতে ধ্রুবের কথায় পাই—যা নির্বৃতি স্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথা শ্রবনেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মনি নিজ মহিমন্যপি নাথমাভূৎ কিং ত্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

"হে নাথ! তোমার পাদ পদ্ম ধ্যানে এবং তোমার ও তোমার ভক্ত চূড়ামণি-গণের কথা শ্রবণে জীবের যে পরমানন্দ রসাস্বাদন হয়, সে আনন্দ তোমার মহিমস্বরূপ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও নাই—পুনঃ পুনঃ কালকবলিত স্বর্গাদির ত কথাই নাই। তাই ভাগবতে ও গোপী গীতা কৃষ্ণ প্রেম পিপাসু বিদগ্ধ

প্রেমিক ভক্তের নিত্যপাঠ্য ও স্মরণীয়। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মুখে এই শ্লোকশ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে অধীর হইয়াছিলেন—

এই মত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে। হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে॥
সার্ব্বভৌম উপদেশে চাড়ি রাজবেশ। একলা বৈষ্ণব বেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা নিলা জোড়কর হঞা। প্রভু পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥
আঁখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ণ। নৃপতি নৈপুণ্যে করে পদ সম্বাহন॥
রাসলীলার শ্লোকপড়ি করেন স্তবন। জয়তি তেহধিকং অধ্যায় করেন পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। বোল বোল বলি প্রভু বলে বারবার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার। দুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জল ধার॥
'ভুরিদা' ভুরিদা বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে ইহো হয় কোনজন॥

এ বিষয়ে গোপীদিগের বক্রোক্তি ও আছে—বুধগন তোমার কথা মৃত নঞ্জীবনী বলিলে ও—কথয়ন্তি তব কথামৃতং মৃত সঞ্জীবনমস্বহং বুধাঃ বলিলেও আমাদের নিকট 'তপ্তেষু তৈলাদিষু জীবনং জলমিব" —শ্রীমদৈর্জনৈনাট্য গীতাদি দ্বারা আততং করিলেও আমাদের মনে হয়—সাক্ষাৎ মরনপ্রদ এবং তপ্ততৈলে জল প্রক্ষেপণের ন্যায় তাপ বর্দ্ধক তোমার কথা যাহারা কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের মত প্রাণ ঘাতক আর জগতে কেহই নাই। ঐ কথায় অনুরক্ত হইলেই চির বিরহিনী রাধারাণীর মত চিরকাল কাঁদিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য কান্নাতেই এক অনির্ব্বচনীয় সুখ সাগরের মহা উদ্বেলন। উহাতেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—শ্রীরাধাদি গোপীগন শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি? উত্তরে শ্রীশুকদেব বলেন—"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ। পীতাম্বর ধর স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥১০ ৩২ ২ যুথেশ্বরী শ্রীরাধাঠাকুরাণীকে কেন্দ্র স্থলে রাখিয়া অন্যান্য গোপীগন চন্দ্রমার চতুর্দ্দিকে নক্ষত্ররাজির মত রোদন পরায়না গোপীগণের সম্মুখে লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধ রূপ মাধুর্য্যশালী পীতাম্বর শ্যামসুন্দর উত্তরীয় পীতাম্বর কে গললগ্নীকৃত বাসে নিতান্ত অপরাধীর মত আসিয়া দর্শন দান করিলেন—বক্ষদেশে বনমাল্য দোদুল্যমান, মন্মথমন্মথ মদনমোহন কৃষ্ণ দর্শন দিলেন। স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুরচূড়ামণি শ্রীগোবিন্দ আমার এই প্রকাব কৌতুহল পোষন করেন—মিলনে আমার প্রেমাতুরা গোপীগন যে বিচিত্র প্রেম সেবা করিয়া থাকে—বিরহ দশায় তাঁহারা কি রূপ আর্ত্তি প্রকাশ করে তাহা দর্শন করা ভগবাণের বিশেষ কৌতুহল। বিরহ কালে প্রাপ্তির জন্য বিবিধ প্রচেষ্টা, ব্যগ্রতার চরমতম ভূমিকায় উপনীত হইলেই—ভগবদ কৃপা এবং সাক্ষাৎকার। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁহার লঘু বৈষ্ণব তোষনীতেবলিয়াছেন। 'স্থিতেহপি প্রেমণি তদৈয়গ্র্যাতজ্জাত কৃপাবিশেষাভ্যাং দ্যাভ্যানুনষ্কেন তদ্দর্শী করনং ন স্যাৎ" । দাম বন্ধন লীলা প্রসঙ্গে-দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে। 'ব্যগ্রতা ও শরণাগতির চরমে—ভগবৎ কৃপাধারা বর্ষিত হয়, ভক্তের

নিকট তিনি ধরা দেন এবং দর্শনদান করিয়া কৃত কৃতার্থ করেন। ইহাই স্বজন প্রেম বিবর্দ্ধন চতুর গোবিন্দের চাতুর্য্যের তাৎপর্য্য। সাধন জগতে ও ইহা হইতে এই উপদেশ পাই যে—সাধক ভক্তি ভরে সাধনানুষ্ঠান করিলে ও শ্রীভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া দৈন্য-ভাবে তাঁহার নাম কীর্ত্তনাদি করিলেই তাঁহার কৃপালাভ হইয়া থাকে। ভক্তি যোগ ভিক্ত যোগ ভক্তি যোগ ধন। ভক্তিযোগ কৃষ্ণ নাম স্মরণ ও ক্রন্দন ॥ এই শুদ্ধাভক্তি যোগ যাহা চিরকাল গোলোক বৃন্দারণ্যে গোপ-গোপীগণের আচরিত নিত্য ধর্ম্ম-তাহাই প্রপঞ্চ লীলায় গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী কর্ত্তৃক জগতে প্রচারিত হইল। এই ভক্তি যোগই কৃষ্ণাকর্ষিনী সান্দ্রানন্দ প্রদায়িনী এবং ব্রজনব যুবদ্বন্দ্বের পাদপদ্মের নিত্য সেবা প্রদায়িনী। যাহা হউক এই প্রকারে শ্রীরাধাদি গোপীগণের নিকট তাঁহাদের হারাধন প্রাণ-গোবিন্দের সাক্ষাৎকার হইলে পর প্রথমতঃ মান-অভিমানেয় পালা, পরে তাহাদের অন্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে অধিক এক অব্যক্ত মধুর প্রেমোচ্ছাস জীবন—নদীর দুকুল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে পরমাদরে প্রাণপ্রিয়তমকে প্রেমাশ্রু সিক্ত আচল রূপ আসনে বসাইয়া সোহাগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্যামসুন্দরের মূল বিগ্রহ স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর কাছে, আর যত গোপী তত তাঁহার প্রতিভূ বিগ্রহগণ সকলকে পরমানন্দ রসে সিক্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গোপীজন বল্লভ সমস্ত গোপীগণ সহ মহারাস বিহার করিলেন। তাঁহারা সকলে বংশী বট মূলের সন্নিকটে যমুনা পুলিন প্রদেশে স্বচ্ছ, শুভ্র, উজ্জ্বল মসৃন বালুকা ভূমিতে মিলিত হইলেন।

মৃদুল-যমুনা-লহরীতে-সংস্কারিত। কুমুদ সৌরভ—পবনেতে সুমার্জ্জিত ॥
সিক্ত ও বিলিপ্ত-শশী-কিরন সুধায়। অতি সুবিস্তার সে পুলিন শোভা পায় ॥
অনঙ্গ-উল্লাস-রঙ্গ আখ্যান তাহার। সেই খানে আসিলেন করিতে বিহার ॥
রাধা-কৃষ্ণ বেড়িয়া শ্রীব্রজাঙ্গনা গন। হস্তে হস্তে ধরিকৈলা মণ্ডলী বন্ধন ॥
সবিশাখা-শশী যেন চক্রেতে বেষ্টিত। তৈছে রাধাকৃষ্ণ হইলেন বিরাজিত ॥
কাম-কুম্ভকার, হেমচন্দ্র গোপীগনে। হরিরূপ মনোহারি দণ্ডের চালনে ॥
চাহে যেন রাসলীলা ঘট নিরমিতে। তেমনি ললিত লীলা লাগিল চলিতে ॥
কিম্বা রাসলীলা যেন বিলাস সাগর। কন্দর্প কৈবর্ত্ত তাহে রহে নিরন্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণের মন-মহামীনে বাঁধিবারে। গোপাঙ্গনা রূপ হেমজালে তাহা ঘেরে ॥
উন্নত-উরোজ-তুম্বীযুত সেই জলে। লীলারস সলিলেতে ধীরে ধীরে চালে ॥
নেহারিয়া তাঁহাদের হারা ধার ধরি। দুই দুই গোপী মাঝে গিয়া গিরিধারী ॥
প্রিয়াদের কাঁধে নিজ ভুজ সমর্পিয়া। নানা নৃত্য ভঙ্গীতে ভ্রমেন হৃষ্ট হইয়া ॥
স্থির বিজুরী মাঝে মেঘ খণ্ডগন। চক্র বায়ু যেন তাহা করয়ে চালন ॥
কভু কৃষ্ণ, একলেই করেন নর্ত্তন। অলাত চক্রের মত অলক্ষ্য গমন ॥
সর্ব্ব গোপাঙ্গনাগন জানে-মোর স্থানে। আছেন গোবিন্দ অতিপ্রীতির কারনে ॥

কৃষ্ণ বংশী তান, কান্তাদের কণ্ঠধ্বনি। বলয় নূপুর, কাঞ্চী শব্দ ঘটনি ॥
নটন গতির সনে পদতলে তাল ॥ মিলিয়া তুমুল-ধ্বনি হইল রসাল ॥
সে ধ্বনি হইল দশদিকে বিয়াপিত। সকল জগত তাহে হইল বিস্মিত ॥
অতঃ পর সবে গান আরম্ভ করিলা। নিবদ্ধ অনিবদ্ধ দ্বিবিধ গাইলা ॥
ষা-রি-গ-ম-প-ধ-নি-করেন আলাগন। পৃথক পৃথক করি স্বর প্রকটন ॥
জাতি ভেদে শুদ্ধ ও বিকৃত দ্বিধাগান। সপ্তশুদ্ধ, একাদশ বিকৃত আখ্যান।
ষড়জ মধ্যম গ্রাম, আর যে গান্ধার। মর্ত্ত্যাতীত গান্ধার, সে গাইল অপার ॥
সপ্ত পরকার স্বর আলাপের কালে, দ্বাবিংশতি শ্রুতি দেখাইলা অবহেলে।
তান ধরিলেন উন পঞ্চাশ প্রকার। একুশ প্রকার কৈলা মূর্চ্ছ'না সঞ্চার।
কৃষ্ণ যবে একা নৃত্য করেন স্বরসে। রাধাদি দুরুহ তালে গায়েন হরিষে ॥
রাধাদিও সাঙ্গভঙ্গ্যে আশ্চর্য্য নর্ত্তন! করেন হরিষে কৃষ্ণ করেন দর্শন ॥
গীতবাদ্য কারনীতে যথাক্রমে ঘেরা। রঙ্গস্থলী, যেন অন্তঃ পট দিয়া বেঢ়া ॥
তত ঘন আনদ্ধ শুষির বাদ্যে মিলা। কণ্ঠস্বরে নানাবিধ গীত আরম্ভিলা ॥
পদচালি নানা মৃদুগতি ভঙ্গী করি। প্রকটিয়া ভুরুকর চালন মাধুরী ॥
অপরূপ অঙ্গভঙ্গী গমন ভঙ্গিমা। পরকাশি নেত্র-গতি অতি নিরুপমা ॥
কৃষ্ণ সহ নৃত্য-রঙ্গে প্রবেশ করিয়া। ক্রমে ক্রমে নাচে সবে পদ চালাইয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিবিধতালে শ্রীপদ চালিয়া। বার বার তাহাদের ভিতরে পশিয়া ॥
নানাবিধ রীতে কর যুগ কাঁপাইয়া। আনন্দে নাচেন বহু বোল উচ্চারিয়া ॥

তাত্তা থৈ থৈ দৃগি দৃগি থৈ—করি উচ্চারন ॥ দৃগ্‌ তথৈ দৃগ্‌ তথৈ থা! বলি সমাপন ॥

থোদৃক্ দ্রাং দ্রাং কিট কিট কন ঝেং থক্কু তো দিকু আরে। ঝেং দ্রাং দ্রাং কিটি কিটি কিটি ধাং, ঝেঙ্কু ঝেং ঝেঙ্কু ঝেং ঝেং থাদিক্ দাং দাং দৃমি দৃমি দৃমি ধাং, কাঙ্কুঝেং কাঙ্কুঝেং দ্রাং (আগত্যৈব নটতি সহচরি শ্চারু পাঠং প্রবন্ধং)

থৈতথৈ থৈতথৈ থৈতা রাধার নাচনি, বাজায় নূপুর কাঞ্চী কটক কিঙ্কিনী।
কিবা সে মধুর কর চালন ভঙ্গিমা। কিবা সে কঙ্কন ধ্বনি অতি মনোরমা ॥
নব জল ধরে যেন সৌদামিনী আজ। নাচি নাচি অবনীতে করিছে বিরাজ ॥
নৃত্য করি করি তাল যখন ধরেন। অমৃত গাঁথনি কথা হাসি উচ্চারেন ॥

ধাং ধাং দৃক্ দৃকু চঙ্‌ চঙ্‌ নিভানং, নং নিভাং নং নিভাং নাং তত্তৃক্ তুং তুং গুড়্‌ গুড়্‌ ধাং, দ্রাং গুড়্ং দ্রাং গুড়্ং দ্রাং ধেক্ ধেক্ ধো ধো কিরিটি কিরিটি দ্রাং দ্রাং দৃমিং দ্রাং দৃমিং দ্রাং।

(আগত্যৈব মুহুরিহ মুদা, শ্রী মদীশাননর্ত্ত)

নিরখিয়া শ্রীরাধার একলে নর্ত্তন। ঝং ঝং বাজাইয়া বলয়ের গন ॥
কৃষ্ণ কান্ত্যে শ্যামরঙ্গস্থলীর মাঝেতে। ললিতা দামিনী সম লাগিলা নাচিতে ॥
বিথারিয়া কাঞ্চী নুপুরের রম্য ধ্বনি। অবিরাম নাচাইয়া নাচাইয়া পানি ॥
থৈ থৈ থো থো তিগড়ো তিগড়ো থা। থৈ তথৈ থৈ তথৈ থা ॥
বলি বলি হাসিয়া চরন চালি ঘন ঘন-নৃত্য রঙ্গে চলেন ত্বরিতা ॥
দৃমি দৃমি দৃমি ধো মৃদঙ্গ নাচিত। কন কন কন বীণা শব্দে মিলিত ॥
দৃগি দৃগি দৃগ্ থৈ থোত থ থ বলি। নাচেন ভূষন রবি-শ্রীবিশাখা আলী ॥
তবে কৃষ্ণ গান করি নটন সঞ্চারে, হরষিত হইয়া প্রেমময় কণ্ঠস্বরে।

আ আ ঈ আ তি আ আতি অই অতি অ আ।
আতিআ আতিআ আতি আ আত্মা উচ্চারিয়া।

আরে দেখ রাধে জ্যোৎস্না পুলিন ভরিল। তাহাতে পুলিন যেন নৃত্য আরম্ভিল ॥

আ আ আ-আতি আ বল পবন চালনে।
দেখহ আ আ আ এতি নাচিছে সঘনে ॥

এত বলি অলসাঙ্গে মধুর নর্ত্তন। করিতে লাগিলা মনোসুখে বিচরণ ॥
তবে রাই হাসি হাসি নাচিতে নাচিতে। সুধা সুমধুর কণ্ঠে লাগিলা গাহিতে ॥
আই অ, আই-হে প্রিয় তম তব হাস। অপরূপ নিজগুন করি পরকাশ ॥
চন্দ্র-কুন্দ-হংস-হীরা-ক্ষীর ধর্ম্মসার। আই অ আই অ করিতেছে পরচার ॥
রাসমধ্যে বাজে বর মুরজের গন। তাধিক্ তাধিক্ ধিক শবদে সঘন ॥
বিবেকীর সম-গোপীগন দরশনে। আনন্দে নিন্দয়ে যেন সুরাঙ্গনা গনে ॥
বীনা-বেনু মৃদঙ্গ বাদিকা, গায়িকারা। নর্ত্তকীর গন সহ নাচে হয়ে ভোরা ॥
সকল অঙ্গনাগণ গানে নৃত্যে রসে। আবিষ্ট হইলে নারী কঞ্চুলিকা খসে ॥
হেরি সবাকার নিকটে যাইয়া। নৃত্য মধ্যে অতি ত্বরা দেন সম্ভালিয়া ॥
সিরজেন ষ-রি-গ-ম-প-ধ-নি বিভাগ। নানা শব্দবন্ধে সবে, নব নব রাগ ॥
শুদ্ধ সঙ্কীর্ণাদি ভেদে স্বর আলাপন। করেন সহস্র বিধ না যায় কহন ॥
মার্গ ও দেশী ভেদে গীত বহুতর। সবেই করেন গান প্রকার বিস্তর ॥
তত ঘন শুষির আনদ্ধ বাদ্য সনে। মিলি অতি অপূর্ব্বতা ধরিলেন গানে ॥
বর্ষার আকাশ সব সঘন সুন্দর। সূচী মূল সম, সে, শুষির মনোহর ॥
নট নটিনীর অঙ্গে, মধুর মধুর। কঙ্কন কিঙ্কিনী বাজে বলয় নূপুর ॥
চারিবাদ্যে পদতালে হইয়া মিশাল। হইল পঞ্চম বাদ্য তাহে সুরসাল ॥
শ্রুতি জাতি গমক ও যেই মূর্চ্ছাগন। বীনা-বিণা কদাপি না হয় উচ্চারন ॥

কণ্ঠস্বরে সেই সব করেন কীর্ত্তন। অনায়াসে রাসে সব গোপিকার গন ॥
অসং মিশ্র স্বরজাতি আলাপ করিয়া। পুনঃ শ্রুতি গমকাদি সহ মিলাইয়া ॥
শ্রীরাধা রাণী করেন-সমুচ্চ উচ্চারণ। প্রকাশ করিয়া অদভূত গুণ গণ ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণ, সুখে' সাধু সাধু বলি। সম্মান করেন অতি হৈয়া কুতুহলী ॥
তাহে তিনি ধ্রুব হতে আভোগেতে নিয়া। গায়েন আনন্দে বহু সম্মান পাইয়া ॥
'ছালিক্য নর্ত্তন' শ্রীরাধিকা আরম্ভিলা। সে নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণ, অতি হৃ হৈলা ॥
কি দিব তোমায়! বলি আলিঙ্গন কৈলা। এই ব্যপদেশে তাঁয় আত্ম সমর্পিলা ॥
নাচেন রাধিকা, বংশী বাজান মুয়ারী। নিরখি রাধিকা মুখ কৌতুক আচরি ॥

(থালার উপর দাঁড়াইয়া পদ গতিতে, তৎপরিচালন পূর্ব্বক, কিংবা কলসীর উপর থালা তুলিয়া তদু পরিনৃত্য অথবা মাথার উপর এক বা একাধিক কলসী প্রভৃতি ধারণ করিয়া নানা বিধানে অঙ্গ ভঙ্গিমায় নৃত্য করার নাম ছালিক্য নৃত্য।)

শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মোন্নীত তালের সখলন। আঁখি ঠারে বিনোদিনী করি প্রদর্শন ॥
তখনি স্খলিত তাল সন্তালন কৈলা। তাহাতে গোবিন্দ অতিশয় তুষ্ট হৈলা ॥
তবে সুস্বরেতে বীনা বাজাইলা ধনী। নাচিলেন সেই রূপে শ্যাম গুণমণি ॥
শ্যাম সহ রাই, আর রাই সহ হরি। কৈলা যথা গীত বাদ্য নর্ত্তন চাতুরি ॥
সাহায্যে উৎসুকা হইয়া ও গোপীগণ। করিতে নারিলা তাহা কলা-প্রকটন ॥
কভু জানু দ্বয় মহীতলে স্থাপন করিয়া। দুইদিকে নিজভুজ যুগ পশারিয়া ॥
ঘুরেন শ্রীরাধারাণী অতি মনোরম। বিঘুর্নিত কন্দর্পের স্বর্ণচক্রসম ॥
কভু বাহু প্রসারণ কুঞ্চন করিয়া। অন্য অন্য সমুদয় অঙ্গ পরশিয়া ॥
লীলায় আচরি ঘন উত্থান পতন। করেন দুষ্কর নৃত্য রঙ্গ আচরণ ॥
কখন ও হস্তে মহী ধরিয়া ধরিয়া। উলটি পালটি শূন্যে অঙ্গ ফিরাইয়া ॥
ভুমে পড়ি নাচি, পুনঃ বিনাবলম্বনে। শূন্যে দেহ ঘুরাযেণ অপূর্ব্ব নর্ত্তনে।
কখন ও নৃত্য করেন তালের অনুসারে। একটি কলাই কভু বাজয় নূপুরে ॥
কভু দুই, কভু তিন, এই তো প্রকারে। নূপুরের কলাই মধুর শব্দ করে ॥
কভু এক কালে সব নীরব রহয়। ঐছে তালে তালে পদ—চালন করয় ॥
নিরখি হইলা সুখী সব গুনী গন। সাধু সাধু বলিয়া করেন প্রশংসণ ॥
গীত-বাদ্য-নৃত্য যত প্রকার আছয়। ব্রহ্মাশিবাদির বিরচিত যত হয় ॥
মহা বৈকুণ্ঠেতে যাহা লক্ষ্মী-নারায়ন। সুনিয়মে বিরচিলা সঙ্গীত নর্ত্তন ॥
অপরের অগোচর নিজের রচিত। নব নব কত করিলেন বিস্তারিত ॥

যাহা ব্রজ-ললনা-সু নর্ত্তকী গণ। বিরচিলা সব কৃষ্ণ কৈলা প্রকটন ॥
রাস—রসে নৃত্য ছলে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া। রসের সাগরে ভাসি শ্যাম বিনোদিয়া ॥
আপনি করেন গান, গাওয়ায়েন সবারে। আপনি নাচেন, নাচায়েন প্রিয়াদেরে ॥
কৃষ্ণের প্রশংসা গীতি, গান প্রিয়াগণ। তাহাদের গুণ কৃষ্ণ করেন বর্ণন ॥
প্রতিবিম্ব সহ যথা বালকের খেলা। তেমনি একই আচরণে প্রেম লীলা ॥
তথাহি ভাগবতে—এবং পরিষঙ্গ করাভিমর্ষ-স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম বিলাস হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজ সুন্দরীভিঃ যথার্ভকঃ স্বপ্রতি বিম্ববিভ্রমঃ ॥
নর্ত্তনের শ্রমভরে রাধিকাদি সবার। ঘর্ম্ম বিন্দু হল ভালে কপোলে সবার ॥
শ্রান্তি আসি যেন স্নেহাকুলা সখী সম। বিরমিল বিলাস, ভূষিল অনুপম ॥
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ নিজ সুকোমল করে। তাহাদের মুখাব্জ মার্জেন রস ভরে ॥
নাহি যায় স্বেদ, আরো দ্বিগুনিত হয়। পরম সুখেতে হয় সাত্ত্বিক উদয় ॥
কেহ সুসখ্যতামৃতে মগন হইয়া। নিজ মুখ মাজি, কৃষ্ণ উত্তরীয় দিয়া ॥
আপনার উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চল নিয়া। মার্জেন কৃষ্ণের মুখ স্বেদ নিবারিয়া
কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গাদি বিলাসের পারাবার। তত্সুখ-আনন্দালস-তরঙ্গ তাহার ॥
এই রূপে সমাপিলা নৃত্যাদি বিলাসে। গোপীগণ সহ বিবিধাঙ্গ ময় রাসে ॥
অন্য জন সিদ্ধ নহে এরস বিলাস। ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে স্বতঃ সিদ্ধ রসোল্লাস ॥

এই অপ্রাকৃত রাসনাট্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী একমাত্র শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। এই রাসযাত্রার মধুরিমা অণুভব করিয়া কৈলাসে শিব পার্বতীর অঙ্গ হইতে নির্গতা বহু যোগিনীসহ রাসবিহারের চেষ্টা করিলে ও নৃত্য ও গীতাদি সবহ ছন্দ নষ্ট হইলে ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। স্বর্গে ইন্দ্র গন্ধর্ব্ব কণ্যাগণ সহ নন্দন কাননে রাস বিহারের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্বশক্তির মূলাধার স্বরূপিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অমৃত দৃষ্টির ভিতরে অবস্থান করিয়াই এই চিদ্‌বিলাস বৈভব মহারাস সংঘটিত হইয়া থাকে।

তবে এই প্রকার পঞ্চায়তী রাসে আমার স্বামিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর মনের উল্লাস সমধিক বর্দ্ধিত হয় না কারণ এখানে তিনি নিজেকে সাধারণ গোপী রূপে অনুভব করেন। তিনি যে কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্যা এবং তাঁহার অনুশীলিত কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বোচ্চ কোটি ভূমিকায় অবস্থিত তাহা ঐ পঞ্চায়তি রাসে প্রমান পাওয়া গেল না।

তাই মানমণি আমার স্বামিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণী যখন মাধ্যন্দিন লীলায় সমস্ত বিবাদী ও বিপক্ষ চারিনী গণ কে দূরে রাখিয়া প্রিয়নর্ম্ম সখী জন সমভিব্যাহারে স্বহস্তে তাঁহার প্রাণ গোবিন্দের সেবা করেন তাহাই সমধিত উল্লাসময়। সূর্য্য পূজা ছলে রাধাকুণ্ড তটে উভয়ের মিলন, বিবিধ বিলাস ময় কুসুম নর্ম্মো-জ্জ্বল কেলি, হিন্দোলা দোলন, পাশাখেলন, কানন বিহার বন্য ভোজন, সুখশয়ন, মুরলীহরণ, মধুপান,

সলিল বিহার ইত্যাদি বহুবিধ চিন্ময়ী লীলা বিলাস যাহা বিদগ্ধ প্রেমিক সুজনের নিত্য হৃদিরসায়ন, সখি মঞ্জরী গণের প্রানাধিক প্রিয় সেবার মহাসহোৎসব।

শ্রীরাধা রাণীর প্রপঞ্চাগত চতুঃষষ্টিকলা বিলাসের মধ্যে সম্ভোগে দ্বাত্রিংশৎ এবং বিপ্রলম্ভায় দ্বাত্রিংশৎ কলার অন্তর্গত বিলাস বৈভব আবার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া সমৃদ্ধি মান এবং সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

সম্ভো গ (৪ প্রকার)

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

১। বাল্যাবস্থায় মিলন
২। গোষ্ঠে মিলন
৩। গোদোহন কালে মিলন
৪। অকস্মাৎ মিলন
৫। হস্তাকর্ষনরূপ মিলন
৬। বস্ত্রাকর্ষনরূপ মিলন
৭। বর্ত্মরোধন রূপ মিলন
৮। রতি ভোগ রূপ মিলন

সঙ্কীর্ণ মিলন

৯। মহারাস
১০। জলক্রীড়া
১১। কুঞ্জ লীলা
১২। দানলীলা
১৩। বংশী হৃতি
১৪। নৌবিলাস
১৫। মধুপান
১৬ সূর্য্য পূজা

সম্পন্ন সম্ভোগ

১৭। সুদূর দর্শন
১৮। ঝুলন যাত্রা
১৯। হোলী লীলা
২০। প্রহিলিকা
২১। পাশা খেলা
২২। নর্ত্তক রাস
২৩। রসালস
২৪। কপট নিদ্রা

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ

২৫। স্বপ্নে মিলন
২৬। কুরুক্ষেত্রে মিলন
২৭। ভাবোল্লাস
২৮। দ্বারকা হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন
২৯। বিপরীত সম্ভোগ
৩০। ভোজন কৌতুক
৩১। একত্রে নিদ্রা
৩২। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা

বিপ্রলম্ভ (৪ প্রকার)

পূর্ব্বরাগ

৩৩। সাক্ষাৎ দর্শন
৩৪। চিত্রপটে দর্শন

মান

৪১। সখী মুখে শ্রবণ
৪২। শুকমুখে শ্রবণ

৩৫। স্বপ্নে দর্শন
৩৬। বন্দী বা ভাটের মুখে শ্রবণ
৩৭ দূতী মুখে শ্রবণ
৩৮। সখী মুখে শ্রবণ
৩৯। গীত হইতে শ্রবণ
৪০। বংশী ধ্বনি শ্রবণ

৪৩. মুরলী ধ্বনি শ্রবন
৪৪। বিপক্ষ গাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন
৪৫। প্রিয় গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন
৪৬। গোত্র স্খলন (নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকা কে তদীয় বিপক্ষের নাম ধরিয়া ডাকা)
৪৭। স্বপ্ন দর্শন
৪৮। অন্য নায়িকার সঙ্গ দর্শন

প্রেম—বৈচিত্ত্য

৪৯। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ
৫০। নিজ প্রতি আক্ষেপ
৫১। সখী প্রতি আক্ষেপ
৫২ দূতীর প্রতি আক্ষেপ
৫৩ মুরলীর প্রতি অক্ষেপ
৫৪। বিধাতার প্রতি আক্ষেপ
৫৫। কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ
৫৬। গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

প্রবাস

৫৭ ভাবী
৫৮। মথুরা গমণ
৫৯। দ্বারকা গমণ
৬০। কালিয় দমনার্থে জলে প্রবেশ
৬১। গোচারনার্থে বন গমন
৬২ নন্দ-মোক্ষণার্থে বরুণ লোকে গমন
৬৩ কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন।
৬৪ রাসে অন্তর্দ্ধান

প্রপঞ্চাগত যুগল কিশোরের সম্ভোগ বা মিলনাত্মক লীলা বিলাসের মধ্যে উক্ত মহারাস বিলাস লীলা মুকুটমণি সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদের স্বামিনী কিশোরী মণির ইহাতে সর্ব্বাত্মস্নপনকারী ব্রজ-রসোল্লাসা রতিতেসমৃদ্ধি মান নহে। বরং এই পঞ্চায়তী রাস অপেক্ষা মাধ্যান্দিন লীলায় রাধা কুণ্ডতটে নিজ প্রিয়নর্ম্ম সখীগন সমভিব্যাহারে প্রাণ প্রিয়তম শ্যাম বন্ধুকে নিজ হাতে সেবা করানই সর্ব্বোৎকর্ষে লীলা সার। রাসান্তে বন বিহার, পাশাখেলা, হিন্দোলা খেলন, শ্রীরাধার শ্রী অঙ্গ মাধুর্য্যাস্বাদন, নান বিধ কৌতুকপূর্ণ নর্ম্ম বিলাস, একত্রে শয়ন, বংশী হৃতি, বিভিন্ন ঋতু যোগে বনশোভা, দর্শন, সলিল বিহার, বসন ভূষন পরিধান করার পরে—ভোজনলীলা——

তবে বৃন্দা উত্তর কুট্টিমে সবে আনি। দেখাইলা ভক্ষ্য জলাদির সুসাজনি॥
শাল-পলাশ-কদলী পত্রে ও বল্কলে। পদ্ম পত্রের স্থালী, কুণ্ডিকা সকলে॥
শুভ্র বস্ত্রাবৃত শুভ্র পুষ্পাসনোপরে। বসিলেন কৃষ্ণ চন্দ্র ভোজনের তরে॥
সুবল বামেতে, বটু দক্ষিনে বসিলা। সখী গণ সহ রাই সম্মুখে রহিলা॥

বৃন্দাদেবী সামগ্রী সকল দেন আনি। পরিবেশি দেন সুখে রাধা সুবদনী ॥
শ্বেত, রক্ত, পীত ও হরিত নারিকেল। মৃদু শস্য অল্পদৃঢ় শস্য, শুধু জল ॥
বল্কল ঘুচাইয়া করা শঙ্খ বর্ণাকৃতি। প্রথমেতে পরিবেশি দিলা হর্ষমতি ॥
কৃষ্ণাদি তাহার জল যবে কৈলা পান। ভাঙ্গি স্বাদু শাস দিলা, হসিত বয়ান ॥
জাতি, বর্ণাকৃতি পক্ক ভেদে আম্র ফল। নানা বিধ ক্রমে ক্রমে দিলেন সকল ॥
অল্প পক্ক আম্র আঠি বল্কল ঘুচাঞা। খণ্ড খণ্ড করি দিলা চর্ব্বন লাগিয়া ॥
ওষ্ঠ লেহ্য আম্র, কাটি বল্কল সহিতে, । দেন, ঘনরস কৃষ্ণ খান হরষেতে ॥
রসে পূর্ণ সুপক্কাম্র মুখ সুকর্ত্তিত। চুষিয়া খায়েন অতি হৈয়া হরষিত ॥
কণ্টকী ফলের কোয আঠি বহিষ্কৃত। খান স্বর্ণোৎপল, চাঁপা কলিকার মত ॥
নানাবিধ পক্ক পিলু দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুর। শ্রী ফল, লবনী, তাল, জম্বু সুপ্রচুর ॥
কদলী, বদরী, আর লকুচাদি যত। নানা জাতি ফল কে কহিবে কত ॥
নাশপাতি, সুধাস্বাদ পেয়ারা সকল। শৃঙ্গাটক, তালবীজ, ক্ষীরা তুতফল ॥
করোঙ্গা, বিজোর, কথবেল ও নারঙ্গ। বিবিধ দাড়িম্ব বীজ আর কামরঙ্গ ॥
সুখ সেব্য, খরমুজা, গুড়ালু, কেশর। তথাবি ধ কাকুরি, মূলক বহুতর ॥
সালুক, কোমল পদ্মবীজ মনোহর। আদর করিয়া দেন হরিষ অন্তর ॥
পদ্মের মৃণাল, পিয়ালের ফল আর। পীলু ও বাদাম বীজ শস্য নানা কার ॥
চিনি পাকে ক্ষীর সারে, পক্কান্ন করিয়া। শ্রীরাধিকা নিজ করে ঘরে বানাইয়া ॥
অনেক আনিয়াছেন দুগ্ধের বিকার। নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্র ফলের আকার ॥
ফল পুষ্প যুত বৃক্ষাদির শর্করার। করিয়া আনিয়াছেন অনেক প্রকার ॥
আম্র বিল্ব নারিকেল দাড়িম্ব সহিত। নারঙ্গ ছোলঙ্গ বৃক্ষ শর্করা নির্ম্মিত ॥
পক্কান্নের এই সব বৃক্ষাদি নিরখি। প্রশংসিয়া ভুঞ্জিয়া হইলা কৃষ্ণ সুখী ॥
চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজল আদি নাড়ুগন। পঞ্চেন্দ্রিয়াহলাদক গুণ করয় ধারম ॥
শর্করা লবঙ্গ, এলা মরিচ কর্পূরে। মিলাইয়া কৃত নাড়ু পিষ্ট দুগ্ধ সরে ॥
পণস আম্রের রসে মধু সংমিলিত। চিনি দিয়া করা তাহা লর্পুর বাসিত ॥
কর্পূর কেলি ও সুধা কেলী ভক্ষ্যগণ। গৃহ হইতে আনিয়াছিলেন সখী গণ ॥
ক্রমে ক্রমে সব পরিবেশেন সুমুখী। দুই সখা সহ কৃষ্ণ খান হইয়া সুখী ॥
কাটিয়া দশনে বৃক্ষ সিতা ক্ষীর সার। ফল—মুল-ফুল-পত্র স্কন্ধ শাখা আর ॥
দ্রব্য অর্পিনীকে আর খাদ্য দ্রব্যাদিকে। বটু কভু নিন্দেন ও প্রশংসেন সুখে ॥
মুখের বিকৃতি কভু করিয়া রহেণ। তাহা দেখি রাধিকা ও সখীরা হাসেন ॥

নর্ম্ম হাস্য রসে সবে ভোজন করিল। কর্পূর বাসিত জল সুখে পান কৈল।
সখী দত্ত জলে তারা কৈলা আচমন। এই রূপে সুখে কৃষ্ণ করিয়া ভোজন॥
পদ্ম মন্দিরের মাঝে গোবিন্দ আইলা। কুসুম শয্যাতে আসি শয়ন করিলা॥
তবে ত তুলসী প্রিয় সখী গণ লৈয়া। শ্রীকৃষ্ণে সেবেন অতি হরষিত হইয়া॥
কেহ কৃষ্ণ পাদ পদ্ম সম্বাহন করে। কেহ বা তাম্বুল দেয় খাইবার তরে।
বীজন করয়ে কেহ আনন্দ হৃদয়। দরশ–পরশ সুখ অঙ্গে না ধরয়॥
দক্ষিণ কুট্টিমে বটু সুবল যাইয়া। শুইলা শীতল শেষে তাম্বুল খাইয়া॥
তবে শ্রীরাধিকা সঙ্গে লইয়া নিজজন। কান্তের অধরামৃত করেন ভোজন।
শ্রীরূপ মঞ্জরী আর বৃন্দাদেবী মিলি। সুখে পরিবেশেন রসের কথা বলি॥

(ভোজন রঙ্গে শ্রী কৃষ্ণের রাধা সঙ্গোৎসব এবং শ্রীরাধার ভোজনার্থ নিজ ভোজন পাত্রে উত্তম উত্তম ভক্ষ্য ভোজ্য সংরক্ষনাদি রসের কথা বলিতে বলিতে শ্রীরূপ মঞ্জুরী ও বৃন্দাদেবী সমস্ত পরিবেশন করিয়া দিলেন।)

নান্দী কুন্দলতা নর্ম্ম–বিস্তার করেন। সহ ভোজনের সুখ মুখে বিতরেন॥
ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈলা। শ্রী পদ্ম মন্দিরান্তরে প্রবেশ করিলা॥
শয্যাতে বসিলা গিয়া রাই শশী মুখী। চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলা সব সখী॥
তুলসী সবাকে দিলা কৃষ্ণ চর্ব্ব্য পান। নান্দী, কুন্দ, ধনিষ্ঠারে কৈলাবীড়া দান॥
তবে ত তুলসী, বৃন্দা, শ্রীরূপ মঞ্জরী। ভোজনে বসিলা সেবা পরা সঙ্গে করি॥
উবরিয়া ছিল যত ভক্ষ্য দ্রব্য গণ। সেই নব দ্রব্য সবে করিলা ভোজন॥

ভোজন সারিয়া মধ্য–মন্দিরে আইলা। সেবা পরা সখী গন সেবা আরম্ভিলা॥
নান্দী, কুন্দলতা আর অন্য সখী গণ। পূর্ব্ব কুট্টিমাতে গিয়া করিলাশয়ন॥
সেবা পরা সখী গণে চর্ব্বিত তাম্বুল। রাধা-সুধামুখী দিলা হৈয়া অনুকূল॥
বৃন্দাকে বীটিকা দিলা তাহা খাইবারে। বাহিরে আসিলা তিহোঁ হরষিতান্তরে।
ওথা কৃষ্ণ হাসি রাই কৈলা আকর্ষন। তাহে সলজ্জিতা রাই সহাস্য বদন॥
যত্নে নিজ মুখে কৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বুল। প্রিয়ার বদনে দিলা আনন্দ অতুল॥
আদরেতে তাঁরে শোয়াইল নিজ পাশে। শয়নে রহিলা দোঁহে হাস্য পরিহাসে॥

শ্রীরূপাদি ব্যজনাদি করেন হরিষে। দোঁহে সুখে নিদ্রা গেলা ডুবি প্রেমরসে॥

মর্য্যাদার খনি রাধা ঠাকুরাণী কখন ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না এবং বিশ্রম্ভসেবা পারয়না দাসী মঞ্জরী গণের প্রতি ও তাঁহার স্নেহ ও করুণা সর্ব্বাধিক। জগন্মঙ্গলাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদিষ্ট রাধা দাস্য লাভের অপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য আর কিছুই নাই। সর্ব্বলীলা সমাধানকারিনী বৃন্দাদেবী আলস্য

বা বিশ্রাম বাসনা কাহাকে বলে জানেম না। তিনি রসময় রসময়ীর নিঃসঙ্কোচ রসলীলা বিধানার্থ তাম্বুল-বীটিকা ভক্ষণের ছলে বাহিরে গমন করিয়া পরবর্ত্তী লীলোচিত ও সময়োচিত উপকরণ ও সেবার দ্রব্যাদি পরিদর্শন ও যথাস্থানে সংরক্ষনাদির ব্যাপারে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। অহো কি সৌভাগ্য এহেন সর্ব্ব সুদুর্ল্লভ রসলীলায় মঞ্জরীগণের নিঃসঙ্কোচ অধিকার! শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি যথাযুক্ত রূপে পাদ-সম্বাহন, ও বীজনাদি সেবা করিতে লাগিলেন আর আমাদের প্রাণের প্রাণ রাধা শ্যাম প্রেমানন্দে প্রেমরঙ্গে ডুবিয়া শ্রান্তিহারিনী নিদ্রার সেবা বাসনা পূর্ণ করিয়া সুখে নিদ্রা গেলেন। ভক্ত সাধক-সাধিকাগন ভাবিয়া দেখুন হেন পরানন্দপ্রদ শ্রীরাধার দাস্য পদ বিনা অন্য সৌভাগ্য বাসনা করা কত তুচ্ছ!

প্রপঞ্চাগত ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের বিশেষতঃ গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধাঠ কুরানীর তাঁহার প্রাণ গোবিন্দের সহিত সম্ভোগ ও মিলনাত্মিকা চিন্ময়ী লীলার এখানেই অবসান। ইহার পর দুঃখের মহানিশার অবতরন। গোলোকের শ্রীরাধারাণীর প্রতি শ্রী দামের দুর্জ্জয় অভিসম্পাত কার্য্যকরী হইতে চলিয়াছে। মর্ত্তলীলায় রাধারাণীর সহিত কৃষ্ণের শতবর্ষ ব্যাপী বিচ্ছেদ অবশ্য সচ্চিদানন্দময়ী শ্রী রাধা ঠাকুরানীতে কোন অভিসম্পাত বা অমঙ্গল স্পর্শ করে না, তথাপি ভক্তের দত্ত অভিসম্পাত লীলা পুষ্টির জন্য মানিয়া লয়েন মাত্র।

এই বিরহ বা বিচ্ছেদ আরও তীব্রতর হইয়াছে, প্রপঞ্চলীলায় উন্নতোজ্জ্বলরস ধারায়-মধুরা রতিতে পরকীয়া ভাবে সর্ব্বাধিক আনন্দ উজ্জ্বলতা। পরকীয়া রসে অতি রসের উল্লাস। ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। অন্য ত্র কোথ'ও দেখা গেলে উহা সুরস না হইয়া কুরসের সৃষ্টি করিবে।

তারতম্য ভেদে রতি তিন প্রকার—সাধারনী—কুব্জাতে দৃষ্ট, সমঞ্জসা—দ্বারকার মহিষীগণে, সমর্থা রতি-একমাত্র পরকীয়া রসাশ্রিতা ব্রজ গোপীগণে বিষেষতঃ শ্রীরাধা ঠাকুরানীতে সম্যক রূপে পরিদৃষ্ট হয়। স্বকীয়াভাবে সমঞ্জসা রতিতে পত্নীভাবের অভিমান-যথা রুক্মিনী আদি মহিষীবৃন্দ। আর ভক্ত হৃদয়ে যে রতি স্বতঃ সিদ্ধ, ভগবানের তৃপ্তি সাধনই যাহার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য, যাহার কাছে কুল, ধর্ম্ম, লজ্জা, সংসার সমাজ সব মিথ্যা হইয়া যায় স্বসুখ বাঞ্ছাগন্ধরহিত এই রতিকে সমর্থা রতি বলা হয়। এই রতিতে ভগবানকে আত্মসাত করিতে পারা যায়। এই রতিতে একমাত্র নায়ক অখণ্ডরস বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র নায়িকা শ্রীমতী রাধা। স্বকীয়া ভাবে সম্ভোগ রস অপেক্ষা পরকীয়া ভাবে পর্ব্বত প্রমান বাধা ও প্রতি-কুলতা রহিয়াছে। বাঁধা না থাকিলে সম্ভোগ সমৃদ্ধ হয় না। সেই জন্য এই পরকীয়া রসে নব নব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে ভরপুর। অপুর্ব্ব ও অভাবনীয় রসচমৎকরিতায় সমৃদ্ধিমান। যে প্রেমের পথে বাঁধা নাই, সে প্রেমে তীব্রতা, সমধিক উৎকণ্ঠা, অনুরাগের পারাকাষ্ঠা নাই, সুতরাং সমর্থা রতির মধ্যেই পরকীয়ার বীজ নিহিত। ঘরের যতেক সবে করে কানা কানি। জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি। যে রতিকে আকৃতি দিয়া ফিরিতেছে—গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি। পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে, সব শ্যামময় দেখি। যে রতিকে দিব্যোন্মাদের দুয়ারে পৌছাঁইয়া দিয়াছে, স্বকীয়ার সমঞ্জসা রতিতে তাহা সম্ভব

পর নহে। ইহাই পারকীয়া রাধার সমর্থা রতি। অর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই নিখিল জীবের পতি; জীব সংসারের সহস্র বন্ধনে অনিত্য বস্তুতে বা ব্যক্তিতে বাঁধা বলিয়া জগতের স্বকীয়া, ভগবানের পরকীয়া। ভগবানের ডাকে সাড়া দিতে হইলে সংসার বন্ধন শিথিল করিয়া বাহির হইতে হয়। ইহাই পরকীয়া অভিসার।

শ্রীমদ্ভাগবতে

রাসলীলা প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন—তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা।' গোপীগন শ্রীকৃষ্ণে উপপতি বুদ্ধি করিয়া ও পরামুক্তি বা নিত্যধামে নিত্য সেবা লাভ করিয়াছিলেন। এখানে জার শব্দের প্রাকৃত অর্থ এখানে গ্রহনীয় নয়। উহা নিন্দনীয়। যেমন পুতনাবধ প্রস্তাবে জিঘাংসয়াপি হরয়ে ইত্যাদি তদ্বৎ। যেমন রাজরাজ লীলা হইতে পার্থ সারথি রূপে শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ উৎকৃষ্ট শান্ত হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পর্য্যায়ে শৃঙ্গার রস এবং তন্মধ্যে দাম্পত্যভাব হইতে ঔপপত্য ভাব শ্রেষ্ঠ, মণি মুক্তালঙ্কার অপেক্ষা ময়ূর পুচ্ছ গৈরিক ধাতু প্রভৃতি যেমন শ্রেষ্ঠ। যে সব গোপীগন পুরুষান্তরের অভুক্তা, সেই নিগু`ন বা চিন্ময়ী দেহে, শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলী শ্রবনে, তদীয় পাদ পদ্মে ধাবিত হয়। আর যাহারা ভুক্তা বা ভজনে কিছু অপূর্ণতা ছিল (তাঁহারা ব্রজে বাহিরে জন্ম অথবা ঋষিচরী গোপী) তাঁহারা প্রগাঢ় ধ্যানাবেশ দ্বারা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই সবই অঘনঘটন পটিয়সী যোগমায়া রচিত। জার বুদ্ধির উত্তরে-পরমহংসদেব বলেন—তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা। তেজস্বী পুরুষ বা সমর্থবান্ পুরুষের পক্ষে বিশেষ করে স্বরাট লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ তিনিই নিখিল জগতের ভোক্তা, কেবল মাত্র তাঁহারই ভোগ্যা হইবার জন্যই গোপীগণের কাত্যায়নী দুস্তর ব্রত ও ফল স্বরূপ লীলা মুকুটমণি রাসে তাঁহারা অধিকার লাভ করেন। এখানে ভগবান্ সর্ব্বভূক্ অগ্নিবৎ। সর্ব্বপ্রকার দোষারোপের উর্দ্ধে। নীলকণ্ঠ মহাদেবের পক্ষে হলাহল বীষ পান করাই অম্ভব, অন্যের নহে। "তোমার কনক ভোগের জয়ক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।'

এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্। ভাঃ ১০।৩৩।৩৫ পূর্ব্বে গোপীগণ পরদার ইহা স্বীকার করিয়া উত্তর দিয়াছেন। এক্ষনে সর্ব্বান্তর্য্যামীর পক্ষে পরদার সেবাই হয় না। এই কথা বলিতেছেন, যিনি গোপী দিগের এবং তাহাদের পতি সকলের ও সমস্ত দেহীর অন্তঃকরণচারী বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, তিনি আমাদের মত পাঞ্চভৌতিক শরীরী নহেন, তাঁহার দোষ গুণ সম্ভাবনা কোথায়? আর এখানে গোপী প্রধানা গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরানী সেই গোবিন্দের নিত্য স্বরূপশক্তি তাহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্শনের কোন প্রশ্নই উঠেনা।

এই প্রসঙ্গে—নাসূয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতস্তস্য মায়য়া।
মন্য মানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্‌দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥১০।৩৩।৩৭

এই শ্লোকের বৈষ্ণব তোষনীতে—যোগমায়া কল্পিতানামন্যাসামেব তৈর্বিরনং সং প্রবৃত্তং ন তু ভগবন্নিত্য প্রেয়সী নামিতি ………………।

যদি কেহ সন্দেহ করেন—গোপগণের সহিত গোপীগণের যখন পতি-পত্নী রহিয়াছে, তখন অবশ্যই তাঁহাদের বিবাহ ও হইয়াছিল, সেই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করা হইল—যোগমায়া কল্পিত অন্য ছায়ামূর্ত্তির সহিত গোপগণের বিবাহ হইয়াছিল। কৃষ্ণ প্রেয়সিগণের সঙ্গে নহে। উদাহরন—নিত্য লক্ষ্মী সীতা দেবীকে রাক্ষস রাজ রাবন হরণ করিতে পারেন নাই—নিত্য সীতা অগ্নিদেবের প্রযত্নে রক্ষিত, ছায়া সীতা হরণ করিল রাবণ, আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে সীতাকে রাবণ দ্বিখণ্ডিত করিল—তাহা মায়াসীতা। এই রূপে শক্তির প্রকাশ নিত্যকায়া, ছায়া ও মায়া রূপে। সুতরাং দেখা যাইতেছে গোপীগন ও গোপীপ্রধানা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী এবং বাহ্যতঃ তাঁহাদের অনূঢ়া বা পরোঢ়া স্ত্রীত্ব যোগমায়া বিঘটিত প্রাতিভাসিক সত্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীল রূপগোস্বামী পাদ

তাঁহার ললিত মাধব নাটকে 'পূর্ণমনোরথ' নামক দশম অঙ্কে দেখা যায় দ্বারকার—নব-বৃন্দাবনে সত্রাজিৎ রাজ তনয়া সত্যভামা দেবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিধিবদ্ধ বিবাহ হইয়াছিল! এই বিবাহ বাসরে সতী শিরোমনি অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, শচীদেবী সহ ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবীগণ, এমন কি শ্রীধাম বৃন্দাবনের নন্দ-যশোদা, শ্রীদামাদি সখাগন ভগবতী পৌর্ণমাসী প্রভৃতি এবং দ্বারকার বসুদেব দৈবকী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ললিত মাধবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

"যা তে লীলা রস পরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরিতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপীভাব মুগ্ধান্তরাভিঃ।
সং বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণু বিহারম্॥ লঃ মাঃ ১০ অঙ্ক ৩৬ শ্লোক।

সমস্ত মাধুরীর সারভূতা মাধুর্য্য রসময়ী মহা মাধুরীতে পরিপূর্ণা তোমার লীলা বিহারের মধুময় গন্ধবিস্তার কারিনী ভূমণ্ডলের মাধ্য যে ধন্যা শ্রীবৃন্দাবন ভূমি বর্ত্তমান সে স্থানে আমরা চটুলা গোপীগণের ভাবমুগ্ধ অন্তরে তোমার সহিত নিঃসঙ্কোচ যে রসময়ী ক্রীড়া করিয়া থাকি, তাহা অন্যত্র অসম্ভব। অতএব সেই স্থানে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হাস্যবদনে তুমি চারুনাদিনী মুরলী ধ্বনি করিয়া বিহার কর।

তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকের এই সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ আদৌ সত্য নহে। অভিমন্যু গোপকে বঞ্চনা করিবার জন্যই যোগমায়া এই বিবাহ কে

সত্যের ন্যায় প্রতীতি করাইয়াছেন এবং রাধাদি সকলেই কৃষ্ণের নিত্য—প্রেয়সী–'তদ্বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানাম দ্বাহাদিকম্। নিত্য প্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য' অতএব তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহারাদি ছায়ার সহিত বালকের ক্রীড়া—তদ্বৎ।

উজ্জ্বলনীলমণির নায়ক ভেদ প্রকরণে কৃষ্ণের ঔপপত্য আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ স্বীকার করিয়াছেন—এই ঔপপত্যেই শৃঙ্গারের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত ''অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ। প্রচ্ছন্ন কামুকত্বেই মন্মথের পরমারতি। যথা—

বহু বার্য্যাতে যতঃ খলু প্রচ্ছন্ন কামুকতঞ্চ। যাচ মিথোদুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমারতিঃ॥

প্রেমের এই ঔপপত্য সম্বন্ধে যে লঘুত্বের (নিন্দার) কথা বলা হইল—ভরত মুনি। প্রাকৃত নায়ক পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য। মধুর রস আস্বাদনের জন্য যিনি অবতীর্ণ–সেই অখণ্ডরসবল্লভ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে। শৃঙ্গার রসে পরোঢ়া নারী নিষেধ থাকিলে ও, অপ্রাকৃত ব্রজরামাগণের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। বিপরীত আচার যাহার সেই ব্যভিচারী। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবগন সর্ব্বশেষে কার পাদ পদ্মে আশ্রয় করিয়া পরামুক্তি লাভ করে, শুদ্ধা প্রেমভক্তি যোগে গোপীগণ মুক্তি দাতা মুকুন্দকে আশ্রয় করিয়াছে। এইজন্যই শ্রীরাধা রাণীর পাদপদ্মে সতীত্ব বাঞ্ছা করেন সতী শিরোমনি অরুন্ধতী, শচী, পার্ব্বতী ইত্যাদি, কারন তাঁহাদের চিন্তাধারায় সতত নিজনিজ স্বামীর কথাই উদিত হয়, সমস্ত নারীর নিত্য স্বামী, জগৎ স্বামী কৃষ্ণের পাদপদ্মের নিরবচ্ছিন্ন সেবা–চিন্তা শ্রীরাধার অন্তরে সন্ততারতিতে সমৃদ্ধিমান্। শ্রীরূপ প্রাচীন আচার্য্যের মত স্থাপন করিয়াছেন—ঃ

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া, তদেগাকুলাম্বুজ দৃশাং কুল মন্তরেন।
আশং সয়া রস বিধেরব তারিতানাং কংসারিনা রসিক মণ্ডল শেখরেন॥

উজ্জ্বল নীলমনি ধৃত শ্লোক।

প্রাচীন পণ্ডিতগন যে মুখ্য রসে পরকীয়া রমনীকে অনভিপ্রেত বলিয়াছেন তাহা প্রাকৃত নায়িকা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ব্রজদেবীগণের পক্ষে ইহা নিষেধ বলিতে পারা যায় না। কেননা রস বিশেষের আস্বাদনের জন্য রসিক মণ্ডল শেখর কংসারি কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অবতারিত করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বোত্তম লীলার সহায়িকা এবং নিজের মত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ

উজ্জ্বল নীলমনির নায়ক ভেদ প্রকরণের লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং..।

শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া 'লোচন রোচনী' টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ স্বকীয়া পরকীয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন—'রস নির্য্যাসেতি রস নির্য্যাসো রসসার মধুর রস বিশেষ ইত্যর্থঃ। উজ্জ্বলনীলমনি নায়কভেদ শ্লোকঃ ১৬–টীকা অর্থাৎ মধুর রসবিশেষ আস্বাদনের জন্যই কৃষ্ণাবতার। অবশ্য

জগতের ভারাবতারন এর জন্য ও তিনি অবতীর্ন হইয়াছেন। তবে এই ভারাবতারন দেবতাদের ইচ্ছায় করা হইয়াছে। তবে ঐ কার্য্য তিনি স্বয়ং রূপে না করিয়া—'নারায়ণ দ্বারে করেন কৃষ্ণ অসুর সংহার।' কিন্তু এই ঐপপত্য ভাবে উন্নতোজ্জ্বল রস বিলাস নিজের ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে। অত্র ভারাবতারণং দেবাদীনামিচ্ছয়া তদিদন্তু ঔপপত্যন্তু তস্য স্বেচ্ছয়েতি হি গম্য তে। ইহা স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তমের নিজস্ব। ভাগবতের উদ্ধব বাক্য হইতে জানা যায় যে, কৃষ্ণের সহিত ব্রজ সুন্দরীদের নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া ব্রজ লীলায় পরকীয়ার যে অভিমান তাহা যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত অভিমান মাত্র (রসের চমৎকারিতা বর্ধনের জন্যই) তদেবং শ্রীমদুদ্ধব বাক্যে—............................তাসাং তেন নিত্য সম্বন্ধা পত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে। লোচন রোচনী টীকায়াং এই জন্যই শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ তাঁহার গ্রন্থ শূর—শ্রী গোপাল চম্পূতে (উত্তর খণ্ডে) শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিবাহ সংঘটিত করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধকে নিত্য—দাম্পত্যে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। তবে ঐ শ্লোকের টীকায় যত প্রকার আলোচনা করিয়াছেন, অবশেষে একটি শ্লোক রাখিয়া গিয়াছেন—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধং তৎ পূর্ব্বমপরং পরম্ ॥

অর্থাৎ এই স্বকীয়া—পরকীয়া বাদের আলোচনায় স্বেশ্চাক্রমে কিছু এবং পরের ইচ্ছায় বিছু লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ যুক্ত অংশই স্বেচ্ছাক্রমে এবং যে স্থলে পরস্পর সম্বন্ধশূণ্য, তাহাই পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল বুঝিতে হইবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ

....

অপ্রাকৃত রসিক কবিকুল চূড়ামনি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পারকীয়া রতির অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ-বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। পরকীয়াতেই প্রেমের সর্ব্বাধিক স্ফূরণ। কাজেই প্রেমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল কান্তাপ্রেম এবং তাহার ভিতরে ও শ্রেষ্ঠতম হইল পরকীয়া রতি। আর অপ্রাকৃত ব্রজ ধামেই উহা সুরস। অন্যত্র কুরস সৃষ্টি করে। কারণ উহার বিষয় বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান গোবিন্দদেব আর আশ্রয় বিগ্রহ নায়িকা শিরোমনি শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরাণী!

এই ভাবটি আরও সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—ঃ

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥

বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যাদি পরিপূর্ণ স্থানে মাধুর্য্যের চমৎকারিতা কোথায়? যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজ দেবীগণের উপপতি ভাব লইয়া যে লীলা তাহা প্রকট লীলার বিশেষত্ব।

শ্রীল যদু নন্দন দাস

তাঁহার কর্ণানন্দে লিখিয়াছেন—

এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীদাস গোসাঞি। নিয়ম করি কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই ॥
সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোস্বামী লোকনাথ। দিবানিশি কৃষ্ণ কথা সদা অবিরত ॥
হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপাল চম্পু নাম। সবে মিলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম।
আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ উল্লাস। অত্যন্ত দুরুহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ ॥
বাহ্যার্থ্যে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া। ভিতরে অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া ॥
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া। বহির্লোকে বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া ॥

এ সম্বন্ধে—Dr. Sushil Kumar De's Conclusion :—
This View Of Yadunandan is not unexpected for in his time, the efforts of Shyamananda and Srinibash (both diciples of Jiva) had made the parakiya doctrine wide-spread. Srinibash's descendant Radhamohana Thakur because a formidable champion of this doctrine.

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ

তাঁহার মতে প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই ব্রজ গোপীগণের পরকীয়া ভাব। তিনি ও 'আনন্দ-চন্দ্রিকা' নাম দিয়া উজ্জ্বল নীলমণির টীকা রচনা করিয়া—"লঘুত্বমত্রবৎ প্রোক্তং................... ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন—ঔপপত্য প্রাকৃত নায়কের, পক্ষেই অধর্ম্মজনক ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণে সে আশঙ্কার স্থান নাই—'ন ত কৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ন্তৃ চূড়ামনীন্দ্র" । প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা তে অধর্ম্ম স্পর্শ হইলে ও যিনি বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে সমর্থ-এরপ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁহার মহাশক্তি সমূহের মুখ্যতমা হলাদিনী সার স্বরূপিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধাদি গোপীগণের আদৌ এদোষ নাই। শ্রীল চক্রেবর্ত্তী পাদের মতে—প্রকট লীলা মায়িক নহে, এবং অপ্রকট ও প্রকট লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যুগল কিশোর যখন তাঁহার লীলা মাধুর্য্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত করান, তখন তাহা প্রকট লীলা এবং লীলা প্রপঞ্চ লোক চক্ষুর অন্তর্হিত হইলেই তাহা অপ্রকট লীলা নামে অভিহিত। শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের মতে অপ্রকট লীলা নিত্য দাম্পত্য ময়ী এবং প্রকট লীলা মায়িক ও পরোঢ়া-উপপতি ভাবময়ী এই রূপ মনে করা অসঙ্গত, কেননা রাস লীলার আদি, মধ্য, ও অন্তে পরোঢ়া উপপতি ভাবে বিরাজমান। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীত কণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজবল্লবীনাম্ ॥১০।৪৭।৬০,

রাসে গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার পরাকাষ্ঠা—ভগবানের অঙ্গে সদা একান্ত রতা লক্ষ্মীর প্রতি ও এ অনুগ্রহ হয় নাই। পদ্মগন্ধা ও পদ্মবর্ণা দীপ্তিমতী স্বর্লোকবাসিনী অপ্সরাগণের প্রতি ও হয় নাই। অন্য ত দূরের কথা। রাসোৎসবে ভূজ দণ্ড দ্বারা আলিঙ্গিত কণ্ঠা লব্ধ মনোরথাঃ—

ব্রজ সুন্দরীগণে প্রতি যে রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা আর কোথাও প্রকাশ পায় নাই! অতএব গোপী প্রেমে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ বশীভূত। উহা নিত্য সত্য ও বাস্তব বস্তু, পরম হংস কূল চূড়ামনি গণের ও পরম উপাসিত। উদ্ধবের ন্যায় পরম ভাগবত ও এই গোপী প্রধানা শ্রীরাধাদি সহ গোপীপাদ রেনু প্রার্থনা করিয়া থাকেন এমন কি মৃত্যুপথ যাত্রী ভারত সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ আজন্ম বিষয় বিরক্ত পরমহংস কুল তিলক শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পাদের শ্রীমুখ বিগলিত মহারাস লীলামৃত আস্বাদন করিতে করিতে পরামুক্তি লাভ করেন।

এতদ্ব্যতীত—দশাক্ষর এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থ ও পরোঢ়া উপপতি ভাবময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও মন্ত্রের ও পরকীয়াভাব বিদ্যমান। সাধকগন ধ্যান পরিপাকদশাতে প্রকট লীলার ভাব সমূহই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং লীলা মায়িক হইতে পারে না। ভগবৎলীলা নিত্য চিন্ময়ী। অনিত্য হইলে শ্রীভগবানের নাম ও অনিত্য হইয়া পড়ে। গোপাল তাপনী শ্রুতিতে 'সবোহি স্বামী ভবতি এই বাক্যে স্বামী শব্দ পরিনেতৃবাক নয়। ঐশ্বর্য্য বোধক-স্বামিন্নিশ্বর্য্যে ইতি—পানিনি। শ্রীরাধা—কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিভূতা হ্লাদিনী শক্তি। তবে লীলা বৈশিষ্ট্যে রাধা কৃষ্ণই আমাদের ভজনীয়। লীলা বিরোহিত রাধা-কৃষ্ণ আমাদের ধারনা ও ভজনের অতীত। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ নিত্য ও অচিন্ত্য নব নবানুরাগের ফল স্বরূপ। প্রপঞ্চলীলায় পরকীয়া ভাবে উহার জন্য তাঁহার বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তবে এই কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও পরম সুখ। সেবা সুখ—দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ। অনুরাগের ইহাই উজ্জ্বল আদর্শ। মহাভাব-ময়ীগণের এই অলৌকিক অনুরাগ শ্রীল জীব গোস্বামী পাদের ও একান্ত অভিপ্রেত। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই তিনি স্বেচ্ছায় লিখিতং কিঞ্চিৎ.................................শ্লোকটি লিখিয়াছেন। কাজেই ঔপপত্য সম্বন্ধ শ্রীল জীব গোস্বামীর ও অভিপ্রেত।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

....

শ্রীরাধা—কৃষ্ণের ঔপপত্য ভাবে লীলা পরমেশ্বরত্ব নিবন্ধন বুঝিতে হইবে। মানুষের মত এই লীলা কর্ম্ম পরতন্ত্র নহে। জন-মনো নিবেশের জন্য ও এই লীলা নহে। চিন্ময় লীলা মাধুর্য্য অন্তরের গভীর তম প্রদেশেই উপলব্ধি করিতে হয়। এই জন্যই তাঁহাদের ঔপপত্য সাবধানে, অতি সাবধানে বিচার করিতে হয়। আর এই ঔপপত্য ভাব ব্রজেই নিত্য বিদ্যমান। সুরস সৃষ্টি করে। ব্রজের বাহিরে জড় জাগতিক নরনারীর ইন্দ্রিয় তর্পন মূলে যে কুৎসিৎ ভাব তাহা সর্ব্বদা কুরস সৃষ্টি করে বলিয়া-সতত নিন্দিত।

গোপীগন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অভিব্যক্তি। কাজে কাজেই তাঁহাদের লীলাবিনোদন কার্য্যে পরব্রহ্ম-ধাম শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামত্বের কোন হানি হয় না। 'আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমনাৎ অসৌ। আত্মারাম তয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বাদিভিঃ।' ব্রজপ্রেমরসোল্লাসা রতিতে ভরপুর এই অপ্রাকৃত ঔপপত্য লীলাতে পর্ব্বত প্রমান বাঁধা বা প্রতিকুলতা থাকা সত্ত্বেও ব্রজনব যুবদ্বন্দ্বের অবাধ মিলনে কোন বাঁধা নয় নাই। তবে কভু মিলে, কভু না মিলে, দৈবের ঘটন। ইহা অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়ার কলা কৌশল মাত্র। এ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ নিম্নে করা হইল। শ্রীরাধারাণীর জীবনের প্রথম প্রভাতে নিমীলিতা নয়না অন্ধবালিকার অভিনয়। অনন্তর শ্যাম বঁধূয়ার স্পর্শেই চক্ষু উন্মিলন করিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রাণ বঁধূয়ার শ্রীমুখ কমল দর্শন—এই পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল।——হইতে আরম্ভ করিয়া নব শশীকলার মত বৃদ্ধি মাঝে মাঝে প্রিয় পরিজনদের কোলে চাপিয়া বঁধূ দর্শন, ক্রমে হাঁমাগুড়ি ছলে দরশ-পরশ মুগ্ধ বালকবৎ লীলা। ক্রমশঃ জানু চঙ্ক্রমন সময়ে মাঝে মাঝে সম বয়স্কদের সঙ্গে নিজ গৃহ হইতে শ্যামসুন্দর গৃহে অথবা শ্যাম ও অমনি করিয়া আসিতেন প্রিয়ার গৃহে। অন্তরের স্বাভাবিক ও স্বতঃ স্ফূর্ত আকর্ষন বশতঃ মুগ্ধ বালক—বালিকাবৎ মিলন হইত। না দেখিলে কোন দিন গভীর দুঃখ হইত। ক্রমশঃ উভয়ের মিলনের পথে সহায়ক ব্রজের বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূতা সমবয়া সখীগন আসিয়া মিলিতে লাগিল। কৃষ্ণকে প্রাণ বল্লভ রূপে প্রাপ্তির জন্য উপায় উদ্ভাবন। বৃন্দাদেবীর পরামর্শে এবং উপদেশে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা। অবশ্যি এই কার্য্যে সাধন সিদ্ধা গোপীগণই অগ্রণী। নিত্য সিদ্ধা শ্রীরাধা তদীয় কায়ব্যূহ স্বরূপিনী ললিতা—বিশাখাদি গোপীগন উহাদের সঙ্গ দান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন মাত্র। অতি-বাল্যে সঙ্কেত বট মূলে যুগলের ভীরু মিলন। তাহারা বয়সে নবীনা হইলেও ভজনে প্রবীনা হইয়া উঠিলেন। কাত্যায়নী ব্রতান্তে চরম পরীক্ষা বস্ত্রহরণ লীলার মাধ্যমে প্রাণ প্রিয়তম গোবিন্দ তাঁহাদের লজ্জা মান ভয় সবই ভজন পথের কণ্টক উৎপাটন করিলেন। গুরুজন অজ্ঞাতেই প্রথম শারদীয় রাসে মিলন এবং অন্য বহুবিধ উপায়ে মিলন হইতে থাকে। বিবাহ পূর্ব্ব পাটে এবং বিবাহোত্তর জীবনে জটিলা ও কুটীলার বাঁধা-নিষেধ, কলঙ্কারোপ, পতি অভিমন্যুর রক্ত চক্ষু, তর্জ্জন গর্জ্জন, প্রভৃতি প্রবল প্রতিকুলতা অতিক্রম করিয়া গুপ্ত মিলন—দিনের বেলায় সূর্য্যপূজা ছলে এবং রাত্রিতে কাত্যায়নী ব্রতের উৎযাপন কালে। ক্রমশঃ কালিয় দমন লীলার দিনে প্রকাশ্যে সকল গুরুবর্গের জ্ঞাতসারেই প্রিয় সম্মীলন। গুরুবর্গ ও জানিলেন—রাধাদি গোপীগন ও কৃষ্ণকে প্রিয়বোধে প্রাণ বন্ধু রূপে ভালবাসে। রাধারাণীর অন্তরের শ্যামানুরাগ ছিল প্রবলতম স্রোতস্বিনী নদীর জলধারার মত, উহা অবশেষে শ্যাম সায়রে মিলিত হইবেই। পর্ব্বত কন্দর হইতে যবে নদী বহির্গত হয় সিন্ধুর উদ্দেশ্যে—বল কার সাধ্য রোধে তার গতি?—প্রবল বেগবতী খর-স্রোতা নদীতে বাঁধ দিলে যেমন দুর্ব্বার স্রোতাভিঘাতে সম্মুখস্থ বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বীয় পতি সরিৎপতির সহিত মিলিত হয়, সেই প্রকার গোপী প্রধানা রাধা ঠাকুরাণীর দুর্ব্বার কৃষ্ণানুরাগ ভক্তি পথের প্রতিবন্ধক কোটি কণ্টক কে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় লক্ষ্যে পোঁছে গিয়েছেন। প্রতিবন্ধকতাকে বধিরবৎ উপেক্ষা করিয়া দিবাভিসার, রাত্রি অভিসার, ছয় ঋতুর বিরুদ্ধ পরিবেশে অভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভি-

সার, মকর স্নান, সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে কৃষ্ণামৃতে স্নানের ছলে কৃষ্ণ সম্মিলন-কৃষ্ণের কারুণ্যামৃতে, লাবণ্যামৃতে স্নান, তারুণ্যামৃতে স্নান—এই প্রকারে পারকীয়া রসাশ্রিতা হইয়া নিঃছিদ্র গোবিন্দ সম্মিলন। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রের চরম আদর্শ সাধিকা। এখানেই ভজনের নিগূঢ়তম নির্দেশ। যুগললীলা নাট্যখানি অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়া কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়ায় সব বিরুদ্ধ ভাবগুলি ও অনুকূলে আসিয়া যায়।

কোন একদিন মা যশোমতী পুত্রের জন্মতীথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে-ভাই অভিমন্যুকে ও নিমন্ত্রন করিয়াছেন। বিদায় কালে অভিমন্যুকে রাধারাণীর জন্য বহুমূল্য বসন ভূষন ও রত্নালঙ্কারে পরিপূর্ণ একটি সুদিব্য পেটিকা প্রদানের ইচ্ছা পোষন করেন। ইতিমধ্যে সুচতুরা বৃন্দা ও সুবলাদি কৃষ্ণের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করিয়া উক্ত পেটিকা হইতে সজ্জিত বসন ভূষণ রত্নালঙ্কারাদি অপসারিত করিয়া ঐ পেটিকার অভ্যন্তরে সর্ব্বালঙ্কারের সারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অতিসংগোপনে সংস্থাপন করেন। গৃহে যাত্রা কালে অভিমুন্য ঐ পেটিকা স্বীয় মস্তকে বহন করিয়া আনিয়া রাধারানীর কক্ষের সম্মুখে নিখিল রত্নসার মহামারকত মণির পেটিকাটি স্থাপন করে। ক্রমে ললিতা-বিশাখাদি ঐ পেটিকাটি গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন পূর্ব্বক বন্ধ মুখ উন্মোচন করিয়া যখন উহার ভিতরে চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণ বঁধূয়াকে দেখিতে পাইলেন—তখন সখীগন সহ রাধারাণীর হাসি শরৎকালীন নদীতটে প্রস্ফুটিত বায়ু আন্দোলিত কাঁশ কুসুমাবলীর হাসির ফোঁয়ারার মতই সুনির্ম্মল ও হৃদয় উন্মাদী। অনন্তর সমস্ত রাত্রি ব্যাপী জটিলা ভবনেই চলিতে থাকে নখীজন সমভি-ব্যাহারে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের যুগল-মিলন মাধুরীর পরানন্দ মহামহোৎসব। অনুরূপ আর একটি মিলন মহোৎসবের সুন্দর চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল—ঃ

আহূতাদ্য নয়োৎ নিশি গৃহং শূণ্যং বিমুচ্যাগতা।
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবদূরেকাকিনী যাস্ততি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদা গিরো
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

অর্থাৎ মা যশোদা তাঁহার নীলমনিকে বলিতেছেন—আমি আজ রাত্রিতে ইহাকে (শ্রীরাধাকে) উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি। এও ঘরশূণ্য রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ভৃত্যগুলি ও মাতাল, এখন এ একাকিনী কুলবধূ কি করিয়া যাইবে? বাছা, তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ইহার ঘরে লইয়া যাও। মা যশোদার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাধা-মাধবের যে স্মেরালস দৃষ্টি সমূহ জয়যুক্ত হউক।

পারকীয়ে ভাবে-কভু মিলে, কভু না মিলে. দৈবের ঘটন। এখানে না মেলার উদাহরন—

সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদি নিনাদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো,
দ্বারোন্মোচন লোলশঙ্খ বলয় শ্রেণি স্বনং শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগলভ জরতী নাদেন দূনাত্মনো
রাধা প্রাঙ্গনকোনকেলি বিটপী ক্রেড়ে গতা শর্বরী॥

(কয়েকদিন যাবৎ শ্বাশুড়ী ও ননদের কড়া প্রহরায় থাকায় জন্য শ্রীরাধার চন্দ্রানন অদর্শন হেতু বিরহ-দিগ্ধ হৃদয়ে একদা—)

গভীর রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গৃহের সন্নিকটে আসিয়া কোকিলাদির নাদের ন্যায় নাদের দ্বারা সঙ্কেত করিতেছেন। এদিকে সেই সংকেত শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা দ্বার মোচন করিয়া বাহিরে আসিতেছেন, শ্রীরাধার চঞ্চল শঙ্খবলয় এবং মেখলাধ্বনি শ্রবণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বহির্গমনের কথা বুঝিতে পারিলেন। এদিকে শব্দ পাইয়া বৃদ্ধা (জটিলা) কেও, কেও করিয়া বারবার চিৎকার করিতেছে এবং তাহাতে ও কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, এইরূপ অবস্থায়ই শ্রীকৃষ্ণের সেই রাত্রি রাধাগৃহের প্রাঙ্গনের কোনে যে কেলি-বিটবী তাহারই ক্রোড়ে গত হইল।

শ্রীরাধার বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির এমনই প্রবল আকর্ষন যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ, স্বরাট্‌লীলা পুরুষোত্তম, সর্ব্বাকর্ষক, মূর্ত্ত্যানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দকে ও আকর্ষন করিয়া দীনহীন কাঙাল সাজাইয়া ভক্তের নিকট আনয়ন করে। মিলন বেলায় এই বিরহ ও সর্ব্বানন্দ কর।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারন লীলায়, ব্রজের সকল রসাশ্রিত ভক্তগণের সাতদিন সাতরাত্রি ব্যাপী নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভক্ত-ভগবানের নিবিড়তম সমাবেশ ও সুখ সম্মিলন সংঘটিত হইলেও সেখানে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম সমধিক ব্যঞ্জিত হইতেছে। নিম্নে দৃশ্য দেখুন—ঃ

দূরং দৃষ্টিপথাত্তিরোভব হরে র্গোবর্ধনং বিভ্রত–
স্ত্বয্যাসক্তদৃশং কৃশোদরি করঃ স্রস্তোঽস্য মা ভূদিতি।
গোপীনামিতি জল্পিতং কলয়তো রাধা নিরোধাশ্রয়ং
শ্বাসাঃ শৈলভরশ্রম ভ্রমকরাঃ কৃষ্ণস্য পুষ্ণন্তু বঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া আছেন। সব গোপিনীদের সহ শ্রীরাধাও কৃষ্ণের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া আছেন। অন্য সব গোপীরা রাধাকে বলিল, রাধে! তুমি কৃষ্ণের দৃষ্টিপথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাও, তোমার প্রতি আসক্ত দৃষ্টি হইয়া কৃষ্ণের হস্ত শিথিল না হইয়া পড়ে, কিন্তু গোপীদের মুখে রাধাকে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূরে সরাইয়া দিবার এই কথা মনে চিন্তা করিয়া গিরিধারণের শ্রমে কৃষ্ণের ঘন ঘন শ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। সেই রাধার সহিত কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন। কৃপালু শ্রোতৃবর্গ! বিচার করুণ, শক্তি মানের ও শক্তির উৎসমূল কোথায়?

একদা দিবাভিসারকালে পথের ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া শ্রীরাধার অভিগমন সম্বন্ধে সদুক্তি কর্ণামৃতে (৩,১৩,৪) যাহা বর্ণিত আছে তাহা এই—

মধ্যাহ্ন দ্বিগুণার্ক দীধিতি দলৎ সম্ভোগবীথী পথ-
প্রস্থান ব্যথিতারুণাঙ্গুলি দলং রাধাপদং মাধবঃ।
মৌরী স্রক্ শবলে মুহুঃ সমুদিত স্বেদে মুহুঃ বক্ষসি।
ন্যস্য প্রানয়তি প্রকল্প বিধুরৈঃ শ্বাসোর্মিবাতৈ র্মুহুঃ॥

পুষ্পদলের মতন অরুণাঙ্গুলি দলে কমনীয় হইল রাধার পদ, সেই পদ আজ সম্ভোগবীথী পথ প্রস্থানে ব্যথিত। কারণ সে পথ মধ্যাহ্নের দ্বিগুণ সূর্য্যতাপে তপ্ত, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধার পদের তাপ অপনোদনার্থে বার বার মাল্য যুক্ত শিরদেশে রাখিতেছে। ঘর্ম্ম শীতল বক্ষে রাখিতেছেন, প্রকম্প্র বিধুর শ্বাসোর্ম্মি বাতের দ্বারা বার বার উপশমিত করিতেছেন।

এই চিত্রটি স্বনাম ধন্য গোবিন্দদাসের লেখনীতে—ঃ

মাথহি তপন তপত পথ বালুক আতপ দহন বিথার।
নোনিক পুতুল তনু চরণ কমল জনু দিনহি কয়ল অভিসার॥

আবার বহুদিন বিরহ তপ্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ জটিলার ভবনের বহিভাগে বাগান বাটীতে কোন নির্জ্জন ভবনে শ্রীরাধারাণীর সহিত অতি সংগোপনে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু সুচতুরা কুটীলার দৃষ্টি এড়াইতে পারেন নাই। কুটিলা ও গৃহ মধ্যে যুগলের কেলি বিলাস কালে গোপনে দর্শন করিয়া বাহির হইতে গৃহের তালাবদ্ধ করিয়া মা জটিলাকে সংবাদ দিবার জন্য গেলে। মা জটিলা আসিয়া বন্ধ-তালা খুলিয়া দেখিলেন বধূ রাধারাণী পালঙ্কের উপরে উপবিষ্টা আছেন। আর তাঁর পদতলে অতি পরিচিতা নাপিতিনী বেশে কৃষ্ণ তাহার পায়ের নখ কামাইতেছেন, পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছেন। দেখুন বিশুদ্ধ প্রেমের দুর্ব্বার আকর্ষনে সর্ব্বশক্তিমান পুরুষোত্তমকে ও ভক্তশ্রেষ্ঠের পদতলে নামিয়া আসিতে হয়। কুটিলার মাথা লজ্জায় অবনত হইল। মা জটিলাকে বলিল— মা, ঐ কেষ্ট ছোড়াটা ভোজ-বিদ্যা জানে।

যুগলের প্রপঞ্চ লীলায় মিলন বেলায় পরকীয়া ভাবে শত শত বাঁধা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মিলনের পথে পারস্পরিক আকর্ষন দুর্ব্বার গতিতে দুইটি আত্মাকে একীভূত করিয়া দিয়াছে, যেমন—

পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ-কর্ম্মসু, তমেবাস্বাদয়ত্যন্তনব সঙ্গরসায়নম্॥
পর পুরুষেতে রত থাকে যে রমনী। গৃহে ব্যস্ত থাকিয়াও দিবস রজনী॥
গোপনে অন্তরে নব সঙ্গ রসায়ণ। পরম উল্লাসে করে সদা আস্বাদন॥
সেই রূপ ভক্ত ব্যগ্র থাকিয়া ও ঘরে। কৃষ্ণ রসাস্বাদ করে নিঃসঙ্গ অন্তরে॥

এই প্রকারে অনন্তলীল গোবিন্দ এবং অনন্ত লীলাময়ী অখণ্ড রসবল্লভা শ্রীরাধা ঠাকুরানী বহুবিধ প্রপঞ্চ সম্ভোগ লীলাদি সম্পাদন করিয়া পরিশেষে এক মহারাস লীলায় প্রমত্ত থাকা কালীন সুদীর্ঘ বিরহের সুতপ্ত শ্বাসবায়ু অনুভব করিলেন। রাসে সুখ সম্ভোগ এর পর রাধা ঠাকুরানী মূর্ত্ত্যানন্দ বিগ্রহ শ্যাম সুন্দরের-ক্রোড়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন' সহসা মহা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেন। উত্থিত হইয়া দীন চিত্তে প্রিয়তম কৃষ্ণকে বলিলেন, হে নাথ! তুমি আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাকে স্ববক্ষে ধারন করিব। জানি না, বিধাতা পরিনামে আমার অদৃষ্টে আরও কি দুরাবস্থা ঘটাইবেন। এই কথা বলিয়া সেই মহাভাগা শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নিজ বক্ষে ধারন করতঃ অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহাকে দুঃস্বপ্নের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা বলিলেন—হে প্রাণনাথ! আমি এক রত্নচ্ছত্র ধারন করিয়া রত্নসিংহাসনে

উপবিষ্টা আছি, সেই সময় এক ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সেই রত্নচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন। সেই ব্রহ্মণ তাহার পর দুর্ব্বলা আমাকে কজ্জলাকার অতি দুস্তর মহাভয়ঙ্কর ও গভীর সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। আমি অত্যন্ত শোক পীড়িতা হইয়া নক্র (কুমীর) সমূহে পরিব্যাপ্ত মহাতরঙ্গ বেগে ব্যাকুল চিত্তে সেই সাগরের স্রোতে বারং বার ভ্রমন করিতে লাগিলাম। হে নাথ ! আমি তখন তোমাকে আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই অবস্থায় আমি তোমাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়ি এবং পুনঃ পুনঃ তোমাকে স্মরণ করিতে থাকি। হে শ্যাম সুন্দর ! আমি সেই সাগরে নিমজ্জিতা হইয়া আরও দেখিলাম যে গগন হইতে চন্দ্র মণ্ডল শত খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। কিছুক্ষন পরে পুনরায় দেখিতেছি যে, গগন হইতে সূর্য্য মণ্ডল ধরাতলে পতিত হইয়া চারি-ভাগে খণ্ডিত হইল। ইত্যাদি বহুবিধ অমঙ্গল সূচক স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রিয়তমের সহিত ভাবী বিরহের কথা স্মরণ করিয়া ভয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—জাতিস্মরে ! স্মরাত্মানং কথং বিস্মরসি প্রিয়ে। সর্ব্বং গোলোকবৃত্তান্তং সুদাম্নঃ শাপমেব চ ॥ পাশাৎ কিঞ্চিদ্‌দিনং দীনে তদ্‌বিচ্ছেদো ময়া সহ। ভবিষ্যতি মহাভাগে মেলনং পুনরাবয়োঃ॥ পুনরেব গমিষ্যামি গোলোকং তং নিজালয়ম্‌। গত্বা গোপাঙ্গনাভিশ্চ গোপৈর্গোলোক বাসিভিঃ॥

জাতিস্মরে ! তুমি এখন নিজেকে স্মরণ কর। হে প্রিয়ে, তুমি কি করিয়া সেই গোলোক বৃত্তান্ত এবং সুদামার অভিশাপ বিস্মৃতা হইলে। দীনচিত্তে ! সুদামার শাপবশতঃ আমার সহিত তোমার কিছু দিন বিচ্ছেদ হইবে। মহাভাগে ! তার পর আমাদের উভয়ের পুনঃ রায় মিলন হইবে। প্রিয়তমে ! তৎ পরে পুনরায় নিজালয়ে গোলোকে গমন করিব। তথায় যাইয়া গোলোক বাসী গোপ গোপীগণের সহিত পুনঃ রায় মিলিত হইব। যে যে প্রাকৃতিকা রাধে তে নষ্টাঃ প্রাকৃতে লয়ে। অহমেবাসমেবাগ্রে পশ্চাদ-প্যহমেব চ॥ হে রাধে ! যাহারা প্রকৃতিজাত, তাহারা সকলেই প্রাকৃত প্রলয়ে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আমিই অগ্রে যেরূপ ছিলাম, সেইরূপ প্রলয়ের পর ও আমি থাকিব—আমার লয় কখন ও হয় না।

ত্বৎকলাংশাং শকলয়া বিশ্বেষুসর্ব্বযোষিতঃ। যা যোষিৎ সা চ ভবতী, যঃ পুনান্‌ সোঽহমেব চ॥ তুমি সকল বিশ্বে নিজের কলা, অংশ, কলা দ্বারা সমস্ত রমনী রূপে বিরাজ করিতেছ, অতএব যত রমনী, তৎ সমস্ত তুমি এবং যত পুরুষ তৎ সমস্তই আমি। অহং পুমাং স্তং প্রকৃতিন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা। যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং মৃদা বিনা। দেবি ! আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি, তোমা ব্যতীত আমি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই না। যেরূপ কুলাল (কুম্ভকার) মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মান করিতে পারে না, সেই রূপ তোমা ব্যতীত আমি ও সৃষ্টি করিতে পারি না। ইত্যাদি বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য সহ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া সহসা শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন—ক্ষনং গৃহঞ্চ যাস্যামি বিশিষ্টং কার্য্যমস্তি বিদায়ং দেহি মে প্রীত্যা ক্ষণং মাং প্রাণবল্লভে প্রাণাধিষ্ঠাত্রীদেবী ত্বং প্রানাশ্চত্বয়ি সন্তি মে। প্রানী বিহায় প্রাণাংশ্চ কুত্র স্থাতুং ক্ষমঃ প্রিয়ে॥ প্রাণ বল্লভে ! তুমি ক্ষণকালের জন্য আমাকে বিদায় দাও, কারণ আমি এক্ষনে গৃহে গমন

করিব. তথায় আমার এক বিশেষ কার্য্য প্রয়োজন আছে। প্রিয়ে ! তুমি আমার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোমাতেই আমার প্রাণ বিদ্যমান আছে, সুতরাং প্রাণী কি কখনও প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় ? ত্বয়ি মে মানসং শশ্বৎ তং মে সংসার বাসনা। ত্বত্তো মম প্রিয়া নাস্তি ত্বমেব শঙ্করাৎ প্রিয়া ॥ প্রানপ্রিয়ে ! আমার মন নিরন্তর তোমাতেই আসক্ত আছে। কারণ, তুমিই আমার সংসার বাসনা স্বরূপা. তোমার অপেক্ষা প্রিয়া আমার আর কেহ নাই। অধিক কি ? তুমি শঙ্কর হইতেও আমার প্রিয় ॥ প্রাণা মে শঙ্করং সত্যং ত্বঞ্চ প্রাণধিকা সতি। ইত্যুক্ত্বা তাং সমাশ্লিষ্য ভগবান্ গন্তুমুদ্যতঃ ॥ সতি, শঙ্কর আমার প্রাণ, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি আমার সেই প্রাণ অপেক্ষা ও অধিক। এই কথা বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

অক্রূরাগমনং জ্ঞাত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব সাধনঃ। আত্মা পাতা চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বোপকার কারকঃ। সকলের আত্মা (শ্রীকৃষ্ণ), রক্ষাকর্ত্তা, সকলের উপকারকারী, সর্ব্বজ্ঞ (সর্ব্বান্তর্য্যামী) ও সর্ব্বসাধন শ্রী কৃষ্ণ অক্রূরের আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া তখন গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন। অনন্তর রাধারাণীর বিলাপ-হে নাথ তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তম হে ব্রজনাথ শ্যামসুন্দর ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। হে নাথ ! এখন যেন তোমাকে ভিন্নমনা দেখিতেছি, তুমি যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া গমন কর, তাহা হইলে আমার প্রেম ও সৌভাগ্য সবই চলিয়া যাইবে। নাথ ! আমি যে তোমার শরণাগতা, তুমি এই বিরহ-ব্যাকুলা ও দীনা দাসী আমাকে গভীর শোক সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যাইবে ? এখন আমি আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না, বন হইতে বনান্তরে সর্ব্বদা—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ এই পবিত্র নাম গান করিতে করিতে জীবন পাত করিব।

ন যস্যামি পুনঃ গেহং, যাস্যামি কাননান্তরম্। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি,গায়ং গায়ং দিবানিশম্ ॥ হে নাথ ! দেহ ত্যাগ কালে আমার এই কামনা থাকিবে যে, যেরূপ কাল আত্মা, চন্দ্র ও সূর্য্য আমার নিত্য সহগামী, সেইরূপ তুমি আমার বস্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ থাকিয়া নিত্য মৎপার্শ্বে গমন করিবে অর্থাৎ নিত্য সহ গামী হইবে।

ক্ষণং যুগশতং মণো ত্বাং বিনা প্রাণবল্লভম্। কথং শতাব্দং ত্বাং ত্যক্ত্বা বিভর্ম্মি জীবনং প্রভো ॥ হে প্রভো ! হে প্রাণ বল্লভ ! আমি তোমা ব্যতীত ক্ষনকালকেও শতযুগ কাল বলিয়া মনে করি, সুতরাং আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কিভাবে শতবৎসর জীবন ধারন করিব।

সামান্যবস্তু বিশ্লেষো নৃণাং শোকায় কেবলম্। দেহাত্মনোশ্চ বিচ্ছেদঃ ক সুখায় প্রকল্পতে ॥ মানুষের যদি কোন ও সাধারন বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ হয়, তবে উহাও কেবল তাহার শোকের কারণ হইয়া থাকে, সে স্থলে দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ কে সুখ দায়ক বলিয়া মনে করিতে পারে ? অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সান্ত্বনা দায়ক আধ্যাত্মিক যোগের কথা বলিলেন। ইহাতে কিঞ্চিৎ সাময়িক সান্ত্বনা লাভ করিলে ও হৃদয় শোকানল প্রজ্জলিত হইল। উহা প্রশমনকল্পে সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমন না করিয়া নিভৃত নিকুঞ্জে পুনঃ রাধা-

রাণীর সহিত মিলনানন্দে নিশি যাপন করিয়া তাঁহাকে প্রভূত আনন্দ-দান করিলেন। রাসান্তে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নির্ম্মল সীমন্তে ও তদধোভাগে ললাটে চন্দন বিন্দুযুক্ত দাড়িম্বকুসুমাকৃতি সিন্দুর দান করিলেন। গণ্ডস্থলে পত্রাবলী, তাহার পাদ পদ্ম যুগলে রঞ্জিত মঞ্জির যুগল প্রদান করিলেন। শ্রীরাধার পাদাঙ্গুলি সমূহের নখাগ্রমূলে অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রানপ্রিয়া শ্রীরাধাকে নানা বেশ ভূষা দ্বারা উজ্জ্বলাকৃতি করিয়া পুনঃ অভিলাসানুসারে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

এতস্মিন্নন্তরে কালে ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ। শিবশেষাদিভির্দেবৈর্মনীন্দ্রৈঃ সার্দ্ধমাযযৌ।
আগত্য নত্বা শিরসা তুষ্টাব সম্পুটাঞ্জলিঃ। সাম বেদোক্ত স্তোত্রেণ পরিপূর্ণতমং বিভুম্॥

এই সময়ে তথায় শিব ও অনন্তাদি দেবগন এবং মুনিশ্রেষ্ঠ গণের সহিত লোকপিতাম ব্রহ্মা আগমন করিলেন। ব্রহ্মা আগমন করতঃ মস্তক দ্বারা প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সাম বেদোক্ত স্তোত্রের দ্বারা পরিপূর্ণতম বিভুসর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন।

জয় জয় জগদী বন্দিত চরণ নির্গুন বিশুদ্ধ সত্ত্ব, স্বেচ্ছাময় ভক্তানুগ্রহ নিত্য বিগ্রহ। গোপ কো মায়য়া মায়েশ সুবেশ সুশীল শান্ত, সর্ব্বকান্ত দান্ত শান্ত মূর্ত্তানন্দ পরাৎপরঃ প্রকৃতে পর সর্ব্বাত্মরাত্মা রূপ নির্লিপ্ত, সাক্ষি স্বরূপ ব্যক্তা ব্যক্ত নিরঞ্জন। ভারাব তারন করুণার্ণব শোক সন্তাপগ্রস্ন্। জরা মৃত্যু ভয়াদি হরণ শরণপঞ্জর। ভক্তানুগ্রহ কাতর ভক্তবৎসল ভক্ত সঞ্চিত ধন, ওঁ নমোঽস্তু তে॥

ব্রহ্মা বলিলেন—হে জগদীশ্বর! আপনার জয় হউক, জয় হউক। আপনার চরণ যুগল সকলেই বন্দনা করেন। আপনি নির্গুন ও বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি স্বেচ্ছাময় বলিয়া ভক্তগন কে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিত্যদেহ ধারন করেন। বর্ত্তমানে আপনি মায়া বলে গোপ বেশ ধারণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আপনি মায়াধীশ পরমেশ্বর। সর্ব্বোত্তম গোপবেশধারী, সুশীল, শান্ত, সর্ব্বকান্ত, দান্ত (ইন্দ্রিয় সংযমী), মূর্ত্ত্যানন্দ্য পরাৎপরতত্ত্ব, প্রকৃতির অতীত পুরুযোত্তম বিগ্রহ, সর্ব্বাত্মরাত্মরূপী, নির্লিপ্ত, সাক্ষিস্বরূপ আপনি কার্য বর্শতঃ জগদ্রূপে ব্যক্ত এবং কারণ স্বরূপে অব্যক্ত নিরঞ্জন——সর্বদোষ বর্জ্জিত, অকলঙ্ক ভারাবতারণ-পৃথিবীর ভারহরণ কারী, করুণাসাগর, শোক ও সন্তাপহারী, জরা-মৃত্যু ভয়াদি হরনকারী, শরণ পঞ্জর-শরণাগতপালক, ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতে সর্ব্বদা ব্যাকুলচিত্ত, ভক্তবৎসল এবং ভক্তগণের সঞ্চিত ধন। ওঙ্কার রূপী তোমাকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণঃ স্তোত্র সাবহিত চিত্তে যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, তাহার সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। শ্রীরাধারাণীর কৃপা লাভে ধন্য হয়, কারণ তাঁহার প্রাণ প্রিয়তমের মহিমা শ্রবনে সমধিক প্রীতি লাভ হয়। ব্রহ্মা ভগবান্ কে ভূভার হরণের জন্য মথুরা গমনের জন্য প্রার্থণা জানাইলেন। স্বয়ং ভগবান গোবিন্দের কার্য্য বিশুদ্ধ প্রেম—ভক্তি দান, বৃন্দাবনেই তাঁহার নিত্য অবস্থান তবে অসুরঘাতন, ভূভারহরণ ধর্ম্ম সংস্থাপন ইত্যাদি কার্য্য নারায়ন দ্বারেই সম্পাদন করেন। গোপ-গোপীগণের বিশুদ্ধ প্রেমাকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি— তঁাহার শ্রীমুখ উক্তি, নিত্য আনন্দময়ীর নিকটে বিদ্যমান

আনন্দময়ধাম মূর্ত্তানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ দেব। অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ধৃক ভগবান্ যুগপৎ একই সঙ্গে বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করিতে সমর্থবান্ পুরুষ। তবে দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণ তর এবং বৃন্দাবনে পূর্ণতম রূপে অনন্ত লীল ভগবান লীলায় মান রহিয়াছেন।

যুগলের আসন্ন বিচ্ছেদকাল জানিয়া রাধারানীর সখীগন কৃষ্ণকে অনেক অনুরোধ করিলেন প্রাণ প্রিয়াকে ত্যাগ না করিতে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যদি আমি ও শ্রীরাধা যাবতীয় অভিসম্পাত প্রশমনে সমর্থ-বান্, তথাপি লীলার নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন সহায়ক শত বর্ষ বিচ্ছেদ হইবেই। তবে বিচ্ছেদ কালে কথা দিচ্ছি, আমার সহিত ওই রাধার বিচ্ছেদ ইহার জাগরণকালেই হইবে, কিন্তু আমার বরে এই রাধা নিদ্রা-কালে আমার সহিত প্রত্যক্ষের মতই সঙ্গ সুখ লাভ করিবে।

ভেদো জাগরণেঅস্যাশ্চ ময়া সহ সুমধ্যমে। সংশ্লেষঃ সন্তুতং স্বপ্নে মদ্‌বরেণ ভবিষ্যতি ॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণগৃহে আসিয়া পিতা মাতার সহিত মিলিত হইলেন। ঐ দিনই অপরাহ্নে মথুরা হইতে কংস প্রেরিত মহাভাগবত অক্রুর ধণুর্যজ্ঞে যোগদানের জন্য নন্দ মহারাজ ও তৎপুত্রদ্বয়কে লইবার জন্য রথে আরোহন পূর্ব্বক আগমন করিলেন। মহাভাগবত অক্রুর পথিমধ্যে যেখানে যেখানে ব্রজরজে কৃষ্ণপদ চিহ্ন দর্শন করিয়াছেন, রথ হইতে নামিয়া সেই সব রজে গড়াগড়ি দিয়া আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে নন্দ-গোষ্ঠে থাকা কালীন নন্দ মহারাজ ও তৎপত্নী যশোদার সহিত দুষ্ট কংসের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র স্নেহের দুলাল কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক রমনীয় চম্পক-শয্যায় শয়ন, অথ সুষ্বপ সময়ে পরং সংহৃষ্টমানসঃ। রম্যে চম্পকতল্পে চ কৃষ্ণং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বোত্তম আহ্নিক সম্পাদন ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দর্শন ও স্পর্শ। ইতিমধ্যে গোপী প্রধানা রাধা ঠাকুরাণী সহ অন্যান্য গোপীগণ পারস্পারিক কথোপকথন ছলে জানিতে পারিয়াছেন। মথুরা হইতে কংস প্রেরিত রথে অক্রুর আসিয়াছেন—তত্রস্থ ধণুর্যজ্ঞে যোগদানের জন্য নন্দ মহারাজাদি সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ-বলরাম কে লইয়া যাইতে, অতি প্রত্যুষে গোপীগণ নন্দগৃহে উপনীত হইয়া নন্দরাজের গৃহের সম্মুখে এক সুসজ্জিত বৃহৎ রথ দেখিলেন। যাত্রা মঙ্গল হেতু বিবিধ স্তবস্তুতি ও বাদ্যধ্বনি। রাধারাণীর কাল সোনা হৃদয় জোড়া ধনকে বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য এই অক্রুর আসিয়াছে, নিশার দুঃস্বপ্ন সার্থক হইতে চলিয়াছে, রাধার সহচরি গোপীগণ রোষাবিষ্ট চিত্তে রথের নিকটে আগমন করিয়া রথকে অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিলেন। কৃষ্ণেন বারিতাঃ সর্ব্বাঃ প্রেরিতা রাধয়া দ্বিজ। বভঞ্জুরীশ্বর রথং পাদাঘাতেন লীলয়া। তথাপি যাত্রা মঙ্গল কার্য্যাদি চলিতে লাগিল। শঙ্খ ধ্বনি বেদ পাঠ, মঙ্গলাষ্টক সঙ্গীত এবং বিপ্রগণের শুভাশীর্ব্বাদ। যজ্ঞের জন্য নন্দ মহারাজ উপঢৌকন স্বরূপ, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনী ঘৃতাদি গোশকট পূর্ণ করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন। বিশ্ব পাতা, বিশ্বত্রাতা হইয়া ও কৃষ্ণ রাধার ভয়ে ভীত হইয়া উচ্চ বাদ্য বাদন করিতে নিষেধ করিলেন। বাদ্যং নিষেধয়মোন রাধিকা ভয়ভীতবৎ। স্বতন্ত্রো বিশ্বকর্ত্তা চ পাতা ভর্ত্তা স্বতন্ত্রবৎ। তথাপি শ্রীরাধা ও তাহার গন একে একে শতকোটি গোপীগণ আসিয়া যাত্রা পথে সম্মিলিত

হইলেন। অথ কৃষ্ণো গুরুং নত্বা নির্গম্য শিবিরান্মুনে। আরুহ্য স্বর্গযানঞ্চ শুভাং মধুপুরীং যযৌ॥ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ—গুরুকে নমস্কার'করিয়া নন্দ-নিবাস হইতে নির্গমন পূর্ব্বক স্বর্গযানে অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রেরিত সুদিব্য রথে আরোহন করতঃ শুভা মথুপুরীতে গমনে উদ্যত হইলেন।

এই শ্রীরাধারাণীর অসংখ্য অনুচরী গোপীগন ক্রুদ্ধ হইয়া রথের সম্মুখ বর্ত্তী হইয়া অক্রূরকে ক্রূরমতী বলিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন। কাচিৎ ক্রূরং তমক্রূরং ভৎসয়ামাস কোপতঃ। কাশ্চিদ্ বদ্ধ্বা চ বস্ত্রেন চাক্রূরং প্রযযুস্ততঃ। কোন গোপী তাঁহাকে কঙ্কন ও হস্তের দ্বারা তাড়না করিলেন। কেহ আবার তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র হরন করিলেন অর্থাৎ সবলে গ্রহণ করিয়া বিবসন করিয়া দিলেন। শ্রীমাধব অক্রূরের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত হইতে দেখিয়া রাধার নিকটে গমন করিলেন এবং পুনরায় বিনয় সহকারে ও সাদরে অধ্যাত্মিক যোগময় নীতি বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। পরে প্রভু কৃষ্ণ অক্রূরকে মুক্ত করাইলেন এবং শ্রীরাধা কে সান্ত্বনা দান করিলেন। এই বিদায় কালের করুণ বর্ণনা বৃহৎ ভাগবতামৃতে ও সবিস্তার বর্ণনা আছে। তদনন্তর জগৎপতি শ্রীহরি সেই সময় সম্মুখে ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত, মনিরাজখচিত এবং বিচিত্র বস্ত্র সুসজ্জিত এক দিব্য রথকে আকাশ হইতে অবতরন করিতে দেখিলেন। সেই রথকে দেখিয়া তিনি ভাতৃভবনে অ গমন করিলেন। তথায় পান ভোজন করিয়া এবং সুখে নিদ্রা যাইয়া মুনীন্দ্র, দেবেন্দ্র, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কর্ত্তৃক বন্দিত শ্রীকৃষ্ণ বান্ধব বর্গের সহিত কংসালয়ে গমন করিবার জন্য তথায় অবস্থান করিলেন।

যাত্রা মঙ্গল দিনে কৃষ্ণপ্রেম বিভোরা, কৃষ্ণৈকজীবন ললিতা—বিশাখা সহ শ্রীরাধার হৃত্তাপ এত প্রবল হইল যে তাঁহারা সংজ্ঞাশূণ্য হইয়া পড়িলেন, ভদ্রাদি গোপীগণের মুখশ্রী ঘন ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতনের ফলে সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া গেল, শোকাবেগবশে শ্যামলা আদি কতিপয় গোপীর বস্ত্র ও কেশগ্রন্থি স্খলিত হইয়া গেল। আকস্মিক ও আসন্ন বিচ্ছেদ ভয়ে ভীতা চন্দ্রাবলী আদি গোপীগন শ্রীকৃষ্ণানুধ্যান বশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণের অশেষ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইল। অতএব মুক্ত ব্যক্তি দিগের ন্যায় তাহারা নিজ নিজ দেহকেও জানিতে পারিল না। অথবা শ্রীকৃষ্ণের গমনানুধ্যান দ্বারা-ইনি কিরূপে যাইবেন। কিরূপে তথায় থাকিবেন এবং আমরাই বা কিরূপে থাকিব ইত্যাদি রূপ নিরন্তর চিন্তন—মনন দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হওয়ায় সাক্ষাতে বর্ত্তমান লোক দেহ দৈহিক সকলই জানিতে পারিলেন না।

অপর ব্রজগোপীগন বাগ্মীপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য সহ উচ্চারিত মর্ম্মস্পর্শী বিচিত্র পদলালিত্য পূর্ণ বাক্য সকল স্মরন করিয়া সম্মোহিত হইয়াছিলেন। অপরা গোপীগন সুললিত গতি, সুন্দর চেষ্টা, সুস্নিগ্ধ শ সুহাস্য অবলোকন, শোকনাশন পরিহাস বাক্য এবং উদার চরিত্র স্মরণ করিয়া সম্মোহিত হইয়াছিলেন। গোপীগন নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে ভীতা ও শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতরা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ প্রেমবিভোরা, কৃষ্ণগত প্রাণা, অশ্রুমুখী গোপীগণ দলে দলে সমবেত হইয়া পরিশেষে বিধাতার নিন্দা করিতে লাগিলনে। হে বিধাতঃ! তোমার দয়ার লেশমাত্র ও নাই। মৈত্রী ও প্রণয়

দ্বারা দেহীগণকে সংযুক্ত করিয়া, তাহারা ভোগ প্রাপ্ত হইতে না হইতেই তাহাদিগকে বিযুক্ত কর, তুমি মুর্খ, তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক। হে বিধাতঃ। তুমি নীল কুঞ্চিত কেশ কলাপাবৃত অনিন্দ্য সুন্দর কপোল ও উন্নত খগচঞ্চুবৎ নাসিকা বিশিষ্ট এবং শোকাপহারী গূঢ় হাস্য দ্বারা মনোহর শ্রীকৃষ্ণের বদন আমাদিগকে একবার দর্শন করাইয়া পুনর্ব্বার তাহা অদৃশ্য করিতেছ, অতএব তোমার কৃত কর্ম্ম সর্ব্বথা নিন্দণীয়।

হে বিধাতঃ। তুমি অতি ক্রূর, অক্রূর নাম ধরিয়া এখানে আসিয়াছ। তুমি আমাদিগকে যে চক্ষু দিয়াছিলে, তাহা অজ্ঞের ন্যায় হরণ করিতেছ। যে নয়ন দ্বারা মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ কমলে তোমার নিখিল সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিতাম, সেই চক্ষুঃ হরণ করিতেছ। আমাদের নয়ন কৃষ্ণমুখ ব্যতীত অন্য পদার্থ দেখিতে চায় না। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রোদন করিতে করিতে অন্ধ হইতে হইবে। আমাদের জীবন সূর্য্য মুখী ফুল, যেদিকে কৃষ্ণ, সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ থাকে, এহেন বদ্ধ সৌহৃদ ছিন্ন হওয়ায় আমাদের মৃত দশা প্রাপ্ত হইল, কারন আমরা গোপী, নহি যোগী, ন সংসারী—কৃষ্ণে লয়ে মোদের সংসার। অনন্তর মধুপুর নিবাসিনী রমনীগণের ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন এবং নিজ ভাগ্যের দোষারোপ ও অযোগ্যতার কথা উল্লেখ করিলেন মধুপুর রমনীগণ যে আশীষ প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা বহু বাঞ্ছিত শ্রীমুখ পদ্ম শোভা সতত দর্শন করিতে পারিবে। সেই সুরসিকা রতি রসের পণ্ডিতা রমনীগণের মৃদুমধুর বাক্যে বশীকৃতচিত্ত মুকুন্দ তাহাদের—সলজ্জ স্মিত বিভ্রমে উদ্‌ভ্রান্ত হইবেন। তাহাদের ত্যাগ করিয়া এই অযোগ্য দাসীগণের নিকটে আর আসিবেন কেন? মোরা গ্রাম্যকুল বালিকা, সহজে পশু পালিকা, হাম কি যে শ্যাম সুখ ভোগ্যা। রাজকুল সম্ভবা ষোড়শী নব গৌরবা, যোগ্য জনে মিলয়ে যেন যোগ্যা।

অতঃপর অক্রূরের প্রতি আক্রোশ করিয়া কহিতে লাগিলেন—এই প্রকার অকরুণ ব্যক্তির অক্রূর এই শোভন নাম যেন হয় না সে অত্যন্ত কঠোর হৃদয় কারণ, যে ব্যক্তি এই বিরহ বিদগ্ধ অবলাজনকে আশ্বাস না দিয়া প্রাণাপেক্ষা ও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে অতি দূরে লইয়া যাইতেছেন। এই অনির্ব্বচনীয় আমরা সমক্ষে উপস্থিত থাকিলে ও পুনর্ব্বার আমি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আসিয়া তোমাদের নিকট অর্পণ করিব—এইরূপ বাক্য দ্বারা ও আশ্বাস প্রদান না করিয়া যাইতেছে। অতএব অনধিককাল মধ্যে ইহার স্ত্রীবধের পাপ হইবে, অতএব এই ব্যক্তি অতিশয় ক্রূর।

হায় আমাদের জীবনে ধিক, এই কথা বলিতেছেন—কঠোর হৃদয় এই শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহন করিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্ম্মদ এই গোপগণ শটক লইয়া ত্বরা করিতেছে। বৃদ্ধগণ ও বারণ করিতেছেন না, হায় দৈব ও আমাদের প্রতি কূল কেননা এই সময়ে অকস্মাৎ বজ্রপাত অথবা অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিত, কৈ তাহা তো কিছুই হইতেছে না। সহসা তাঁহাদের ধৈর্য্যের বাঁধ অবলুপ্ত হইল। রাধারাণী বলেন—এস সহচরী সব আমরা কৃষ্ণ সমীপে গিয়া শ্রীহস্ত ধারণাদি দ্বারা তাঁহাকে যাইতে নিবা-

রণ করিব। যদি বল, পিত্রাদির অনুমতি ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কিরূপে কৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করিলে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, লক্ষ্মী ও এইরূপ বরণ করিয়া ছিলেন সুতরাং সত্যকার প্রমাণ আছে। কুলবৃদ্ধ ও বান্ধবগণ—যাঁহারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, তাঁহারা স্নেহবদ্ধ, পতি প্রভৃতির ও ধার্ষ্ট্য দর্শনে রহস্য বৃত্তান্ত জানিবেন, কিন্তু আমাদের কি করিবেন? এখন আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না। ওহে সহচরী গোপীগণ। যাঁহারা অনুরাগ যুক্ত সুললিত হাস্য, মনোহরণ মধুর রহস্য, সঙ্কেত বার্ত্তা লীলাবোলকন, এবং সপ্রেম আলিঙ্গন, যাহাতে সেই মহারাস লীলায় ব্রহ্মারাত্রিকে ও ক্ষন কালের ন্যায় অতীত করিয়াছি। সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কিরূপে এই দুরন্ত বিরহ অতিক্রমন করিব? অর্থাৎ আমরা জীবনে বাঁচিব না। হে গোপীগণ! ধেনু খুরোত্থিত ধূলি ধূসরিত অলকাবলী, বনমাল্যে বিভূষিত রম্য বক্ষস্থল, অধরে চারু নাদিনী মুরলী, মুখে সকলের মন—ভুলানো সুদিব্য হাসি এবং যিনি দিবাবসানে সখাগণ পরিবৃত ও বলদেব সহ বেনুনাদ করিতে করিতে নন্দ—গোষ্ঠে প্রবেশ কালে সস্মিত কটাক্ষাবলোকন দ্বারা আমাদের চিত্তহরণ করেন, তাঁহাকে না পাইলে কিরূপে আমরা জীবন ধারণ করিব? এই প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে রাধাদি গোপীগন শ্যাম—বিরহ দিগ্ধ হৃদয়ে—যাবতীয় লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়া—হে গোবিন্দ! হে মাধব! বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। অনন্তর রোদন কারিনী গোপীনারী গণকে অগ্রাহ্য করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলে অক্রুর সন্ধ্যা—বন্দনাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। উন্মাদিনীবৎ গোপাঙ্গনাগণ—কেহ রথের রজ্জু, কেহ রথ, কেহ সম্মুখস্থ রথের চাকার নীচে নিজ নিজ দেহকে পাতিত করিয়া কৃষ্ণের মথুরা গমনে বাঁধা দিতেছিলেন। তথাপি অক্রুরের রথ কৃষ্ণকে বহন করিয়া যেন শোকাভিভূতা গোপীগণের হৃদয়ের উপরদিয়াই চলিয়া গেল। যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রস্থান কালে সেই সকল ব্রজরমনীকে তাদৃশ সন্তাপিত দেখিয়া আমি আসিব' এই সপ্রেম বাক্য দূতমুখে জানাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্ব প্রস্থানে যদূত্তমঃ। সান্ত্বয়ামাস স প্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥

ভাঃ ১০।৩৯.৩৫,

অনন্তর অশ্রু—বর্ষন মুখর সিক্ত গাত্রে দ্রুতগামী সেই রথের পশ্চাতে যতদূর সম্ভব গমন করিয়া অবশেষে যে পর্য্যন্ত রথের ধ্বজা, চক্র হইতে উত্থিত ধূলিরাশি দৃষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিলেন, তারপর আবার আসিবেন এই বাক্যে বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিজ বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য সুদীর্ঘকাল পরে দন্তবক্রে বধের পর বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। এই কথা পাদ্মোত্তর খণ্ডে প্রমাণ রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর হইতে ব্রজ গোপীকাগণের প্রতি ক্ষণ যুগযুগান্তারের দীর্ঘতা লইয়া দুর্ব্বিসহ বিরহ বেদনায় তাঁহাদিগকে আপনহারা পাগলিনীপারা মনিহীন ফনীর মত করিয়া তুলিয়াছে। বাঁচিয়া ও যেন তাঁহারা বাঁচিয়া নাই—জীবন্মৃত তাঁহাদের দশা।

নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার। আর ফুটে না কলি, আসে না অলি, নাহিক ভ্রমর ঝঙ্কার॥ বিশেষতঃ প্রিয়তমের বিরহে শ্রীরাধারাণীর দশ দশায় সন্তরণ করিতে করিতে দশমী দশায় উপনীতা। দশ দশা এই প্রকার—চিন্তা দশা, জাগর্য্যা দশা, উদ্বেগ দশা, তানব দশা, মলিন দশা, প্রলাপ দশা, ব্যাধি দশা, উন্মাদ দশা মোহ দশা, মৃত্যু দশা। চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো-ব্যাধিরুন্মাদো মোহা মৃত্যুর্দশা দশ॥ এই সব দশাগুলি মহাজন পদাবলীতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

জাগরণ (নিদ্রাহীনতা) দশায় পদকর্ত্তা বলরাম দাস গোপীভাবাঢ্য হৃদয়ে শ্রীরাধারাণীর পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া গাহিতেছেন—

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চান্দ-বয়ান। আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরান॥
কাল রাত্রি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া। গুন শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি। না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন। পিয়া বিনু শূণ্য এ তিন ভুবন॥
কেহ ত না বোলে রে, আওব তোর প্রিয়া। কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূরে প্রিয়া মোর করে পরবাস। দুঃখ জানাইতে চলু বলরাম দাস॥

উদ্বেগ দশায় শ্রীমতীর বিলাপ দর্শনে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস মথুরায় যাওয়ার অভিলাষ করেন—

হৃদয় বিদারত মনমথ—বান। কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম॥
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥
কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ। মরত না জীয়ত কানুক বিচ্ছেদ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ। পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি—নিকুঞ্জ। শুনইতে পিক— রব অলি কুল গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতী পরিমল এহ। কেহ জানে জীউ রহত ইহ দেহ॥
জানইতে কানুক সো আশোয়াস। চলু মথুরাপুর গোবিন্দ দাস॥

তানব (তনুক্ষীনতা) দশায় পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের হৃদয় বিদারক ক্রন্দন।

পুনঃ নাহি হেরব সো চান্দ—বয়ান। দিনে দিনে ক্ষীন তনু না রহে পরান॥
আর কত পিয়াগুণ বলিব কান্দিয়া। জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে নাহিক শকতি। জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সে সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল। পরান—পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সেই যমুনার জলে। আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরান মোর রহে কি লাগিয়া! জ্ঞান দাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥

মলিন—দশায় শঙ্কর দাসের সমবেদনা প্রকাশ—

যে মোর অঙ্গের, পবন পরশে, অমিয়া—সায়রে ভাসে।
এক আধ তিলে, মোরে না দেখিলে, যুগ শত হেন বাসে ॥
সই, সে কেনে এমন হৈল।
কঠিন গান্ধিনী, তনয় কি গুনে, তারে উদাসীন কৈল ॥
পরানে পরানে, বান্ধা যেই জনে, তাহারে করিয়া ভিন।
মথুরা নগরে, থুইলে কার ঘরে, সোঙরি জীবন ক্ষীণ ॥
কেমনে গোঙাব, এদিন—রজনী, তাহার দরশ বিনে।
বিরহ—দহনে, যে দেহ মলিন, আকুল হইল দিনে ॥
অন্তর বাহির, মলিন শরীর, জীবনে নাহিক আশ।
শুনি কেয়াকুল, হইয়া ধাইয়া, চলিল শঙ্কর দাস ॥

অন্ধ—বাহ্য দশায় বিলাপ উদ্দীপনায় পদ রচনাকারী ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম দাস—

নবঘন শ্যাম, ওহে প্রানবঁধুয়া, আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন—শশী, অমিয়া মধুর হাসি, তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
তোমার নামের আদি, হৃদয়ে লিখিতাম যদি, তবে তোমা দেখিতাম সদাই।
এমন গুণের নিধি, হরিয়া লইল বিধি, এবে তোমা দেখিতে না পাই ॥
এমন বেথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়, তবে মোর পরান জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে, পরান কেমন করে, কি কহিব কহনে না যায় ॥
এবে যে বুঝিনু সখি, পরান সংশয় দেখি, মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ, বিধাতা পড়িলে বাজ, নরোত্তম জীবন অপায় ॥

অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরা নাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক—কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ। অনলে পশিব কিবা যমুনায় দিব ঝাঁপ ॥
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দু'খানি। হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরানি ॥
মুখের মুছিব ঘাম। খাওয়াব পান গুয়া। শ্রমতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥
মালতী—ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল। বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ। নরোত্তম দাস কহে পীরিতির ফান্দ ॥

দিব্যোন্মাদ দশায়

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন। কাঁহা মোর গুন নিধি ও চাঁদ বদন॥
কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘন শ্যাম। কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম॥
কাঁহা মোর মৃগমদ কোটিন্দু শীতল। কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল॥
ঐছন প্রলাপিতে ভেল মুরছিল। এ রাধা মোহন পহু বিরহ চরিত॥

বাহ্য-দশায় বিলাপ

এই ত মাধবীর-তলে, আমার লাগিয়া পিয়া, যোগীযেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে, ফাটিয়া না পড়ে গো, নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে, বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরা রলহ গিয়া, এই বিধি লিখন করমে॥
আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি, রস পরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে, অনিমিখি মুখ হেরে, যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া, কোন খানে কার সনে, কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল, প্রাণনাথ না আইল, কার মুখে না পাই সংবাদ।
গোবিন্দ দাস চল, শ্যাম বুঝাইতে, বাড়ল বিরহ-বিষাদ॥

পদকর্ত্তা শশি শেখর গোপীভাবাঢ্য হৃদয়ে শ্রীরাধার এই বাহ্য দশায় বিলাপে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন—

অতি শীতল, মলযানিল, মন্দ মন্দ বহনা
হরি বৈমুখ, হামারি, অঙ্গ, মদনানলে দহনা
কোকিলাগন, কুহু কুহু স্বরে, ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি লালসে, তণুতেজব, পাওব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী, ঘেরি বৈঠত, গায়ত হরি নামে।
যৈখন শুনি, তৈখন উঠি, নবরাগিনী গানে॥
ললিতা কোরে, করি বৈঠল, বিশাখা ধরে আঁটিয়া।
শশি শেখর, কহত ধনি, যাওত জীউ ফাটিয়া॥

শ্রীমতীর দশমীদশা অর্থাৎ মৃতি দশায় অবর্ণনীয় অবস্থা—

নিজগৃহ তেজি, চলল বর বিরহিনী, দারুণ বিরহ হুতাশে।
কালিন্দী পৈঠি, পরান তেজব, এই মরম অভিলাষে॥
হরি হরি কি কহব ও দুখ-ওর।
ধাই সব সহচরী, কাননে পাওল, ললিতা লেয়ল কোর॥
ঐছন বচন, বৃন্দামুখে শুনইতে, ভগবতী দ্রুত চলি গেলি।
আপন কুঞ্জ, কুটীর মাহা আনল, সবহুঁ সখীগণ মেলি॥
সরসিজ শেজে, শুতায়ল সহচরী, চৌদিকে রহু মুখ চাই।
অনুকূল প্রতিকূল, সবহুঁ রমনী গন, শুনইতে আওল ধাই॥
দশমীক পহিল, দশা হেরি আকুল, রোয়ত অবনী লোটাই।
আওব বচনে, কোই পরবোধই, পুরুষোত্তম মুখ চাই॥

এই চরম দশায় রাইকুঞ্জে শ্রীরাধা প্রাণ বঁধুয়ার বিরহে মূর্চ্ছাগতা দর্শন করিয়া প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ একযোগে সমস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল—সকলেই বলিতে লাগিল—এইবার বুঝি রাইয়ের প্রাণ গেল। কারণ নসিকায় তুলা ধরিয়া ও প্রাণ সঞ্চারের লক্ষন বুঝা যাইতেছে না। ঠিক সেই সময় চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইয়া প্রতিপক্ষের প্রাণ—বিয়োগের কথা তাহার স্বামিনী চন্দ্রাবলীকে বলিতে গেলে—চন্দ্রাবলী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বিরহে যখন সকলেই কাঁদিয়া আকুল—ঠিক সময়ে পদ্মা—তোর মুখে হাসি কেন? প্রেম রাজ্যের নিগূঢ় মর্ম্ম কথা তুই জানিস্ না। একদিন আমাদের সকলের ধারণা ছিল, রাধারাণীর জন্যই শ্যামসুন্দর পুনঃরায় ব্রজে আসিবেন, যদি রাধারাণীর মৃত্যু হয়ে থাকে—তাহা হইলে কৃষ্ণ প্রণো রাধা বিহীন এই শূন্য বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর আর কোন দিনই আসিবেন না। মূর্চ্ছাগতা শ্রীমতীর মৃতি দশা দর্শনের জন্য চন্দ্রাবলীর সমবেদনা প্রকাশের করুণ বর্ণনা করিয়াছেন—পদকর্ত্তা পুরুষোত্তম দাস—

রাইক দশমী দশা, নিজ সখীমুখে, শুনি চন্দ্রাবলী রোই।
নিজ তনু ঢারি, ধূলি গড়ি যাওত, ভূতলে কুন্তল ফোই॥
রাইকে প্রেমে, পুনহি নন্দ-নন্দন, আওব মনে ছিল আশ।
সে সব মনোরথ, বিহি কৈল আনমত, এত দিনে ভেল নৈরাশ॥
এত কহি পুন পুন, শিরে কর হানই, মুরছিত হরল গেয়ান।
হেরি পদ্মাবতী, কোরপর লেয়ল, ঝর ঝর লোরে নয়ান॥
বহুক্ষণে চেতন, পাই নলিন-মুখি, বৈঠল ছোড়ি নিশাস।
রাইকে নিয়ড়ে, লেই চলু সহচরী, কহে পুরুষোত্তম দাস॥

যেখানে শুতিয়া ধনি রাই। চন্দ্রাবলী তাঁহা যাই।
রাইকে হেরি অগেয়ান। নিঝরে ঝর লোরে নয়ান॥
কহয়ে ললিতা সঙ্গে বাত। পুনহি আওব ব্রজনাথ॥
অব যৈছে জীয়বে রাই। ঐছন রচাহ উপাই॥
কো যদি কহে তছু ঠাম। শুনইতে আওব শ্যাম॥
এত কহি কহই না পারি। মুরছি পড়ল তনু ঢারি॥
ললিতা কান্দয়ে উচৈ স্বরে। কোরে করি অঙ্গের ধূলা ঝাড়ে॥
বিশাখারে করয়ে গঞ্জনা। পুরিল তোর মনের বাসনা॥
চিত্রপট দেখাইলে এনে। সে সাধ পুরিল এতদিনে॥
ঐছন যত ব্রজ নারী। রোয়ত কুন্তল ফারি॥
কোই জল দেওয়ত-বয়ানে। কোই শ্যাম-নাম শুনায়ত কানে॥
শুনি শুনি ঐছন নাম। পানি ভরল দু নয়ান॥
খেনে উঠি বৈঠল রাই। অনিমিখি সখী-মুখ চাই॥
পুরুষোত্তম অনুরোধে। ভগবতী দেই পরবোধে॥

এইরূপে শ্রীরাধার কৃষ্ণ বিরহ সন্তাপ চরম দশায় উপনীত হইলে পরে সকলে পরামর্শ করিয়া মথুরায় দূতী প্রেরণের মন্ত্রনা করিলেন। ললিতাদি সখীবৃন্দ সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন-সুচতুরা বৃন্দাদেবীই এই দৌত্য কার্য্যে নিপুণা, অতএব তাহাকেই নির্ধারণ করা হইল। মথুরা যাত্রার প্রাক্কালে রোহিনী শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—পদ-কর্ত্তা বিদ্যাপতির পদে প্রকাশিত—নর্ম্মসখী ললিতার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

মরিব মরিব সখি। নিশ্চয় মরিব। কানু হেন গুন নিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মোর সঙ্গে। মরন কালে কৃষ্ণ নাম লিখো মোর অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি। মন্ত্র দিও কানে। মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ-নাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে। মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণ-বর্ণ হয়। অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সো প্রিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরান পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥
পুন যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব। বিরহ অনল মাহ তনু তোয়াগিব॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি। ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥
কহি ও কানুরে সই। কহিও কানুরে। একবার প্রিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু মোর হিয়ার হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥

এই তরু শাখায় রহিল শারী শুকে। এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিনী। প্রিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বানী ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত তার সখা। ইহা সভার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী। আসিতে যাইতে তাঁর নাহিক শকতি ॥
তারে আসি যেন পিয়া দেন দরশন। কহি ও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর। কি কহিব শেখর বচন নাহি ফুর ॥

একান্ত অনুগতজন, নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতীক ব্রজবাসীগন কে আকস্মিক ভাবে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমান হৃদয়ে নানা কথার তোলপাড় চলিতেছে এমনি সময়ে ব্রজধাম হইতে মথুরার পথে বৃন্দাদূতীর আগমন। সুচতুরা বৃন্দা কৃষ্ণকে আনমনা দেখিয়া উদাসীন ভাবে কিছু গঞ্জনা বাক্য উচ্চারন করিতেছেন—পদকর্ত্তা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাষায়—

শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি। ধরিনু নয়ান ফান্দে।
হৃদয়ে পিঞ্জরে, রাখিতাম সাদরে, মনহি শিকলে বেন্ধে ॥
তারে প্রেম সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাই লাম বুলি, ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
আপনার ধন, করিতে প্রার্থন, রাই পাঠাইল মোরে।
সন্ধান করিতে, পাইলাম শুনিতে, কুব্জা রেখেছে ধরে ॥
হৈয়া অবিশ্বাসী, কাটিয়া আঁকসি, এসেছে মথুরা পুরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজ বিজে, পাইতে পারে কি না পারে ॥

(২)

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া, কে তোরে কু বুদ্ধি দিল ॥
কেবা সেধেছিল, পীরিতি করিতে, মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস, নাহিক লেহের লেশ ॥
এক দেশে আলি, আনল জ্বালিয়া, জ্বালাইতে আর দেশ ॥
অগাধ জলের মকর যেমন না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স, চিনি পরিত্যজি, চিটাতে আদর এত ॥
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদন, কহিতে পরাণ ফাটে।
সোনার প্রতিমা, ধুলায় গড়াগড়ি, কুবুজা বৈসেছে খাটে ॥

বৃন্দাদূতীর এত সব ওলাহন সহ্য করিয়া ও স্বীয় কর্ত্তব্যে শ্যাম সুন্দর অটল ও অনড় রহিলেন। অত্যাচারী ভোজ বংশ পাংশুল কংস কে নিধন, কারাগার হইতে পিতা-মাতাকে উদ্ধার, কংসের অত্যাচারে

বিতাড়িত হইয়া যে সব যাদবগন দেশ—বিদেশে পলায়ন করিয়াছিল, তাঁহাদের পুনঃরায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার পর, ক্ষত্রিয়ের সংস্কার অনুসারে উপনয়ন গ্রহণ পূর্ব্বক গুরু গৃহে গমন করিয়া অতি অল্প-কালের মধ্যে চতুঃষষ্টি কলা, অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গুরুদেবকে মৃত পুত্র আনয়ন পূর্ব্বক গুরু দক্ষিণা প্রদান করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন। একদিন প্রভাতে মথুরায় ত্রিতল অট্টালিকার ঝুল বারান্দায় দাঁড়াইয়া নীল যমুনার লহরী মালা দর্শন কালে কৈশোরের শত শত সুখময় স্মৃতি বিজড়িত বৃন্দাবনীয় লীলার কথা এবং ব্রজবাসীগণের বিরহ কাতর মুখ গুলি মনে পড়ায় বিশেষতঃ গোপীপ্রধানা রাধা ঠাকুরানীর নিঃস্বার্থ ও নিবীড় অমিয় মধুর প্রেমের কথা স্মৃতি পথে জাগরুক হওয়ায় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ব্রজনাথ শ্যাম সুন্দর।

সহসা তাঁহার সম্মুখে অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্রীমান্ উদ্ধব কে দর্শন করিয়া তাহার দুইটি হাত ধরিয়া গিয়া একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া বলিলেন—

গচ্ছোদ্ধব ! ব্রজং সৌম্য ! পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ। গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈ বিমোচয় (ভাঃ ১০।৪৬।৩)

উদ্ধব ! তুমি ব্রজে যাও, তথায় গিয়া আমাদের পিতা মাতা ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরীর প্রীতি বিধান কর। বর্ণের সাম্য হেতু দেখিতে উদ্ধব কে কৃষ্ণের মতই, অতি শৈশব হইতেই কৃষ্ণের চিন্তা তাঁহার অন্তরে অনির্ব্বান দীপ শিখার নিত্য প্রোজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ মান ছিল। কৃষ্ণ এই অন্ত রঙ্গ সুহৃদ কে নিজ হাতে নিজের সমতুল করিয়া বসন ভূষনে সুসজ্জিত করিয়া ছিলেন, প্রসাদী মালায় গলদেশ সুশোভিত হইল। অনন্তর পথের নিশানা বলিয়া দিয়া ব্রজে পাঠাইলেন উদ্ধব, ব্রজে প্রবেশ করিয়া যমুনার কুলে—আমার প্রিয় ধেনু বৎস গণ সহ খেলার সাথীগন কে দর্শন করিয়া সম্ভাষন করিয়া যাইও। অনন্তর পিতৃগৃহে রাত্রিতে অবস্থান করিয়া বিশেষ ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিও ! বিশেষতঃ আমার মাতা ব্রজেশ্বরীকে সমাদর করিয়া প্রিয় সন্দেশ প্রদান করিও। অনন্তর আমার বিয়োগে মৃত প্রায় আমাগত প্রাণা গোপীগন সহ অভিন্ন হৃদয় শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিও। কারন আমি ব্রজ হইতে আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছি আমি আসিব' সেই আশার তন্তু তে বুক বাঁধিয়া কোন প্রকারে তাঁহারা জীবন ধারণ করিয়া আছে মাত্র। তাঁহারা—'তা মন্মনস্কা, মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।। ভাঃ ১০।৪৬ ৪,

গীতায় ভগবান্ চরমতম গুহ্যকথা বলিয়াছেন প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে—'মন্মনাভব, মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ! সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ ইত্যাদি মন্ত্রের সাধিকা-গন এই ব্রজ গোপীগন, যাঁহাদের বিবল্প বা দ্বিতীয় কোন সাধিকা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হয় না। পরকীয়া রসাশ্রিতা এই ব্রজরামা-গন 'গোপী' গুপ্ ধাতু হইতে গোপী অর্থাৎ শ্রীরাধা, জন অর্থে অসংখ্য গোপিকানিকর, তাঁহাদের একমাত্র বল্লভ আমি, সেহেতু তাঁহাদের চিন্তা ভাবনার পরিধির ভিতরে আমার মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন কিছুর প্রকাশ

পায় না। সেজন্যই তাঁহারা মন্মনা, মৎ প্রানা মদর্থে ত্যক্ত দৈহিকা, দেহ ও দৈহিক সর্ব্বস্বই আমাতে অর্পিত। এই ভাবে কায় মনোবাক্যে সর্ব্বতো ভাবে সেবা করিয়া ও তার বিনিময়ে বিন্দুমাত্র নির্জ সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রার্থনা করে না। তাঁহাদের প্রীতি কৃষ্ণ সুখৈকতাৎ পর্য্যময়ী—স্বসুখ বাঞ্ছাগন্ধ রহিত। সেই অশুল্কদাসিকাগন কে অধ্যাত্ম যোগে সান্ত্বনা দিও, 'ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ। যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জ্জলং মহী। তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণ ভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ ভাঃ ১০।৪৭।২৯ হে অবলাগণ! ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার সহিত তোমাদের বিয়োগ কখনই নাই, যে হেতু আমি সর্ব্বত্মা অর্থাৎ সকলের উপাদান-কারন, যেমন আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল ও মহী এই পঞ্চ মহাভূত ভূত সকলে আশ্রয় স্বরূপে অনুগত, সেই রূপ আমি ও মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কার্য্য ও গুনরূপ কারণের আশ্রয়ত্ব রূপে অনুগত। আমি সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সকল প্রাণীতে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে নিয়ন্ত্রন করি, আমি ঐ প্রানীর দেহ হইতে বহির্গত হইলে তাহার দেহ শবে পরিনত হয়। আবার আমাকে কায় মনোবাক্যে ভজন কারী ভক্ত দেহ ত্যাগের পরেও আমার নিত্য ধামে নিত্য সেবায় চির বিশ্রান্তি লাভ করে। সে জন্য আমার সঙ্গে কোন প্রাণীর আত্যন্তিক বিয়োগ ঘটে না। কারণ আমিই প্রানীর প্রাণ পতি। শত বর্ষ বিরহ—এই বিরহ শব্দের বিশেষ অর্থ=বি-বিশেষ ভোগ, রহ=নিত্য স্থিতি। সুতরাং গোপীনাথের সহিত গোপীর কোন বিয়োগ সন্তাপ নাই, আছে প্রগাঢ় বা নীবিড় ভাবে নিত্য স্থিতি, জাগ্রতাবস্থায় হাহাকার,নিদ্রায়োগে প্রত্যক্ষের মতই মিলন মহোৎসব দূত। মাধ্যমে, অন্তরে-বাহিরে, স্বপ্নে-জাগরনে মিলনই নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই প্রত্যক্ষ মিলন অপেক্ষা বিরহে বা বিপ্রলম্ভারসে সর্ব্বাধিক আনন্দ ও চমৎকৃতি।

ভালবাসা যদি বিরহ বিহীন, কিবা আছে তার দাম।
বিরহের মাঝে আজও বেঁচে আছে, প্রেমময় রাধা-শ্যাম॥

বিরহের সরস বর্ষায়, হৃদিক্ষেত্রে প্রগাঢ় প্রণয়ের ভূঁই কদম্ব প্রস্ফুটিত হয়, উহাই নিত্য ও শাশ্বত প্রেমের চিরঞ্জীব উপহার। উদ্ধবের ব্রজে আগমণের সময় শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ দশা চরমে, যুগায়িতং নিমিষেন, চক্ষুষা প্রাবিষায়িতং। শূণ্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দং বিরহেন মে। নিমিষ একযুগ প্রায়, হইতে প্রাবিট্ কালের অর্থাৎ বর্ষার ধারার মত অশ্রু প্রবাহিত হইয়া যমুনা বক্ষ স্ফীতি লাভ করিতেছে, সমগ্র শূণ্যাকার বলিয়া মনে হইতেছে-গোবিন্দ-বিরহে শ্রীরাধার যে অবস্থা তাহাই শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনের মূল ভজন সম্পদ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলনকারী নর-নারী কে কৃপা পূর্ব্বক ব্রজ মহাদেবী ইহা দান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রপঞ্চ লীলায় এ দান অতুলনীয়। নিত্য শাশ্বত ভজন সম্পদ। এই সময়ে তাঁহার কিরূপ অবস্থা—

গতো যামো, গতৌ যামৌ গতা যামা, গতং দিনম্।
হা হন্ত কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরে মুখম্॥

এমতাবস্থায় শ্রীরাধার নিচ্ছিদ্র গোবিন্দ স্মরণ। আর স্মরণই ভজনের প্রাণ।

'মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, যুগল বিলাস স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নাই, এই তত্ত্ব সর্ব্ব বিধি পার॥'

শ্রীরাধার অন্তরে যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ সন্তাপ ক্রমে ক্রমে জমাট বাঁধিয়া প্রবল আকার ধারণ করে অথচ ব্যহ্যতঃ তাঁহার অদর্শন হেতু হাহাকার চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, শ্রীরাধার অন্তরে পুন র্মিলনের আশার বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া যায়। তখন পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি গোপীভাবাঢ্য হৃদয়ে মানসে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—

সজনি কো কহে আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পায়ব মঝুমনে নাহি পাতিয়াই।
এখন তখন করি দিবস গোঙাইনু দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরষ গোঙাইনু ছোড়নু জীবনক আশা।
বরষ বরষ করি সময় গোঙায়নু খোয়াইনু এ তনু আশে।
হিম কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধব মাসে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী অব নাহি হোয়ত নিরাশ।
সো ব্রজ নন্দন হৃদয় আনন্দন ঝাটিতি মিলব তব পাশ॥

তবে শ্রীকৃষ্ণ নিজে না আসিয়া, প্রতিনিধি উদ্ধবকে পাঠাইয়াছেন—বিরহিনী গোপীগনকে আশ্বাস দিতে। উদ্ধবকে নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়াছেন কৃষ্ণ তাঁহার প্রসাদী বসন-ভূষনে নির্ম্মাল্যে, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন চার্চ্চিত, দূর হইতে সহসা দেখিয়া মনে হয়, স্বয়ং কৃষ্ণই আসিতেছেন। ললিতা ও বিশাখাদি সকলেই প্রথমতঃ দর্শনে বর্ণসাম্যে প্রাণ বন্ধু বলিয়া ভ্রম হইলে ও অল্পক্ষনের মধ্যে তাঁহাদের অব্যর্থ চক্ষু শ্যামল বটে শ্যাম নয় বলিয়া প্রতীত হইল। যমুনা তটে কুঞ্জাভ্যন্তরে মূর্চ্ছাগতা শ্রীরাধাকে বেষ্টন করিয়া প্রিয় নর্ম্ম সখীগন সান্ত্বনা বানী, ব্যজনাদি বিবিধ সেবায় রত রহিয় ছেন! এমন সময় কুঞ্জ দ্বারে উদ্ধব আসিয়া উপনীত হইলেন। অতি নিকটস্থ উদ্ধব কে যদুপতির সন্দেশ বাহক সম্মানিত দূত বলিয়া জানিলেন। বসিতে একটি ক্ষুদ্র আসন প্রদান করিলেন। শত জীর্ণ-শীর্ণ মলিন সে আসনখানি-ঠিক কৃষ্ণ বিরহ দিগ্ধ গোপীগণের হৃদয়েরই সমতুল। প্রভু-প্রিয়াগণের দত্ত আসনে উদ্ধব না বসিয়া আসনের মর্য্যদা ও আদেশ উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসনের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিন হস্তখানি দ্বারা আসন স্পর্শ করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐশ্বর্য্যের রাজ প্রাসাদের মানুষ আসিয়াছেন=মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ কুঞ্জ-কুটীরে। ঐশ্বর্য্যে হয় শ্রেষ্ঠ, আর মাধুর্য্যে হয় প্রেষ্ঠ। উন্নতোজ্জলরস ভূমিকা ব্রজনিকুঞ্জ ইহাঁর মহিমা শুষ্কজ্ঞাণের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। তবু ও প্রয়াসের বিরাম নাই। শ্রীমন্ উদ্ধবই ব্রজ-রস মাধুর্য্য আস্বাদন কল্পে আগত সর্ব্বপ্রথম ব্রজ-পথিক। বিজাতীয় ভাবের গোচরীভূত নয় এই কুঞ্জ কুটির।

রাধা-কৃষ্ণের লীলা কুঞ্জ অতি গূঢ়তর। দাস্য বাৎসল্যাদির না হয় গোচর॥

সবে এক সখীগণের ইথে অধিকার। সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলায় পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সখী ভাবে তাঁহা যেই করে অনুগতি॥
রাধা–কৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

অতি শৈশব কাল হইতে উদ্ধব কৃষ্ণগত প্রাণ ও তদীয় সেবায় আপাদচূড়মগ্ন আবার ব্রজগমনের প্রাক্‌কালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়া এবং ব্রজকুঞ্জ বাসিনী গণের পাদপদ্ম দর্শনের যোগ্যতা ও শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তাই মহাভাগ্যবান্ উদ্ধব নিকুঞ্জ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

ব্রজাঙ্গনাগন স্বাগত সম্ভাষন পূর্ব্বক নর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, উদ্ধব! তুমি যে আমাদের শ্যাম বন্ধুর প্রিয় সহচর তাহা আমরা তোমার-অঙ্গে পরিহিত বস্ত্র ও অলঙ্কা'র নির্ম্মাল্যাদির সৌগন্ধে বুঝিতে পারিয়াছে, উহাতে এখন ও কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে। বিরহ কাতর গোপীগন বলিতেছেন—তাঁহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, হ্যাঁ—একেবারেই ছিল না, তা নয়—ছিল সেটি প্রীতির সম্বন্ধ। প্রীতির সম্বন্ধ স্বীকৃতিতে বাঁচে, অস্বীকৃতিতে মরিয়া যায়। ব্রজ হইতে মথুরায় গমন কালে বলিয়া গেলেন আমি আসিব। দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হইলে ও নিজে আসিলেন না, অগত্যা তোমাকে প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। তাহা হইলে হে উদ্ধব বল—আমাদের সঙ্গে তোমার সখার প্রীতি ছিল নিঃস্বার্থ। স্বার্থজড়িত প্রীতি, স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে ভাঙ্গিয়া যায়। বল—এই নিঃস্বার্থ প্রীতিতে ভাঙ্গন ধরিল কেন? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার সখাকে সবাই ভালবাসে, আমরা ও প্রীতির সর্ব্বোত্তম পাত্র হিসাবে তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম, আমাদের দোষটা কোথায়? তিনি একটিবার আসিয়া আমাদের সান্ত্বনা দেন না কেন? শোন উদ্ধব! আমরা যতখানি বেদনাহত বন্ধু বিরহে, তদপেক্ষা অধিক মর্ম্মাহত নিরুপাধি প্রীতিতে যে কলঙ্ক লাগিল এই ভাবনায়। উদ্ধবের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন–নিতান্ত অরসজ্ঞের নিকটে রসের জিজ্ঞাসা ঠিক হয় নাই। কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের মন প্রাণ ও দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাম ও বৃত্তি গুলি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা ময় হইয়া গেল। ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গত বাক্‌কায় মানসাঃ। কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবেত্যক্ত লৌকিকাঃ (ভাঃ ১০।৪৭ ৯)। লৌকিক বিচার ও ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত বা নূতন পরিচিত বিদেশী উদ্ধবের সম্মুখেই তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাহাদের রহস্য ময়ী প্রেমের কথা বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে কুঞ্জাভ্যন্তরে ব্রজমহাদেবী আত্যন্তিক বিরহ সন্তাপে মৃতিদশায় মূর্চ্ছাগতা। মূর্চ্ছিতা অবস্থায় প্রাণবন্ধু প্রত্যক্ষের মতই দর্শনদেন এবং প্রেমময় ব্যবহার ও করিয়া থাকেন কিন্তু জাগরিত হইলেই অদর্শন হেতু হাহাকার। বিচ্ছেদ-সন্তাপ পুটপাক, কালকূট, বিসূচিকা রোগের যন্ত্রনা হইতে ও অধিকতর তীব্র হইয়া নর্ম্মস্থল কে চূরমার করিরা দেয়। ললিতা বলেন রাধে! ধৈর্য্য ধর, দেহত্যাগ করিলে কি

কৃষ্ণ পাবি ? শ্রীমতী বলেন— আমার বিশ্বাস দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণ পাব। শ্রীমুখ উক্তি—'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় ! সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥

আবার আমি পৌর্ণমাসীর মুখে ও শুনিয়াছি, মানুষ যে সঙ্কল্প করিয়া দেহত্যাগ করে—মৃত্যুর পর সে সেই গতিই লাভ করে। ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়া শ্রীরতী রাধা আবার প্রলাপ বলিতেছেন— না, আমার ত দেহত্যাগ করা হয় না-বড় ব্যথা অন্তরে বড় বাধা তিনি আবার আসিবেন ! আসিয়া যদি দেখেন আমি নাই, তাহা হইলে তিনি কাহার নিকট হইতে সেবা যত্ন পাইবেন ! না পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইবেন। এ এক মর্ম্মদাহী যন্ত্রনা তাঁহার কথা বিষামৃতে একত্রে মিলন। যেন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বন, জিহ্বাজ্বলে-না যায় ত্যজন। এই কারনেই এই অপ্রাকৃত কৃষ্ণ প্রেম-ধ্বংস রহিত ! প্রেমের সংজ্ঞা বলিলে ও তাহাই বুঝায়—সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে। যদ্ভাব বন্ধনং যুনোঃ বুধাঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

দ্বাদশ রসের আকর ভূমি-অখণ্ডরসবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। রস হইতে ত আর সন্দেশ তৈয়ার হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী শ্রীরাধার হৃদি-কটাহে সেবার দ্বারে সেই রস পরিপাক হইতে হইতে অপ্রাকৃত প্রেমে পরিনতি লাভ করে। যেমন ইক্ষুরস গাঢ় হইলে গুড় হয়। গুড় গাঢ় হইলে চিনি হয়। চিনি গাঢ় হইলে মিছরি হয়। মিছরি গাঢ় হইলে সিতা মিছরি। খণ্ড মিছরি হয়। সেই প্রকার প্রেম বস্তু ক্রমশ গাঢ়তা-প্রাপ্ত হইতে হইতে—স্নেহ-মান—প্রেনয়—রাগ-অনুরাগ, ভাব-মহাভাব, রূঢ় মহাভাব, অধিরূঢ় মহাভাব পরিশেষে মোদনাখ্য মহাভাবে পরিনতি লাভ করে। প্রথমতঃ প্রেমাঙ্কুর চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া প্রেমাস্পদকে স্নেহ পুত্তলী স্বরূপ নয়নে নয়নে রাখে—যেন দরিদ্রের ধন। তখনই প্রেমিকা বলিতে পারে কোটি আঁখি নাহি দিলা, দিলা সবে দুই, তাহাতে নিমেষ দিলা কি দেখিব মুই। এই সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবনে কর্ণের তৃপ্তি হয় না। উত্তরোত্তর সাধনা ও জপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। এখানে স্নেহ প্রেমে পরিনতি লাভ করিয়াছে ! রাধারানীর স্নেহ মধু স্নেহ এই স্নেহ কৃষ্ণের আদর পাইয়া গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। মধু নিত্য ও সর্ব্বদাই মাধুর্য্য বর্দ্ধী। কিন্তু চন্দ্রাবলীর প্রেম ঘৃতস্নেহা। গলিতে তাপের অপেক্ষা রাখে। মধু-স্নেহ স্বয়ংই মধুরতা ভরা। এই মধুস্নেহ কি যেন এক অদ্ভুত চমৎকারিতা পূর্ণ রস মাধুর্য্য আস্বাদনের সর্ব্বাধিক প্রেমাস্পদের প্রতি অদাক্ষিণ্য ভাব করে। তখন তাহাকে মান বলে। এই মান আবার গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যখন বিশ্রম্ভ ধারণ করে তখন তাহার নাম প্রণয়॥ প্রনয়ে কায় মন বাক্যে চরমতম প্রশান্তি লাভ করে, হৃদয় এক অব্যক্ত মধুর রসে পরিপ্লুত হয়। প্রণয় রসে নিমজ্জমান্ প্রেমিক-প্রেমিকা সমগ্র বাহ্যিক জগত বিস্মৃত হয়। প্রনয়োৎকর্ষবশতঃ যে স্থলে চিত্তে অতি দুঃখকে ও অতিসুখকর রূপে অনুকূল করায় তাহার নাম রাগ। এই রাগাবস্থার পরিপক্ক দশায় প্রনয়োৎপন্ন হইয়া হৃদয়কে রসায়িত করে। এই সময়ে শ্রীমতীর দিব্য অনুভূতির কথা—কোন সখীকে বলিয়াছেন।

সই কি পুছসি অনুভব মোয়।
কাণুর পিরিতি, অনুরাগ রাখানিতে, তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল॥
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখিনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
বচন অমিয় রস। অনুখন শুন লুঁ শ্রুতি পথে পরশ না ভেল।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঞাইনু। না বুঝনু কৈছন কেল।
কত বিদগধ জন, রস অনুমোদই। অনুভব কাহুঁনা পেখি।
বিদ্যাপতি কহে, ঐছন প্রেমিক, মিলত্র কোটি.ক একই॥

শ্রীরাধা এই সময়ে অতীতের সুখময় স্মৃতি কথা মনে উদিত হইতেছে—একদা গোবর্দ্ধনে নীল মণ্ডপিকা ঘট্টোপরি অদৃষ্টাশ্রুতচর মহামোহন বাঁশরিয়াকে বিরাজমান দেখিয়া-'ইনি কে ? বলিয়া শ্রীরাধা বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলে-'ইনিই কৃষ্ণ' বলিয়া বৃন্দা কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিতা শ্রীরাধা বিস্ময় সুচক পরামর্শ করিতেছেন———হে সখি ! হরি কে বারম্বারই ত নেত্রপথের পথিক করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যাতিশয় ত কখন ও দেখি নাই। কি আশ্চর্য্য উহার অঙ্গের এক দেশে ও নিরন্তর যে শোভা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার বিন্দু মাত্র আস্বাদন করিতে ও আমার দুই নেত্রের শক্তি নাই ! । ইহাতে ঐ মাধুর্য্যের প্রতিক্ষন বর্দ্ধন শীলতা ও অনন্ত অপারতাই ব্যঞ্জিত হইতেছে॥ এ দর্শন শ্রীরাধার প্রেমাশ্রুনচ্ছুরিত নয়নের দিব্য দর্শন। প্রণয় বিগাঢ় ময়ন দৃষ্টি পাত। আর এক্ষনে নয়নাভিরাম শ্যাম নয়নের অন্তরাল বর্ত্তী হইলে শ্রীরাধার কি দশা রাধাগত প্রানা সাধক-সাধিকা অনুভব করুন।

আবার অতীতের দান লীলা দানী কৃষ্ণকে জীবন যৌবনের মাবতীয় সারবস্তু দান করিয়াছিলেন সেই কথা স্মৃতি পথে জাগরূক হওয়ায় এক অব্যক্ত মধুর রসে পঞ্চেন্দ্রিয় রসায়িত হওয়ায় 'কৃষ্ণনাম কি মধুর' এ সম্বন্ধে একদা ললিতা শ্রীরাধার সম্মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারন করিলে শ্রীমতী বস্তু প্রভাবে বিবশা হইয়া ললিতার সহিত সংলাপ করিতেছেন। শ্রীরাধা বলিলেন—'হে ললিতে ! যাঁহার নাম কর্ণ রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়াই আমার ধৈর্য্য হরণ করিল—সেই কৃষ্ণ কে হে ললিতা বিস্ময় সহকারে বলিলেন—হে রাগান্ধে ! তোমার এই অজ্ঞতা কেন ? তুমি ত সর্ব্বদাই তাঁহার বক্ষঃ স্থলে ক্রীড়া করিয়া থাক !! শ্রীরাধা বলিলেন-সখি পরিহাস করিও না। ললিতা বলিলেন, হে বিবেকশূন্যে ! এক্ষনই ত আমি তোমাকে তাঁহার হস্তে অর্পন করিয়াছি, শ্রীরাধা বহুক্ষণ প্রনিধান করতঃ মস্তক হেলন ক্রমে বলিলেন, সত্য সত্যই বটে ! ঐ কৃষ্ণকে এক্ষনেই কেবল দেখিলাম, তাহাও জন্মমধ্যে একটিবার চপলা বিদ্যুতের ন্যায়ই দর্শন হইল।

প্রাণপ্রতিম শ্যামবন্ধুর দরশ--পরশ সুখের স্মৃতি জাগ্রত হইলেই প্রেমময়ী শ্রীরাধার অতুৎকট প্রেমবৈবশ্যহেতু সর্ব্বাঙ্গ বিকল হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্তা হন। আধ-নিদ্রা ও আধ জাগরনের তুরীয়া অবস্থায় প্রাঢ় প্রত্যক্ষের মতই প্রানবন্ধু দর্শন দান করিয়া পূর্ব্ব মিলন-কালীন প্রীতি— আচরণের মতই

প্রণয় রসায়িত আচরন করিয়া থাকেন। বিপ্রলম্ভ রসের সাধন কালে মূর্চ্ছাতেই শ্রীরাধারাণীর সর্ব্বাধিক আনন্দ, জাগিলেই হাহাকার। এইরূপ ভাব প্রাপ্তি শ্রীরুক্মিনী প্রভৃতি মহিষীগণের ও অতি দুর্ল্লভ। কেবল মাত্র শ্রীরাধাদি ব্রজ-দেবীগণেরই অনুভবগম্য—ইহাকে মহাভাব বলে। এই মহাভাব অপার্থিব অমৃতের স্বরূপ সম্পত্তি বিশিষ্ট। ইহা আবার রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুই প্রকার। রূঢ় মহাভাব--যে ভাবে স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার উদ্দীপ্ত হয়—অতি কষ্টেও কিছুতেই গোপন করা যায় না—ইহাই রুঢ় মহাভাব। এই রুঢ় মহাভাবে—নিমেষাসহতা। আসন্নজনতার হৃদয়বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব। শ্রীকৃষ্ণ সুখেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নতা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব দৃষ্ট হয়।

আবার যে স্থলে অনুভব সকল রূঢ় মহাভাবে ব্যক্ত অনুভব সমূহ হইতেও কোন ও অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি করে তাহাকে অধিরঢ় মহাভাব বলে। একদা প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীপার্ব্বতী শ্রীরাধার প্রেম রীতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে শ্রী শঙ্কর বলিলেন—হে পার্ব্বতী, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড কোটিতে—অবস্থিত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে সমুদ্ভুত—যাবতীয় সুখ ও দুঃখের যদি ভিন্ন ভাবে স্ফুটতর পুঞ্জ করা যায়। তথাপি সেই রাশি দ্বয় শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখ-দুঃখ রূপ সিন্ধু দ্বয়ের দুইটি লবের যৎ সামান্য একাংশের তুলনাও প্রাপ্তি করিতেই পারিবে না। অধিরঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দ্বিবিধ। মোদনাখ্য মহাভাব অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদি এক যোগে সুউদ্দীপ্ত হইয়া আতিশয্য প্রকাশ কেবল মাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজমান, অন্যত্র সুলভ নহে।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজত্যাগ করিলে চিরবিরহ সন্তাপবেগাতিশয়কে নিজের মনের অন্তরতম স্থলে পরম দুঃসহ বলিয়া অনুভব করতঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী বিশাখাকে খেদে বলিতেছেন—হে সখি! বাড়বানল রাশি হইতে ও অতি তীব্র শ্রীকৃষ্ণ বিরহানল যে কিরূপে আমার অতিক্ষীন হৃদয় সহ্য করিতেছে, তাহা জানি না! হায় যদি ইহার ধূমলেশ ও আমার হৃদয় হইতে নির্গত হয়। তবে উহার জ্বালায় ব্রহ্মাণ্ড সমূহই পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে। এই অত্যুৎকট বিরহ দশার ভিতরে কোন অনির্ব্বাচ্য বৃত্তি বিশেষ প্রাপ্ত মোহন ভাবের অদ্ভুত ভ্রান্তি সাদৃশী (স্ফূর্ত্তিরূপা) বৈচিত্রী–ইহার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেকভেদ আছে। শ্রীরাধা ভাব-নেত্রে দেখিলেন শ্যাম বন্ধু কোন মথুরাবাসিনী প্রিয়ার সহিত আনন্দ করিতেছেন। তার পর তাহাকে ছাড়িয়া শ্রীরাধার কাছে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বিরহিনী শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছেন। অনেক চেষ্টা করিয়া মান ভঞ্জন করিতে না পারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তার পর এক কালো ভ্রমরকে দূত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন—মান-প্রসাদনের জন্য। ভ্রমর আসিয়া শ্রীরাধার শ্রীচরণের পার্শ্বে গুঞ্জন করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপারটা শ্রীরাধার স্ফূর্ত্তি ঐ ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা আপন মনে যে দশ প্রকার চিত্রজল্প করিতেছে—তাহা সম্মু.খ মথুরা হইতে আগত কৃষ্ণের দূত শ্রীমন্ উদ্ধব শ্রবন করিয়া মরমে মরিয়া যাইতেছেন। ঐ ভ্রমর রূপী দূত আর কৃষ্ণ-দূত উদ্ধব উভয়েরই স্বভাব যেন সমতুল। শ্রীমদ্-ভাগবতে দশম স্কন্ধে সপ্ত চত্বারিংশৎ অধ্যায় দ্বাদশ শ্লোক হইতে এক বিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীল শুকদেব

গোস্বামী পাদের অপুর্ব্ব বর্ণনা রহিয়াছে, ইহার অপর নাম ভ্রমরগীতা নামে কথিত হয়। ইহা এক অনির্ব্বচনীয় বর্ণনার অমিয় মধুর প্রকাশ। ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধার স্বরূপ যে স্থায়ী ভাব শুদ্ধ-সত্ব পরি মার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই দশ প্রকার জল্পের নাম-প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প, সুজল্প।

প্রথমতঃ অত্যুৎকট বিরহ—সন্তাপ হেতু শ্রীরাধা ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্যাম-বন্ধুকে অনেক ওলাহন দিয়াছেন। ভ্রমরের বর্ণ ও কালো আর শ্যাম বন্ধুর বর্ণ ও কালো। স্বভাব ও উভয়েরই এক, ভ্রমরের স্বভাব ফুলের সঙ্গে সম্পর্ক ততক্ষন, যতক্ষন ফুলে মধু থাকে। বর্ণে ও স্বভাবে উভয়ই সমতুল। এমন কি পূর্ব্ব অবতারে নবদুর্ব্বাদল শ্রীরাম রূপে বালী বধকে ব্যাধের আচরন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বানর বধ করে না হীন চরিত্র ব্যাধেরা পর্য্যন্ত কারণ বানরের মাংস অভক্ষ্য। ঐ শ্যামল বর্ণের পুরুষের সঙ্গে সখ্যতায় আর প্রয়োজন নাই। বামনাবতারে বলি মহারাজ তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিলে ও অতি নির্ম্মম ভাবে নাগ পাশে বন্দী করিয়া রসাতলে পাঠাইয়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তি কত নির্ম্মম ও নিঠুর। তবে শ্যাম বর্ণের মোহিনী শক্তি আছে। 'যস্তদল—মসিত-সখ্যৈ দুস্ত্যজ স্তৎকথার্থঃ॥ সেই অসিত বর্ণের পুরুষকে ত্যাগ করা যায়, তথাপি তাঁহার অমিয় মধুর কথা ত্যাগ করা যায় না। পরিশেষে সুজল্প কথন কালে বলিলেন—অপি ক্ব মধু পুর্য্যামার্য্য পুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্। ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীনাং গৃনীতে, ভুজমগুরু সুগন্ধঃ মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু॥ (১০।৪৭।২১)

হায় হায় আমি কি প্রলাপবাক্য বলিতেছি। যাহা জিজ্ঞাসা তাহা ত কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। এই ভাবিয়া সরল ভাবে গাম্ভীর্য্য ও দীনতার সহিত বলিতেছেন—হে সৌম্য! আর্যাপুত্র শ্রীকৃষ্ণ (গুরুকুল হইতে আসিয়া) এক্ষনে কি মধুপুরীতে আছেন? তিনি কি পিতৃগৃহ ও গোপদিগকে স্মরণ করেন? আমরা তাঁহার কিঙ্করী ছিলুাম। তিনি কি আমাদের কথা কখন ও বলেন? তিনি কবে আসিয়া অগুরুবৎ সুগন্ধ হস্ত আমাদের মস্তকে বিন্যস্ত করিবেন? মাধুর্য্যসারে রচিত মধুস্নেহবতী শ্রীরাধার প্রিয়তমের প্রতি সর্ব্বাধিক মমত্ববোধের ভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। মহাজ্ঞানী উদ্ধব ইহাঁদের পরম পুরুষ শ্রী গোবিন্দে মহাভাবাত্মিকা ভক্তি নিত্য সিদ্ধ, সেই কৃষ্ণ প্রেম মাধুর্য্য সিন্ধুর তীরে বসিয়া উদ্ধব সেই অতলান্তিক প্রেম সিন্ধুর ব্যাপকতা বুদ্ধির দ্বারা ও নির্নয় করিতে ও অক্ষম, সাক্ষাৎ ভাবে অবগাহন ত সুদূর পরাহত। তিনি দিব্য ভাবে বিভাবিত হইয়া বুঝিলেন, শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণের দ্বারাই জগতে রাগানুগা ভক্তির প্রচার হইতেছে বা হইবে। অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ। বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ। বায়ুর মত চঞ্চল মন শুধু বশীভূত হইতে পারে ব্রজ গোপীপ্রনানা শ্রীরাধার অষ্টকালীন কৃষ্ণ সেবা ও স্মরণের দ্বারা। এতক্ষন উদ্ধবের গর্ব্ব ছিল কৃষ্ণ প্রেরিত সন্দেশ দানে ব্রজ গোপীদের বিরহ— সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবেন—কিন্তু সর্ব্ব মাধুর্য্যামৃত বর্শী সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সেবার নিকট ঐরূপ ব্রহ্ম-

জ্ঞানাত্মক সান্ত্বনা বাক্য—সাতীব তুচ্ছ। কৃষ্ণের সান্ত্বনা বাক্য—ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ'। আমার সহিত তোমাদের বিয়োগ কখনই নাই। গোপীগন সচ্চিদানন্দময় নিত্য বিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবিকা, তাঁহার কখন ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন না। পূর্ব্বে লোক সমাজে উন্নতোজ্জ্বল রসাত্মিকা ভক্তির প্রচলন ছিল না—উহা অনর্পিত চরীং চিরাৎ ছিল। গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধারাণীই প্রপঞ্চ-লীলায় প্রকাশ করিলেন। ইহাই রাধা রাণীর কৃষ্ণ ভজন রাজ্যে অসমোর্দ্ধ্ব অবদান বৈশিষ্ট্য। বেনুবিলাসী শ্যাম সুন্দরই নিত্য ধ্যেয় ও নিত্য সেব্য। তাহা বিহনে হৃদয়ের হাহাকার কোন দিনই নিবৃত্ত হইবে না। ভালবাসার রাজ্যে বিরহের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক, কারণ বিপ্রলম্ভযোগে স্মরণ নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত উদিত হইয়া থাকে। স্মরনেই জীবন, বিস্মৃতিতেই মৃত্যু। ভালবাসা যদি বিরহ বিহীন কিবা আছে তার দাম। বিরহের মাঝে আজও বেঁচে আছে প্রেমময় রাধা-শ্যাম। রাধারাণী কৃষ্ণের প্রেরিত সন্দেশ প্রাপ্তিতে উদ্ধব কে বলিলেন—হে উদ্ধব! এই সংবাদে তুমি আমাদিগকে দ্বিগুন জ্বালাইতেছ। সুতরাং সংবাদ প্রেরক দেশকাল পাত্রানভিজ্ঞ তাহাকে কি বলিব, আর বিবেচনা হীন তোমাকেই বা কি দোষ দিব! এই ব্রহ্মজ্ঞান এই নিত্য লীলাস্থলী ব্রজ ভূমিতে কে ক্রয় করিবে? যাহা লইয়া গর্ব্বিত হইয়া তুমি এত দূরে আসিয়াছ, যাহারা জন্মাবধি এতদিন শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য্যামৃত পান করিযাছে, তাহারা সংপ্রতি কি ব্রহ্মজ্ঞান রূপ নিম্বরস পান করিবে? মহাদুর্ভিক্ষে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিবে। তথাপি তৃণরাজি ভক্ষন করিবে না। হে মঁহা-মূর্খ! শোন এই ব্রহ্মজ্ঞান সংসার রোগের ঔষধ, মহামুনি চিকিৎসকগণের হৃদিপর্ণশালায় থাকুক। ইহা কি সান্দীপনি মুনির নিকট চিকিৎসা—শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং তোমাকে তাহা শিখাইয়া প্রেমজ্বালা শান্তির নিমিত্ত বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাঠাইয়াছেন? তবে তুমি তথায় গিয়া এই ঔষধ তাহাকে পান করাও। তাহা দ্বারা অস্মদ্বিষয়ক প্রেম রোগের জ্বালা নিবর্ত্তিত বরুন। আমাদের প্রেমানলের জ্বালা শতজন্ম পর্য্যন্ত থাকুক, শতজন্ম পরেও যদি সাক্ষাৎ ভাবে পাই, তবেই জ্বালার নিবৃত্তি হইবে। আমরা এ ঐষধ স্পর্শ ও করিব না। তুমি কি জান না যে, যে জলরাশি দাবানল নির্ব্বান করে, সে বজ্রানল শান্ত করিতে পারে না? তবে এই সংবাদ মধ্যে যে টুকু আমাদের অনুকুল বিষয় আছে, তাহা শুধু স্মরন মনন। আর যে যাহার শ্রেষ্ঠজন, তিনি যতই দূরে থাকুন না কেন তাহার কুশলে কুশল মানি এই ভেবে যে টুকুন সান্ত্বনা। যেমন—গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদ, লক্ষান্তরে ভানু জলেষু পদ্ম। ইন্দু দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু, যো যস্য হৃদ্যং ন হি তস্য দূরম্। গিরি শৃঙ্গে ময়ুর, আকাশে মেঘের উদয়ে পেখম তুলে নৃত্য করে। লক্ষ যোজন দূরে সূর্য্য জলে পদ্মিনী—প্রাতে সূর্য্যের কর পদ্মিনীর মুখ কমলে পতিত হইয়া একটুখানি সোহাগ করিলে, পদ্মিনী খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে শতদল বিস্তার করিয়া দেয়। রাত্রিতে চন্দ্র কিরণ সম্প্রাপ্তে দুই লক্ষ দূরে জলে কুমুদিনী বিকশিত হইয়া উঠে। সেই জন্য বলা হয়, যে যাহার অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ জন, তিনি যতই দূরে থাকুন না কেন—মানস সরোবরে নিত্য বিকশিত। কৃপাময় শ্রোতৃবৃন্দ! ভাবিয়া দেখুন ভজন রাজ্যে প্রান প্রিয়তম গোবিন্দকে কি আমরা ঐ নৈসর্গিক রতিতে

সমৃদ্ধিমান হইয়া তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ও প্রেষ্ঠজন করিতে পারিয়াছি। যদি পারিয়া থাকি তবে শ্রীরাধারাণীর নিত্য অনুচরী হইয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে অষ্টকালীন মানসী সেবায় আপাদ চূড় মগ্ন রহিব।

ভাবাবিষ্ট শ্রীরাধার সম্মুখে আগত ভ্রমর সহসা অন্তর্হিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব কে দর্শন করিয়া সাক্ষাৎভাবে অনেক সান্ত্বনা বানী শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণ-সন্দেশে বিরহ—সন্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমন হইলেও, সাক্ষাৎ দর্শন, ও সেবা না পাইলে—এ সন্তাপ কোন দিনই তিরোহিত হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব দ্বারে উপদেশ দিয়াছেন—দূরে আছি আমি, তার কহিয়ে কারণ। আমার ধেয়ান যেন করে অনুক্ষন। বি+রহ=বিরহ, নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত প্রিয় চিন্তায় ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় নাম বিরহ। শ্রীরাধা-রাণী কৃষ্ণ বিরহে ধ্যানমগ্না যোগিনী পারা নিত্য কৃষ্ণানুধ্যানরতা রহিয়া বিশ্ববাসী সাধক—সাধিকা গণের ভজনের রাজ্যে—চরমতম আদর্শ স্থানীয়া হইয়াছে। ভগবান্ বলিলেন—এই কারণে আমি দূর দেশে বসি। সতত থাকিবে চিত্ত আমাতে নিবেশি। আমার চরিত্র কথা সতত ধেয়ান। আমা-বিনে চিত্তে কিছু নাহি ভাব আন॥ আমাকে পাইলে তাব নৈল কোন সিদ্ধি? এ বোল বুঝিয়া আমা চিন্ত নিরবধি॥ অনন্তর রাধারাণী বলিলেন—ভাল হইল দুরাচার কংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। কারাগার হইতে পিতা-মাতার উদ্ধার, স্বজন গণের স্বস্থানে স্থাপন করিয়া পুরবাসিনী, রসিকা রতিপাণ্ডিতা মথুর নাগরী সহ রসিক মুরারির আনন্দ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, আর কি তিনি গ্রাম্য, মুগ্ধা গোপনারীগণের নিকটে তিনি আসিবেন, আর কি আসিবে হেথা শ্রীনন্দ-নন্দন। দেখা দিয়া গোপীগণের রাখিবে জীবন। তবে আমরা গোপনারী ছিলাম তাঁহার অশুল্কদাসিকা নিঃস্বার্থ সেবিকা, স্বার্থ শূন্য নিষ্কাম প্রেমে ভাঙন ধরিল কেন? কেন এল এত মর্ম্ম-দাহি বিরহ জ্বালা। তবে প্রিয়তম কৃষ্ণের সন্দেশে বিরহ-সন্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে। উদ্ধব কে পাদ্য—অর্ঘ্যাদি দানে পূজার বিধান পূর্ব্বক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিদিন প্রত্যূষে—সন্ধ্যায় ব্রজগোপী সঙ্গে সম্ভাষনের জন্য উদ্ধব আসিতেন। কৃষ্ণ সঙ্গ ও তদীয় প্রসঙ্গ উভয়ই মধুর। মিলনে সঙ্গ আর বিরহে প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গ যদি ভগবানের অন্তরঙ্গ সদ্বৈষ্ণবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা সর্ব্বাত্ম-স্নপন কারী পিযুষধারার মতই হইয়া থাকে। রাধারানী বলিলেন—বল শ্রীধাম বৃন্দাবনের চুরাশী ক্রোশ ব্যাপী দ্বাদশবন, দ্বাদশ উপবন, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, কুলু নাদিনী যমুনা, লতা বিতান মণ্ডিত শ্যাম শোভায় পরিশোভিত নিকুঞ্জ রাজীতে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ লীলার উদ্দীপক এই ব্রজ ভূমিতে বাস করিয়া সেই প্রাণ প্রিয় নয়নমনি শতকোটি দয়িত প্রানারাম প্রাণের জন গোবিন্দকে কিরূপে ভুলিতে পারি? তাই উদ্ধবের সঙ্গে প্রতিদিন কৃষ্ণকথা কহিয়া গোঙায় দিন-রাতি। কৃষ্ণ বিনে আন কার নাহি অবগতি॥

দেখিয়া গোপীর প্রেম ভক্তির উদয়। দেহ ধর্ম্ম পাসরিল উদ্ধব মহাশয়।

রাধারাণী বলিলেন—শোন উদ্ধব—মোরা গোপী, নহি যোগী, ন সংসারী। কৃষ্ণে লয়ে মোদের সংসার। সেই কৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের কিসের সংসার? গৃহ এখন কারাগার। তাই কৃষ্ণ পদাঙ্কিত বনে বনে

বিহার করিয়া তদীয় গুনগান করিয়া বাকী জীবন যাপন করিব এই ইচ্ছা। উদ্ধব ও তাঁহাদিগকে আনন্দ দানের নিমিত্ত—রাত্রি-দিন উদ্ধব গোবিন্দ গুনগায়। নিরবধি গোপকুলে আনন্দ বাড়ায়॥ শ্রীরাধার নর্ম্মসখীগন ও উদ্ধবকে কৃষ্ণলীলার প্রধান প্রধান স্থান গুলি পরিদর্শন করান।

মহারাস স্থলী বংশীবটতটমূল, নিধূবন, নিকুঞ্জবন যাঁহা নিত্য নৈশ বিহার, গোবিন্দ স্থলী যোগ-পীঠ, কালীয় দমন স্থান, গিরিরাগ গোবর্দ্ধন, গোবিন্দ কুণ্ড, রাধা কুণ্ড, শ্যাম কুণ্ড, মানসী গঙ্গা, বর্ষানা, যাবট, শ্রীনন্দগ্রাম, পাবন সরোবন, চরণ পাহাড়ী ইত্যাদি অসংখ্য, অনন্ত কৃষ্ণ চরণচিহ্নাঙ্কিত লীলা স্থলী দর্শন করিয়া উদ্ধবের হৃদয় এক অব্যক্ত মধুর আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হইল। তাহার হৃদয় জ্ঞান-শৈল মৈনাক বৎ কৃষ্ণ-প্রেম রসামৃতসিন্ধু জলে নিমগ্ন হইল। ইহা শুধু ব্রজ মহাদেবীর অমৃত দৃষ্টি এবং মহা ভাগবতী কৃষ্ণ প্রিয়া গনের অপ্রাকৃত সঙ্গ মাধুর্য্য প্রভাব। দেখিয়া গোকুলে কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ। আজি কালি করিয়া বঞ্চিলা চারি মাস॥ গিরিতট উপবন চাহিতে চাহিতে। আনন্দে উদ্ধব লঞা বেড়ায় দেখিতে॥ বিমল যমুনাজল, কুসুমিত বন। তরু, গিরি, নন্দ-নদী দেখি সুশোভন। বনে বনে দেখিয়া প্রভুর পদ চিহ্ন। না বুঝিল উদ্ধব কিছুই রাত্রি দিন॥ গোপ গোপী বৈকল্য দেখিয়া কৃষ্ণাবেশে। উদ্ধবের মনে কিছু না হয় প্রকাশে॥ ক্ষনিকের পরিচয় হইলে ও পরপুরুষ উদ্ধবের সম্মুখে যাবতীয় লজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া। রাধা—রানীর সঙ্গে এক যোগে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মথুরার দিকে মুখ করিয়া বুক ফাটা বিরহ গান গাহিতে লাগিলেন—'অয়ি দীন দয়াদ্র'নাথ, হে মথুরানাথ, কদাবলোক্য সে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং, দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্! অয়ি দীন দয়াল, মথুরা নাথ (ব্রজনাথ বলিলে ত এখন তুমি সুখী হইবে না) কবে তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবে, হে দয়িত, তোযার বিরহে আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে এই সংসার মরুভূমিতে আর কতদিন ভ্রমন করিব, তোমার অভয় চরণ কমলে স্থান দাও। তোমার বিরহে শ্রীহীন-বৃন্দাবন চন্দ্র বিনা, বৃন্দাবন অন্ধকার! গভীর শোকসাগরে নিমজ্জমান। গান সাধারনত আনন্দের উচ্ছ্বাস, কিন্তু গোপীদের তো আর দেহ বোধ নাই, সে হেতু তারারা দিক বিদিক শূণ্য আকুল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ভক্তরাজ উদ্ধব সান্ত্বনা বাক্য বলিতে গিয়া ত বলিতে পারেন না। তোমরা কুঁদিও না, তাহা হইলে মহা অপরাধ হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ-এর জন্য আর্ত্তি ভরা ক্রন্দনই প্রাপ্তির উপায়-জীবের চরমতম পুরুষার্থ। উদ্ধব আর কি সান্ত্বনা দিবেন—বলিলেন আপনারা কাঁদুন, প্রাণ ভরিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষন করুন আর হতভাগ্য আমি শুষ্ক জ্ঞানী তাহা দেখিতু নয়ন ভরিয়া। শ্রবণকে তৃপ্ত করি তাহা শ্রবণ করিয়া! কারণ এই দেব দুর্ল্লভ ভাব এ ভাষা অনন্ত বিশ্বে কোথাও মিলিবে না। সত্য কথা বলিতে কি ব্রজ আছে বলিয়া ত্রিলোক ধন্য, আর—মহাভাবময়ী ব্রজমহাদেবী শ্রীরাধিকা আছেন বলিয়া ব্রজধন্য। ভগবানের জন্য অন্যের ত্যাগ বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আপনার ত্যাগ পরমানুরাগের উপর বিদ্যমান আপনার এই কৃষ্ণ বিরহ একটা বহিরঙ্গ ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে কারন সদা সর্ব্বদা কৃষ্ণ ময়ই রহিয়াছে, কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে। যাঁহা নেত্র পড়ে তাহাতেই কৃষ্ণ স্ফুরে॥ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ প্রেম মহাজনের

মুখে শুনিয়াছি বিশ্বাস করিয়াছি কিন্তু কদাপি চাক্ষুষ ইহার মহিমা দর্শন করি নাই–আজ কেবল মাত্র আমার মত জীবাধমকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আমাকে প্রদর্শন করাইলেন, ব্রজ ধামে আমাকে ইহাই দর্শন করাইবার-জন্য প্রভুর আমার প্রতি পরম করুণা।

শ্রীরাধাদি গোপীগন বলিলেন—হে উদ্ধব তুমি কেমন গো, আমরা কৃষ্ণ বিরহে মরমে মরিয়া যাইতেছি, আর এই সময়ে তুমি আমাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছ, আমাদের মত হতভাগিনী সারা বিশ্বে নাই, আমরা আমাদের প্রাণ-কোটি দয়িত প্রাণারাম প্রাণের জনকে হারাইয়াছি আবার তুমি আসিয়া সংবাদ দিলে তিনি তোমাদের একার নহে, সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর—সকলের প্রতি নিরপেক্ষ ও দয়া সমান। এখন আমরা দেখিতেছি যে, আমরা আমাদের ভালবাসার জনকে হারাইয়াছি এবং ভগবান্ কে ও হারাইয়াছি। সান্ত্বনা দিতে আসিয়া তুমি আমাদের বিরহ সন্তাপ দ্বিগুন বর্দ্ধন করিলে। তবে তোমার ঐরূপ বিচার আমরা স্বীকার করি না—কৃষ্ণ যে ভগবান্। কারন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে যে কোন মূহূর্ত্তে ব্রজে আসিয়া আমাকে দেখা দিতে পারিতেন। সর্ব্ব শক্তিমানের পক্ষে সবই সম্ভব কিন্তু আচরনে যখন তাহা দেখিতে পাইতেছি—না, তখন আমাদের কাছে তিনি সর্ব্বশক্তি মান্ ভগবান্ নহেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও নহেন—সর্ব্বব্যাপী হইলে তিনি যুগপৎ মথুরায় ও ব্রজধামে অবস্থান করিতে পারিতেন আর আমরা ও বিরহ তাপে জর্জ্জরিত হইতাম না। ব্রজ গোপীদের এইরূপ যুক্তি শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি সত্তম উদ্ধব কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন। উদ্ধব অন্য পথে সান্ত্বনা দিবার প্রযত্ন লইলেন-ভগবানের একটি নাম-স্বজন প্রেমবিবর্দ্ধন চতুর—এই ভাবের ভঙ্গিমায় দূরে রাখিয়া, অদর্শন দিয়া, বিরহ তাপে সন্তপ্ত করিয়া—তাঁহার প্রতি ক্রম বর্দ্ধমান অনুরাগ বর্দ্ধন করাই এই বিরহের মুল কারণ। মিলনে প্রাণপ্রিয়তমকে একক ভাবে সম্মুখে দর্শন করে মাত্র, কিন্তু নব-নবায়মান অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া অন্তরে বাহিরে চেতন অচেতন সর্ব্বত্রই প্রিয়বন্ধুর স্ফূর্তি ঘটায় শুধু বিরহ দশায়,। মনের প্রকৃত সান্নিধ্য ঘটায়, বাহ্য ইন্দ্রিয় বর্গের সান্নিধ্য হয় না বটে, কিন্তু মনের সহিত সর্ব্বাত্মক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাস রজনীতে যে সব গোপীগন পতি কর্ত্তৃক বাধিত হইয়া কৃষ্ণ সান্নিধ্যে আসিতে পারেন নাই। তাহারা কৃষ্ণ বিষয়ক প্রগাঢ় ধ্যান করিয়া গুনময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রবর্ত্তী গোপীগণের বহু পূর্ব্বেই কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। উদ্ধবের মুখে গোপীদের মিলন বেলায় সুখময় স্মৃতিচারণের কথা শ্রবণে মর্ম্মান্তিক বেদনা সরসীতে যেন প্রীতি রসের পদ্ম প্রস্ফূটিত হইল এবং মানসে সেই অতীত সুখের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করিতে লাগিলেন সেই রাসলীলা, দান লীলায়, ঝুলন যাত্রা, দোল যাত্রা, কোটি সুখ বিজড়িত মধুময় স্মৃতি জাগ্রত হওয়ার ফলে—কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলনানন্দ অনুভব করিয়া আনন্দ মূর্চ্ছা যুক্ত হইলেন—আবার মূর্চ্ছাতেই সমধিক স্ফূর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। অন্তরে মানয়ে সুখ, বাহ্যে নাহি মানে। এই রূপ স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকারের নামান্তর মাত্র এবং তাঁহারা উদ্ধবের যুক্তির মধ্যে সত্যতা উপলব্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

এতক্ষণ বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে উদ্ধব ব্রজদেবীগণের উদ্‌ঘূর্ণাদশা দেখিতেছিলেন। এমন

বেদনা ভরা আর্ত্তি, এমন বুক ফাঁটা ক্রন্দন, হরি বিরহে এমন অশ্রুধারা তাহাদের গণ্ড-বক্ষ ভাসাইয়া বর্ষন সিক্ত স্রোতস্বিনী যমুনার কলেবর আরও বৃদ্ধি করিয়া দিল। এই বিরহে জ্বলন্ত অগ্নিতে সুশীতল জল সিঞ্চন- শুধু মাত্র কৃষ্ণ কথামৃত প্রসঙ্গ। কৃষ্ণ বিরহে তাপিত অথবা সংসার ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত উভয় ক্ষেত্রেই তাপ প্রসারন কারী কেবল মাত্র কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ। সঙ্গ ও প্রসঙ্গ উভয়ই মধুর। বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষন, সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ। উদ্ধব বৈষ্ণব প্রধান মহাভাগবত সেজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্রজ মহা- দেবীর কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ মধুরাতিমধুর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করে। শ্রীরাধাদি গোপীগন বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যভিচার দুষ্টা মনে হইলে ও, তঁাহাদের মত মহাভাগবতী সাধ্বী সতী জগতে আর কেহ নাই। যাঁহাদের সতীত্ব মহাসতী অরুন্ধতী, শচী, লক্ষ্মী, ও পার্ব্বতী ও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, কিন্তু পান না। গোপীগনের নিত্য নিরন্তর জয় যাত্রা কেবলমাত্র সর্ব্বারাধ্য গোলোকপতি শ্রীগোবিন্দে পাদ পদ্মের দিকে। যে পাদ পদ্মের নিত্য সেবা আকাঙ্ক্ষা করেন শিব, ব্রহ্মাদি দেবগন, যোগীন্দ্র মুনিন্দ্র গন, তপস্বী, ধ্যানী, জ্ঞানী, পণ্ডিতগন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে রাজন্যবর্গ ও প্রবজ্যা অবলম্বনে সর্ব্বত্যাগী হইয়া বনে গমন পূর্ব্ব ঐকান্তিক ভাবে যাঁহার পাদ পদ্ম আধাধনা করিয়া থাকেন— শ্রীরাধাদি গোপীগন ও নিত্য স্বাভাবিত প্রণয় বশতঃ ঐ শ্রীপাদ পদ্মের প্রণয় বিগাঢ় হৃদয়ে সেবায় নিরতা। ব্যভিচার শব্দের অর্থ-বিপরীত আচার যাহার তাহাই ব্যভিচার। যে বস্তু পূর্ব্বদিকে অবস্থিত তাহা যদি পশ্চিমদিকে অন্বেষন করিলে পাওয়া যাইবে কি? নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীবাত্মা সকলের চির বিশ্রান্তি ভূমি অশোকাভয়ামৃত পরমাত্মা রূপী শ্রীগোবিন্দ পাদ পদ্মের নিত্য সেবায়। সেই সেবাই গোপী প্রধানা শ্রীরাধাঠাকুরানী এবং তদীয় কায়ব্যূহ স্বরূপিনী গোপিকা নিকর নিত্য সম্পাদন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারাই একমাত্র সদাচারী কভু ব্যভিচারী নয়। ইঁহাদিগকে যাহারা নিন্দা করিবে, তাহারা যে পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য আকাশে দৃষ্ট হয়। সেই কাল যাবৎ নরকে পচামান হইবে। কারন ব্রজ গোপীপ্রেম। নিকসিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়। এই প্রেম নৃলোকে না হয়। যদি হয় সে সংযোগ, কভু না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কৈছে সে জীবয়। তাঁহাদের প্রেম স্বসুখ বাঞ্ছাগন্ধরহিত, কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্যময়ী তাহাদের জীবনের মুলমন্ত্র—কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ। এই কৃষ্ণ—সন্তোষনই তাঁহাদের নিত্য বৃত্তি আর উহাই শুদ্ধাভক্তি। শুদ্ধাভক্তিতেই ভগবান বশীভূত। এই ভক্তিতে শুধু সেবা করিবার অভিলাষ, সেবার বিনিময়ে বিন্দু মাত্র জড় জাগতিক বস্তুর প্রার্থনা নাই। যে এই নিষ্কাম ভাবে সেবা করে। তাঁহাকে ভগবান যদি কিছু দিতে পারেন, তবেই ধ্বণ পরিশোধ হয়। কিন্তু চাহিদা না থাকায় কিছু দিতে পারেন না—বলিয়া ভগবান ও গোপীদের কাছে ঋনী। যে শুদ্ধা ভক্তিতে ভগবান ঋনী হন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ভজন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নাই। এই জন্যই আশৈশব কৃষ্ণ ধ্যানে নিমগ্ন হৃদয়। সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গত, বৃহস্পতির ছাত্র, বর্ণসাম্যে অদ্বিতীয় কৃষ্ণবৎ কৃষ্ণের প্রসাদী বসন ভূষনে ভূষিত হৃদয়। বুদ্ধিসত্তম শ্রীমন্ উদ্ধবজী ও শুদ্ধ সত্বময়ী গোপীগণের পাদ পদ্মধূলি উত্তমাঙ্গ মস্তকে ধ রনের অভিলাষ করিয়া ছিলেন— শুধু এ জন্মে নয়—জন্ম-জন্মান্তরে। তাঁহার উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে 'আসা- মহো চরণরেনু জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজন মার্য্যপথঞ্চ হিত্বা

ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ১০।৪৭।৬১।

উদ্ধব বলিলেন—আমি এই সকল গোপীদিগের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা প্রভৃতি ওষধিগণের মধ্যে যেন কোন একটি হই। যেহেতুক এই গোপীরা দুস্ত্যজ আত্মীয় স্বজন এবং সদাচার রীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি সকলের অন্বেষনীয় শ্রীকৃষ্ণ পদবী আশ্রয় করিয়াছিলেন। কারণ—"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ় ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভব ভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মাভিঃ অনন্ত কথারসস্য ॥ (১০।৪৭।৫৮) এই সকল গোপবধূরাই পৃথিবীতে সফল জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কারণ, ইঁহারা অখিলের আত্ম ভগবান গোবিন্দে পরম প্রেমবতী। যে রূঢ় ভাব (প্রেম) সংসারভীরু মুমুক্ষু এবং মুক্ত মুনিগন বাঞ্ছা করেন, এবং আমরা ও (ভক্তেরা ও) বাঞ্ছা করিয়া থাকি। যাহার অনন্তের কথায় অনুরাগ আছে, তাহার ব্রাহ্মণের যে ত্রিবিধ জন্ম যথা—শৌক্র, সাবিত্র এবং যাজ্ঞিক সেই সকল জন্ম দ্বারা প্রয়োজন কি? অথবা অনন্তের কথানুরক্তের ব্রহ্ম জন্মে চতুর্মুখ জন্মে কি প্রয়োজন?

বিধি যদি গুল্মলতা করিতে রে কুঞ্জবনে। সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজঃ আভরনে ॥
নিত্যকুঞ্জ মাঝারে, সখীগণ অভিসারে। এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরনে ॥
ভক্ত শ্রেষ্ঠ কখন হয়? না, যখন শ্রেষ্ঠতম ভক্তের পদরেনু মস্তকে ধারন করেন।

এই ভাবে প্রায় দশমাস ব্রজে বাস করিবার পর উদ্ধব সকল গোগোপ গোপীদিগের নিকট বিদায় ভিক্ষা করিলেন, এবং বলিলেন এবার আমি আসি, এদাসের প্রতি যদি কোন আজ্ঞা থাকে তাহা বলুন। উদ্ধবের বিনয় ও দৈন্য ভরা কণ্ঠস্বরে বেদনা মিশ্রিত ছিল-ইহা শ্রবনে শ্রীরাধা কাতর কণ্ঠে বলিলেন-শোন উদ্ধব, তোমার মুখে শুনিয়াছি তিনি মথুরায় থাকিয়া ব্রজবাসী পিতা-মাতা, দাস-দাসীগন, বন্ধু সকল এমন কি শ্যামলী ধবলী আদি ধেনুগণকে স্মরণ করেন, বিশেষভাবে গোপীগণের সেবার নৈপুন্য কথা ও স্মরণ করেন। বিশেষভাবে এ চির অধীনীর কথা ও নিত্য স্মরন পথে জাগরুক আছে। জানিয়া সুখী হইলাম। তবে কি জান উদ্ধব—তিনি যেখানেই থাকুন—যদি শুনি তিনি সুখে আছেন, তবে আমাদের সুখ। আমরা নিজের সুখে সুখী নহি। সেহেতু আমরা যে তাঁহার বিরহে কাতর, একথা কখনও তাঁহাকে বলি ও না। কারন, আমাদের হৃদয় বজ্রতুল্য কঠিন, কৃষ্ণ কাতর শ্রবণ করিয়া ও বিদীর্ণ হইয়া যায় নাই। কৃষ্ণ আমাদের জন্য চোখের জল ফেলেন—ভক্তের জন্য ভগবানের ক্রন্দন সীতার বিরহে শ্রীরামের ক্রন্দন শ্রবন—করিয়া আমাদের হৃদয় ফাঁটিয়া যায় না কেন? যায় না শুধু প্রাণ প্রিয়তমের মথুরা গমন কালে একটি কথায়—'আমি আবার আসিব'। আমরা যদি মরিয়া যাই—আর তিনি যদি আসেন তাহা হইলে আমাদের দেখিতে না পাইয়া তাঁহার দুঃখ কোটি গুন বর্ধিত হইবে ইহা অনুভব করিয়া আমাদের প্রাণ পতঙ্গকে এখন ও বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা ছাড়া আমাদের এই মৃত্যু তুল্য বিরহ যন্ত্রনার প্রশমন হইবে না। আমাদের যে দুর্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিলে—তাহা তোমার প্রভুর নিকট ধীরে ধীরে বলিও, কারন তাহার কোমল প্রাণে আঘাত লাগিবে। এই বলিয়া শ্রীরাধা একখানি পত্র উদ্ধবকে

দিলেন— পত্রের মর্ম্ম এই—হে বৃন্দাবনচন্দ্র তুমি ব্রজ মণ্ডল অন্ধকার করিয়া মথুরার আকাশে উদিত হইয়াছ, তথাপি কলঙ্ক আশঙ্কায় ব্রজাঙ্গনাগনকে পরিত্যাগ করি ও না। কারণ চন্দ্রমা তাহার অঙ্কস্থিত কলঙ্কমূর্ত্তি শশককে পরিত্যাগ করে না, সেই আমরা ও তোমার ক্রোড়াশ্রিতা—আমাদের তোমার ঐ বিশাল বক্ষে রাখিলে তোমার কলঙ্ক হইবে না। উদ্ধব বলিলেন—আপনার প্রাণবল্লভকে কি একবার ব্রজে আসিবার জন্য অনুরোধ করিব? উত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন "না"—যতদিন তিনি নিশ্চিত হইয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এখানে না আসিবেন, ততদিন তিনি যেন না আসেন। আমরা তাঁহাকে পাইলেই সুখী হইব না। তাঁহার মুখে মঞ্জু—হাসি দেখিলেই সুখী হইব। অনুরোধময় মিলন কখন ও সুখদ হয় না। চাক্ষুষ দর্শন না হইলে ও স্মরন মননের মাধ্যমে স্ফূর্ত্তিই আমাদের একমাত্র সম্বল। ইহাই (অর্থাৎ এই প্রকার কৃষ্ণ ভজন পদ্ধতি হইতেই—রাগাত্মিকাগণের অনুসরনে—রাগানুগা সাধন পদ্ধতি অষ্টকালীন লীলার স্মরন মঙ্গল পদ্ধতি—ভগবানের নিত্য পার্ষদগণের দ্বারা (রূপ-রঘুনাথানুগ ভজন পদ্ধতি) নিখিল বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছে, এই অতুলনীয় ভজন-সম্পদ ব্রজ মহাদেবী শ্রীরাধারাণীর অবদান বৈশিষ্ট্য।

'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।' যখন প্রিয়ের নিকটে থাকা যায়, তখন চক্ষু কর্ণাদির সহিত তাহার রূপ ও শব্দাদির সান্নিধ্য ঘটে বটে, কিন্তু মনের সান্নিধ্য সেরূপ ঘটে না। রূপের নিকট চক্ষু থাকে কিন্তু মন থাকে চক্ষুর আড়ালে, সুতরাং রূপের সঙ্গে চক্ষুরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, মনের ঘটে পরোক্ষ সম্বন্ধ। পক্ষান্তরে প্রিয় যখন দূরে থাকে তখন চক্ষু প্রভৃতির ইন্দ্রিয়গণের বিরহ ঘটে। মনের সহিত রূপাদির খুব নিকট প্রগাঢ় সম্বন্ধ ঘটে। এই জন্যই মনসঃ সন্নিকর্ষার্থম্ ভগবান্ প্রীতিভাজনীয়াদের দূরে রাখিয়া তাহাদের অন্তরে উত্তরোত্তর অনুরাগ বর্দ্ধন করেন, ইহা ও ভগবানের একটি কারুণ্য শক্তির প্রকাশ। ইহাতেই ভক্ত ভগবানের নিত্য রূপেতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিবে। তাঁহার তমাল-শ্যামল কান্তি ব্রজসুন্দর যশোদানন্দন স্বরূপেতেই চিত্ত নিবিষ্ট হইবে। কৃষ্ণ ভিন্ন চিত্তের আর যত শত বৃত্তি আছে সকলেই দূর করিয়া দিবে চির তরে বিরহে রাধারানীর স্থায়ী ভাব এইরূপ—

কৃষ্ণ তু আঁখর দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়!
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥

মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে উদ্ধব মানসে ব্রজ মহাদেবী সহ সকল গোপীকাগনকে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইলেন।

বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীনাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরি কথোদ্গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্।

আমি নন্দ ব্রজস্থ স্ত্রীগণের পাদরেনু বারং বার বন্দনা করি। যাহাদের হরি কথা গান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে।

মথুরা যাত্রার প্রাক্কালে কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিরহে পুনঃ রায় সকলে সমস্বরে উচ্চক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ উদ্ধবজী মূর্তিমতী ভক্তি জননীকে দর্শন করিলেন—ভক্তি যোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ

ধন। ভক্তি যোগ কৃষ্ণনাম স্মরন ও ক্রন্দন॥

এদিকে ব্রজ হইতে প্রত্যাগত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বানুভূতা শ্রীরাধার দশাবর্ণনা করিতেছেন—অহো! মহাশ্চর্য্যের ব্যাপারই বটে! কম্পোদয় হেতু শ্রীরাধার দন্তসমূহ বাদ্য করিতেছে, বাক্যগুলি কণ্ঠ মধ্যেই লুণ্ঠিত হইতেছে। তিনি অশ্রু ও স্বেদধারায় ব্রজ মণ্ডলকে নদীমাতৃক করিতেছেন—যমুনার জলরাশি আর ও বর্ধিত হইতেছে। রোমাঞ্চিত গাত্রে কণ্টকী ফলকেও ধিক্কার করিতেছেন॥ সুতরাং তোমার প্রতি নিবিড় অনুরাগ পুঞ্জ বহনে ও (ঘন রক্তিমা বহন করিয়া ও) শ্রীরাধা এক্ষনে শ্বেতাঙ্গী হইয়াছেন। আবার ব্রজ হইতে মথুরায় যাইতে উদ্যত উদ্ধব দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন—যদ্যপি মুকুন্দ ব্রজে আসিলে আমাদের প্রচুরতর সুখ হয় বটে। তথাপি তাহাতে যদি তাঁহার স্বল্প ক্ষতি ও হয়। তবে যেন কখনও না আসেন। মথুরা হইতে তিনি এখানে না আসিলে যদি ও আমাদের গুরুতর পীড়াই হয়, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার চিত্তে সুখ হয়, তবে তিনি সেই স্থানেই চিরকাল বাস করুন। অহো! মহাভাব ময়ী শ্রীরাধার কিরূপ দুঃখ স্বীকারে ও কৃষ্ণ সুখাতিশয় কামিতা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল!

উদ্ধব স্বানুভূত শ্রীরাধা বিরহ ব্যাকুলতার কথা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে নিবেদন করিতেছেন—হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা তোমার বিরহ জনিত মহাভ্রান্তিতে পরিপীড়িতা হইয়া কোন্ কোন্ দশাই না প্রাপ্তি করিতেছেন? তিনি কখন ও বাসক সজ্জার ন্যায় কুঞ্জভবনে শয্যারচনা করেন। কখনও বা খণ্ডিতা ভাবে অতি কোপিনী হইয়া নীল মেঘকে তর্জ্জন করেন। আবার কখন ও বা নিবিড় অন্ধকারে ত্বরান্বিতা অভিসারিনী হইয়া ভ্রমন করিতেছেন। রাইউন্মাদিনী হইয়া দিব্যোন্মাদ দশা প্রাপ্তা হইয়াছেন। এতস্য মোহনাখ্য স্য গতিঃ কামপ্যু পেয়ুষ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥ ইহাতে উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র-জল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।

এই অবস্থায় কিরূপ সুতীব্র যন্ত্রনা অনুভূত হয়—তাহা শ্রীরাধা প্রিয় সখী বিশাখার নিকট বর্ণনা করিতেছেন—হে সখি! বাড়বানল রাশি হইতে ও অতি তীব্র শ্রীকৃষ্ণ বিরহানল যে কিরূপে আমার অতিক্ষীন হৃদয় সহ্য করিতেছে, তাহা জানি না। যদি ইহার ধূমলেশ ও আমার হৃদয় হইতে নির্গত হয়, তবে উহার জ্বালায় ব্রহ্মাণ্ড সমূহই পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এখানে ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভ কারি ত্বার পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদন করিতেছে।

ইহার পর গোপীগন যখন সহসা শুনিলেন শ্রী কৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গনসহ দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছেন। তখন ও শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্রজাগমনাশা ত্যাগ হইল দেখিয়া নিজ দশমী দশা সম্ভাবনা করত শ্রীরাধা বিধাতাকে সকাকু প্রার্থনা করিতেছেন। আমার এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি করুক। পঞ্চ মহাভূত ও স্ব স্ব বিভাগে প্রবেশ করুক। তথাপি আমি বিধাতাকে অবনত মস্তকে প্রণতি করিয়া এই একটি মাত্র বরই প্রকট ভাবে যাচ্ঞা করিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের অবগাহন বিহার দীর্ঘিকাতে আমার দেহস্থিত জলাংশ,

তাঁহার দর্পনে জ্যোতিরংশ, তদীয় অঙ্গনের আকাশে মদীয় আকাশাংশ, তাঁহার যাতায়াতের পথে ইহার পৃথিবী এবং তাঁহার তালবৃন্তজনীতে আমার দেহস্থিত বায়ুর অংশ প্রবিষ্ট হউক।

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূত নিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রতিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতি স্তদীয়াঙ্গন, ব্যোম্নি ব্যোম,
তদীয় বর্ত্মনি ধরা, তত্তাল বৃন্তেহ নিলঃ। (পদ্যাবল্ল্যাম্ ৩০৬)

এই সময়ে চির বিরহিনী শ্রীরাধা ঐরূপ বজ্রসম বার্ত্তা শ্রবনে সমুদ্দীপ্ত বিরহ সন্তাপে মহা উদ্বিগ্ন চিত্ত' শ্রীরাধার ব্যাকুলতাতিরেক বৃন্দা বিলাপ করিতে করিতে পৌর্নমাসীকে জানাইতেছেন—মুরারি মথুরা হইতে দ্বারকাপুরীতে গেলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিহিত পীত বস্ত্রকে উত্তরীয় রূপে ধারন করতঃ কালিন্দী তীরস্থ নিকুঞ্জে বানীর লতাটিকে অবলম্বন পুর্ব্বক উৎকণ্ঠা সহকারে অশ্রুধারায় মহাপ্রপাত প্রবাহিত করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে যে সকরুণ বিলাপ করিয়াছেন— তাহাতে অগাধ জলে সঞ্চরন শীল মৎস্য মকরাদি ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল। শ্রীরাধার বিরহাগ্নি জ্বালায় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সংক্ষুব্ধ দেখিয়া ব্যাকুল চিত্ত দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছেন—হে ঈশ! অতিশয় বিস্ময়ের কথা— শ্রীরাধার প্রেমোত্থ বিরহ-ক্লমজ শ্বাসোচ্ছ্বাস সমূহের ধুম দিগ্‌বিদিকে ভ্রমন করিতে করিতে পূর্ণানন্দে মগ্ন হইলেও বৈকুণ্ঠ এই ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যবর্ত্তী চতুর্দ্দশ ভুবন কেই ক্ষুব্ধ করিয়াছে। অহো! নর সমূহ তাহাতে রোদন করিতেছে, নাগলোক অর্থাৎ অধোলোক বাসীজনগন ব্যাকুল হইয়াছে, দেবগন ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছেন! এবং বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীনারায়নের পার্ষদগন ও প্রচুরতর অশ্রুসম্পাত করিয়াছেন।

এই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভকারী কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার গাঢ়তম স্মৃতিচারণ সর্ব্বাকর্ষক শ্রীগোবিন্দকে দ্বারকায় কান্তা লিঙ্গিত অবস্থায় ও মূর্চ্ছিত করিয়া থাকে। একদা দ্বারকায় শ্রীরুক্মিনীদেবীর সহিত রত্ন পালঙ্কে বিহার রত শ্রীকৃষ্ণ গবাক্ষ পথে নানাবর্ণ মনিগণের কিরণে সমুদ্ভাসিত সমুদ্রের দর্শন করিয়া স্মারিত যমুনাকুলের রম্যাতিরম্য বৃন্দাবনীয় সুখময় কুঞ্জে শ্রীরাধাসহ বিলাসাতিরেকের ভাবনা পরম্পরায় মুর্ছিত হইলেন দেখিয়া কোন ও অভিজ্ঞা সখী অন্য জন কে বলিতেছেন— যাহার রত্ন মালার কান্তি কন্দলীতে সমুদ্র ও মধ্যে মধ্যে তিলক পরিধানের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছে—এবম্বিধ দ্বারকার রত্ন মন্দিরে শ্রীরুক্মিনী দেবী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও পুলকাঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণের ও যমুনা তীরবর্ত্তী বৃন্দারণ্য স্থিত মসৃন নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধা-সহ কেলি বিনোদাদির পরিমল সমূহের ধ্যানে যে মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহাই বিশ্ব বাসী সকলকে রক্ষা করুন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরা হইতে দ্বারকা চলিয়া গিয়াছেন, প্রায় শতবর্ষ বিয়োগ বিধুর হৃদয়ে কৃষ্ণ—দয়িতা শ্রীরাধা কোন প্রকারে প্রাণ পতঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন মাত্র—শুধু আশার তন্তু দ্বারা সুদৃঢ় বন্ধনে। আশাবন্ধ-সমুৎকণ্ঠাই অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির উপায়। দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত

হইয়া শত বর্ষের প্রায় অন্তিম ভাগে পদার্পন করিয়াছে—জীবন যৌবন তথাপি শ্রীরাধার ক্ষীনা চিন্ময়ী তনুখানি ভস্ম'চ্ছাদিত রত্নের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এমনটি কিরূপে হয় ? সুন্দরের উপাসনায় সুন্দরই হয়। শ্রীরাধার শ্রীমুখ উক্তি—'অয়ি শ্যাম সুন্দর, তোমার গরবে গরবিনী রাই। রূপেতে রূপসী আমি। এমন অমৃত নিঃস্বন্দিনী বানী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও ধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া শ্রুতিগন ও নির্নয় করিতে পারে না। কৃষ্ণের মিলনে ব্রহ্মরাত্রি ও এক নিমেষ বলিয়া মনে করিতেন শ্রীমতী আর সেই কোটি প্রাণ নির্মঞ্ছন হরি পাদ রজঃ কণা যাহার জীবাতু সেই শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিরহে-এক নিমেষকে কোটি যুগ বলিয়া মনে করিতেছেন। যুগায়িতং নিমেষেন, চক্ষুষা প্রাবিষায়িতং শূণ্যায়িতং জগত সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেন মে। ইহাই শ্রীরাধার স্বরূপ-কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা। তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র—'ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবঃ জনাঃ। তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্। কৃষ্ণ-প্রেম মাধুর্য্যময়ী বিগ্রহ-স্বরূপিনী-শ্রীরাধা।

এদিকে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ ও কান্তাগন সহ শোভিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রে রামহ্রদে সূর্য্যরাগ উপলক্ষ্যে স্নান তর্পনাদি নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মাদির মাধ্যমে সারা ভারতের-তথা বহুদিনের অত্যুৎকট বিরহ কাতরা ব্রজ মণ্ডলের গোপ-গোপীগণের সঙ্গে সুখ-সম্মিলনার্থে মিলিত হইলেন। তৎকালীন আনন্দাতিরেক হেতু উচ্ছলিত প্রেমবেগ অনুভব করতঃ শ্রী কবি চরন পরম বিস্ময়াবহ রূপে মহিষী বর্গের সহিত কৃষ্ণের ক্ষোভাতিশয় বর্ণনা করিয়াছেন—'অহো ! কি আশ্চর্য্য ! কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধিকা রূপ অদ্ভুত নদীর প্রেমরূপ তরঙ্গ সমূহ দ্বারা শ্রী কৃষ্ণ রূপ রমুদ্র সম্যক্ রুদ্ধ হইলে ভদ্রাদেবীর বানী স্তব্ধ হইল (ভদ্রা-মনোহরঃ) সরস্বতী নদী স্তব্ধ হইল, কালিন্দী (প্রেয়সী) অশ্রু মোচন করিলেন পরিহাস সুখ প্রদা সত্য ভামা ও শীঘ্রই ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সভ্রূপা (কিম্বা বেগে ইতস্ততঃ গমনহেতু অসভ্রূপা নর্ম্মদা নদী অনবস্থিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল) গম্ভীর্য্য বতী রুক্মিনী দেবী ও বৈবর্ণ প্রাপ্তি ঘটলে (ভীষ্ম-জননী গঙ্গা ও বিবর্ণা হইলেন)।

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসহ মিলনে শ্রীরাধার অনুরাগের প্রাবল্যাতিরেক অনুভব করিয়া শ্রীপৌর্নমাসী আনন্দবশে সমুল্লসিতচিত্তে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নান্দীমুখীকে বলিতেছেণ—'হে নান্দীমুখি ! ঐ দেখ, শ্রী রাধার অনুরাগ সমুদ্র তরঙ্গ মালা বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ও অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল, ঐকাত্ম্য প্রযুক্ত মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গরূপা গিরিজাকে (দুর্গাকে) সহবাস ক্রীড়ায় অচ্যুতের চিত্তরূপ ভ্রমরের নলিনী স্বরূপা শ্রী কৃষ্ণ বক্ষঃ স্থল স্থিতা লক্ষ্মীকে (রুক্মিনীকে) সৌভাগ্যতঃ সত্যভামাদেবীকে এবং মাধুর্য্য বিষয়ে মথুরানাথের প্রাণ ও সখী স্বরূপা চন্দ্রাবলীকে ও দূরে ক্ষেপন (ধিক্কার) করিয়া সর্ব্বোপরি ঐ শ্রীরাধা প্রেমা দেদীপ্যমান হইতেছে।

কেবল রুক্মিনী, সত্যভামা আদি পট্টমহিষীগন জানেন বৃষভানুরাজনন্দিনী তাঁহার প্রিয়তম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্রকে এক ক্ষন ও বিস্মৃত হন না। নিচ্ছিদ্র তাঁহার কৃষ্ণানুরাগ, ঐ দেখ ভানুকিশোরীর কৃষ্ণপ্রেম অনির্ব্বচনীয় মোহনাখ্য মহাভাব ধারন করিয়াছে। উহার দুর্ব্বার আকর্ষনে রুক্মিনীর পর্য্যঙ্কোপরি সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণকে ও মূর্চ্ছিত করিয়া দিতেছে। দ্বারকাতে এইরূপ ঘটনা নিত্যকার। মহামিলনের সময় আসিল,

সূর্য্যরাগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সদল-বল যদুবংশীগন দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রের দিকে চলিলেন। ঐ সময়ে ব্রজরাজ নন্দ সমস্ত পুরবাসিগনী সহ গ্রহণ স্নান উপলক্ষ্যে—লক্ষ্য কিন্তু কৃষ্ণ চন্দ্রের শ্রীমুখ কমল দর্শন করিয়া বহুদিনের অদর্শন জনিত তাপিত জীবন কে শীতল করা। এই উদ্দেশ্যে আপ্তবর্গ সহ রওনা হইলেন। ঐ সঙ্গে ভানু কুমারী শ্রীরাধা প্রিয় নর্ম্ম সখীগন সমভিব্যাহারে রওনা হইলেন। যাত্রাকালে শুভ সঙ্কেত ও মাঙ্গলিক বস্তু সকল দৃষ্ট হইয়া এক অব্যক্ত আনন্দ রসে হৃদয় আপ্লুত হইল। প্রকৃত পক্ষে এই উৎসবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলন মহোৎসবের সর্ব্বোত্তম মহিমা ব্যঞ্জিত হইতে লাগিল। উহার বৈচিত্র্যী বর্ণনার সামর্থ্য শ্রুতিজননী বাগ্‌বাদিনী সরস্বতীর ও নাই। আজ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মুখোমুখী আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। রুক্মিনী দেবীর আজ মহাসুযোগ হইয়াছে—ষোড়শ সহস্র অষ্টোত্তর শত মহিষীগণের নিরন্তর সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া প্রাননাথ যে রুক্মিনীর পালঙ্কোপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন প্রায় প্রতিরাত্রে সেই ব্রজ মহাদেবীর কৃষ্ণ-প্রেমের গভীরতা কতখানি স্বচক্ষে দেখিবেন এবং হৃদয়ে অনুভব করিবেন। তাই রুক্মিনী দেবী তাঁহার হৃদয়স্থ যাবতীয় আদর আপ্যায়ন উজাড় করিয়া দিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী কে আপন স্থান পরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। বৃন্দাবনেশ্বরী এবং দ্বারকেশ্বরী একই রত্নাসনে শোভিত হইলেন। অনন্তর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা কিশোরী আপন বিশ্রামাগারে চলিয়া গেলেন।

অর্দ্ধ নিশীথে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শয়নাগারে পর্য্যঙ্কপর বিরাজ মান হইলেন। সতী রুক্মিনীর নিত্য সেবা বিশ্রাম সময়ে প্রাণনাথের পাদ সম্বাহন করা, তিনি ঐ সেবাটি করিতে আসিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের সমস্ত চরণ তল, গুল্‌ফ, চরণের অঙ্গলি সকলের উপর বড় বড় ফোস্কা হইয়াছে, রুক্মিনী দেবী থর থর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, উহার মুখশ্রীবিষাদের কালিমা যুক্ত হইল। বলিলেন—হে স্বামিন্, বলুন আগুন কোথা হইতে আসিল ? এবং কেমন করিয়া উহা আপনার পায়ে পড়িল ? দাসীকে বঞ্চনা করিবেন না। রুক্মিনী দেবী স্বামীর দুইটি হাত নিজ হাতে ধারন করিয়া অতিশয় কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সহসা কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া ভীষ্মক নন্দিনী উত্তরের জন্য বার বার জেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্বারকেশ্বরীর নিকট হার স্বীকার করিয়া তাঁহাকে শ্রীচরণের অগ্নি দাহনের প্রকৃত কারণ বলিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অতি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—আজ ভানুকুমারী তোমার আতিথ্য স্বীকার করিয়া ছিলেন, তুমি ও তাহাকে বিশেষভাবে সেবা করিয়াছিলে, তাঁহারই ছায়া তোমাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তুমি ও আজ বহুৎ মতলবী হইয়াছ। পরমানন্দ ভরে পরম সুস্বাদু বিবিধ পদার্থ উহাকে ভোজন করাইয়াছ। অন্তে অমৃত সমান মধুর সুবাসিত জল পান করাইয়াছিলে, কিন্তু তাহার প্রিয় দুগ্ধ পান করাও নাই। পরে আমার সঙ্কেত অনুসারে তোমার স্মরন হইলে পর, পুনঃ তুমি মধুরাতি মধুর ঘন গরম দুগ্ধ লইয়া উহার বিশ্রাম স্থানে গিয়া স্বয়ং পান করাইয়াছিলে। ঐ সময়ে এক উচ্ছ্বসিত প্রেমভরে তুমি সব কিছু ভুল করিয়াছিলে। হাতের গরম দুগ্ধ কতখানি গরম, তৎক্ষনাৎ পাণের যোগ্য কি না—তাহা তোমার ধারনা ছিল না। তুমিও শ্রীরাধা প্রেমে বিবশ হইয়া যেই মাত্র সেই গরম দুগ্ধ পাত্র তাহার হাতে

দিয়াছিলে—সে ও সেই সময় তাহার কোন প্রিয় মানসী সেবায় আপাদ চূড় মগ্ন থাকায় বাহ্য অনুভূতি তাহার ছিল না। তোমার দত্ত সেই দুগ্ধ পাত্র হাতে তুলিয়া অন্য মনস্ক ভাবে পান করিবার সময় পাত্র হইতে উচ্ছ্বলিত গরম দুগ্ধ তাহার কোলের উপর পতিত হইয়াছিল ? রুক্মিনী অতি মৃদু স্বরে বলিলেন—গরম দুগ্ধ শ্রীরাধার ক্রোড়দেশে পতিত হইয়া ত তাহার ক্রোড় দেশ দগ্ধীভূত হইবার কথা, উহা কিরূপে আপনার শ্রীচরন কমলকে দগ্ধীভূত করিল বুঝিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মহাযোগিনী পারা সতত ইষ্ট চিন্তায় ভাবিতা মতি ব্রজমহাদেবীর দুর্বিগাহ মনের খবর তুমি জানিতে পারিবেন না, রুক্মিনী। আমি সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া জানি – বলি শোন—ভানুকুমারী মদীয় ধ্যান নিমগ্ন হৃদয়ে বিবশ হইয়া সেই অধিক উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবার কালে ধ্যান যোগে সে রাসরসে পরিশ্রান্ত মদীয় পদযুগল উহার ক্রোড়দেশে স্থাপন করিয়া মানসে সম্বাহন করিতেছিল। ঠিক ঐ সময়ে তাহার হস্তস্থিত পাত্র হইতে উচ্ছ্বলিত অধিক উষ্ণ দুগ্ধ উহারই ক্রোড়দেশে স্থাপিত আমারই পদযুগলে পতিত হইয়া ফোঁসকার সৃষ্টি হইয়াছে। মহা ঐশ্বর্য্য স্বরূপিনী শ্রীরুক্মিনীর অতি বড় বুদ্ধি ও চিন্তা করিয়া ও ব্রজ মহাদেবী শ্রীরাধা ঠাকুরানীর প্রাণ বধুয়ার চিত্ত বিনোদনার্থে মানসীসেবা বাস্তব হইতে ও অধিকতর বাস্তব তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— রুক্মিনী তুমি জান না—শ্রীরাধার হৃদয় মন্দিরে আমার চরন নিত্য বিদ্যমান। ভগবানের কৃপা-শক্তি প্রভাবে এতক্ষনে রুক্মিনী বুঝিতে পারিলেন, অহো॥ ভানুকুমারীর প্রগাঢ় কৃষ্ণ প্রেমের ছায়া স্পর্শ করিবার ক্ষমতা আমার কোন কালে নাই। নিকসিত হেম নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপিনী ভানু কুমারীর কথা চিন্তা করিয়া দ্বারকেশ্বরী স্বর্ণখচিত সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ চরনে লুণ্ঠিত হইয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অপর দিন শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিলে দেখিলেন রাধারাণী তাঁহার প্রিয় সখী ললিতার সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও অতি সংগোপনে থাকিয়া উহা শ্রবণের জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। কিশোরী শ্রীমতী বলিতেছেন—

প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিতঃ
তথাহং সা রাধা, তদিদ মুভয়োঃ সঙ্গম সুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

সখি ! প্রিয়তম শ্যামসুন্দর এখানে বিদ্যমান (ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত ভূমিকায়) আমরা উভয়ে সূর্য্যরাগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি, তথাপি আমার মন প্রিয়তমের শ্রীমুখ বিগলিত সুধারসে পূরিত চারু নাদিনী মুরলী নিনাদে সুখরিত কালিন্দী তট বর্ত্তী নিকুঞ্জে তাঁহার সহিত মিলনে আমার মন সমধিক স্পৃহান্বিত হইতেছে। এই কথা কালেই শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের সম্মুখে উপনীত হইলেন। ভানু কুমারী কে কৃষ্ণ স্বীয় হৃদয়ে প্রগাঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ করিলেন। ক্ষন মধ্যে ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত কুরুক্ষেত্রের কথা বিস্মৃত হইলেন উভয়েই ইহাই বৃন্দাবন, রসময়ী কালিন্দী প্রবাহিতা, তারই তীরে নীরে পূর্ব্বানুভূত অব্যক্ত মধুর রসে

রসায়িত হইয়া উঠিল যুগলের হৃদয় মন।

দ্বারকা লীলায় শ্রীরাধার মহিমা উদ্দীপক আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিব একদা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অতি প্রাতে যদৃচ্ছাক্রমে আগত দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—দেবর্ষি ! আমি আজ এক উৎকট শিরঃ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যদি এর উপযুক্ত ঔষধ না পাই, তাহা হইলে আমার জীবন বিপন্ন হইবে। দেবর্ষি নারদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো ! এই দারুণ শিরঃ পীড়া প্রশমনের জন্য কি ঔষধ প্রয়োজন বলুন—যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, আমি তাহা আনয়ন করিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—উহা প্রশমনের জন্য একমাত্র ভক্তপদ ধূলিই প্রয়োজন। দেবর্ষি নারদ আশ্বস্থ না হইয়াই বলিয়া উঠিলেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনার অগনিত ভক্ত, তাঁহাদের চরণধূলি প্রাপ্তি অসম্ভব কিছু নয়। কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত দেবর্ষি—সর্ব্ব প্রথম দ্বারকেশ্বরী রুক্মিনী দেবীর নিকট এই কথা জানাইলে—দেবী রুক্মিনী বলিলেন—আমাদের প্রাণনাথ শিরঃ পীড়ায় অধীর যন্ত্রনায় কষ্ট পাইতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের পরম গুরু পতিদেবের মস্তকে আমার চরন ধূলি কিরূপে দিব, তাহা হইলে আমাকে অনন্ত নরকে যাইতে হইবে। এই তিনি কার্য্যে বিরত হইলে দেবী সত্য ভামাদি অন্যান্য মহিষীগন ও অনুরূপ কথা জানাইলেন। দেবর্ষি নারদ নিরাশ হইয়া ত্রৈলোক্যের মধ্যে যেখানে যত ভক্তগন রহিয়াছেন, একে একে সকলের দ্বারস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শিরঃ পীড়ার কথা জানাইলেন—কিন্তু সকলেই ঐ একই কথা জানাইলেন তিনি কষ্ট পাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শিরঃ দেশে আমাদের চরণের ধূলি কিরূপে দিব। তখন ভগবাণের কৃপা শক্তির প্রভাবে সহসা তাঁহার অন্তরে উদিত হইল—শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অনুরক্তা কৃষ্ণ প্রেম বিভোরা, তাঁহার জন্য প্রান দানেও সতত উদ্যতা ব্রজগোপীগণের কথা মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ দেবর্ষি নারদ যোগবলে মনোজব-গতিতে বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইলেন। যমুনার কূলে উপনীত হইয়া দেখিলেন—কৃষ্ণ বিরহিনী শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য প্রিয়নর্ম্ম সখীগন নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয়া দ্বারকার দিকে মুখ করিয়া ক্রন্দন রতা অবস্থায় দর্শন করিলেন। দেবর্ষি নারদকে সহসা নিকটে দর্শন করিয়া চোখের জল মুছিয়া উৎফুল্লিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেবর্ষি ! আমাদের মনে হয়, তুমি দ্বারকা হইতে আসিতেছ ? তাহা হইলে বলো, আমাদের শ্যাম বন্ধুর কুশল ত ? দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা আর কি বলিবেন, তিনি বলিলেন—আমার প্রভু, অদ্য অতি প্রত্যুষ কাল হইতে এক উৎকট শিরঃ পীড়ায় নিদারুন কষ্ট পাইতেছেন। পরম উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রজমহাদেবী শ্রীরাধা বলিয়া উঠিলেন—দেবর্ষি শীঘ্র বল, এই রোগ প্রশমন কল্পে, তিনি কোন ঔষধের কথা বলিয়াছেন কি ? দেবর্ষি বলিলেন—হ্যাঁ, বলিয়াছেন—একমাত্র ভক্ত পদধূলিই রোগ প্রশমণের অব্যর্থ ঔষধ, যদি আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ ঔষধ না পান, তাহা হইলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। এই ঔষধের জন্য আমি দ্বারকার পট্টমহিষী রুক্মিনীদেবী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত সব কৃষ্ণ ভক্তগন রহিয়াছেন সকলের নিকট এই সংবাদ জানাইয়াছি-কিন্তু কেহই দিতে রাজি হইলেন না, পরিশেষে

আপনাদের নিকট উপনীত হইয়াছি। শ্রীরাধা বলিলেন—দেবর্ষি, আমরা কি তাঁহার ভক্ত! যাক্ অত সব কথায় কোন প্রয়োজন নাই। প্রাণকোটি দয়িত প্রানারাম প্রাণের জন আজ অধীর রোগ যন্ত্রনায় ছট-ফট্ করিতেছেন, এই কথা শ্রবণেও আমাদের কঠিন দেহ বিদীর্ণ হইল না, তুমি পদধুলি কিসে নেবে বল, দেবর্ষি নারদ বলিলেন, আপনারা দিতে পারিলে, আমি নিতেও পারিব। আমার উত্তম অঙ্গে শোভিত এই সুপবিত্র উত্তরীয় খণ্ডই ঐ অপ্রাকৃত চরন ধূলি ধারণের উপযুক্ত পাত্র। তখন ব্রজমহাদেবী শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রথম চরণ ধূলি দান করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য কায় ব্যুহ স্বরূপিনী ললিতাদি সখীগন ও পদ ধুলি দান করিলেন। ব্রজদেবীগনকে দেবর্ষি নারদ বলিলেন—আপনারা জানেন কি–কাহার শিরঃ পীড়ার জন্য চরণ ধুলি দান করিলেন, শিব–বিরিঞ্চি সেবিত পদ, যোগী-মুনীন্দ্র, গণের ধ্যেয়, বিশ্বাত্মা শ্রীহরির মস্তকে পদ ধুলি দানে অনন্ত নরক গতি হইতে পারে। ব্রজ গোপী সমস্বরে বলিলেন—হ্যাঁ, দেবর্ষি তাহা আমরা বিলক্ষন অবগত আছি, এই অপরাধে যদি আমাদের অনন্ত কাল নরকে বাস করিতে হয়, তাহা আমরা যমরাজের সহিত চুক্তি করিয়া হাসিমুখে বরন করিব। তাহার বিনিময়ে আমাদের প্রাণকোটি দয়িত শ্যামসুন্দরের উৎকট রোগ নিরাময় হবে, তাঁহার শ্রীমুখে বিমল হাসি ফুটিবে, ঐ চিদনুভূতিই আমাদের জীবাতু—কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ! তাঁহার সুখেতেই সুখ মানি, আমাদের নিজস্ব সুখ নাহি জানি। আর এই দেহ ত জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেই তাহাকে দান করিয়াছি। এই দেহ কৃষ্ণের সুখ বিলাসের নিধি! যাক্ এত কথায় কাল বিলম্ব না করিয়া অতি শীঘ্র দ্বারকায় গমন কর। দেবর্ষি নারদ সোল্লাসে গোপী পদরেণু মস্তকে বহন করিয়া দারকায় প্রভু সকাশে উপনীত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য বদনে বলিলেন—তুমি মনে হয় ঔষধ পাইয়াছ ও আমার ও রোগ প্রশমিত হইয়াছে। তুমি ত নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ট প্রিয় পার্ষদ ভক্ত বলিয়া অভিমান কর, তুমি কেন আমার রোগ যন্ত্রনার প্রারম্ভেই তোমার পদধুলি দিতে পারিলে না? ঐ আমাগত প্রাণা গোপীগনই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ট ভক্ত। কারণ তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্ত দৈহিকা। মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠ মাত্মানং মনসা গতাঃ॥ আদি পুরানে—শ্রীমুখ উক্তি—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধা ভিধা মম॥

গোপীগণের স্বভাবে কার্পন্য নাই। তদ্ভাবেচ্ছাময়ী গোপী প্রধানা রাধা ঠাকুরাণীর শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পনে শরণাগতিতে ও আত্মা নিবেদনে কোন ছিদ্র নাই, নিচ্ছিদ্র বলিয়াই আমার বলিয়া কিছু নাই-সবই তোমার, তোমার সেবার উপকরণ। বিপ্রলম্ভ দশায় উহা চরমতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া—মোহনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাবময়ী হইয়া থাকেন শ্রীরাধা। ইহাই প্রপঞ্চে আগত তাঁহার চরমতম ভজনার পরমতম প্রাপ্তি। এই প্রকার ভজন সম্পদ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের তদীয় ভক্তদের জন্য রাখিয়া পরিশেষে নিত্য বাস স্থান গোলোকে গমন করেন। শ্রীরাধারানীর অবদান ভক্তি যোগ ভক্তি যোগ ভক্তি যোগ ধন। ভক্তি যোগ কৃষ্ণনাম-স্মরণ ও ক্রন্দন॥ অবশেষে গোলোকে শ্রীদামের অভিসম্পাত জনিত ব্যাপারে প্রপঞ্চ

লীলায় শতবর্ষ পূর্ণ হইলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে যে স্থানে ব্রাহ্মন পত্নীগন অন্নদান করিয়া ছিলেন সেই ভাণ্ডীর বণাখ্য স্থানে আগমন করেন। শ্রীগোলোক পরিকরগণের গোলোক বিজয় সমাগত গোলোকস্থ দিব্য বিমানকে স্মরণ করেন। অনন্তর ব্রজ মহাদেবী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্বে। নন্দ দম্পতিকে দক্ষিন পার্শ্বে এবং ঐ দক্ষিনেই কীর্ত্তিদা বৃষভানু ও বিরাজিত হয়েন। ইহাদের চারি পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া গোপ গোপী নিত্য সিদ্ধাগন অবস্থান করিতে থাকেন। এমন সময় দশদিক আলোকিত করিয়া কোটি সূর্য্যসম প্রভ এক সুদিব্য বৃহদাকৃতি বিমান গগন মণ্ডলে দৃষ্টি গোচর হইল। ক্রমেই ধরাতলে অবতরণ করিতে লাগিলেন। এই বিমান চার যোজন বিস্তৃত, পাঁচ যোজন উচ্চতা, ইন্দ্রসার রত্ন নির্ম্মিত সমুজ্জ্বল প্রভা জালে ভাণ্ডীরবন আলোকিত হইয়া উঠিল। রথে উপরিভাগে অমূল্য দিব্য রত্ন কলস, সর্ব্বত্র দিব্য হীরক হার দোদুল্যমান হইয়া ঝলমল শোভা বিস্তার করিয়াছে অম্লান পারিজাতাদি কুসুমরাজির দিব্যাতিদিব্য সৌরভ ও সৌগন্ধে গন্ধামোদিত, অগনিত কৌস্তুভমনিতে সুশোভিত-অন্তঃ প্রকোষ্ঠে সহস্র কোটি মন্দির এবং ঐ মন্দির সকল বিচিত্র বর্ণের সুক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রে আবৃত। দুই সহস্র চক্র উপরে বিরাজমান—এবং দুই সহস্র দিব্য শ্বেত অশ্বগন ঐ রথকে পরিচালনা করিতেছে। এক কোটি গোপগন রথের প্রহরী রহিয়াছেন। রথখানি ভূতলে অবতরন করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের ঈঙ্গিত ক্রমে, শ্রীরাধা কিশোরী সর্ব্বপ্রথম রথে আরোহন করিলেন। ক্ষনকালের মধ্যেই অন্যান্য সকল গোপ—গোপীগন রথে আরোহন করিয়া স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ রথ শ্রীগোলোক ধামের দিকে যাত্রা করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গোলোকং চ যযৌ রাধা সার্দ্ধং গোলোক বাসিভিঃ।

এই অপ্রাকৃত গোলোকধাম বৈকুণ্ঠ হইতেও পঞ্চাশ শত যোজন উপরে অবস্থিত এবং ইহার উপরি-ভাগে আর কোন ধাম নাই। সহস্র যোজন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান, বর্ত্তুলাকৃতি বলিয়া গোলোক বলিয়া খ্যাত। এই ধাম ইচ্ছামত প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতে পারে। মহাশূন্যে বায়ু মণ্ডলে অবিচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়া প্রভাবে বিধৃত রহিয়াছে, মহাপ্রলয়ে ও ইহার পতন ও স্খলন নাই। সহস্রদল পদ্মের আকার। প্রতি দলের অগ্রভাগে শ্যাম শষ্পাবৃত সবুজবর্ণ চারণ ক্ষেত্রে কাম ধেনু গন বিচরণশীল রহিয়াছে। দল মধ্যে বর্ষিয়ান্ ও বর্ষিয়সী গোপ গোপীগন সমন্বিত পিতা মাতা শ্রীনন্দ মহারাজ, মা যশোমতীর বাস স্থান। তাহার অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণের সখাগন অসংখ্য সমবয়স্ক গোপ বালকগন এবং পদ্মের মনি কর্ণিকাতে কেশর সমুহে শত কোটি গোপিকা নিকর বিরাজ মানা রহিয়াছেন উহার অভ্যন্তরে যোগপীঠে শ্রীরাধার কায়ব্যূহ গোপীগন এবং শ্রীকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ সখাগন সহ যুগল কিশোর বিদ্যমান। একে একে পঞ্চদশ দ্বার অতিক্রম করিয়া ষোড়শ দ্বারে শ্রীরাধার নিবাস বিদ্যমান।

মৃদুগন্ধবহ বহে মনোলোভা জ্যোতিঃ প্রকাশে। কত কত মহাশ্চর্য্য শ্রীরাধা নিবাসে॥
রাধার আগার নানা রত্ন বিভূষন। মন্দির সকল চতুঃশালা সুশোভন॥

অমূল্য রতনে বিরচিত মনোহর। নানা মনি স্তম্ভ সাজে তাহার ভিতর ॥
পারিজাত পুষ্পমালা জাল বিরাজিত। মনি মুক্তা যুক্ত শ্বেত চামরে শোভিত ॥
দর্পন কলস সব মন্দির উপর। সূত্রে গাথা শ্রীখণ্ড পল্লব মনোহর ॥
মনিস্তম্ভে সুরম্য প্রাঙ্গন বিরাজিত। কুঙ্কুমাগুরু কস্তুরী চন্দন চর্চ্চিত ॥
শুক্ল ধান্য শুক্ল পুষ্প তণ্ডুল তাম্বুলে। লাজ দুর্ব্বা নির্মঞ্ছন দ্রব্য ফল মূলে ॥
সকল রতন কুম্ভ সিন্দুর মণ্ডিত। পারিজাত মালা জাল কুঙ্কুম অন্বিত ॥
কুসুম সৌরভ রহে মন্দ সমীরন। অপরূপ মনিমালা জাল বিরচন ॥
ব্রহ্মাণ্ডে দুর্ল্লভ যত বস্তু বিরাজিত। নানাবর্ণ বস্ত্র সূক্ষ্ম অমূল্য রচিত ॥
সূক্ষ্মাম্বরাবৃত রত্ন শয্যা সুললিত। পারিজাত পুষ্পমালা অসংখ্য ভূষিত ॥
কোটি রত্ন কুম্ভ রত্ন পাত্র বহুতর। নানা বাদ্য নৃত্যগীত মধুর সুস্বর ॥
বীনা বাঁশী নানা যন্ত্রে মধুর সঙ্গীত। শুনি সবেবহে সদা আনন্দে মোহিত ॥
পরে রহে যোগপীঠ রত্ন সিংহাসন। শতধনু প্রমান বিচিত্র বিভূষন ॥

স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনাবৃতম্ ৫ গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকণ্যাঃ সহস্রশঃ ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজ প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ। কামবানেন বিবশাশ্চির মাশ্লেষনোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎ পীনোত্তুঙ্গ-স্তন-ভরানতাঃ। স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিত ভাষনাঃ ॥
দন্তপংক্তি প্রভোদ্ভাসিস্পন্দ মানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তী র্বিবিধৈর্বেভ্রমৈ র্ভাব র্ভর্বিতৈঃ ॥
ফুল্লেন্দীবর কান্তি বিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ঃ। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত তনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতং। গোবিন্দং কলবেনুবাদন পরং, দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

অর্থাৎ সহস্র সহস্র গোপ বালিকাগন শ্রীকৃষ্ণের মুখ কমলে নিজ নিজ নয়নভ্রমর নিযুক্ত করিয়া আছেন, স্মরবেশে অবশ হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন এবং মুক্তাহারালঙ্কৃতা পীনোন্নত কুচে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের বেনী বন্ধন ও বস্ত্র বিস্রস্ত, মমতা বশতঃ তাঁহাদিগের বাক্যস্খলিত, দশন শ্রেনীর প্রভাদ্বারা বিকম্পিত অধরে তাঁহারা শাভিত। আর তাঁহারা নানাবিধ শৃঙ্গারাদি ভাবময় বিভ্রম দ্বারা কৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করিতেছেন। সুন্দর—বৃন্দাবন মধ্যে নিত্য এই সকল গোপকণ্যা মোহনকারী পদ্ম পলাশ লোচন শ্রীগোবিন্দ কে স্মরণ করিবে। যিনি প্রস্ফুটিত পদ্মবৎ কান্তিমান্, যাঁহার বদন চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, ময়ুর পিচ্ছভূষন যাঁহ র প্রীতিকর, যিনি শ্রীবৎসচিহ্নিত সুশোভন কৌস্তুভধারী, পীতবাসা, সুদৃশ্য গোপিকা গণের মনোহর নেত্রকমল দ্বারা পূজিত বিগ্রহ, এবং যিনি গো—গোপবৃন্দে পরিবেষ্টিত, সেই কলবেনু বাদন শীল, দিব্যাঙ্গ,—ভূষাধারী গোবিন্দকে ভজনা করি।

———ততস্তদ্বামে রাধিকাং ধ্যায়েৎ———

বামপার্শ্বে স্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চ স্মরেৎততঃ। সুচীননীলবসনাং দ্রুতহেমসমপ্রভাম্॥

পটাঞ্চ লেনাবৃতার্দ্ধ সুস্মেরাননপঙ্কজাম্ । কান্তবক্তে ন্যস্তনৃত্য চচকোরীচঞ্চ লেক্ষনাম্ ॥
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজ প্রিয়মুখাম্বুজে । অর্পয়ন্তীং পূগফালীং পর্ণ চূর্ণ সমন্বিতাম্ ॥
মুক্তাহারলসচ্চারুপীনোন্নত পয়োধরাম্ । ক্ষীনমধ্যাং পৃথুশ্রোনীং কিঙ্কিনীজালশোভিতাম্ ॥
রত্ন তাড়ঙ্ক কেয়ুরমুদ্রা বলয় ধারিনীম্ । রনৎকনকমঞ্জীর-রত্ন পাদাঙ্গুরীয়কাম্ ॥
লাবণ্যসারমুগ্ধাঙ্গীং সর্বাবয়ব সুন্দরীম্ । আনন্দরস সংমগ্নাং প্রসন্নাং নব যৌবনাম্ ॥

তাঁর বামে পার্শ্বে স্থিতা রহয়ে রাধিকা । মহাভাব স্বরূপা শ্রীসর্ব্বগুণাধিকা ॥
সুচীন নীল বসনা দ্রুত হেম প্রভা । পটে অর্দ্ধাবৃত স্মেরানন পঙ্কজাভা ॥
কান্ত মুখে ন্যাস্ত চারু চকোর লোচনা । নিজ প্রিয়-মুখাম্বুজে তাম্বুল অর্পনা ॥
মুক্তাহার শোভে পীনোন্নত পয়োধরা । পৃথুশ্রোনী ক্ষীন মধ্যা কিঙ্কিনীর মালা ॥
রত্ন তাড়ঙ্ক কেয়ুর মুদ্রাদি ধারিনী । কনক নূপুর শব্দ হংস বিমোহিনী ॥
পাদাঙ্গুলে রত্নাঙ্গুরী অতি শোভা কর । লাবণ্যের সার অঙ্গ কৃষ্ণ মনোহর ॥
চারু অবয়ব আনন্দ রসেতে মগনা । কলাভিজ্ঞা সুপ্রসন্না নবীন যৌবনা ॥
এইমত রাধাকৃষ্ণ কল্পতরু মূলে ! রত্নসিংহাসনে ধ্যান কর কুতুহলে ॥
প্রধানাষ্টদলে অষ্ট ললিতাদি সখী । রাধা কৃষ্ণ সুখামোদ সেবানন্দে সুখী -

অথ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (তত্ত্বাংশ)

শ্রীরাধা গোপী প্রধানা । গুপ+ঈপ্, গোপী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । যিনি নিত্য নিচ্ছিদ্র ভাবে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টাই স্বয়ং ভগবান্ গোলোকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরসোল্লাসা সমর্থারতিতে সমৃদ্ধি মানা হইয়া সতত সেবা বা আরাধানা করেন তিনিই শ্রীরাধা । তাঁহার যে প্রকার কৃষ্ণসেবার বৃত্তি তাহাই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে শুদ্ধা ভক্তি নামে কথিত । গোপী প্রধানা অতি গুপ্ত ভজন প্রণালী অনুসারে নিত্য কৃষ্ণ আরাধনা করেন বলিয়া ইহা অতি সুগুপ্ত ও রহস্যপূর্ণ । রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি । অন্যোহন্যে বিলসে প্রেম আস্বাদন করি ॥ আদি পুরানে—শ্রীমুখ উক্তি—ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী । তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধা ভিধা মম ।

স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ যেমন নিখিল কল্যান গুন বারিধি, তেমনি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধাও অনন্ত সদ্ গুনাবলীর নিদার স্বরূপিনী এখানে আমরা নিখিল শ্রুতি—পুরান-তন্ত্র-নাধদীয় পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সর্ব্ব-শাস্ত্রে উদ্‌গীত তাঁহার অতুল মহিমার কথা আলোচনা করিব ।

পরমরসচমৎকার—মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধার নাম ও মহিমা, যাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব তাঁহার ভাব, কান্তি,আচার ও প্রচারের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কোথাও স্পষ্ট ভাবে, কোথাও ইঙ্গিতে, কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে বেদাদি শাস্ত্রে ব্যঞ্জিত হইতেছে, ঋক্, সাম ও অথর্ব-তিন বেঁদেই বিশেষ গৌরবের সহিত

শ্রীরাধা— নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে। বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥
(ঋক্ ১।৩০।৫, সাম—১৬০০, অথর্ব ২০।৪৫।২)

তাৎপর্য্য—হে বীর রাধানাথ! স্তুতিভাজন তোমার এইরূপ স্তোত্র, তোমার বিভূতি প্রিয় ও সত্য হউক।

ঋক্ পরিশিষ্টে—রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেম্বেতি ॥
(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন—দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থধৃত)

শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াশীল বা দ্যুতিমান্। শ্রীমাধবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিজ-জন সমূহে সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন

উপনিষদে—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে। (ছান্দোগ্য—৮।১৩।১) আমি শ্যাম হইতে শবলকে (শ্রী শ্যামের বিলাস বৈচিত্রীর আকর শ্রীরাধাকে) প্রাপ্ত হই। শবল (শ্রীরাধা) হইতে শ্রীশ্যাম সুন্দরকে প্রাপ্ত হই।

ব্রহ্মসূত্রে—ঃ অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। (ব্রং সূং ৩।২।২৪) পরতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও সম্যক্ আরাধনার (হলাদিনীর বৃত্তি বিশেষ প্রীতির) দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়। ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃ সিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে—ঃ

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতি যামনয়দ্রহঃ ॥ ভাঃ ১০।৩০।২৮

শ্রীরাধাপক্ষীয় সখীগনের উক্তি—এই ললনা কর্ত্তৃক (অনয়া=প্রধানাগোপীকায়া) শ্রীরাধয়া। ভক্ত জন দুঃখহারী (হরি) ভক্ত গণের মনোবাঞ্ছা পুরনে সমর্থ (ঈশ্বর) ভগবান্ (শ্রীগোবিন্দদেব) নিশ্চয়ই আরাধিত হইয়াছেন তৎফলেই শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ললনাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছে।

নিরস্ত-সাম্যাতি শয়েন রাধসা, স্বধামনি ব্রহ্মনি রংসতে নমঃ ॥২।৪।১৪

শ্রীশুকদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে—অসমোর্ধ্ব অবিচিন্ত্যৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীরাধার সহিত যিনি নিজধামে (গোলোক—বৃন্দাবনে) পর ব্রহ্ম স্বরূপে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

শিবাবতার—আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বিমুখ—মোহর্ণাবতারে শ্রীমদ্ভাগবতের নাম উল্লেখ না করিয়া স্বকৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক,শ্রীযমুনাষ্টক প্রভৃতি কাব্যে শ্রীভাগবতের অপ্রাকৃত নিত্য লীলা সমূহ কৌশলে অদ্বৈত মতাবলম্বনে তটস্থ ভাবে বর্ণনা করিয়া তাঁহার অন্তরের গূঢ় ভাবকে সহৃদয় সজ্জনগণের নিকট ব্যক্ত

করিয়াছেন—শ্রীগোবিন্দাষ্টকে যথা—:

গোপী মণ্ডল গোষ্ঠী ভেদং ভেদাবস্থ মভেদাভং
শশ্বদ্—গোখুর—নির্ধুতোদ্ গতধূলী—ধূসর-সৌভাগ্যম্।
শ্রদ্ধা—ভক্তি—গৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিত সদ্ভাবং।
চিন্তামনি মহিমানং প্রনমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥
কান্তং কারন—কারনমাদিমনাদিং কাল ঘনা ভাসং
কালিন্দীগত—কালিয়শিরসি সুনৃত্যন্তং মুহুরত্যন্তম্।
কালং কালকলাতীতঃ কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং॥
কালত্রয়গতিহেতুং প্রনমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥

যিনি রাসলীলায় গোপীমণ্ডল রূপ গোষ্ঠীকে ভেদ করিয়া দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক মূর্ত্তিতে বিরাজমান এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু যিনি ভেদাবস্থাতে ও অভেদের ন্যায় প্রতিভাত, অনুক্ষন গোখুর হইতে উত্থিত ধূলি ধূসরতায় যিনি সৌন্দর্য্য সৌভাগ্যশালী। শ্রদ্ধা ও ভক্তি যোগে যাঁহার নিকট হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি অচিন্ত্য স্বরূপ, যাঁহার চিন্তার দ্বারা সদ্ভাব লাভ হয়। যাঁহার মহিমাই চিন্তামনি স্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দকে প্রনাম করি।

যিনি কারণের কারণ, যিনি কমনীয় কলেবর, যিনি সকলের আদি, যিনি অনাদি, যিনি নীলমেঘ বর্ণ, যিনি কালিন্দীগত কালিয়নাগের মস্তকে সুন্দর রূপে বারং বার নৃত্য করেন, যিনি কাল স্বরূপ অথচ কালগণনার অতীত, যিনি নিখিল প্রপঞ্চের আশ্রয়, কলিদোষ বিনাশ কারী, যিনি কালত্রয়ের গতির হেতু স্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রী গোবিন্দকে প্রণাম করি।

শ্রী শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত শ্রী যমুনাষ্টকে একাধিক বার শ্রীমতী রাধিকার নামোচ্চারণ করিয়া কলিন্দনীর বন্দনা করিয়াছেন—

জলান্ত কেলিকারি—চারু—রাধিকাঙ্গ—রাগিনী। স্বভর্ত্তু র্অন্য-দুর্ল্লভাঙ্গতাঙ্গতাংশ-ভাগিনী।
স্বদত্ত—সুপ্ত—সপ্তসিন্ধুভেদি—নাদি—কোবিদা। ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা।
জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগ—লম্পটালি—শালিনী। বিলোল—রাধিকা-কচান্ত-চম্পকালি-মালিনী।
সদাবগাহনাবতীর্ন-ভর্ত্তৃভৃত্য-নারদা। ধুনোতি মে মনোমলং কলিন্দ—নন্দিনী সদা॥

যিনি জলকেলিরতা সুন্দরী শ্রীমতী রাধিকার শ্রীঅঙ্গে অভিলাষবতী, অপরের দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গতা-প্রাপ্তা দেবী-শ্রী কালিন্দীর অংশ যাঁহাতে বর্ত্তমান, যিনি মধুর-ধ্বনিদ্বারা নিদ্রিত সপ্তসমুদ্রকে ভেদ করিতে নিপুণা, সেই কলিন্দ-নন্দিনী আমার চিত্ত-মল সর্ব্বদা বিধৌত করুন।

জলক্রীড়াকালে সলিলচ্যুত শ্রীঅচ্যুতের অঙ্গরাগলুব্ধ সখীগন যাঁহার শোভা বিস্তার করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার বিলোল—কবরী-চ্যুত চম্পকশ্রেণী যাঁহার মালা স্বরূপ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য শ্রীনারদাদি মহদ্গন

যথায় সর্ব্বদা অবগাহনার্থ অবতরন করেন, সেই কলিন্দ নন্দিনী শ্রীযমুনা আমার চিত্ত-মল বিধৌত করুন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি পাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীযমুনাস্তবে শ্রীশঙ্করাচার্য্য চরনৈরপ্যুক্তম্——বিধেহি তস্য রাধিকাধবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে রতিম্ ইতি— শ্রী শঙ্করাচার্য্যকৃত স্তবের এইরূপ একটি চরণ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রী শ্রী ধর স্বামি পাদের সহৃদয়তা, শ্রী শ্রী ধর স্বমিপাদ শ্রীব্রজ বিহার কাব্যে শ্রীরাধানাথ শ্রী ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিহার বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—

শ্রী শ্রী কৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাতা। হর্ত্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ সংসার ভীতিম্॥
রাধানাথঃ সজলজলদঃ শ্যামলঃ পীতবাসা। বৃন্দারন্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দ রূপঃ॥
জ্যোতীরূপং পরমপুরুষং নির্গুনং নিত্যমেকং। নিত্যানন্দং নিখিলজগতামীশ্বরং বিশ্ববীজম্॥
গোলোকেশং দ্বিভূজ মুরলী ধারিনং রাধিকেশং। বন্দে বৃন্দারক-হরি-হর-ব্রহ্ম-বন্দ্যাঙঘ্রি পদ্মম্॥

শ্রীরাধা সম্মিলিত—তনু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা জয় যুক্ত হইতেছেন, তিনি সমস্ত বিশ্বের জনক, পালক ও শেষে সংহর্ত্তা। তিনি ভজনকারী সেবকের জন্মমৃত্যু ভয় হরণ করেন। তিনি শ্রীরাধানাথ। জলপূর্ণ-জলদবৎ শ্যামল ও পীতাম্বর। সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করেন। যিনি জ্যোতিঃ স্বরূপ পরম পুরুষ, প্রাকৃত-গুন সম্পর্কহীন, নিত্য, অসমোর্দ্ধ, সদানন্দময়, নিখিল জগতের ঈশ্বর, বিশ্বের মুল কারন, গোলোক পতি, দ্বিভূজ-মুরলী ধারী, শ্রীরাধিকার প্রাণেশ্বর এবং যাঁহার পাদ পদ্ম যুগল দেব-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, শিব ও ব্রহ্মার বন্দনীয়, তাঁহাকে বন্দনা করি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরানে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীদুর্গাদেবীর উক্তি—যথা ক্ষীরেষু ধাবল্যং যথা বহ্নৌ চ দাহিকা ভূবি গন্ধো, জলে শৈত্য তথা কৃষ্ণে স্থিতিতব। ৪।২৭।২১২

শ্রীরাধিকোপনিষৎ—সেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণোরসাব্ধিদেহশ্চৈকঃ ক্রীড়ার্থং দ্বিধাভূত।

এষা হ বৈ সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা সনাতনী কৃষ্ণ প্রাণাধিকা দেবী চ। সেই রাধা যিনি শ্রীকৃষ্ণের অখিল রসামৃত সিন্ধু স্বরূপ দেহেতে অবস্থিত ছিল, লীলার জন্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্ববিদ্যা সনাতনী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তম। অনুরূপ উক্তি সামরহস্যোপনিষদ গ্রন্থে ও "স এবায়ং পুরুষ স্বয়মেব সমারাধন তৎপরোঽভূৎ। তস্মাৎ স্বয়মেব সমারাধন মকরোৎ, অতো লোকে চ বেদে চ শ্রীরাধা গীয়তে।..............................অনাদি রয়ং পুরুষ এক এবাস্তি॥ তদেক রূপং দ্বিধা বিধায় সমারাধন তৎপরোঅভূৎ। তস্মাৎ তাং রাধাং রসিকানন্দাং বেদ বিদো বদন্তি॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধাদেবীকে বলিতেছেন—ঃ

ত্বং মে প্রানাধিকা রাধে ত্বং পরা প্রেয়সী বরা। যথা ত্বং চ তথাহং চ ভেদো নাস্ত্যাবয়ো ধ্রুবম্।
যদা তেজস্বী রুপোঅহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা। স শরীরো যদাহং চ তদা ত্বং হি শরীরিনী॥
ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধে তব প্রাণাধিকোঽপ্যাহম্। ন কিঞ্চিদাবয়ো ভিন্নং একাঙ্গং সর্ব্বদেব হি॥

শ্রীরাধাদেবী সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরান বলেন—

রাধা কৃষ্ণাত্মিকানিত্যং, কৃষ্ণোরাধাত্মকো ধ্রুবম্। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া ॥
যঃ কৃষ্ণঃ সাপি রাধা, চ যা রাধা কৃষ্ণ এব সঃ। এবং জ্যোতির্দ্বিধা ভিন্নং রাধা মাধব রূপকম্ ॥

বিভিন্ন শাস্ত্র ও শ্রীরাধা কৃষ্ণের অভেদ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—ঃ

গৌর তেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ। জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ প্যাতকী শিবে ॥
——গোপাল সহস্রনাম স্তোত্রম্।

শ্রীমুখ উক্তি তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরানে—ঃ

আবয়ো বুদ্ধিভেদং চ যঃ করোতি নরাধমঃ। তস্য বাসঃ কাল সূত্রে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ ॥

যে নরাধম আমাদের মধ্যে (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে) ভেদজ্ঞান করে, যতদিন চন্দ্র ও সূর্য্য জগতে বিদ্যমান থাকে, ততদিন যাবং কাল সূত্র নামক নরকে পচ্যমান হইয়া থাকে।

শ্রীরাধা যে সর্ব্বপালিকা পদ্মপ্যানে পাতাল খণ্ডে বলিয়াছেন—ঃ

বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদি শক্তিভিঃ। অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূত্যৈস্তৈ শ্চিদাদিভিঃ।

গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণ-বল্লভা ॥——শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গা, অংশরূপা মায়াদি শক্তি দ্বারা অন্তরঙ্গা বিভূতি রূপা চিদাদি শক্তি দ্বারা ও জগতের গোপন (রক্ষন) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী (রক্ষাকারিনী) পালন কর্ত্রী বলা হয়। শ্রীরাধা যে মুলা কান্তাশক্তি সর্ব্বশক্তির অংশিনী, সর্ব্বশক্তি গরীয়সী, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়।

শ্রী নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীমহাদেবের উক্তি ঃ—

রাধা বামাংশ সম্ভুতা মহালক্ষ্মী প্রকীর্ত্তিতাঃ। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা এব নারদ ॥
তদংশা সিন্ধুকণ্যা চ ক্ষীরোদ মন্থনাদ্ভুতা। মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদ শায়িনঃ।
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠ শায়িনঃ ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মনঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে। সরস্বতী দ্বিধাভূত্বা পূর্ব্বে আজ্ঞয়া হরেঃ ॥
সরস্বতী ভারতী চ যোগেশ সিদ্ধ যোগিনী। ভারতী ব্রহ্মনঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥
রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপুর্ণতমা সতী।
——নারদপঞ্চরাত্র ২।৩।৬০——৬৫

যিনি ঈশ্বরের (স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের) ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী তিনি শ্রীরাধার বামাঙ্গ হইতে আবির্ভূতা, ক্ষীর সমুদ্র মন্থনোদ্ভুতা সিন্ধুকণ্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী যিনি ক্ষীরোদ শায়ীর পত্নী, তিনি মহালক্ষ্মীর অংশ সম্ভুতা, ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গ লক্ষ্মী নামে পরিচিতা তিনি মর্ত্তলক্ষ্মীর অংশ ভূতা। স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরের পত্নী, সাবিত্রী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে বিরাজমানা। পুরাকালে

শ্রীহরির আদেশে সরস্বতী দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—সরস্বতী ও ভারতী। ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হয়েন এবং সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী হয়েন। স্বয়ং রূপে পরা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) দেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী সতী শিরোমনি শ্রীরাধাদেবী পরিপূর্ণতমা শক্তি রূপে বৃন্দাবনে বিরাজমানা।

অথর্ব্ব বেদান্তর্গত পুরুষ বোধিনী শ্রুতি হইতে ও জানা যায়, লক্ষ্মী—দুর্গাদি শক্তি বর্গ শ্রীরাধার অংশভূতা। 'যস্যা অংশে লক্ষ্মী—দুর্গাদিকা শক্তিঃ —সিদ্ধান্তরত্নঃ ২।২২ অনুচ্ছেদ ধৃত বচন। পদ্ম পুরান খণ্ডে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশিবের উক্তিতে ও জানা যায়—ত্রিগুণাত্মিকাদুর্গা প্রভৃতি শক্তিগন শ্রীরাধারই কলার কোটি কোটি অংশের এক অংশ-'তৎ কলা কোটি কোট্যংশ্য দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকাঃ। ৫ ৫৪

শ্রীরাধা যে সর্ব্ব শক্তির অংশিনী—পদ্মপুরান পাতাল খণ্ড হইতে পরিষ্কার ভাবেই তাহা জানাযায়—ঃ

তত্ত্বং বিশুদ্ধ সত্ত্বেষু শক্তি র্বিদ্যাত্মিকা পরা। পরমানন্দ সন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পদম্।
কলয়াশ্চর্য্য বিভবে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দুর্গমে। যোগীন্দ্রানাং ধ্যানং পথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ ॥
ইচ্ছা শক্তি জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়া শক্তিঃ স্তবেশিতুঃ। তবাংশ মাত্রামিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে।
মায়া বিভূতয়োঽচিন্ত্যা স্তন্মায়ার্ভক-মায়িনঃ। পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাঃ কলাঃ ॥

—পদ্মপুরান— ৪০।৫৩—৫৬,

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—বিশুদ্ধ সত্ত্ব সমূহের মধ্যে তুমি তত্ত্ব (হ্লাদিনী—সন্ধিনী—সম্বিদরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূল অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির অধিষ্ঠাত্রী) তুমি পরাশক্তিরূপা, পরাবিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণু সম্বন্ধী পরমানন্দ সন্দোহ ধারন করিতেছ। হে ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবগন দুর্গমে ! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশেই আশ্চর্য্য। তুমি কখন ও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান শক্তি, কার্য্য-শক্তি তোমারই অংশ মাত্র, তুমি সর্ব্বশক্তির ঈশ্বরী। অর্ভক মায়াধারী, (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি যশোদার অর্ভক বালক রূপে অবতীর্ন হইয়াছেন সেই),ভগবান মহাবিষ্ণুর (পর ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবাণের) যে সকল মায়া বিভূতি আছে। সে সকল তোমারই অংশ স্বরূপ। নারদ পঞ্চরাত্রে দেবর্ষি শ্রীরাধাকে সপ্তত্রিংশ সু পবিত্র নামে প্রপঞ্চ লীলায় তাঁহাকে বন্দনা করেন। 'মহাবিষ্ণু-প্রসূরপি' বলিয়া স্তব করেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা মহাবিষ্ণু। এবং তাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন বলিয়া রাধারাণীকে মহাবিষ্ণু প্রসূরপি বলিয়া বলা হয়। মহাবিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভর্ত্তা, তাঁহাকে প্রসব, করিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধারাণীকে বা বার্ষভানবী দেবীকে জগন্মাতা বলা হইয়া থাকে।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এক স্বরূপত্বের কথা শ্রী শিবজী ও শ্রীনারদকে বলিতেছন 'বহুনাং কিং মুনি-শ্রেষ্ঠ বিনা তাভ্যাং ন কিঞ্চন। চিদচিল্লক্ষনং সর্ব্বং রাধা কৃষ্ণ ময়ং জগৎ ॥ ইত্থং সর্ব্বং তয়োরেব বিভুতিং বিদ্ধি নারদ। ন শক্যতে ময়া বক্তুং বর্ষকোটি শতৈরপি ॥

পদ্মপুরান পাতালখণ্ড—৫০.৫৭-৫৮,

হে মুনিবর, অধিক আর কি বলিব ? তাঁহারা (রাধাকৃষ্ণ) ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই। এই চিদচিল্লক্ষণ (চিজ্জড়মিশ্রিত) সমস্ত জগৎই রাধা কৃষ্ণময়। হে নারদ এই প্রকার সমস্ত কেই তাঁহাদেরই বিভূতি বলিয়া জানিবে। আমি শত কোটি বৎসর ও তাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নই॥

শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ—তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের ১৮৯ অনুচ্ছেদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এক স্বরূপত্ব সম্বন্ধে বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রের একটি প্রমান উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—তথা চ বৃহৎ গৌতমীয়ে শ্রীবলদেব প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—'সত্ত্ব তত্ত্ব পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয় মহং কিল। ত্রিতত্ত্ব রূপিনী সাপিরাধিকা মম বল্লভা। প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তি রূপিনী। সাত্ত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোঽহং ব্রহ্মচিৎপরঃ। ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ সম্যক্ সম্ভবামি যুগে যুগে। ত্বয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সার্দ্ধং নাশায় দেবতা দ্রুহামিত্যাদি। সত্ত্বং কার্য্যত্বং তত্ত্বং কারণঞ্চ ততোঽপি পর-ত্বঞ্চেতি যত্তত্ত্বত্রয়ং তদহমিত্যর্থঃ॥

তদ্রূপ বৃহৎ গৌতমায়ে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—'আমি নিশ্চয়ই সত্ত্ব, তত্ত্ব, পরত্ব এই ত্রিতত্ত্ব স্বরূপ। আমার বল্লভ=সেই রাধিকাও ত্রিতত্ত্ব রূপিনী। আমি প্রকৃতির অতীত, আমার শক্তি রূপিনা শ্রীরাধা ও প্রকৃতির অতীত সাত্ত্বিক রূপে (বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক রূপে) অবস্থিত। আমি চিৎপর পূর্ণ-ব্রহ্ম। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রার্থিত হইয়া দেবশত্রু অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তোমার সহিত এবং শ্রীরাধার সহিত আমি যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। একই স্বরূপ হইয়াও শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে অনাদি কাল হইতেই দুই রূপে বিরাজিত নারদ পঞ্চ রাত্রে তাহা বর্নিত আছে—ঃ

'দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুনো জলদশ্যাম সুন্দরঃ॥ ২।৩।২১
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধা রূপো বভূব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥
স চ সেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ স্বগুনো নির্গুনঃ স্বয়ম্। ত্বাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতে॥
২।৩।২৪,—২৫

সেই তরুন গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ—পরমাত্মা গোলোকের রাস-মণ্ডলে ভ্রমন করিতেছিলেন। একমাত্র ঈশ্বর প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার এক ভাগ স্ত্রী হইলেন। ইহাকে বিষ্ণুমায়া অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং বিভূ চৈতন্য পুরুষরূপে রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, স্বগুন (প্রাকৃত গুন রহিত, অপ্রাকৃত গুন বিশিষ্ট) এবং নির্গুন (বিশুদ্ধ সত্ত্বময়) তিনি সেই চঞ্চলা ললনা কে (শ্রীরাধাকে) দেখিয়া তাহার সহিত বিহার করিতে উদ্যত হইলেন।

নারদপঞ্চরাত্রে—আর ও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ পরব্রহ্মময় ও প্রকৃতির অতীত, শ্রীরাধা ও তদ্রূপ পরব্রহ্মময়ী ও প্রকৃতির অতীত।

যথার-ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা ব্রহ্ম স্বরূপা সা নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥
নাঃ পঃ রাঃ ২।৩।৫১

শ্রীরাধাদেবীর তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতকার বলেন—ঃ

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তিনাম ॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশ হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে পূর্ণ জ্ঞান মানি ॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাই নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
মহাভাব চিন্তামনি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায় ব্যুহ রূপ ॥ চৈঃ চঃ মধ্য-৮।

ঐ গ্রন্থরাজ আরও বলেন—ঃ

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি। রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥
কৃষ্ণ কান্তাগন দেখি ত্রিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগন আর ॥
ব্রজাঙ্গনাগন আর কান্তাগন সার। শ্রীরাধিকা হৈতে কৃষ্ণ কান্তাগণের বিস্তার ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দ সর্ব্বস্ব, সর্ব্ব কান্তা শিরোমনি ॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা। সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী পরা ॥
দেবী কহি দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী। কিংবা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়ে তাহে তাহে কৃষ্ণস্ফুরে ॥
কিংবা প্রেমরস ময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তি হেতু করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে ॥
'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ। যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥
ভাঃ ১০।৩০।২৪

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্বজগতের মাতা ॥
সর্ব্ব লক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ব্বলক্ষ্মী গণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান ॥
কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তি বর্য্য ॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহা হৈতে ॥
কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরন ॥
জগৎমোহন, কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী ॥
যাঁর সৌভাগ্য গুন বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুন বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্‌গুন গানে কৃষ্ণ না পায় পার। তাঁর গুণ গানিবে কেমনে জীব ছার ॥

কৃষ্ণ প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধা যেরূপ কৃষ্ণময়ী, অখণ্ড রসবল্লভ শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ রাধাময়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—ঃ

রাধা পুরঃ স্ফুরতি মে, পশ্চিম তশ্চ রাধা, রাধা ধিসব্যমিহ, দক্ষিনতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা, রাধাময়ী মম বভুব কুতস্ত্রিলোকী ॥
—বিদগ্ধ মাধব—৫ অঙ্ক—২৭.

আমার সম্মুখে রাধা, পশ্চাতে রাধা, বামে রাধা, দক্ষিণে রাধা, পৃথ্বীতলে রাধা, গগনে রাধা বিরাজ করিতেছেন। আমি ত্রিভুবন রাধাময় দেখিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ও পরম ভগবান্ আর কৃষ্ণকান্তা শিরোমনি শ্রীরাধা স্বয়ং ও পরম লক্ষ্মী মহা ভাগবতী শ্রী কৃষ্ণ Enjoyer Absolute Predominating

Absolute—ভোক্তা ভগবান আর শ্রীরাধা Enjoyed Absolute–Pre–dominated Absolute–সম্ভোগ্য ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ আর শ্রীরাধা পরমা প্রকৃতি বা মূলাপ্রকৃতিরীশ্বরী। শ্রীরাধা সাক্ষাৎ ভগবান বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইলে ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয় বিগ্রহ আর শ্রীরাধা আশ্রয় বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ রাধারমন আর শ্রীরাধা কৃষ্ণ রমনী। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ প্রেষ্ঠা ভক্তরাজ, ইহাই বৈশিষ্ট্য। চণকের দ্বিদলের ন্যায়, আশ্রয় জাতীয় অর্দ্ধেক রাধা, আর বিষয় জাতীয় অর্দ্ধেক কৃষ্ণ। এই দুইটি লইয়া পূর্ণ এগবান বা স্বয়ং ভগবানের ইহাতেই সত্তা। পশ্চাতে এই ব্রজনব যুবদ্বন্দ্ব না থাকিলে, সবই অন্ধকার। এই দুইই Full Integer। এই জন্যই আমরা যুগল মূর্ত্তির আরাধানা করিয়া থাকি। শ্রীরাধা কৃষ্ণের আরাধনাকারিনী। শ্রীকৃষ্ণের ও জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম, নেত্রাগ্রে রাধিকা-তনু, কর্ণে চ রাধিকা কীর্ত্তি, মানসে রাধিকা সদা। যেমন পুর্নিমাকে বাদ দিয়া পূর্ণ চন্দ্র দর্শন অসম্ভব, তদ্রূপ শ্রীরাধাদেবীর সেবাবাদ দিয়া একক কৃষ্ণভজন অসম্ভব ও দাম্ভিকতা মাত্র। তাই বৃষভানু নন্দিনীর প্রিয়জন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ বলেন—

অনারাধ্য রাধা পদাম্ভোজরেণু, মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎ পদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্, কুতঃ শ্যাম সিন্ধোরসম্ভাব গাহঃ ॥ স্তবাবলী।

এই শ্লোকের অর্থ জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয় করিয়াছেন—

রাধিকা চরন পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম, যতনে যে না আরাধিল ॥
রাধা পদাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম, তাহা যে না আশ্রয় করিল ॥
রাধিকা ভাব গম্ভীর, চিত্ত যে বা মহাধীর, গন সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু স্নানানন্দ, লভিবে বুঝহ এক মনে ॥

তিনি আরও বলিয়াছেন—ঃ

রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্য্য। রাধা মাধব শুদ্ধ প্রেম বিচার্য্য।
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে। সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে ॥
রাধা পদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে। রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে ॥
ছোড়ত ধনজন, কলত্র সুত-মিত। ছোড়ত করম গেয়ান।

রাধা পদ পঙ্কজ, মধুরত সেবন। ভক্তি বিনোদ পরমান॥—গীতাবলী।
পুনশ্চ—রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণ ভজন তব অকারনে গেলা॥
আতপ রহিত সূরয নাহি জানি। রাধা বিরহিত মাধব নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী। রাধা অনাদর করই অভিমানি॥
কবহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ। চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজ রস রঙ্গ॥
রাধিকা চরণ দাসী যদি হয় অভিমান। শীঘ্রই মিলই তব গোকুল কান॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি নারায়নী। রাধিকা পদরজঃ পূজয়ে মানি॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী চন্দ্রা রাক্মিনী। রাধা অবতার সবে আম্নায় বানী॥
হেন রাধা পরিচর্য্যা যাঁকর ধন। ভকতি বিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারদকে বলিতেছেন—

সত্যং সতং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ। বিনা রাধা প্রসাদেন মৎপ্রসাদো ন বিদ্যতে॥
শ্রীরাধিকায়াঃ কারুণ্যাৎ তৎসখী সঙ্গিতামিয়াৎ। তৎসখীনাঞ্চ কৃপয়া যোষিদঙ্গমবাপ্নুয়াৎ॥
—নারদীয় পুরাণ।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ বলেনঃ—

অনাদৃত্যোদগীত্তামপি মুনিগনৈর্বৈনিক মুখৈঃ। প্রবীনাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈ স্তৎ প্রিয়তমান্॥
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া। তদভ্যর্নে শীর্ণে ক্ষনমপি ন যামি ব্রতমদিম্॥
(—স্বনিয়ম দশকম্—৬)

এই শ্লোকের অর্থ শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর করিয়াছেন—ঃ

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর। স্ফূর্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর॥
আগমে নিগমে যেই রাধার গুনগন। নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন॥
হেন রাধা পাদ পদ্ম করি অনাদর। গোবিন্দ ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর॥
হেন রাধা নাহি ভজে, কৃষ্ণে করে রতি। সেই ত কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতী॥ কর্ণামৃত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর অনুরূপ শ্লোক তাঁহার স্বনিয়ম দ্বাদশকম্ এ ব্যক্ত করিয়াছেন—ঃ

অসত্তকৈরন্ন্ন্ জড়মুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান। কুনির্ব্বানাসক্তান্ সততমতিদূরে পরিহরণ্।
অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাম্ভিকতয়া তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষনমপি ন যামি ব্রতমিদৃম্॥
শ্লোকসংখ্যা-৯।

শ্রী পদ্মপুরানে ও অনুরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—ঃ

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

ভগবান্ শ্রী গৌরাঙ্গ দেবের প্রিয় পার্ষদ ভক্ত তুঙ্গ বিদ্যার অবতার অপ্রাকৃত সরস্বতী—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলেন—

যো ব্রহ্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীষ্ম প্রমুখৈ, রলক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্য।
সদ্যো বশীকরন চূর্ণ মনন্ত শক্তিং, তং রাধিকা চরণরেণু মনু স্মরামি ॥ —শ্রীরাধারস সুধানিধি-৪,

ব্রহ্মা, শিব, শুকদেব, নারদ ও ভীষ্ম ভাগবতগন সহসা যাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন না সেই পরম পুরুষের বশীকরণ অনন্ত শক্তির আধার স্বরূপিনী চূর্ণৌষধির ন্যায় শ্রীরাধার-চরণরেণুকে আমি অনুস্মরন করি।

রাধা নামৈব কার্য্যমনুদিনমিলিতং সাধনাধীশ—কোটি
স্ত্যাজ্যো নীরাজ্য—রাধাপদ কমল সুধাং সৎ পুমার্থাগ্রকোটিঃ।
রাধা পাদাব্জ লীলাভূরি জয়তি সদামন্দমন্দারকোটিঃ
শ্রীরাধা-কীঙ্করীনাং লুঠতি চরণয়োরদ্ভুতা সিদ্ধিকোটিঃ ॥

অনুদিন শ্রীরাধার নাম শ্রবন— কীর্ত্তনাদি করিবার সৌভাগ্য হইলে কোটি শ্রেষ্ঠ সাধন ও পরিত্যজ্য হইয়া যায়, এবং রাধা পদ কমল সুধা নীরাজন করিয়া কোটি সৎপুরুষার্থ সমূহ ও পরিত্যজ্য হয়। যেহেতু রাধা পাদাব্জ লীলা ভূমি শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দ কোটি কল্পতরু সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং শ্রীরাধা কিঙ্করী গণের চরনে অদ্ভুত সিদ্ধি কোটি সদা বিলুণ্ঠিত।

অনুল্লিখ্যানন্তানপি সদপরাধান্মধুপতিমহাপ্রেমাবিষ্টস্তব পরমদেয়ং বিমৃশতি।
তবৈকং শ্রীরাধে ! গৃনত ইহ নামামৃতরসং মহিম্নঃ কঃ সীমাং স্পৃশতি তব-দাস্যৈকমনসাম্।—১৫৫

হে রাধে ! যে ব্যক্তি তোমার নামামৃত একবার গ্রহন করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসংখ্য অপরাধ কে ও গননা না করিয়া, তাহাকে কি অমুল্য সম্পদ দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন। অতএব রাধে তোমার দাস্যেই যাঁহার একান্ত চিত্ত হইয়াছেন, তাহাদের মহিমার কথা কে বলিতে সমর্থ হইবে ?

কালিন্দী তটকুঞ্জ মন্দির গতো যোগীন্দ্রবৎ যৎপদ-
জ্যোতির্ধ্যান পরঃসদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্ণো হরিঃ।
কেনাপ্যদ্ভুত মুল্লসদ্রতিরসানন্দেন সম্মোহিতা—
সা রাধেতি সদা হৃদি স্ফুরতি মে বিদ্যা পরাদ্য ক্ষরা ॥৯৬॥

যমুনা তীরবর্ত্তী কুঞ্জ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দের ন্যায় যাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে যাহা জপ করেন, সেই অত্যদ্ভুত পরা বিদ্যা রাধা, এই নাম আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক।

দেবানামর্থ ভক্তমুক্ত সুহৃদামত্যন্ত দূরং চ যৎ।
প্রেমানন্দ রসং মহাসুখকরং চোচ্চারিতং প্রেমতঃ।

স্বপ্রেম্না শৃনুতে জপত্যথ মুদা গায়ত্যথালিষ্বয়ং
জল্পত্যশ্রুমুখো হরিস্তদমৃতং রাধেতি মে জীবনম্ ৯৭॥

(১) দেবভোগ্য স্বর্গীয় অমৃত (২) বেদবিহিত কর্ম্মী গণের কাম্য ঐশ্বর্য্যামৃত (৩) মুমুক্ষু গণের আকাঙ্খিত মোক্ষামৃত কিন্তু আমার শ্রীরাধার নামামৃতের নিকটে এই ত্রিবিধামৃতই অতি তুচ্ছ। সে অপূর্ব্বামৃতের—শুধু—জপে কীর্ত্তনে ও শ্রবনেই মহাসুখকর প্রেমানন্দ জন্মে। যাহা দেবতা, প্রহ্লাদ অম্বরীষাদি ভক্ত। সনকাদি মুক্ত, অর্জ্জুনাদি সুহৃদ্‌গণের ও অত্যন্ত দুরবর্ত্তী যাহা পরম অমৃত স্বরূপ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা প্রেম ভরে শ্রবন করেন, জপ করেন, কখন বা সখীগনের মধ্যে পরমানন্দে গান করেন। কখন ও বা প্রেমাশ্রুসিক্ত হইয়া চিন্তা করিয়া বিভোর হন। সেই রাধা নামামৃতই আমার জীবন।

আশাস্য দাস্যং বৃষভানুজায়া স্তীরে সমধ্যাস্য চ ভানুজায়াঃ।
কদা ন বৃন্দাবন কুঞ্জ বীথিষ্বহং নুরাধে হ্যতিথির্ভবেয়ম্ ॥১৯৮॥

হে রাধে! বৃষভানুরাজ কুমারি! তোমার দাস্যাকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর যমুনাতীরে অবিচলিত রূপে উপবিষ্ট হইয়া কবে আমি তোমার বৃন্দাবন-কুঞ্জবীথির (কুঞ্জ হইতে যমুনা যাতায়ানের পথের) অতিথি হইব?

যৎকিঙ্করীষু বহুশঃ খলু কাকুবানী, নিত্যং পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ডমৌলেঃ।
তস্যাঃ কদা রস নিধে বৃষভানুর্জায়াস্তৎকেলি কুঞ্জ ভবণাঙ্গন মার্জ্জনী স্যাম্ ॥৮॥

শ্রীরাধার শ্রীচরনরেনু শিরে ধারন করা চরমতম পুরুষার্থ। সেই সৌভাগ্য আমার কিরূপে হইবে? শ্রীরাধার শৈশব সহচরীগণের ন্যায় সুযোগ লাভ ত আমার ন্যায় বৈধী সাধকের পক্ষে সম্ভব নহে, তবে সেই সিদ্ধৌষধি আমি কি উপায়ে পাই? সিদ্ধান্ত হইল—নিকুঞ্জ দেবী শ্রীরাধার কুঞ্জঙ্গনের সমস্ত ধূলি কণাই তাঁহার শ্রীচরণরেণু, অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে উহা সংগ্রহ করাই আমার সর্ব্বপ্রধান সাধন। তাহাতেই মহোৎকণ্ঠার সহিত বলিতেছেন—হায়! কবে আমি প্রতিদিন শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জের প্রাঙ্গন পরিষ্করণের মার্জ্জনী হইব।

গোলোকাদি ধামে দেহ—দেহী ও নাম—নামীতে কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণ-নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই, রাধানাম সাক্ষাৎ শ্রীরাধাই. বাধা-কৃষ্ণ নামই রাধা-কৃষ্ণ। এইজন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামই আমাদের নিত্য উপাস্য তত্ত্ব। শাস্ত্রে বলেন—উপাস্য মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান? শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধা-কৃষ্ণ নাম। চৈঃ চঃ মঃ

শ্রীকৃষ্ণ নাম অপেক্ষা বরং রাধা নামের মহিমা শ্রেষ্ঠ তর বলিয়া—অগ্রেই রাধা নাম, পরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-রাধা কেহ নাহি করে উচ্চারন রাধা কৃষ্ণ বলি সবে করয়ে জপন॥ শ্রীশ্রী রাধা ঠাকুরানীর নাম—মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—রাধা-রাধেতি যো ব্রূয়াৎ স্মরনং কুরুতে নরঃ।

সর্ব্বতীর্থেষ্ম সংস্কারাৎ সর্ব্ব বিদ্যা প্রযত্নবান্ ॥ ব্রঃ বৈঃ পুরান। আরও বলেন—

রা—শব্দোচ্চারনাদেব স্ফীতো ভবতি মাধব।
ধা—শব্দোচ্চারণাৎ পশ্চাদ্ধাবত্যেব স সম্ভ্রমঃ॥
রা—শব্দোচ্চারণ দ্ভক্তো রাতিমুক্তিং সুদুর্ল্লভাম্॥
ধা—শব্দোচ্চারনাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরানে সামবেদ নিরূপিত শ্রীরাধা নামের আরও একটি সুন্দর ব্যুৎপত্তি গত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—ঃ

রেফো হি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণ পদাম্বুজে। সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্ব সিদ্ধৌঘ মীশ্বরম্।
ধ—কারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্য কালমেব চ, দদামি নিত্যসেবাং সর্ব্বসম্পদাং হরেঃ সমম্॥
ভক্তিযোগং শুদ্ধামতিং সর্ব্বকাল হরিস্মৃতিম্॥

জীব রাধা নামের রকার উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরন-কমলে ভক্তি ও দাস্যলাভ করিয়া সেই সর্ব্ব বাঞ্ছিত সদানন্দ ময় সর্ব্ব সিদ্ধি দাতা ভগবানের শ্রীচরনে প্রীতি লাভ হয় এবং 'ধ' কার উচ্চারণে শ্রীহরি সমান সম্পদশালী হইয়া তাঁহার সহিত নিত্যবাস হইয়া থাকে। আর 'আ' কার উচ্চারনে শ্রীহরি পাদ-পদ্মের নিত্য সেবা, সর্ব্ব সম্পদ লাভ হইয়া থাকে, ভক্তি যোগ, শুদ্ধামতি এবং সর্ব্বকালে অভাঙ্গ হরি স্মৃতি লাভ হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবাণের শ্রীমুখ উক্তি—ঃ

রা—শব্দং কুর্ব্বতস্ত্রস্তো দদামি ভক্তি মুক্তমাম্।
ধা—শব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাদ্ যামি শ্রবণ-লোভতঃ ব্রঃ বৈঃ পুঃ

রাধা নামের 'রা' শব্দ উচ্চারনে আমি উওমা ভক্তি দান করি। আর 'ধা' শব্দ উচ্চারনে সেই অপূর্ব নাম শ্রবন লোভে উচ্চারন কারীর পশ্চ্যৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি।

মম নাম শতেনৈব রাধা নাম সকৃৎসমম্।
যঃ স্মরেত্তু সদা রাধাং ন জানে তস্য কিং ফলম্॥

ক্রমদীপিকায় চন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম্।

শাস্ত্র আর ও বলেন—ঃ

রাধা রাধেতি কুর্য্যাত্তু রাধা রাধেতি পূজয়েৎ। রাধা-রাধেতি যন্নিষ্ঠা রাধা-রাধেতি জল্পতি॥ বৃন্দারণ্যে মহাভাগো রাধা সহচরী ভবেৎ॥—রাধাতন্ত্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরানে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম্—ঃ

যো জীবন্তি চ দত্বা মামুপচারাংশ্চ ষোড়শ। যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং যা প্রীতি র্জায়তে মম।
সা প্রীতি র্মম জায়েত রাধা শব্দাত্ততোধিকা। প্রিয়া ন মে তথা রাধা রাধা বক্তা ততোধিকঃ॥
আজীবন ষোড়শোপচারে পূজা করিলে আমার যে সুখ হয় একটি বার রাধা নাম কীর্ত্তন কারীকে

আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি। বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীরাধা নামের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

রাধা রাধেতি হে রাজন্ যে জপন্তি পুনঃ পুনঃ।

চতুঃ পদার্থা কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোহসি লভ্যতে ॥—গর্গ সংহিতায়াং।

যাঁহারা রাধানাম পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অনায়াসে কৃষ্ণকে লাভ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ও তাঁহাদের করতল গত হইয়া থাকে।

রাধা নাম সুধ যুক্তং কৃষ্ণনাম রসালয়ম্। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ব্যধিভিশ্চ ন বাধতে।

যশ্চোচ্চৈরুচ্যতে রাগৈ রাধাকৃষ্ণ পদ দ্বয়ম্। বামে চ দক্ষিণে তস্য রাধা কৃষ্ণোনুধাবতি ॥

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রাধা-কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনং। সুখেন প্রেম সম্পত্তিং লভতে হ্যাশু বৈষ্ণবঃ॥

রাধা কৃষ্ণ মহামন্ত্রং যো জপেদ্ভক্তি মুক্তিদম্। অন্তকালে ভবেত্তস্য রাধা-কৃষ্ণেতি সংস্মৃতি ॥

প্রাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যিনি রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কোন ব্যধি হয় না এবং যুগল কিশোর তাঁহার প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যিনি প্রীতির সহিত উচ্চৈঃ স্বরে রাধা-কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করেন শ্রীরাধা কৃষ্ণ তাহাকে কখন ও ত্যাগ করেন না। রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং অনায়াসে প্রেম লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি মুক্তি প্রদ রাধা কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিলে মরন কালে রাধা কৃষ্ণ স্মৃতি স্বতঃ উদিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরানে শ্রীমুখ উক্তি—ঃ

পূজা রাধা জপে রাধা রাধিকা চাভিবন্দনে। শ্রুতৌ রাধা স্তুতৌ রাধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া।

জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম নেত্রাগ্রে রাধিকা তনুঃ। কর্ণাগ্রে রাধিকা কীর্ত্তি র্মনো মে রাধিকা সদা ॥

রাধা রস সুধানিধি রাধা সৌভাগ্য মঞ্জরী। রাধা ব্রজাঙ্গনা মুখ্যা রাধৈব রাধ্যতে ময়া ॥

শ্রীরাধাই আমার পূজনীয়া, প্রণম্যা, স্তবনীয়া, আরাধ্যা, শ্রীরাধা রসামৃত সাগর সৌভাগ্য সুন্দরী ও ব্রজগোপীশিরোমনি। এই রাধা নামই আমার কীর্ত্তনীয়, রাধা—বিগ্রহই আমার দর্শনীয়, রাধা যশঃ গাথাই আমার শ্রবনীয়, শ্রীরাধাই আমার স্মরনীয়, শ্রীরাধাই আমার একমাত্র আরাধ্য।

চক্রং চক্রী, শূলমাদায় শূলী, পাশং পাশী, বজ্রমাদায় বজ্রী।

ধাবন্ত্যগ্রে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চ রাধা রাধা বাদিনো রক্ষনায় ॥

—হরি লীলামৃত তন্ত্র ॥

চক্র ধারী নারায়ণ তাঁহার চক্র লইয়া, শূল ধারন করিয়া শূলী (শিব), পাশ ধারন করিয়া—যমরাজ, বজ্র হাতে লইয়া দেবরাজ ইন্দ্র, রাধা রাধা নাম কারিকে রক্ষণের জন্য তাহার অগ্র ভাগে, পৃষ্ঠদেশে ও পার্শ্বদেশে অবস্থান করেন এবং সর্ব্বদা তাহার দিকে ধাবিত হন।

রাধা নাম পরং পুণ্যং রাধা নাম পরং ধনম্। রাধা নাম পরং জ্ঞানং রাধা নাম পরং তপঃ ॥

—বৃহৎ ব্রহ্ম পুরান ॥

শাস্ত্রান্তরে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম্—ঃ

রাধা নাম সমং নাস্তি, নাস্তি রাধা সমা প্রিয়া। নাস্তি প্রেমবতী রাধা সমা চাপি জগত্রয়ে॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীশিবজী পাৰ্ব্বতী কে বলিতেছেন—ঃ

শ্রী কৃষ্ণো জগতাং তাতো, জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুনা মাতা বন্দ্যা, পূজ্যা, গরীয়সী॥

ভবিষ্যোত্তরে—প্রেমভক্তৌ যদি শ্রদ্ধা মৎপ্রসাদং যদীচ্ছসি।
তথা নারদ ভাবেন রাধয়া রাধকো ভব॥

তথাহি স্তবমালায়াং—ঃ

রাধা—দামোদর প্রেষ্ঠা রাধিকা—বার্ষ ভানবী, সমস্ত বল্লবী বৃন্দ ধম্মিল্লোত্তংস মল্লিকা॥
কৃষ্ণ প্রিয়া বলী মুখ্যা গান্ধৰ্ব্বা ললিতা সখী। বিশাখা সখ্য সুখিনী হরি হৃদভৃঙ্গ মঞ্জরী॥
ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং দশনাম মনোরমাম্। আনন্দ চন্দ্রিকাং নাম যো রহস্ত্যাং স্তুতিং পঠেৎ॥
স ক্লেশঃ রহিতো ভূত্বা ভূবি সৌভাগ্য-ভূষিতঃ। ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধা-মাধবয়ো র্ভবেৎ॥

ঋগ্বেদে পরম রহস্তে ব্রহ্ম জাগে—ঃ শ্রী রাধিকোপনিষৎ বলেন—
ওঁ অথ উর্দ্ধ্বমন্থিন ঋষয়ঃ সনকাদ্যা, ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভমুপা সিত্বোচুঃ।
কঃ পরমোদেব ঃ ? কা বা তচ্ছক্তয়ঃ ? তাসু চ কা গরীয়সী ভবতীতি।
সৃষ্টি হেতু ভূর্তা চ কেতি ?

সহোবাচ—হে পুত্রকাঃ শৃণুতেদং হ। বাবগুহ্যাদ্ গুহ্যতর মপ্রকাশ্যং যস্মৈ কস্মৈ ন দেয়ম্। স্নিগ্ধায় ব্রহ্ম বাদিনে গুরুভক্তায় দেয় মন্যথা দাতু মৃত্যু র্ভবতি।

কৃষ্ণো হ বৈ পরমো দেবঃ, ষড় বিধৈশ্বর্য্য পূর্ণো ভগবান্ গোপী গো-গোপ সেব্যো বৃন্দা-রাধিতো বৃন্দাবন নাথঃ স এক পরমেশ্বর স্তস্য হ বৈ দ্বৈততনু নারায়নোঅখিল ব্রহ্মাণ্ডাধি-পতি রেকোহংশঃ প্রকৃতেঃ পরঃ নিত্যঃ। এবং হি তস্য শক্তয় স্তনেকধা হ্লাদিনী সন্ধিনী—জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াদ্যা বহুধা শক্তয়ঃ। তাসু হ্লাদিনী বরীয়সী পরমান্তরঙ্গ ভূতা রাধা কৃষ্ণেন আরাধ্যতে ইতি। তস্যা এব কায়ব্যূহ রূপা গোপ্যো মহিষ্যঃ শ্রী শ্চেতি। সেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণো রসাব্ধি দেহ শ্চৈকঃ ক্রীড়ার্থং দ্বিধাভূত। এষ হ বৈ সৰ্ব্বেশ্বরী সৰ্ব্ববিদ্যা সনাতনী শ্রীকৃষ্ণ প্রানাধিদেবী চেতি বিবিক্তে বেদাঃ স্তুবন্তি। যস্যা গাথা ব্রহ্মভাগা বদন্তি, মহি-মাস্যাঃ স্বয়ুর্মানেনাপি কালেন বক্তুং ন চোৎসহে, সৈব যস্য প্রসীদতি, তস্য করতলারকলিতং পরমং ধামেতি॥ অর্থাৎ একদা উর্দ্ধ্বরেতা সনকাদি ঋষিগন হিরণ্যগর্ভ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে পরম দেবতা ? তাঁহার শক্তি বর্গ কত ? তাহাদের মধ্যে আবার প্রধানা শক্তি কে ? সৰ্ব্বপ্রথম সৃষ্টি কারিনী কে ?

তিনি অর্থাৎ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন—হে পুত্রগণ ! ইহা অতি গুহ্য ও অপ্রকাশ, যাহারে তাহারে

ইহা দেওয়া যায় না। যাহাদের হৃদয় স্নিগ্ধ, ব্রহ্মতত্ত্ব পরায়ন, গুরু-ভক্তিতে নিষ্ঠিত, তাহাকেই বলিতে হয়। অন্যথা মৃত্যু নিশ্চিত।

শ্রীকৃষ্ণই পরমদেবতা, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্, গোপী-গো-গোপ-সেব্যপদ বৃন্দার আরাধিত বৃন্দাবন চন্দ্র — সেই একমাত্র পরমেশ্বর। তাঁহারই দ্বিতীয় বিগ্রহ নারায়ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভর্ত্তা রক্ষা ও পালন কারী শ্রী গোবিন্দের অংশ মাত্র-প্রকৃতির অতীত পুরুষ রূপে নিত্য বিরাজমান, সেই গোবিন্দের অনন্ত শক্তির ভিতরে হ্লাদিনী, সন্ধিনী জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া আদি বহু শক্তি বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিই গরীয়সী, স্বয়ং কৃষ্ণ বর্ত্তৃক আরাধিতো এই দেবী। এই দেবী-সর্ব্ব প্রথম প্রাণপতি গোবিন্দকে স্বতঃ ষ্ফূর্ত্ত বরন করেন এবং আরাধনা করেন বলিয়া—ইহার একটি নাম গান্ধর্ব্বিকা বা গান্ধর্ব্বা। এই দেবীর কায়বূ্যহ স্বরূপিনী—মুখ্যা ললিতাদি অষ্ট সখী গোপীগন। তিনি সকলের অংশিনী বলিয়া দ্বারকার মহিষী বৃন্দ, বৈকুণ্ঠাদি তে মহালক্ষ্মী তাঁহারই অংশ সম্ভূতা। রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি। অন্যোহন্যে বিলসে প্রেম আস্বাদন করি॥ কৃষ্ণ প্রেম রসামৃত সিন্ধুতে ভাসমান দুইটি পুষ্প ইনিই সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্ববিদ্যা, সনাতনী এমন কি শ্রীকৃষ্ণের প্রানাধিদেবী বলিয়া শ্রুতিগন স্তুতি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদ গন যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্যক্ বলিতে সক্ষম নয়, তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার সর্ব্বঅভীষ্ট পূর্ণ গোলোকাদি ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অথ এতানি নামানি গায়ন্তি শ্রুতয়ঃ

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা কৃষ্ণ মন্ত্রাধিদেবতা। সর্ব্বাদ্যা সর্ব্ববন্দ্যাচ বৃন্দাবন-বিহারিনী॥
বৃন্দারাধ্যা রমাশেষ গোপীমণ্ডল পূজিতা। সত্য সত্য পরা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা॥
বৃষভানু সুতা গোপী মূলাপ্রকৃতিরীশ্বরী। গান্ধর্ব্বা রাধিকা কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া পরমেশ্বরী।
পরাৎপরতরা পূর্ণা পূর্ণচন্দ্র নিভাননী। ভক্তি মুক্তি প্রদা নিত্যাং ভবব্যাধি বিনাশিনী॥

ইত্যেতানি নামানি যঃ পঠেৎ স জীবন্মুক্তো ভবতি। যঃ পুমান্ অথবা নারী রাধাভক্তি পরায়নঃ। ভূত্বা বৃন্দাবনে বাসঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-সঙ্গিনা। ব্রজবাসী ভবেৎ সোঽপি রাধা ভক্তি পরায়নঃ। তস্যালাপ প্রয়োগাচ্চ মুক্ত বন্ধো ভবেন্নরঃ॥

শ্রীরাধার পবিত্র নামাবলী—রাধা, রাসেশ্বরী, কৃষ্ণ মন্ত্রাধিদেবতা, সর্ব্বাদ্যা, সর্ব্ববৃন্দ্যা, বন্দাবন-বিহারিনী, বৃন্দারাধ্যা, রমা, গোপী মণ্ডল পূজিতা, সত্য সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ ভামিনী, শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা, বৃষভানুরাজ নন্দিনী, গোপী, মূলা প্রকৃতিরীশ্বরী, গান্ধর্ব্বা, রাধিকা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণপ্রিয়া, পরমেশ্বরী। পরাৎপরতরা, পূর্ণা পূর্ণচন্দ্র নিভাননী, ভক্তি মুক্তি প্রদা, ভবব্যাধি বিনাশিনী, নিত্যা। ইত্যাদি সুপবিত্র নাম যিনি কীর্ত্তন করেন, তিনি পুরুষই হউন, অথবা নারী হউন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া রাধা কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ন হইয়া থাকেন। যুগলের সেবক ও সেবিকা হইয়া বৃন্দাবনে নিত্য বাস করেন।

রাধা—ভক্তি পরায়ন হইয়া ব্রজবাসী হইয়া থাকেন। এমন সৌভাগ্য শালী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপেও জীব ভব বন্ধন মুক্ত হন।

পরতত্ত্ব সীমা গোলোকেশ্বর শ্রীগোবিন্দের যত যত সাধক ও সাধিকাগন রহিয়াছেন—তাঁহাদের স্তর ভেদ করিলে ইহাই দৃষ্ট হয়—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন
স্তেভ্যো জ্ঞান বিমুক্ত ভক্তি পরমাঃ প্রেমৈক নিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপাল পঙ্কজ দৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা।
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়—সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

কর্ম্মিগন (কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ) অপেক্ষা (গুনত্রয়বর্জ্জিত) জ্ঞানিগন (শ্রী ভগবানের ব্রহ্মাখ্য সামান্যাবির্ভাব সাম্মুখ্যাৎ (শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয় রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত। তাদৃশ জ্ঞানিগন অপেক্ষা জ্ঞান বিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্তগন (শ্রীসনকাদি), তাদৃশ শুদ্ধ ভক্তগন অপেক্ষা একান্ত প্রেম-নিষ্ঠগন (শ্রীনারদাদি), তদপেক্ষা গোপ সুন্দরীগন, তদপেক্ষা ও সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়া প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার এই সরোবর (শ্রীকুণ্ড) শ্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠ। অতএব কোন্ সুকৃতিমান্ জন সেই শ্রীরাধা কুণ্ড আশ্রয় না করিবেন?

ভজনীয় স্থান সমূহের তারতম্য

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্য মুদার পানি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ড মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত প্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজ তো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

উক্ত শ্লোকের শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভাষা

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ মথুরা নগরী। জনম লভিলা যথা কৃষ্ণ চন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল। গিরিধারী-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়াকৈল॥
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট। প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল লম্পট॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি। অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ড তীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥

পদ্ম পুরানে শ্রী নারদের প্রতি শ্রী শিবজী বলিতেছেনঃ—

ব্রহ্মাদীনাং মহারাধ্যাং দূরতঃ সেবতে সুরঃ। তাং রাধিকাং যো ভজতে দেবর্ষে তং ভজাম্যহম্

তদালাপং কুরুষ্বৈব জপস্ব মন্ত্রমুত্তমম ॥ অহর্নিশং মহাভাগ কুরু রাধেতি কীর্ত্তনম্। রাধেতি কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেন সহ যো নরঃ। তন্মাহাত্ম্যং ন শক্যোঽহং বক্তুং শেষোঽত্র নৈব চ ॥

ব্রহ্মা, উদ্ধবাদি বুদ্ধি সত্তমগনের নিত্য মহারাধ্য, দেবতাগন দূর হইতে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই শ্রীশ্রীরাধিকা দেবীকে—হে দেবর্ষে, সতত ভজনা করা উচিত। তাঁহার কথা আলাপ, তাঁহার মন্ত্র জপ, অহর্নিশ রাধা নাম কীর্ত্তন কর। এই রাধা নাম যিনি শ্রীকৃষ্ণ নামের সহিত কীর্ত্তন করেন, তাহার মাহাত্ম্য আমিও কীর্ত্তন করিতে সক্ষম নহি, এমনকি অনন্তদেব ও নহে।

রাধিকা চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা চরনাশ্রয় করে সেই মহাশয় তারে মুঞি যাই বলিহারী।
জয় জয় রাধা নাম বৃন্দাবন যার ধাম কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধা গুনগান না শুনিলো মোর কোন বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তাঁর ভক্ত সঙ্গে সদা রাস লীলা প্রেম কথা যে করে সে পায় ঘন-শ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই তার কভু সিদ্ধি নাই নাহি যেন শুনি তার নাম ॥
কৃষ্ণ নাম গানে ভাই রাধিকা চরণ পাই রাধা নাম গানে কৃষ্ণ চন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিলু কথা ঘুচাও মনের ব্যথা দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ্ব।—প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব তিথি ও সকল বৈষ্ণব ভাগবতগন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর মতই পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রতি বৎসর পালন করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চ লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধাদেবী—ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে অনুরাধা নক্ষত্রে সোমবারে মধ্যাহ্ন কালে শ্রীবৃষভানু রাজার গৃহে শ্রীগোকুলের নাতিদূরে রাভেল নামক গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার জননীর নাম রাণী শ্রীকার্ত্তিদা সুন্দরী, অপর নাম কলাবতী। এক সহস্র একাদশী ব্রত পালন করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত পালন করিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীরাধার-প্রাণবন্ধু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই রাধাষ্টমী তিথির সম্যক্ মাহাত্ম্য কেহই বর্ণন করিতে পারে না! এই ব্রত উদ্‌যাপন করিলে যুগল পাদ পদ্মে অচলা ও অব্যভিচারিনী ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। পদ্ম পুরান বলেন—:

একাদশ্যাঃ সহস্রেন যৎ ফলং লভতে নরঃ। রাধা জন্মাষ্টমী পুন্যং তস্মাচ্ছত গুণাধিকম্ ॥

—পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্ম খণ্ড ৭'৮,

আরও বলিয়াছেন—:

কোটি জন্মার্জ্জিতং পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং মহৎ। কুর্ব্বন্তি যে সকৃদ্ভক্ত্যা তেষাং নশ্যতি তৎক্ষনাৎ ॥
মেরুতুল্য সুবর্ণানি দত্ত্বা যৎ ফল মাপ্যতে। সকৃদ্ রাধাষ্টমীং কৃত্বা তস্মাচ্ছত গুণাধিকম্ ॥
গঙ্গাদিষু চ তীর্থেষু স্নাত্বা তু যৎ ফলং লভেৎ। বৃষভানু সুতাষ্টম্যাং তৎফলং প্রাপ্যতে জনৈঃ ॥
এতদ্ ব্রতং তু যঃ পাপী হেলয়া শ্রদ্ধয়াপি বা। করোতি কৃষ্ণ সদনং গচ্ছেৎ কোটি-কুলান্বিতঃ ॥

এই মহা মঙ্গল কর শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত প্রালন না করিলে পত্যবায় ও অমঙ্গল হয়। শাস্ত্রে বলেন—ঃ

রাধাষ্টমী ব্রতং তাত যো ন কুর্য্যাচ্চ মূঢ়ধীঃ। নরকান্নিস্কৃতি র্নাস্তি কোটি কল্প শতৈরপি ॥
স্ত্রীয়শ্চ যা ন কুর্ব্বন্তি ব্রতমেতচ্ছুভ প্রদম্। রাধাকৃষ্ণ প্রীতি করং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্॥
অন্তে যমপুরীং গত্বা পতন্তি নরকে চিরম্। কদাচিদ্ জন্মচাসাত্ত পৃথিব্যাং বিধবা ধ্রুবম্ ॥

—পদ্মপুরান।

ত্রৈলোক্যপাবনীং রাধাং সন্তোঽসেবন্ত নিত্যশঃ। যৎ পাদপদ্মে ভক্ত্যাঽর্ঘ্যং নিত্যং কৃষ্ণো দদাতি চ ॥

—নারদীয় পঞ্চরাত্র—২।৬।১১

সাধুগণ নিরন্তর ত্রৈলোক্য তারিনী রাধার-উপাসনা করেন। কৃষ্ণ ও প্রত্যহ ভক্তি ভাবে তাঁহার পাদ পদ্মে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া থাকেন।

রাধা চর্ব্বিত তাম্বুলং চখাদ মধুসূদনঃ। দ্বয়োশ্চৈকো ন ভেদশ্চ দুগ্ধ ধাবল্যয়োর্যথা ॥

—নারদীয় পঞ্চরাত্র-২।৬।১৩,

মধুসুদন রাধা-চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষন করেন। তাঁহারা দুই এক, দুধ ও ধবলতায় যেমন প্রভেদ নাই। তদ্রূপ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

শ্রী রাধা রানীর গুহ্যতম মন্ত্রচয়ন।

লক্ষ্মীর্মায়া কামবানী সর্ব্বাদ্যা প্রণবাদিকা। রাসেশ্বরী রাধিকা সা ঙেন্তা বহ্নি প্রিয়ান্তকা।৪৭
তৎষোড়শ্রী মহাবিদ্যাপরিপূর্ণতমা শ্রুতৌ। কাম ধেনু স্বরূপা সা সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী।৪৮

অর্থাৎ সকলের আদিতে প্রনব (ওঁ) তৎপর লক্ষ্মী (শ্রীঁ), মায়া (হ্রীঁ) কাম (ক্লীঁ) বানী (ঐং) সর্ব্বাদ্যা তার পর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত রাসেশ্বরী রাধিকা এবং অন্তে অনল বল্লভা (স্বাহা)। ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সর্ব্বাদ্যায়ৈ রাসেশ্বর্য্যৈ রাধিকায়ৈ স্বাহা। অষ্টাদশ মহাবিদ্যা স্বরূপিনী এই মন্ত্র কামধেনুবৎ সর্ব্বাভীষ্ট পূরনে সমর্থ।

শ্রী মতী স্বামিনী রাধা

রাধা শব্দ দ্বারা যথা—ঃঅনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ। ভাঃ ১০।৩০।২৮

হে অনয়া (প্রধানা গোপীকায়া), নয় নীতি রহিতয়া গোপ্যেতি সম্বোধনম্। গোবিন্দঃ রাধয়তি আরাধয়তীতি কৃষ্ণং তাং। রাধাং গ্রহীত্বা ইতঃ গতৈঃ। ইয় ধাতৌ গত্যর্থে। যদ্যস্থান বিহায় যাং রাধাং রহ—অনয়দিতি। (রাধিত পদেন) রাধেতি নামকরনং চ দর্শিতম। ইতি তোষিণ্যাম্-ততশ্চ রাধায়তীত রাধেতি নাম ব্যক্তি বভুবেতি। মুনিঃ প্রয়লেন তদীয় নামাপ্যধাৎ পয়ং কিন্তু তদাস্তা

চন্দ্রাৎ স্বয়ং নিস্তরেত্তিস্রা কৃপাম্নু তস্যাঃ সৌভাগ্যভের্য্যা ইব বাদনার্থমিতি। ইতি চক্রবর্ত্তী পাদঃ—

এই প্রধানা গোপিকা শ্রীশ্যামসুন্দর কে সর্ব্বাধিক আরাধনা করিয়াছেন, যেহেতু গোবিন্দ আমাদের সকল কে পরিত্যাগ করিয়া এই গোপীর সেবাটি গ্রহন করিয়াছেন, আর এই গোপী ও আমাদের সকলের প্রাপ্য কৃষ্ণের অধরামৃত একাই পান করিতেছেন।

ধ্বারিত পদেন—রাধেতি নাম করণং চ দর্শিতং। রাধ্ ধাতু আরাধনায়—ইহা হইতেই রাধা শব্দের উৎপত্তি। মহাজনগণের দিব্য অনুভূতিতে ধরা পড়িয়াছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা বশতঃ গোপন করিলে ও সৌভাগ্যবান্ তত্ত্বদর্শী মহাজনের অন্তরে রহস্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ কি কেহ আবৃত করিয়া রাখিতে পারে।

শ্রী শব্দ দ্বারা রাধা নাম যথা—

রাস চত্বরে, প্রথম দর্শনে গোপীনামুক্তি—বীক্ষালকাবৃত শ্লোকে শ্রিয়ৈকরমনমিতি শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০।২৯।৩৯ তব সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যরূপং দৃষ্ট্বা বয়ং দাস্যো ভবাম। কিন্তু মনসী অয়মেবায়াতি অয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াঃ শ্রীরাধায়া রবে রমনঃ প্রিয়ঃ। অতএব কথিতং শ্রিয়ৈক রমণমিতি। এই প্রকার শ্রীশব্দ দ্বারা রাধা নাম প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার গোপিকা গীতে প্রনত কামদমিতি শ্লোকে শ্রী নিকেতনমিতি। ভাঃ ১০।৩১।৭ শ্রী র্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমেতি-ভাঃ ১০।২৯।৩৭ শ্রী রাধেতি যৎ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণ কমল রজং প্রেম বৈবশ্যেন চকমে নায়ক শিরোমনেঃ বক্ষসি হৃদয়ে প্রেয়সী পদং সাম্রাজ্যং লব্ধ্বাঽপি যৎ কিল নিশ্চয়ার্থে ভৃত্যৈর্জুষ্টং সেবন যোগ্যমিত্যর্থঃ। জুষি প্রীতি যেবনে। যস্যাঃ শ্রী রাধায়াঃ 'স্ব' ধন রূপং বীক্ষনে শ্রী কৃষ্ণেন প্রয়াসঃ কৃতঃ। যথাহ—শ্রী রসিকাচার্য্যঃ যস্যা কদাঽপি বসনাঞ্চল খেলনোত্থ। ধন্যাতিধন্য মন্যুতে সকৃতার্থ মানীতি॥

কুরুক্ষেত্রে যাত্রা কালে দ্রৌপদ্যা সান্নিধ্যে ষোড়শ সহস্র শ্রী কৃষ্ণ কান্তাগনাঃ শ্রী কৃষ্ণ দ্বারা ব্রজ রজঃ প্রাপ্য। সাভিলাষমুচুঃ কাময়ামহ এতস্য শ্রী মদ্পাদ রজঃ শ্রিয়ঃ। ভাঃ ১০৮৩ ৪২

এতৎ শ্রী কৃষ্ণ প্রিয়ায়া, শ্রীমৎ পাদ রজঃ শ্রী শোভাযুক্তালাক্ত যুতঃ পাদরজঃ 'শ্রীয়ঃ' শ্রীরাধায়ঃ ইত্যর্থঃ বয়ং কাময়ামহেতি। তাসু (ব্রজাঙ্গণাদিষু) যা রাধাত্বে প্রসিদ্ধা সর্ব্বতো বিলক্ষনা শ্রীবিরাজতে তাং (রাধাং) মুদ্দিশ্যেব তাসাং (ষোড়শ সহস্ররাজকন্যানাং) তদিদং বাক্যং ইতি তোষিণ্যাম্। রাধৈবোচ্যতে ইতি চক্রবর্ত্তী।

স্তুতি পরিহারেঽপি কথিতং ব্রহ্মনা যথা—শ্রী কৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলেতি। ভাঃ ১০।১৪।৪০

শ্রিয়া 'রাধিকয়া' যুত কৃষ্ণঃ শ্রী কৃষ্ণেতি, শ্রী রাধিকা সহিত যখন শ্রী কৃষ্ণ অবস্থান করেন, তখনই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়, নচেৎ শ্রী হীন।

তান্ত্রিক পরিচর্য্যায়াং ভক্তানাং স্তুতৌ যথা—শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ সখেতি। ভাঃ ১০।১১।২৫

অস্মিন্ শ্লোকে গোবিন্দ পদ সম্বোধনেন ব্রজলীলা সূচিতা ব্রজে প্রিয়মধ্যেরাধায়াঃ প্রাধান্যাৎ শ্রী শব্দেন শ্রিয়া রাধিকয়াযুতঃ কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণেতি জ্ঞেয়র্মিতি, নাম করন কালে তাং রাধাং গগোঽপি কথিতেতি— শ্রিয়া কীর্ত্যান্ন ভাবেন গোপায়স্বেতি। ভাঃ ১০ ৮।১৯

হে সাধ কা অয়ং নন্দাত্মজঃ কীর্ত্তির্ন্যা ইতি তৃতীয়ন্তং সম্বং ধিন্যা শ্রিয়া রাধয়া সহং গোপায়স্ব গোপনীয়েতি। কীর্ত্তিদা সুন্দরীর কুল উজ্জ্বল করিবার জন্য কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিবল্লরী রূপা শ্রী রূপিনী শ্রী রাধাজীর সহিত এই নন্দনন্দনের উপাসনা করাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

তথাহি সনৎ কুমার সংহিতায়াং—ত্রিকালং পূজয়েৎ দেবং রাধিকায়া সহিতং হরিম্।

কালিয়দমন লীলায়াং নাগ পত্নী গর্না: উচু যথা—যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাঽচরত্তপো-ভাঃ ১৩।১৬ ৩৬ যচ্ছ্রী নন্দরাজ কুমারোঽয়ং মম প্রিয়তমোভবেদি ত্যাকাংক্ষায়া শ্রিয় রূপিন্যৈ ল'লনা প্রিয়া শ্রী বৃষভানুজা সূর্য্যারাধন রূপং তপো—আচরদিতি।

কৃষ্ণ বেনুধ্বনিং শ্রুত্বা রাধা সহচর্য্যস্তাভিমান মুচুরিতি পূর্নাঃ পুলিন্দ্যোতি। ভাঃ ১০ ২১।১৭

যোগমায়া বা রমা শব্দ দ্বারা রাধানাম যথা—রাসক্রীড়ারম্ভে শুকোক্তিঃ—ভগবানপি শ্লোকে-যোগমায়েত্তি—ভাঃ ১০।২৯ ১

যোগস্য সম্ভোগস্য মায়ো মানং পর্য্যাপ্তি যস্যাং সা যোগমায়া শ্রী রাধেতি। অথবা যোগস্য সম্ভোগস্য মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি প্রাপ্নোতীতি যোগমায়া শ্রী রাধৈব তাং মনসা উপাশিতঃ রাস ক্রীড়ায়া স্তদ্ধেতুকত্বাৎ তৎ পাদ্মে প্রসিদ্ধমেব। ইতি-বৃহত্তোষিন্যাম্।

শ্রীশুক রাস লীলায়াং বৃন্দবান 'চন্দোদয়' শোভা বর্ণয়তি যথা—দৃষ্ট্বেতি শ্লোকে রমাননাভমিতি। ভাঃ ১০'২৯।৩

রমায়াঃ রাধায়াঃ আননস্য আভা-ইব যস্য স তং অথবা রমতীতি রমা শ্রীরাধা নন্নু-রমাননমিতি। ইতি বৃহত্তোষিন্যাম্। শ্রী ব্রজদেব্যোঽপি কৃষ্ণ সান্নিধ্যে রাস চত্বরে শ্রী রাধিকানুরাগং বর্ণয় তিযর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়েতি-ভাঃ ১০।২৯ ৩৬

হে কমললোচন, ইতি সম্বোধনেন স্বানুরাগং প্রিয়তমে দর্শিতম্। রূমায়া শ্রীরাধায়াঃ উৎ-কণ্ঠ বিবশতায়া তব দ্বারা দত্তঃ ক্ষনং, শ্রী চরন সান্নিধ্যে আশ্রয়ং দত্তমিত্যর্থঃ। ইতি বৃহত্তোষিন্যাম। উদ্ধব সান্নিধ্যে ব্রজদেবীনাং প্রলাপেঽপি যথা—হে নাথ, হে রমানাথ। ভাঃ ১৯।৪৭।৫২ রমায়া শ্রী রাধায়াঃ নাথেতি।

গোচারন বিহারে শ্রী শুকঃ নিভৃত নিকুঞ্জ মন্দির বিহারেঽপি বর্নিতং যথা—

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ—রমা লালিত পাদ পল্লবেতি। ভাঃ ১০।১৫।১৯

এবমেব নিগূঢ়া আত্মা শ্রী রাধায়াঃ গতিচেষ্টা যস্য সঃ। নিকুঞ্জ মন্দিরে রমায়াঃ শ্রীরাধায়া লালিতো পাদ পল্লবো যস্য সঃ—রমেতি। ইন্দিরা শব্দ দ্বারা রাধা নাম যথা—

গোপিকাগীতে গোপিকানুমুক্তি জয়তিতেং ঽধিকং শ্লোকে-শ্রয়তে ইন্দিরেতি-ভাঃ ১০।৩১।১

পদ্মা শব্দ দ্বারা রাধা নাম যথা—গোপিকাগীতে ব্রজ দেবীনামুক্তি প্রণতকামদমিতি শ্লোকে—পদ্মজার্চিতমিতি 'গোপী' শব্দ দ্বারা রাধা নাম যথা—ভাঃ ১০ ২১ ১৭

শ্রী রাস লীলায়াং প্রথম মিলনে শ্রীশুকেন কথিতং যথা—ইত্যেবং শ্লোকে যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণেতি। ভাঃ ১০ ৩০ ৩৬

যাং গোপীং শ্রী রাধামিতি—বিশুদ্ধরস দীপিকায়াং

বিপ্রলম্ভাংশং বর্ণয়িতুং পীঠিকা রচয়তি। যা মিতিং—গূঢ়ার্থ দীপিকায়াম্—গোপী শব্দ দ্বারা রাধা নাম বর্ণয়তি 'কান্তা' শব্দ দ্বারা শ্রী রাধা নাম যথা—

রাসলীলায়াং কৃষ্ণান্বেষনে গোপ্যো কথয়ন্তিঃ কান্তাঙ্গ সঙ্গ কুঙ্কুম্ রঞ্জিতায়েতি। ভাঃ ১০।৩০।১১

কান্তায়া রাধয়াঃ। তঙ্গসঙ্গেন লগ্নং কুচ কুঙ্কুম মালায়াঃ বায়ুবত্র বাতোতি।

অত্রাবরোপিতা কান্তেতি—ভাঃ ১০।৩০ ৩৩ অত্র কান্তা-রাধা পুষ্পাহোতোঽবরোপিতেতি। আত্ম শব্দ দ্বারা রাধা নাম যথা—রাস লীলায়াং শুকোক্তিঃ—কৃষ্ণ তাবস্তাত্মানং—আত্মারামোঽপি ভাঃ ১০। ৩৩ ২০ আত্মা রাধেতি। আত্মাতু রাধিকাতস্যেতি—স্কান্দোক্তাৎ! আত্মা শ্রীরাধিকা সঙ্গে রময়তীতি—আত্মারামোঽপি। 'লক্ষ্মী শব্দেন রাধা নাম যথা—

বেণুগীতে গোপীনামুক্তিঃ—বৃন্দাবন—মিতি শ্লোকে—যদ্দেবকীসুত পদাম্বুজ লব্ধ লক্ষ্মীতি ভাঃ ১০।২১।১০, অত্র লক্ষ্মী রূপা রাধায়েন মিতি। কৃষ্ণান্বেষন কালে শুকোক্তিঃ—অন্বিচ্ছন্ত্যেতি শ্লোকে—মোহিতাং দুঃখিতাং সখীমিতি—ভাঃ ১০।৩০।৪০

গোপ্যঃ কৃষ্ণং অন্বিচ্ছন্ত্যঃ। সখীং শ্রীরাধা মিত্যর্থঃ দদৃশুরিতি—ক্রমসন্দর্ভেপিতথা।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃ শ্লোকী দ্বারা—ঐকান্তিক ভক্তান্ প্রতি শ্রীপ্রভু রাধা তত্ত্বং কথয়ন্তি যথা—

জ্ঞানং পরম-গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্। স রহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া। ভাঃ ২।১০।৩০

পরং চ রমাং চ। পরমাং। তং পরমং—রাধাতত্ত্বং পরম গুহ্যং মে মতঃ। হে ঐকান্তিক ভক্তাঃ গৃহাণ, যত্তত্বং বিজ্ঞান সমন্বিতং—অর্থাৎ যাবৎ রাধৈবারাধ্যতে ময়া, জ্ঞানং জীবস্য ন ভবতি তাবৎ পর্য্যন্ত মারাধনীয় পদার্থস্য জ্ঞানং ন ভবতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তৎ রাধাতত্ত্বং রহস্যং ভক্তি সম্বলিতং, কথিতং স্বামিপাদৈঃ—রহস্য ভক্তি—ইতি। তচ্ছ্রী রাধায়াঃ—অঙ্গং, তস্যা সহচরো রূপ মঞ্জর্য্যাদয়ঃ। ময়া রহস্য ভক্ত্যা, অথবা ময়া রাধা অনুগ্রহা শক্ত্যা গৃহাণেতি। বিজ্ঞান শক্ত্যা—কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞানং অস্তু।

বেদে শ্রীরাধা (ঋগ্বেদে মন্ত্রাঃ)

রাধয়া মাধবোদেবো মাধবেনৈবো রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা—ইতি। ঋগ্বেদ পরিশিষ্ট শ্রুতৌ—বিভ্রাজন্তে বিভ্রাজতে আসর্বত ইতি শ্রুতি পদার্থঃ। ক্রম সন্দর্ভে, শ্রীরাধা দ্বারা মাধবদেব এবং মাধব

দ্বারা শ্রীরাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শোভিত হইতেছেন। অথাচ শ্রুতিঃ রূপং প্রতি রূপো বভূব—ঋগ্বেদে—মণ্ডল ৬, সূক্ত ৪৭ ঋক্—১৮। শতপথ ব্রাহ্মন—১৪ ৫।৫ বৃহদারণ্যে—২'৫।২৮।

শ্রীআনন্দ স্বরূপস্য রূপং আহ্লাদ-কত্ব শ্রীরাধা। তস্যা সহচর্য্যঃ। তস্যা পোষকত্বঃ ধর্ম্ম বিশিষ্টং প্রতিরূপো মঞ্জর্য্যাদয়ঃ। সঃ শ্রীকৃষ্ণৈব লীলা সম্পাদনার্থং অনন্তং বভূবেত্যর্থঃ। যথার্ভকস্য প্রতিবিম্ব বিভ্রমঃ ইতি শ্রুত্যর্থেতি ভাগবত সংহিতায়াম্।

তস্যাস্থা প্রকৃতী রাধিকা নিত্যা নির্গুনা সর্ব্বলঙ্কার শোভিতা প্রসন্নাঽশেষ লাবণ্য সুন্দরী অস্মদাদীনাং জন্মদাত্রী অস্যা অংশাংশ বহবো বিষ্ণু রুদ্রাস্যা ভবন্তীতি ॥

সেয়ং রাধা ঋগ্বেদে—রাধাকৃষ্ণে—৫ পৃষ্ঠ মন্ত্র ভাগবতে চ,—তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। তৎ বিষ্ণোঃ 'শ্রীকৃষ্ণস্য' রাসমণ্ডলে সর্ব্বত্র বিদ্যমানত্বাৎ বিষ্ণুর্নাম্নি প্রসিদ্ধঃ। পরং চ পরতত্ত্বং রমারূপা রাধাং চ পদং স্থানং রসাশ্রয়াং। সদা সর্বদেতি 'সূরয়' রাধা কৃষ্ণোপাসকাঃ এক রূপমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। পশ্যন্তীতিদিক্। ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১ অষ্টকং বর্গ ৭ মণ্ডল ১ অনুবাক ৫ সূক্ত ২২ ঋক্ ২০।২১। যজুর্বেদ চ রাধস্ পদবাচ্য মন্ত্রাঃ যথা—উভা বামিন্দ্রাগ্নীহ যাহু বধ্বাঽউভা রাধসঃ সহ মাদয়দ্ধর্য্যৈ। যজুর্বেদ ৭ অধ্যায়। শ্বাত্রাঃ স্থ বৃত্রতুরো রাধো গূর্তাহ অমৃতস্য পত্নীঃ। যত্র যজুর্বেদ ৭ অধ্যায়। আন ইন্দ্রো হরিভি যাত্বচ্ছার্বাচীনোঽবসে 'রাধসে' চ। যজুর্বেদ ২০ অধ্যায়। শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহো রাশ্রয়ে। যজুর্বেদ ৩১ অধ্যায় ২২ মন্ত্রঃ।

রাধা শব্দস্য ব্যুৎপত্তি সামবেদে প্রকীর্তিতা ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে। সামবেদে রাধস পদবাচ্য মন্ত্রাঃ যথা—ইদং হ্যন্বো জসাসু তং রাধানাং পতে। —সামবেদ ২ প্রপাঠক আশিষে রাধসে মহে।—সামবেদ ৩ প্রপাঠক। ব্রাহ্মণা দিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতুঁরণু। সামবেদ ৩ অভি প্র বঃ সুরাধস মিন্দ্র মর্চ যথা বিদে-সামবেদ ৩ প্রপঠিক।

প্রবাহু পুর রাধসা। সাম বেদ উত্তরার্চিক ১ প্রপাঠক—২

অত্র শূরেণ কৃষ্ণেন সহ রাধয়া বাহুবন্ধনং জ্ঞেয়ং তমো ত্বিষং যোং অর্চিষা বনা বিশ্ব। পশ্যন্ত কৃষ্ণা কৃষ্ণেতি জিহ্বয়া ॥ —সামবেদ ৪ প্রপাঠক-কৃষ্ণরাধেত্যর্থঃ। স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্যতে।—সামবেদ ৭ প্রপাঠক। সামবেদে ৪ প্রপাঠকে কৃষ্ণ লীলা যথা—ঃ

হরিক্রীড়ন্তং মম্য নৃষত স্ত ভো পিধেনব্য ভয়সেদ শিপয়ু।

অথ অথর্ব বেদে 'রাধস' পদ বাচ্য মন্ত্রাঃ যথা—ঃ ন 'রাধসো রাধসো' নূতন-স্যেন্দ্র নকির্দৃশ ইন্দ্রিয় তে। অথর্ব বেদ ৬ মণ্ডল ৩ সধ্যায় ২৭ সূক্ত।

রাধাং সি যা দ্বানাম্। অথর্ব বেদ ৮ মণ্ডল ২ অধ্যায় ৬ সূক্ত।

যদিন্দ্র রাধো অস্তি তে মাধো ন মন্তবত্তম—অথর্ব বেদ ৮ মণ্ডল ৬ অধ্যায় ৫৪ সূক্ত সবিতা চিত্র 'রাধাঃ'—অথর্ব বেদ—৫ অনুবাক্ সূক্ত—২৬।

বিষ্ণোঃ পত্নি তুভ্যং রাতা হর্বোষি পতি দেবি 'রাধসে' চোদয় স্ব ।—অথর্ববেদ অনুবাক ৪ সূক্ত ৪৬ ।

মন্ত্রেন্দ্রাদি শব্দেন শ্রীকৃষ্ণপদঃ গ্রাহ্যম্ । রাধস শব্দেন শ্রী রাধৈব পদং গ্রাহ্যম্ ।—পরোক্ষ প্রিয়া হি বেদাঃ ।

উপনিষদ দ্বারা—শ্রীরাধা যথা—ঃ

রাসো বৈ সঃ । রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি । কো হ্যে বান্যাৎক প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ । এষাহ্যেবানন্দয়তি ।—তৈত্তিরীয়োপনিষদি—আনন্দ বল্লী সপ্তমোনুবাকতঃ ।

আস্বাদন বস্তু রস—রসময়ধাম শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদ্য বস্তু । যাহাঁকে প্রাপ্ত হইলে জীব আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঐ পদে আর এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু আছে - যাহা ঐ আনন্দধাম কৃষ্ণকে আনন্দ দেয় । ঐ আনন্দ দান কারিনী শ্রীরাধা ব্যতীত রস ময় ধাম কৃষ্ণ ও আনন্দ আস্বাদন করিতে পারেন না । সর্ব্বানন্দ হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপা শ্রীরাধার সহিত যখন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন তখনই আনন্দের চমৎকারিতা ।

অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি । অয়ং শ্রীকৃষ্ণস্য 'আত্মা-শ্রীরাধেতি শক্তি শক্তি মতোরভেদাৎ । ব্রহ্ম ঐক্যেতি ইতি শ্রুত্যর্থঃ ।—বিশুদ্ধ রস দীপিকায়াং রেমে শ্লোকে টীকয়া দত্তমিতি যদ্গন্ধর্বেতি বিশ্রুতা । হ্লাদিনী যা মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি বরীয়সী । তৎসার ভাগরূপা যা মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা । সুষ্ঠু কান্তা স্বরূপেয়ং সর্ব্বদা বার্ষভানবী ধৃতষোড়শ শৃঙ্গারাদ্বাদশাভরনাশ্রিতা । গোপালোত্তর তাপন্যোপনিষদি ।

কৃষ্ণো হ বৈ হরিঃ পরমো দেব ইত্যাদি..................এবং হি তস্য শক্ত্যু স্তুনেক ধেৎ মাদি............ তাস্বাহ্লাদিনী বরীয়সী পরমান্তরঙ্গ ভূতা রাধা, কৃষ্ণেন আরাধ্যত, ইতি, রাধা কৃষ্ণং সমারাধয়তি সদেতি রাধিকা গন্ধর্বেতি কথ্যতে ইতি ।

যে যং রাধা যশ্চ কৃষ্ণে রসাব্ধি দেহে নৈকঃ ক্রীড়নার্থ দ্বিধাভূত ।

অথ এষাবৈ সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা সনাতনী কৃষ্ণ প্রাণাধিদেবী চেতি বিবিক্তে বেদাঃ স্তুবন্তি যস্যা গতিং বক্তুং ন চোৎসহন্তে । গায়ন্তি শ্রুতয়ঃ—

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা কৃষ্ণ মন্ত্রাধি দেবতা । সর্ব্বাদ্যা সর্ব্ববন্দ্যা চ বৃন্দাবন বিহারিনী ॥
বৃন্দা রাধ্যা রমাহশেষ গোপী মণ্ডল পুজিতা । সত্যা সত্য পরা সত্যব্রতা শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা ॥
বৃষভানু সুতা গোপী মূলা প্রকৃতিরীশ্বরী । গন্ধর্বা রাধিকা রম্যা রুক্মিনী পরমেশ্বরী ॥
পরাৎ পরতরা পূর্ণ্য পূর্ণ চন্দ্র নিভাননী । ভক্তি মুক্তি প্রদা নিত্যং ভবব্যাধি বিনাশিনী ইতি ।

—রাধোপনিষদি—অষ্টোত্তরশতোপনিষদি ৫২৪ পৃষ্ঠা ।

তন্ত্র দ্বারা—শ্রীরাধা যথা—ঃ

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । সর্ব্ব লক্ষ্মী ময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ।

—বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র ।

সত্ত্বং তত্ত্বং পরতত্ত্বং চ তত্ত্বত্রয় মহং কিল। ত্রিতত্ত্ব রূপিনী সাপি রাধ ধিকা পর দেবতা ॥

বৃৎ গৌতমীয়ে ।

রাধিকা পদ্মিনী যা সা কৃষ্ণ দেবস্য বাগ্‌ভবা। কৃষ্ণদেবঃ সমুদ্‌ভূতঃ কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষনঃ ॥

—রাধা তন্ত্রে ২৪ পটলে ৪ শ্লোক ঃ

ত্রিকালং পূজয়েৎ দেবং রাধিকা সহিতং হরিম্।—সনৎ কুমার সংহিতায়াং।

ঘনাবৃতে ব্যোম্নি দিবস্য মধ্যে ভাদ্রে সিতে নাগতিথৌ চ সৌমে।

অবাকিরন্ দেবগনা স্মরস্থি তন্মন্দিরে নন্দ ন জৈঃ প্রসূনৈঃ ॥

—গর্গ সংহিতায়াং গোলোক খণ্ডে ৮ অঃ ৭ শ্লোক।

বর্ষাঋতু মধ্যাহ্ন কাল ভাদ্র শুক্ল অষ্টমী সোমবারে গোকুল সন্নিকটে রাবেলাখ্য জনপদে শ্রীরাধা আবির্ভূ'ত হন। সেই সময় দেবগন নন্দন কানন জাত প্রসূণাবলী ঐ পূতঃ আবির্ভাব স্থলী পরে বর্ষন করিতেছিলেন।

হ্লাদিনী যা মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি গরীয়সী তৎসার ভূতা রাধেয়ম্।—গৌতমীয় তন্ত্রে।

তত্র রাধা তাপিণ্যাম্—

রাধেতি পরমা প্রকৃতিঃ সৈব লক্ষ্মীঃ সা সরস্বতী সৈবলোক কর্ত্রী লোক মাতা দেব জননী গোলোক বাসিনী গোলোক নিয়ন্ত্রী বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাত্রীতি। সৈষাহি রাধিকা গোপীজন স্তস্যাঃ সখী—জনঃ। —গোপাল তাপিণ্যাম্ রাধাকৃষ্ণ ভুষন গ্রন্থে উদ্‌ধৃতম্।

মমদেহ স্থিতৈঃ সর্ব্বৈ দেবৈ ব্রহ্ম পুরোগমৈঃ। আরাধিতা যত স্তস্মাৎ রাধেতি পরিকীর্ত্তিতা ॥

—কৃষ্ণযামলে ১৪ অধ্যায়।

শ্রীরাধারাণীই অপ্রাকৃত শ্রুতি জননী মহা সরস্বতী—ত্রিকাল পূজিতা দেবী।

ওঁ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং লেখনীপুস্তিকান্বিতাম্। শ্রীকৃষ্ণ সহিতাং ধ্যায়েৎ ত্রিসন্ধ্যং রাধিকেশ্বীম ॥

আনন্দাত্মায়া শক্ত্যা রাধয়া সহিতো হরি। নর্ত্তয়ন্নর্ত্তয়ামাস শক্তি তাং তাল ভেদতঃ ॥

শৈবাদিসংমতায়াং সূতসং হিতায়াম্।

সর্ব্বলক্ষ্মী ময়ী দেবীং পরমানন্দ নন্দিতাং। রাসোৎসব প্রিয়াং রাধাং কৃষ্ণানন্দ স্বরূপিনীম্ ॥

তথাহি সম্মোহন তন্ত্রে—চিন্তয়েৎ রাধিকাং দেবীং গোপ গোকুল সংকুলাম্।

তস্যা শ্রেষ্ঠত্বং আদিবারাহে—ঃ

গঙ্গায়াশ্চোত্তরং গত্বা দেব দেবস্য চক্রিনঃ। অরিষ্টেন সমং তত্র মহদ্ যুদ্ধং প্রবর্ত্তিত ॥

ঘাতয়িত্বা ততস্তাস্মিন্নরিষ্টং বৃষরূপিনং। কোপেন পার্ষ্ণিঘানেন মহাতীর্থ প্রকল্পিতম্ ॥

স্নাতস্তত্র স্তদা হৃষ্টো বৃষং হত্বা সগোপকঃ। বিপাপ্‌মা রাধিকাং প্রাহ কথং ভদ্রে ভবিষ্যতি।

তদা রাধা সমাশ্লিষ্ট কৃষ্ণমক্লিষ্ট কারিনং। স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ।
রাধা কুণ্ড মিতিখ্যাতং সর্ব্ব পাপ হরং শুভম্। অরিষ্টহন রাধা কুণ্ডস্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসুয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্যা বিচারনা। গোহত্যা ব্রহ্ম ইত্যাদি পাপং ক্ষিপ্রং প্রণস্যতি।
তথা ব্রত রত্নাকার ধৃতং ভবিষ্যপুরাণে চ—ঃ
বালোপি ভগবান্ কৃষ্ণ স্তরুনং রূপমাশ্রিতঃ। রেমে বিহারৈ বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া॥
কার্ত্তিক মাসে আকাশে দীপদান মন্ত্র—ঃ

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ। প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমঃ অনন্তায় বেধ্সে॥
হে দামোদর! কার্ত্তিকে গগনপটে লোলয়া (রাধা সমন্বিত) তোমাকে দীপ অর্পন করিতেছি।
তুমি অনন্ত ও তুমিই বিধাতা (বেধসে) তোমাকে প্রণাম।

এবং গোপাল তাপিণ্যা—যদ্গন্ধর্বেতি বিশ্রুতা সাতু সৈবজ্ঞেয়া! অতএব শ্রীরাধা সম্বলিত দামোদর পূজা পাদ্মে কার্ত্তিকে বিহিতা—'ময়া সহ'। অত্র 'মা' শব্দ প্রয়োগ স্তস্যাঃ পরম লক্ষ্মীরূপত্বাৎ। তথা তত্রৈব—গৃহাণর্ঘ্যাং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরেঃ। ইতি।

শ্রী গোপল ভট্টেন হরি ভক্তি বিলাসে—কার্ত্তিক মাস কৃত্যে বহুলাষ্টম্যাং পাদ্ম বচনং কিঞ্চ তত্রৈব শ্রী রাধিকোপাখ্যানান্তে-বৃন্দাবনাধিপত্যং চদ ত্তং তস্যা প্রত্যষ্যতা। কৃষ্ণেনান্যত্র দেবীতু রাধা বৃন্দাবনে বনে।

টীকা—ঃতস্যাঃ তস্মৈ শ্রীরাধায়ৈ। অন্যত্র বৃন্দাবনেতর স্থানে সা দেবী লক্ষ্যাদি রূপা বৃন্দাবন-নাখ্যে চ বনে রাধৈব স্বয়ং স্বনামাদিনৈব প্রসিদ্ধেবত্যর্থঃ।

বৃন্দাবন সম্রাজ্ঞী রূপে এই অভিষেক ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ বিলাপ কুসুমাঞ্জলি তে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রীত্যা মঙ্গল গীত-নৃত্য বিলস দ্বীনাদি—বাদ্যোৎসবৈঃ।
শুদ্ধানাং পয়সা ঘটৈ বহু বিধৈঃ সংবাসিতানাং ভৃশম্।
বৃন্দারণ্য মহাধিপত্য বিধয়ে যঃ পৌর্ণপাস্যা স্বয়ং
ধীরে সংবিহিতঃ স কিংতব মহাসেকো ময় প্রেক্ষ্যতে?

হে ধৈর্য্যবতি! স্বয়ং পৌর্ণমাসীদেবী, কর্ত্তৃক তোমায় শ্রী বৃন্দাবনের মহারাজ্ঞীরূপে অভিষিক্ত করিবার জন্য মঙ্গল গীত, নৃত্য ও বীণাদি বাদ্যোৎসব সহকারে অতি সুগন্ধিত বিশুদ্ধ জলপূর্ণ বহুবিধ ঘট-দ্বারা তোমার যে মহাভিষেক হইবে, আহা কি আমি দর্শন করিব? অত্র শ্রীল দাস গোস্বামী শ্রীরাধার এই অভিষেক মহা মহোৎসব দর্শনের জন্য যোগ্য প্রেমাঞ্জন চ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনের দ্বারা দর্শনের লোলু-পতা রুচির সেবার নিদর্শন স্বরূপ।

ব্রজ বাসী সকলের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অতীব প্রবল। গীত, নৃত্য, বাদ্যাদি মহামাঙ্গলিক উৎসব

দ্বারা মহাসম্রাজ্ঞী রূপে অভিষেক। অতএব গোপনে নয়। শ্রী যমুনা মূর্ত্তিমতী, একানংসাদি দেবীগন অনেকেই উপস্থিত, মহারাজ শ্রী নন্দ, শ্রীবৃষভানু, যশোদা, কীর্ত্তিদা প্রমুখ সর্ব্ব গোপ-গোপীগণের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে শ্রী পৌর্ণমাসী দেবী তোমার (শ্রীরাধার) অভিষেক করিবেন। শ্যাম সুন্দরকে অভিষেক করিলেন না কেন? হে বীরে, তুমি যে ধৈর্য্য গাম্ভির্য্যবতী শ্যাম বড়ই চঞ্চল, অতএব বৃন্দাবন সম্রাজ্ঞী রূপে অভিষেক করিবেন।

পদ্মপুরান পাতাল খণ্ডে কার্তিক মাহাত্ম্যে দেখা যায়, শ্রী কৃষ্ণ শ্রীরাধার অতুলনীয় গুন মাধুর্য্যে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য দান করিয়াছেন। বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রসীদতা। আবার মৎস্য পুরানে 'রাধা বৃন্দাবনে বনে' এই বাক্যে ও শ্রীরাধার অভিষেকের সূচনা করা হইয়াছে। শ্রী রাধার অভিষেক বর্ণনায় শ্রীল গোস্বামি পাদ গনের প্রচুরতর আবেশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমৎ রূপগোস্বামি পাদ দানকেলি কৌমুদিতে স্তব মালায় রাধাষ্টকে—'অতুল মহসি বৃন্দারণ্যরাজ্যে ভিষিক্তাম্' ইত্যাদি পদ্যে এবং 'প্রেমেন্দু সুধাসত্র' নামক বৃন্দাবনেশ্বরীর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে রাধাকৃষ্ণ বনাধীশা, বৃন্দাবনেশ্বরী ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টতঃ ইহার সূচনা করিয়াছেন। শ্রীমৎ দাস গোস্বামী তদীয় মুক্তাচরিতে, ব্রজ বিলাস স্তবের ৬১ শ্লোকে এবং বিলাপ কুসুমাঞ্জলি এই শ্লোকে রাধাভিষেক বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আচার্য্য পাদ গণের যেন মন ভরে নাই। তাই শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী পাদের আজ্ঞা বলে শ্রীমৎ জীব গোস্বামি পাদ বিস্তৃত ভাবে রাধাভিষেক বর্ণনাময় 'শ্রীশ্রী মাধব মহোৎসব' নামে একটি বিরাট কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্রীরাধার অভিষেক দর্শন বাসনায় শ্রীবৃন্দাদেবীকে আদেশ দিতেছেন। যাহাতে সমস্ত ব্রজবাসী গণের সমক্ষে এই মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শ্রীবৃন্দাদেবী অলক্ষ্যে থাকিয়া আকাশবানীতে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসী গন কে শুনাইয়া শুনাইয়া এই আনন্দ সংবাদ ঘোষনা করিলেন—

শ্রীরাধা মতুলগুণাম্বুধীন্দু লক্ষ্মীং শ্রীবৃন্দাবনভূবি বিশ্ববন্দিতায়াম্।
যোগীন্দ্রে! দ্রুতমভিষিঞ্চ কাঞ্চনালি শ্রীরাজন্মনি যুজি সিংহ পীঠপৃষ্ঠে।
রাধায়াময়মভিষেক কান্তিপুরঃ শ্রীদঃ স্যাদবনমণু গোকুল ভুবঞ্চ।
অংশুনা মুদয় ইবা মৃতাংশুমূর্ত্তৌ যদ্‌যোগ্যে খলু বিভবেহখিল বিনোতি॥ মাধব মহোৎসব ।১৯-১১।

হে যোগীন্দ্রানি পৌর্ণমাসি! বিশ্ব বন্দিত শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে সুবর্ণ—সমূহের মহাসৌন্দর্য্য মণ্ডিত মনি—খচিত সিংহাসনে অতুলগুন— সমুদ্র-জাত এই চন্দ্র লক্ষ্মী শ্রীরাধাকে শ্রীঘ্রই অভিষিক্ত কর। চন্দ্র মাতে জ্যোৎস্নারাশির উদয়বৎ শ্রীরাধাতে এই অভিষেক কান্তিধারা বৃন্দাবনে, গোকুলে এবং সমগ্র পৃথিবীতে অতুলনীয় শোভা—সমৃদ্ধি আনয়ন করিবে! যেহেতু যোগ্যপাত্রে বিভব উপস্থিত হইলে বিশ্বের প্রীতি বিধান করিয়া থাকে। পরম লজ্জাবতী শ্রীরাধার প্রতি ও সকলের সমক্ষে এই রাজ্যাভিষেক কার্য্যটি

অঙ্গীকার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানান হইল—ঃ

হে রাধে ! ত্বমিহ চ মাস্ম ধাষ্ট্য বুদ্ধ্যা সঙ্কোচীর্ষাদি দমশেষ দুঃখ হন্তৃ ।
শালীনা অপি কুল কণ্যকাঃ সভায়াং দৃশ্যতে পতিবরণায় বীত লজ্জাঃ ॥ ঐ ১৭।

'হে রাধে ! তুমি ও ইহাতে ধৃষ্টতা বুদ্ধিতে সঙ্কোচ করিও না—যেহেতু ইহাতে নিখিল দুঃখনাশ হইবে। দেখাও ত যায় যে—সলজ্জ কুল কণ্যারাও সভায় বিগত লজ্জ হইয়া পতিবরণ করিয়া থাকে।' শ্রীরাধা সখীগণসহ আকাশ বানীরূপ মধু কর্ণ চষকে মুহু মুহু পান করিয়া পরস্পর পরস্পর কে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ব্রজ মণ্ডলে সকল লোকের মহাহর্ষময় কলকলনাদ এবং বিবিধ বাদ্যের মহাধ্বনি শ্রুতি গোচর হইয়াছিল, কুন্দলতার দ্বারা এই আনন্দ—সংবাদ ব্রজে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের সীমা নাই। মহা সমারোহে বিবিধ মাঙ্গলিক গান, নৃত্য বাদ্যাদি সহকারে অধিবাস কৃত্য সুসম্পন্ন হইল। অভিষেক।—দিবসে অভিষেক চত্বরে গমনকালে শ্রীরাধার অপূর্ব্ব সুষমায় স্থাবর জঙ্গম সব বিমোহিত হইল। শ্রীরাধা অভিষেক রত্নবেদীতে আরোহন করিলেন। যমুনা মূর্ত্তিমতী, একানংশা, রুদ্রানী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি দেবীগন মানবীর রূপে সমাগতা। মহা অভিষেকের আয়োজন সুসজ্জিত !

তহি পুন ভগবতি পৌর্ণমাসী দেবী ব্রজবন দেবকী সাথ।
রাইক শুভ অভিষেক করন লাগি আওল উলসিত গাত ॥
কত শত ঘট ভরি বারি—সুবাসিত তঁহি করল উপনিত।
দধি ঘৃত গোরস কুঙ্কুম চন্দন কুসুম হার সুললিত ॥
বাস ভূষন উপহার রসায়ন আনল কত পরকার।
রতন বেদী রোপর বৈঠল শশীমুখী সখীগন দেই জয়কার ॥
শ্রীবৃন্দাবন—ভূমিশ্বরি করি ভগবতী করু অভিষেক।
চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল কলরব আনন্দে মোহন দেখ।

কতশত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান—নৃত্য, গীত, বীনাদি বাদ্যোৎসবের সহিত মহাসমারোহে অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইলে সখীগন রাজ-রাজেশ্বরীর উপযোগী বেশভূষায় শ্রীমতীকে সুসজ্জিত করিলেন। বিচিত্র মণি-রত্নের মহাসিংহাসনে শ্রীরাধা অধিরূঢ়া হইলে তাঁহার রূপ লাবণ্য প্রভায় সারা বৃন্দাবন সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। একানংশা শ্রীশ্যামসুন্দরের ললাটে স্পর্শ করাইয়া 'জয় বৃন্দাবনেশ্বরী' বলিয়া শ্রীরাধার ললাটে রাজটীকা দিলেন ! মহাবাদ্যধ্বনির সহিত সর্ব্বত্র মহাজয়—জয়—ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেবগন প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সখীগন পরমানন্দে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের সব স্থাবর জঙ্গম পরমানন্দ রসে মগ্ন। শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী যথাযোগ্য সম্মান করিয়া গুরুজন বর্গকে বিদায় দিলেন। অনন্তর এক অভিনব রসময়ী লীলার সূত্রপাত হইলু। সখীগন সকলে রাজরাজেশ্বরী শ্রীরাধার পাত্র মিত্রাদির পদ বিভাগ করিয়া হইতে লাগিলেন। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সরস দাস্য লাভের আশায় শ্যাম-

সুন্দর ও লুব্ধ। প্রধান মন্ত্রী ললিতার নিকট আবেদন জানাইলেন—ঃ

তবে অতিশয় আনন্দিতা। শ্রীকৃষ্ণেরে কহেন ললিতা॥
বনমালি ! শুন মোর বানী। কি, সেবা লইবে বল তুমি॥
সখীসব সেবা বাঁটি নিল। যার যে বাসনা মনে ছিল॥
হেন সেবা আর নাহি দেখি। যাহাতে তোমার নাম লেখি॥
শুনিয়া কহেন বনোয়ারী। মোর সেবা আছে বড় ভারি॥
আমি রাজ্যের কোতোয়াল হইব। রাজ জয় ঘুষিয়া বেড়াব॥ ঐ

অতঃ পর মন্ত্রী ললিতার আজ্ঞাক্রমে কোতোয়াল—পদ লিপ্সু শ্যাম রাজ-রাজেশ্বরীর নিকট একটি আবেদন পত্র লিখিলেন।

জয় জয় শ্রীশত, শ্রীযুত পদনখ, মহামহিমার্ণব চরণেষু।
চতুরিনী শিরোমনি, বিশ্ববিমোহিনী, যূথপতিগণ সেবিতেষু॥
শ্রীবৃন্দাটবী, রাজরাজেশ্বরী, প্রবল—প্রতাপ শালিনীষু।
কোটি মদনমদ পরাভর্ব কারিনী, নিজজনগণ জীবিতেষু॥

* * * *

তাই এই রাজপদ, কোতোয়লিপদ দেই, করবহি মোহে চিরদাস,
এহি মিনতি মোর, মানবি না টারবি, করযোড়ে মাগোঁতুয়া পাশ॥
হাম তুয়া নাম যশঃ, কুঞ্জ কুঞ্জ প্রতি, ঘোষব প্রতিদিন যাম।
তুয়া পুরভিতর, চোর যদি আওব, বিফল হোওব তছু কাম॥
এহি বিধি সেবা, নিত প্রতি লহরি, পালবি নিজ ঠাকুরাল॥
জয় জয় রাধা, বৃন্দাবনাধীশ, গাওব হাম চিরকাল॥ ঐ

রাজ রাজেশ্বরীর কৃপায় এবং সখীগণের সহায়তায় শ্যাম কোতোয়াল পদ গ্রহণ করিলেন। কোতোয়ালের মতই বেশভূষা। বৃন্দাবনেশ্বরীর আজ্ঞাবহ সেবক মোহন কোতোয়াল বৃন্দাবণের স্থাবর জঙ্গমের নিকট শ্রীরাধার বৃন্দাবনাধিপত্যের কথা ঘোষনা করিতে লাগিলেন। হে বৃন্দাবনের পশু পাখি ! ভ্রমর কোকিল ! বৃক্ষলতা ! আকাশ বাতাস ! তোমরা সকলে শ্রবন কর, আজ থেকে বৃন্দাবনের রাজ-রাজেশ্বরী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীশ্রীরাধারাণী ! মোহন কোতোয়ালের মুখে এই রূপ মধুর ঘোষনা শ্রবন করিয়া এবং তৎ কালে তাঁহার ভাব গদ গদ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বাভাবিক রাধাগতপ্রাণ বৃন্দাবনের জীবজন্তুগণের আনন্দরবে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল, সারা বৃন্দাবনে রাজ—রাজেশ্বরীর আধিপত্য ঘোষনা করিয়া মোহন কোতয়াল রাজরাণীর চরণ—সান্নিধ্যে বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমের আনন্দ বার্ত্তা ঘোষনা করিলেন। অতঃপর কৌতুকী কোতায়াল বংশীটি সকলের অলক্ষিতে ললিতার বস্ত্রাঞ্চলে গোপনে গুঁজিয়া

দিয়া রাজ—রাজেশ্বরীর চরণে বংশী চুরির অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন। বিশাখা বলিলেন—'ভালো ই হয়েছে, কুল নাশা বাঁশী হারিয়েছে। এর পর কুলস্ত্রীগন সুখে ঘুমাবে। ধীরা রাজ-রানী গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন—'না বিশাখে ! একথা বলা ঠিক নয়। রাজা থাকতে কার চুরির বিচার না হলে রাজার খ্যাতি নাশ হবে। মন্ত্রি ললিতা তিরস্কার পুর্ব্বক কোতোয়ালকে পদত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন—'যে অপদার্থ সেবক নিজেরই জিনিষ রক্ষা করিতে পারে না, সে আবার প্রজাদের ধন রক্ষা করবে কিরূপে ?

সুতরাং তার পদত্যাগেই রাজ্যের কুশল। কোতোয়াল মহারানীর চরণে জানাইলেন—তার সন্দেহ, এই রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যেই কেউ তার বাঁশী চুরি করেছে সুতরাং নিতান্ত ক্ষুদ্র সেবক কোতোয়াল এর কি প্রতিকার করিতে পারে ? ইহা শ্রবনে মন্ত্রী ক্রুদ্ধা হইয়া আদেশ দিলেন—প্রত্যেকেই আপনাপন বস্ত্রাঞ্চল ঝেড়ে কোতোয়লকে দেখিয়ে দিল। যদি কারো কাছ থেকে তার বাঁশী বের না হয়, তবে এই অলীক সন্দেহে উচ্চ পদাধিকারীদের অভিযুক্ত করার অপরাধে তাকে ভয়ঙ্কর দণ্ড নিতে হবে। মন্ত্রীর আদেশ যথারীতি পালিত হইল। অবশেষে স্বয়ং মন্ত্রীর বস্ত্রাঞ্চল হইতেই বংশীখানি সকলের সম্মুখে ঝরিয়া পড়িল। সকলেই নীরব। কোতোয়াল রাজরানীকে বলিলেন 'রাজ্ঞি ! এইরূপ চোর মন্ত্রীরই আগে পদত্যাগ করা উচিত। নচেৎ রাজ্যের অপরিসীম ক্ষতি। মন্ত্রী ললিতার রাগ তখন দেখে কে ? ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন— তুমিই আমার আঁচলে গোপনে বাঁশী গুঁজে দিয়ে এই কপট অভিযোগ তুলেছ। এই আমি মহারাণীর শ্রীচরণ স্পর্শ করে বলছি—এ তোমারই কাজ। তুমি তাঁর চরণ ছুঁয়ে বল দেখি যে, এ তোমার কাজ নয় ? চরণ স্পর্শের কথা বলিতেই কোতোয়ালের অন্তরে অব্যক্ত মধুর আনন্দরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিল্লোলি যবে পরশিতে চাহি তোমার পায়ের অঙ্গুলী। কোতোয়াল সাশ্রু নেত্রে পুলকিত দেহে কম্পিত করে মহারানীর পাঠগাঠ স্পর্শ করিলেন। শ্রীচরণস্পর্শে আনন্দঘন বিগ্রহের রসমোহ ! আনন্দ জড়তায় কণ্ঠরুদ্ধ। তখন ললিতা বলিলেন—দেখ মহারানি ! ধর্ম্ম-স্বরূপা তোমার চরণ স্পর্শে মিথ্যাকথা তার মুখে আসবে কেন ?

নাগরে কম্পিত দেখি রসবতীরাই। হাসি হাসি বঁধু করে ধরিলেন যাই।
গদ গদ কণ্ঠে কহয়ে ধনী বানী। মরম কহিয়ে এবে শুন ব্রজমনি ॥
নিজ বাঞ্ছা পুরাইলে মোরে রাজা করি। মোর সাধ পুরাইতে হইবে মুরারি ॥
ও বেশ ফেলিয়া নিজ বেশ পর তুমি। সিংহাসনে বৈসহ কিঙ্করী হই আমি ॥

অতঃ পর বৃন্দাদেবী নাগরের রাজবেশ রচনা করিয়া দিলেন। রসিকশেখর কিশোরী মনিকে বামে লইয়া সেই রত্ন সিংহাসনে বসিলেন। সখীগন জয়—জয় কার শঙ্খধ্বনি উলু ধ্বনি দিতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। কিঙ্করীগন চামর—ব্যজনাদি সেবা করিতে লাগিলেন। ললিতা দেবী যুগলের নীরাজন করিতে লাগিলেন—নিরাজন মন্ত্র—ঃ

নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর দলচ্ছবিং। রাধিকা রমণ প্রেম্না কৌটি কন্দর্প সুন্দরম্ ॥

নমস্কার

বন্দে নবঘনশ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্। পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্।

তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি। বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

এত গেল শ্রীরাধারাণীর চরিত্রের মাধুর্য্যাংশের অমিয় মধুর আখ্যানভাগ। এক্ষণে শ্রীরাধারানীর চরিত্রের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যাংশের সর্ব্বাতিশায়ী লীলার কথা যাহা মহর্ষি বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তর খণ্ডে বর্নিত হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে নিম্নে বর্নিত হইতেছে—

তখন প্রপঞ্চে অবতরণের কাল নহে। কালনেমী দৈত্যের দুই পুত্র মর্ধন ও হর্ধন এক গুপ্ত মন্ত্র জপের প্রভাবে—অলৌকিক মহাশক্তির অধিকারী হইয়া ত্রৈলোক্য বিজয়ী হয়। তাহাদের প্রতাপে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গুহ্যক, মানব সকল প্রানীবর্গ প্রাণরক্ষার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। তখন সমগ্র দেববৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতির পদে বরণ করিয়া উভয় দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন হইলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য হর্ধন ও মর্ধন দুই ভ্রাতা অতি অনায়াসে সমস্ত দেববৃন্দের যাবতীয় শক্তি-কে নির্জীত করিয়া সমধিক আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শুধু অমর বলিয়া জীবিত রহিলেন বটে কিন্তু যুদ্ধে সম্পুর্ণ পরাস্ত হইলেন। অবশেষে রণরঙ্গিনী কালিকা দেবী, তাঁহার অসংখ্য যোগিনী গন সহ—যুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে পরাস্ত হইলেন।—তখন সকলে মিলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সদনে উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও এ বিষয়ে কোন উপায় নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহাযোগেশ্বর শিব সন্নিধানে গমন করিলেন। শিব ঠাকুর অত্যাচারী দৈত্যদ্বয়ের নিকটে তাঁহাদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃ করণে ধ্যানস্থ হইলেন। যোগ প্রভাবে জানিতে পারিলেন—ঐ দৈত্যদ্বয় বিষ্ণুমন্ত্র জপের প্রভাবে অপরাজেয় শক্তিশালী হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন—ইহাদিগকে বিনাশ করিতে নারায়ণ অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সক্ষম নহেণ। কারন বিষ্ণু-মন্ত্র জপকারীকে তাঁহারা বধ করিলে, স্বভক্ত হনন জনিত দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিবে। তখন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহাদিগকে উপদেশ করিলেন, এই আসুরিক শক্তিদ্বয়কে বিনাশ করিতে একমাত্র মুলাপ্রকৃতিরীশ্বরী গোলোকেশ্বরী শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরানীই সক্ষমা।

চলো, আমরা সকলে মিলিয়া গোলোকেশ্বরীর পাদ পদ্মে প্রার্থনা জানাই। তখন সকল দেববৃন্দ মিলিত ভাবে গোলোকের বহির্দ্বারে উপনীত হইয়া শ্রুতি মন্ত্রে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধারানী তৎক্ষনাৎ তাঁহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া সেখানে আবির্ভুত হইলে তাঁহারা জঞ্জাল স্বরূপ অত্যাচারী দৈত্যদ্বয়কে বিনাশের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলে—গোলোকেশ্বরী—শ্রীরাধারাণী তৎক্ষণাৎ আয়ুধ শ্রেষ্ঠ সুদর্শন কে স্মরণ করিলেন। সুদর্শন নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মুকুলিত অঞ্জলি হইয়া দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে তাঁহার কি সেবা করিতে পারে বলিয়া প্রার্থনা জানাইলে—তখন দেবী—আদেশ করিলেন—বিশ্বের অমঙ্গল সৃষ্টিকারী—কালনেমীর পুত্রদ্বয় মর্ধন ও হর্ধন কে বিনাশ কর সুদর্শণ তৎক্ষণাৎ

দৈত্যদ্বয়ের শিরশ্ছেদন করিয়া সর্ব্বত্র শান্তির বিধান করিলেন। এই আখ্যান ভাগে গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধাঠাকুরানীর চরিত্রে পূর্ণতম ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রকাশিত হইয়াছে।

অচিন্ত্য ভেদা ভেদ মতে। শ্রীমাধব গৌড়েশ্বরাচার্য্যে শ্রীরূপ গোস্বামিভিঃ কথিতং যথা—মহাভাব স্বরূপেয়ং। তথা চ—হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি র্বরীয়সী তৎসার ভাব রূপেয়মিতি।—উজ্জ্বল নীল মনৌ—৭৫-৭৬ পৃষ্ঠে।

অনয়া রাধ্যতে কৃষ্ণো ভাগবান্ হরিরীশ্বরঃ। লীলায়া রস বাপিন্যা তেন রাধা প্রকীর্ত্তিতা॥

নারদ পঞ্চরাত্রে—ঃ

গোপনাদুচ্যতে গোপী শ্রীলীলা রাধিকা ভিদা।—দেবী কৃষ্ণময়ী জ্ঞেয়া রাধিকা পর দেবতা। সর্ব্ব লক্ষ্মী স্বরূপা চ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দায়িনী॥ নারদ পঞ্চরাত্রে।

আগম দ্বারা—শ্রীরাধা নাম যথা—ঃ

যাঃ শক্তয়—সমাখ্যাতা গোপী রূপেন তাঃ পুনঃ। সখ্যো ভুত্বা রাধিকায়াঃ কৃষ্ণচন্দ্রমুপাসতে॥

—শ্রীকৃষ্ণযামলে টীকায়াম্।

হরেরর্দ্ধং তনু রাধা রাধিকার্দ্ধং তনু হরিঃ। অনয়োরন্তরাদর্শী মূর্ত্ত্যবচ্ছেদকোঽধমঃ।

—নারদ পঞ্চরাত্রে!

তৎপ্রিয়া প্রকৃতি স্বাদ্যা রাধিকা তস্য বল্লভাঃ। তৎকলা কোটি কোটয়ংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকা। এতস্যামঙ্ঘ্রি রজ স্পর্শাৎ কোটি বিষ্ণুঃ প্রজায়তে—বারাহ সংহিতায়াম্ বৃন্দাবন রহস্যে।

॥ পুরান দ্বারা শ্রীরাধা মহিমা ॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা। বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে। রুক্মিনী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ তত্রাতি রাধিকা শশ্বদতি প্রানপ্রিয়া হরে। কিমহং বর্ণয়ে ভাগ্যং রাধায়াঃ পরমাদ্ভুতম্। ব্রহ্মাদয়োপি ন বিদুঃ পরমানন্দ মন্দিরম্।—আদি পুরাণে ষষ্ঠাধ্যায়—৮-৯ শ্লোক।

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং পরাৎপরম্।
স এব পণ্ডিতো যোগী গোলোকং যাতি লীলয়া॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কৃষ্ণ খণ্ডে গণেশ বাক্যং ১২৩ অঃ ১০ শ্লোক।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধিকোৎপর্ত্তিবর্ণনং যথা—ঃ

পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাস মণ্ডলে, রত্ন সিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতিঃ। স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভুবরমণোৎসুকঃ, রমনং কর্ত্তুং ইচ্ছা চ তদ্বভুব সুরেশ্বরি। এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধা রূপো বভুব সঃ। দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামাংগং সা চ রাধিকা। তস্যা শ্চাংশংশ কলয়া বভূবুর্দেবযোষিতঃ, বভুব গোপী সংঘাশ্চ রাধায়া রোম কূপতঃ।

রাধা বামাংশ ভাগেন মহা লক্ষ্মী র্বভূব সা, স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণ বক্ষঃ স্থলাস্থিতা।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী চ তস্যৈব পরমাত্মনঃ॥ প্রকৃতি খণ্ড ৪৮ অঃ।
ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে—ভগবতা রাধা তত্ত্বং বর্ণিত যথা—ঃ
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধা প্রেয়সী প্রেয়সী পরা

যথা ত্বং চ তথাহং চ ভেদো হি নাবয়োঃ ধ্রুবম্।
যথা ক্ষীরেচ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্।
বিনাং মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলং।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ নহি শক্তঃ কদাচন।
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজ রূপোহহম চ্যুতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ১৫ অঃ ৫৭-৬০ শ্লোক।

রা শব্দোচ্চারনাদ্ভক্তো রাতি মুক্তি সুদুর্ল্লভাং, ধা শব্দোচ্চারণাদ্ দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদম্॥ প্রকৃতি খণ্ডে ৪৮ অঃ ৪০ শ্লোকঃ।—রাধা কৃষ্ণাত্মিকা নিত্যং কৃষ্ণো রাধাত্মকো ধ্রুবম্ —লঘুমঞ্জুষায়াং, ভজ রাধাং নির্গুনাং চ প্রদাত্রীং। সর্ব্ব সম্পাদাম্—পাদ্মে পাতাল খণ্ডে ৬৯ অধ্যায়। সর্ব্ব লক্ষ্মী স্বরূপা সা রাধিকা পর দেবতা।—শ্রীনারদীয়ে।

রাধা শব্দস্য ব্যুৎপত্তি সামবেদে নিরুপিতা। সুরাসুর মুনীন্দ্রানাং বাঞ্ছিতং মুক্তিদাং পরা।
রেফোহি কোটি জন্মাঘং কর্ম্মভোগঃ শুভাশুভম্। আকারো গর্ভবাসং চ মৃত্যুঞ্চ রোগ মুৎসৃজেৎ।

ধকার মায়ুষো হানিমাকারো ভব বন্ধনম্।
শ্রবণ স্মরনোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ।
রেফোহি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণ পদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্ব সিদ্ধৌঘমীশ্বরম্।
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্য কালমেব চ
দদাতি সার্ষ্টি সারূপ্যং তত্ত্ব জ্ঞানং হরেঃ স্বয়ম্
আকার স্তেজসো রাশিং দান শক্তি হরৌ যথা।

যোগ শক্তিং যোগ মতিং সর্ব্বকাল হরি স্মৃতিম্।—কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৩) অধ্যায়।
কৃষ্ণার্চ য়াং নাধিকারো দত্তো রাধা-র্চনং বিনা। বৈষ্ণবৈঃ সকলৈ স্তস্মাৎ স সেব্যং রাধিকার্চনম্।
রাধ্নোতি সকলান্ কামান্ তেন রাধেতি কীর্ত্তিতা।—দেবী ভাগবতে-৯ স্কন্ধে ৫০ অঃ
শ্রীরাধ র্চন বিনা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে অধিকার হয় না। এই জন্যই সব বৈষ্ণবগনের শ্রীরাধিকা দেবী

অর্চ্চন করা নিত্য প্রয়োজন। সব কামনা ইনি পূর্ণ করেন বলিয়া ইহাঁকে রাধা বলা হয়।

মমানন্দময়ী শক্তিঃ শ্রীরাধা প্রেমরূপিনী, তপাতি প্রেম পাশেনা বশোহং বশীকৃতঃ ॥ আদিপুরানে রস শাস্ত্র দ্বারা রাধা যথ—ঃ

যঃ আনন্দাংশে হ্লাদিনী তস্য শ্রদ্ধাদি ক্রমে নবম ভূমিকা প্রাপ্তে সারো প্রেমা।

প্রেম্নঃ। রতি, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ।, অনুরাগাদি মিশ্রনেন সপ্তম কলা প্রাপ্তঃ। প্রেম্না সারো ভাবঃ, ভাবস্য পরাকাষ্ঠা মহাভাবঃ। মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধা। তয়ো—রুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বসাধিকা, মহাভাব স্বরূপেয়ং গুনৈরতি-বরীয়সী।

উজ্জ্বলে—বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরনে ২ অঙ্কে।

মহাভাবঃ স্বরূপাহি শ্রীরাধা পরদেবতা। খনিঃ সর্ব্বগুণানাং সা কৃষ্ণ কান্তা শিরোমনিঃ।

যস্যাঃ চিত্তেন্দ্রিয়াঙ্গানি শ্রীকৃষ্ণঃ প্রেমঃ ভাবিতং, ক্রীড়া সহায়ঃ কৃষ্ণস্য স্বশক্তিঃ সৈব রাধিকা।

চৈঃ চঃ আদি লীলায়াং ৪র্থ পরিচ্ছেদঃ।

কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ।

যথা—ক্ষণং যুগশতমিব শ্রীশুকেন দর্শিতমিতি।

কোটি ব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্ত সুখ, যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্ত বৃশ্চিক সর্পাদি দংসাকৃত দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি এবং ভূতে কৃষ্ণ সংযোগ বিয়োগয়োঃ সুখ দুঃখে যতো ভবতি দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহঃ অচ্যুতাশ্লেষ নির্ব্ত্যেতি শুকেন কথিতং সোঽধিরূঢ় মহাভাবঃ। তস্য মোহন মোদনে দ্বে স্বরূপে। মোহনঃ রাধিকা ধূথে, প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা মাদনোঽয়ং মুদঞ্চতি। শ্রীরূপ গোস্বামি পাদেন- উজ্জ্বলে বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরনে

শ্রী রাধায়াঃ চিত্তোন্দ্রয়ানি শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যথা—ঃ

বিশাখা প্রতি রাধায়াঃ বাক্যং—ঃ

সৌন্দর্য্যামৃত সিন্ধুভঙ্গ ললনা চিত্তাদ্রি সংপ্লাবকঃ, কর্ণানন্দি স মর্ম্ম রম্য বচনঃ কোটীন্দু শীতাঙ্গকঃ

সৌরভ্যামৃত সংপ্লবাবৃত জগৎ পীযূষ রম্যাধরঃ

শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥

নবাম্বুদ লসৎদ্যুতির্নব তড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ, ত্রিভঙ্গ ময়ুরাকৃতি র্ময়ুর বর্হবে শোজ্জ্বলঃ।

সুধাংশু মধুরাননঃ কমল কান্তি জিল্লোচনঃ, স মে মদন মোহনঃ সখি তনোতি নেত্র স্পৃহাম্ ॥

নদজ্জলদ নিঃস্বন শ্রবন কর্ষি সৎ সিঞ্চিতঃ। স নর্ম্ম রস সূচিকাক্ষর পদার্থভঙ্গ যুক্তিক রমাদিক বরাঙ্গনা হৃদয় হারি বংশী কলঃ, স মে মোহনঃ সখি তনোতি কর্ণ স্পৃহাম্ ॥ কুরঙ্গমদ জিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মি- কৃষ্ণ ঙ্গনঃ, স্বকাঙ্গ নলিনাষ্টকে শশিযুতাজ্জ গন্ধ প্রথঃ মদেন্দুবর চন্দনাগুরু সুগন্ধ চর্চ্চাচতঃ, সমে মদন মোহনঃ

সখি তনোতি নাসা স্পৃহাম্। হরিন্মণি কপাটিকা প্রতত হারি বক্ষ স্থলঃ, স্মরার্ততরুনী মনঃ কলুর্ষ হন্তৃ-দোরর্গলঃ সুধাংশু হরি চন্দনোৎপল সিতাভ্র শীতাঙ্গকঃ, সমে মদন মোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃ স্পৃহাম্। ব্রজাতুল কুলাঙ্গনেতর রসালি তৃষ্ণাহরঃ প্রদীপ্যাদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য ফেলালবঃ সুধাজিদহি বাল্লিকা সুদল বীটিকা চর্ব্বিতঃ, সমে মদন মোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বা স্পৃহাম্। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতম্।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয় জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা, কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠরত্বং কুচেস্যা, বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকা ন চান্যা॥

——গোবিন্দ লীলামৃতে।

কৃষ্ণস্য প্রণয়োৎপত্তি কা, একা শ্রীমতী রাধিকা। অস্য কৃষ্ণস্য কা প্রেয়সী, অনুপম গুণা রাধিকৈকা। অন্যা ন, অস্যা কেশে কৌটিল্যং হৃদি ন। অন্যাসাং কৌটিল্যং কেশেন। ইত্যাদি টীকায়াং।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার নামোল্লেখ না থাকিলেও পদ্ম পুরাণ, ভবিষ্যপুরান ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরান, গর্গসংহিতা, রাধাতন্ত্র, ঋকৃপরিশিষ্ট, সম্মোহন তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ যামল তন্ত্র, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে শ্রীরাধিকার নাম, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাস এবং তাহার অনন্য সাধারন মাহাত্ম্য প্রভৃতির বর্ণনা দেখা যায়। তবে শ্রীকৃষ্ণ লীলার প্রধানতম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা নাম স্পষ্ট ভাবে নাই কেন? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ও প্রেমের গুরু শ্রীরাধা ঠাকুরানী। তাঁহার নাম ও মন্ত্র পরম গুহ্যতম। উহা যতই গোপনে রাখা যায়, ততই ফলপ্রসূ হয়। যাঁর লাগি কহিতে সুখ সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভূবনে। শ্রীকৃষ্ণান্বেষনরতা ব্রজবনিতাগন শ্রীকৃষ্ণের পদ চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্রজরমনীর পদ চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার সৌভাগ্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে তাঁহার শ্রীভগবদারাধনার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার পর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণান্বেষন করিতে করিতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সেই গোপীকেই বনভূমিতে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমনী মণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন তখন এই রমনীই তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন এবং ইনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি পাত্রী ইহা নিঃসন্দেহে ধারনা করা যাইতে পারে। তাহার পর অনয়া (প্রধানা গোপিকায়া) আরাধিতো নূনং প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহার শ্রীভগবদারাধনার কথায় পদ্ম পুরান প্রসিদ্ধ 'রাধা' নাম জগতে অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীতে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ ও এস্থানে পরম-হংসদেব শ্রীল শুকদেব প্রভুর নিকট—এই প্রধানা গোপী কে? তাহা জানিতে চাহেন নাই। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও পূর্ব্ব নিষেধ বশতঃ তাহা বলেন নাই। ব্রজ হইতে যখন ব্রজের সূক্ষ্মধী শুক ভগবদা-দেশে কৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসন—তখন শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগন শুক কে কৃষ্ণ-লীলার্বনন কালে যেন তাঁহাদের কাহার ও নাম উল্লেখ না করে। কারন তাঁরারা গোপী—অতিগুপ্ত রহস্যময় ভজন করেন, সুতরাং লজ্জার বাধকত্তা বশতঃ এই নিষেধাজ্ঞা। এতদ্‌ভিন্ন পরমহংস কুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধা এবং কৃষ্ণপ্রেম বিভোরা গোপীকাগণের উত্তুঙ্গ উজ্জ্বল প্রেমামৃত

রস নিষ্ণাত গোপীকা নিকরের কথা স্মরণ মাত্রই এক অত্যুৎকট প্রেম বৈবশ্য হেতু হৃদয় বিকল হইত, তিনি তখন সহজ ভাগবত সমাধি গ্রস্ত হইয়া যাইতেন। আর সমাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলে আসন্ন মৃত্যু পথ যাত্রী রাজা পরীক্ষিৎকে কে কৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করিবে ? কৃষ্ণ—নাম ও মন্ত্র অপেক্ষা ও শ্রীরাধা নাম ও মন্ত্র অতি গুহ্যতম। গুহ্য বস্তু সংগোপনে রাখিলেই আশুফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অথর্ব্ব বেদীয় পুরুষবোধনী শ্রুতিতে আছে—ঃ

'তস্যাদ্যা প্রকৃতি রাধিকা নিত্যা নির্গুণা সর্ব্বলঙ্কার শোভিতা প্রসন্নাশেষ লাবণ্যসুন্দরী অস্মাদদীনাং জন্মদাত্রী অস্যা অংশাংশাবহবো বিষ্ণুরুদ্রাদয়ো ভবন্তি।''

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যা প্রকৃতি শ্রীরাধিকা, নিত্য নির্গুণা স্বস্বরূপভূত-সাত্ত্বিকালঙ্কার পার-শোভিতা প্রসন্না এবং অশেষ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যা শালিনী।

তিনি আমাদের (ব্রহ্মাদির) জন্মদাত্রী এবং তাহারই অংশাংশ হইতে বহুতর বিষ্ণু রুদ্রাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

কেচিচ্ছ্রিয়ং ত্বাং কতিচিচ্চ গৌরীং পরে পরেশীং ব্রুবতে কবীন্দ্রঃ।
পরাৎপরং ব্রহ্মসনাতনং ত্বং গুনত্রয়েনৈব বিভর্ষি লোকম্।—উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রম্।

উর্দ্ধম্নায়তন্ত্রে—শ্রীরাধিকার স্তবরাজে বর্ণিত আছে—কোন কোন ও বিজ্ঞগন আপনাকে লক্ষ্মী, কেহ কেহ গৌরী এবং কেহ বা পরমেশ্বরী বলিয়া থাকেন। আপনি কেন এ সব হইতে যাইবেন—আপনারই ত সব এবং আপনিই ত্রিগুন দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া থাকেন।

সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিনী সাপি রাধিকা পরদেবতা॥
—গৌতমীয় তন্ত্রম্।

ভগবান বলিয়াছেন—আমি সত্ত্ব (কার্য্য) তত্ত্ব (কারণ) ও পরত্ব (কার্য্য কারনাতীত সচ্চিদানন্দ) এই ত্রিতত্ত্ব স্বরূপ, পরদেবতা শ্রীরাধিকা ও এই ত্রিতত্ত্ব রূপিনী। যাঃ শক্তয়ঃ সমাখ্যাতা গোপীরূপেন তাঃ পুনঃ। সখ্যো ভূত্বা রাধিকায়াঃ কৃষ্ণচন্দ্র মুপাসতে —শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রম্।

অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি নিকেতন শ্রীভগবানের শক্তি বর্গই শ্রীরাধিকার সখীরূপে কৃষ্ণ চন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন।

নানা শাস্ত্রে বেদ-পুরানে বেদান্তে, আগম, তন্ত্র ইত্যাদি কোথাও স্পষ্ট আবার কোথাও অস্পষ্ট ভাবে শ্রীরাধিকার নাম এবং মাহাত্ম্যাদি জানা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করিয়া সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যথা প্রিয়ঙ্গু পত্রেষু গুঢ়মারুণ্য মিষ্যতে। শ্রীমদ্ভাগবতে শাস্ত্রে রাধিকা তত্ত্বমীদৃশম্॥

যে প্রকার মেহদী পাতায় লালিমা অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, পেষন করিয়া আঘ্রান করিলে উহা

প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ প্রকার শাস্ত্র বাক্যগুলি বার বার অনুশীলন করিতে করিতে, উপাসনা হইতে শ্রীরাধিকা তত্ত্ব অনুভূত হয়।

নিখিল কল্যান গুন বারিধি শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিখিল প্রাণীর উপাস্য তত্ত্ব তদীয় স্বরূপ-শক্তি পরা-প্রকৃতিরীশ্বরী শ্রীশ্রী রাধাঠাকুরানী ও তদ্রূপ বরং অধিক গুনে গুণান্বিতা। বিষ্ণুর সহস্রনাম, শ্রীগোপালের সহস্রনাম ভক্ত সমাজের পরমাদরনীয় বস্তু, তদ্রূপ শ্রীরাধার সহস্রনাম তৎসমতুল আদরের ধন, এবং নিত্য কীর্ত্তনীয়—ঃ

যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরঃ প্রভুঃ। অস্যা নাম সহস্রস্য ঋষির্নারদ এব চ॥
দেবী রাধা পরা প্রোক্তা প্রেমভক্তি প্রদায়িনী। ওঁ শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণ বল্লভা কৃষ্ণ সংযুতা॥
বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদন মোহনী। শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা চ কৃষ্ণানন্দ প্রদায়িনী॥
যশস্বিনী যশোগম্যা যশোদানন্দনবল্লভা। দামোদর প্রিয়া গোপী গোপানন্দকরী তথা॥
কৃষ্ণাঙ্গ বাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরি প্রিয়া। প্রধান গোপিকা গোপকন্যা ত্রৈলোক্য সুন্দরী॥
বৃন্দাবন বিহারী চ বিকশিত মুখাম্বুজা। গোকুলানন্দ কর্ত্রী চ গোকুলানন্দ দায়িনী॥
গতিপ্রদা গীতগম্যা গমনাগমন প্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণোরঙ্ক নিবাসিনী॥
যশোদানন্দ পত্নী চ যশোদানন্দ গেহিনী। কামারিকান্তা কামেশী কামলালস বিগ্রহা॥
জয়প্রদা জয়া জীবা জীবানন্দ প্রদায়িনী। নন্দ নন্দন পত্নী চ বৃষভানু সুতা শিবা॥
গনাধ্যক্ষা গবাধ্যক্ষা গবাং গতিরণুত্তমা। কাঞ্চনাভা হেমগাত্রা কাঞ্চনাঙ্গদ ধারিনী॥
অশোকা শোকরহিতা বিশোকা শোকনাশিনী। গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীতা বিদুত্তমা॥
নীতি শাস্ত্র প্রিয়া নীতি গতির্ম্মতির ভীষ্টদা। বেদ প্রিয়া বেদ গর্ভা বেদ মার্গ প্রবর্দ্ধিনী॥
বেদগম্যা বেদপরা বিচিত্র কনকোজ্জ্বলা। তথোজ্জ্বলপ্রদা নিত্যা তথৈবোজ্জ্বলগাত্রিকা॥
নন্দ প্রিয়া নন্দ সুতারাধ্যানন্দ প্রদা শুভা। শুভাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিন্যা পরাজিতা॥
জননী জন্মশূন্যা চ জন্মমৃত্যুজরাপহা। গতির্গতিমতাং ধাত্রী ধাত্রানন্দ প্রদায়িনী॥
জগন্নাথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেম সুন্দরী। কিশোরী কমলা পদ্মাপদ্ম—হস্তা পয়োদদা॥
পয়স্বিনী পয়োদাত্রী পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলা। মহাজীবপ্রদা কৃষ্ণকান্তা কমল সুন্দরী॥
বিচিত্র বাসিনী চিত্র বাসিনী চিত্র রূপিনী। নির্গুণা সুকুলীনা চ নিষ্কুলীনা নিরাকুলা॥
গোকুলান্তর গেহা চ যোগানন্দ—করী তথা। বেনুবাদ্যা বেনুরতি র্বেনুবাদ্য পরায়না॥
গোপালস্য প্রিয়া সৌম্যরূপা সৌম্য কুলোদ্বহা। মোহামোহা বিমোহা চ গতিনিষ্ঠা গতিপ্রদা॥
গীর্ব্বান বন্দ্যা গীর্ব্বানা গীর্ব্বানগন সেবিতা। ললিতা চ বিশোকা চ বিশাখা চিত্র মালিনী॥
জিতেন্দ্রিয়া শুদ্ধসত্ত্বা কুলীনা কুলদীপিকা। দীপ প্রিয়া দীপদাত্রী বিমলা বিমলোদকা॥
কান্তার বাসিনী কৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়ামতিঃ। অনুত্তরা দুঃখহন্ত্রী দুঃখকর্ত্রী কুলোদ্বহা॥

মতির্লক্ষ্মীর্ধৃতিল´জ্জা কান্তিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা। ক্ষীরোদ শায়িনী দেবী দেবারি কুল মর্দ্দিনী॥
বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কূলকূজ্যা কূল প্রিয়া। সংহর্ত্রী সর্ব্ব দৈত্যানাং সাবিত্রী বেদগামিনী॥
বেদাতীতা নিরালম্বা নিরালম্বগন প্রিয়া। নিরালম্বজনৈঃ পূজ্যা নিরালোকা নিরাশ্রয়া॥
একাঙ্গা সর্ব্ব´গা সেব্যা ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী। রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাতৃ দেবতা॥
রসিকা রসিকা নন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। রাস মণ্ডল মধ্যস্থা রাস মণ্ডল শোভিতা॥
রাসমণ্ডল সেব্যা চ রাস ক্রীড়া মনোহরা। পুণ্ডরীকাক্ষ নিলয়া পুণ্ডরীকাক্ষ গেহিনী॥
পুণ্ডরীকাক্ষ সেব্যা চ পুণ্ডরীকাক্ষ বল্লভা। সর্ব্ব´ জীবেশ্বরী সর্ব্ব´জীববন্দ্যা পরাৎ পরা॥
প্রকৃতিঃ শম্ভুকান্তা চ সদা শিব মনোহরা। ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা ভ্রান্তিঃ শ্রান্তিঃ ক্ষমাকুলা॥
বধূরূপা গোপপত্নী ভারতী সিদ্ধ যোগিনী। সত্যরূপা নিত্যরূপা নিত্যাঙ্গ নিত্য গেহিনী॥
স্থানদাত্রী তথা ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ স্বয়ংপ্রভা। সিন্ধুকন্যা স্থানদাত্রী দ্বারকাবাসিনী তথা॥
বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সর্ব্ব´কারন কারণা। ভক্তি প্রিয়া ভক্তি গম্যা ভক্তানন্দ প্রদায়িনী॥
ভক্ত বল্ল দ্রুমাতীতা তথাতীতগুণা তথা। মনোহধিষ্ঠাতৃদেবী চ কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা॥
নিরাময়া সৌম্যদাত্রী তথা মদন মোহিনী। একঅনংশা শিবা ক্ষেমা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী॥
ঈশ্বরী সর্ব্ব´বন্দ্যা চ গোপনীয়া শুভঙ্করী। পালিনী সর্ব্ব´ভূতানাং তথা কামাঙ্গ হারিনী॥
সদ্যো মুক্তি প্রদা দেবী বেদ সারা পরাৎ পরা। হিমালয় সুতা সর্ব্ব´া পর্ব্ব´তী গিরিজা সতী॥
দক্ষকণ্যা দেবমাতা মন্দলজ্জা হরেস্তনুঃ। বৃন্দারণ্য প্রিয়া বৃন্দা বৃন্দাবন বিলাসিনী॥
বিলাসিনী বৈষ্ণবী চ ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠিতা। রুক্মিনী রেবতী সত্যভামা জাম্ববতী তথা॥
সুলক্ষণা মিত্র বিন্দা কালিন্দী জহ্নুকণ্যকা। পরিপূর্ণা পূর্ণতরা তথা হৈমবতী গতিঃ॥
অপূর্ব্ব´া ব্রহ্মরূপা চ ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী। ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড মধ্যস্থা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড রূপিনী॥
অণ্ডরূপাঅণ্ডমধ্যস্থা তথাণ্ডপরি পালিনী। অণ্ড বাহ্যাঅণ্ড সংহর্ত্রী শিবব্রহ্ম হরি প্রিয়া॥
মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি বল্লবৃক্ষরূপা নিরন্তরা। সারভূতা স্থিরা গৌরী গৌরাঙ্গী শশিশেখরা॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শশিকোটিসমপ্রভা। মালতী মাল্যভূষাঢ্যা মালতী মাল্য ধারিনী॥
সারদাঃহারদাঃস্বাদা যশোদা গোপনন্দিনী। অতীত গমনা গৌরী পরানু গ্রহ কারিনী॥
করুণার্ণব সম্পূর্না করুণার্নবধারিনী। মাধবী মাধবমনোহারিনী শ্যামবল্লভা॥
অন্ধকার ভয় ধ্বস্তা মঙ্গল্যা মঙ্গলপ্রদা। শ্রীগর্ভা শ্রীপ্রদা শ্রীশা শ্রীনিবাসাঅচ্যুত প্রিয়া॥
শ্রীরূপা শ্রীহরা শ্রীদা শ্রীকামা শ্রীস্বরূপিনী। শ্রীদামানন্দদাত্রী চ শ্রীদামেশ্বরবল্লভা॥
শ্রীনিতম্বা শ্রীগণেশা শ্রীস্বরূপাশ্রিতা শ্রুতিঃ। শ্রীক্রীয়ারূপিনী শ্রীলা শ্রীকৃষ্ণ ভজনান্বিতা॥
শ্রীরাধা শ্রীমতী শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠারূপা শ্রুতি প্রিয়া। যোগেশা যোগমাতা চ যোগাতীতা যুগপ্রিয়া॥
যোগ প্রিয়া যোগগম্যা যোগিনীগন বন্দিতা। জবা কুসুম সঙ্কশা দাড়িম্বী কুসুমোপমা॥

নীলাম্বরধরা ধীরা ধৈর্য্যরূপা ধরা ধৃতিঃ। রত্ন সিংহাসনস্থা চ রত্ন কুণ্ডল ভূষিতা ॥
রত্নালঙ্কার সংযুক্তা রত্নমাল্যধরা পরা। রত্নেন্দ্রসার হারাঢ্যা রত্নমালাবিভূষিতা ॥
ইন্দ্রনীল মনি ন্যস্ত পাদ পদ্ম শুভা শুচিঃ। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী চ অমাবস্যা ভয়া পহা ॥
গোবিন্দ রাজ গৃহিনী গোবিন্দ গনপূজিতা। বৈকুণ্ঠ নাথ গেহিনী বৈকুণ্ঠ পরমালয়া ॥
বৈকুণ্ঠ দেব দেবাঢ্যা তথা বৈকুণ্ঠ সুন্দরী। মদালসা বেদবতী সীতা সাধ্বী পতিব্রতা ॥
অন্নপূর্ণা সদানন্দ রূপা কৈবল্য সুন্দরী। কৈবল্য দায়িনী শ্রেষ্ঠা গোপীনাথ মনোহরা ॥
গোপীনাথেশ্বরী চণ্ডী নায়িকানয়নান্বিতা। নায়িকা নায়কপ্রীতা নায়কানন্দ রূপিনী ॥
শেষা শেষবতী শেষ রূপিনী জগদম্বিকা। গোপাল পালিকা মায়া জায়াহ আনন্দ্র প্রদা তথা ॥
কুমারী যৌবনানন্দা যুবতী গোপ সুন্দরী। গোপমাতা জানকী চ জনকানন্দ কারিনী ॥
কৈলাস বাসিনী রম্ভা বৈরাগ্য কুল দীপিকা। কমলাকান্ত গৃহিনী কমলা কমলালয়া ॥
ত্রৈলোক্য মাতা জগতামধিষ্ঠাত্রী প্রিয়াঅম্বিকা। হরকান্তা হররতা হরানন্দ প্রদায়িনী ॥
হর পত্নী হর প্রীতা হর তোষন তৎপরা। হরেশ্বরী রামরতা রামা রামেশ্বরী রমা ॥
শ্যামলা চিত্রলেখা চ তথা ভুবনমোহিনী। সুগোপী গোপবনিতা গোপরাজ্যপ্রদা শুভা ॥
অঙ্গাবপূর্ণা মাহেয়ী মৎস্যরাজ সুতা সতী। কৌমারী নার সিংহী চ বারাহী নবদুর্গিকা।
চঞ্চল চঞ্চলা মোদা নারী ভুবন সুন্দরী। দক্ষযজ্ঞ হরা দাক্ষী দক্ষ কন্যা সুলোচনা ॥
রতি রূপা রতি প্রীতা রতি শ্রেষ্ঠা রতিপ্রদা। রতি লর্ক্ষ্মন গেহস্থা বিরজা ভুবনেশ্বরী ॥
শঙ্কাস্পদা হরের্জায়া জামাতৃ কুলবন্দিতা। বকুলা বকুলামোদধারিনী যমুনা জয়া ॥
বিজয়া জয়পত্নী চ যমুলার্জ্জুন ভঞ্জিনী। বক্রেশ্বরী বক্র রূপা বক্র বীক্ষন বীক্ষিতা ॥
অপরাজিতা জগন্মাতা জগন্নাথেশ্বরী যতিঃ। খেচরী খেচর সুতা খেচরত্ব প্রদায়িনী ॥
বিষ্ণুবক্ষঃ স্থলস্থা চ বিষ্ণু ভাবন তৎ পরা। চন্দ্রকোটি সুগাত্রী চ চন্দ্রানন মনোহরা ॥
সেবা সেব্যা শিবা ক্ষেবা ক্ষেমা ত-থা ক্ষেমঙ্করী বধূঃ। যাদবেন্দ্র বধূঃ সেব্যা শিবভক্তা শিবান্বিতা ॥
কেবলা নিষ্কলা সূক্ষ্মা মহাভীমাঅভয়প্রদা। জীমূত রূপা জৈমূতী জিতা মিত্র প্রমোদনী ॥
গোপালবনিতা নন্দা কুলজেন্দ্র নিবাসিনী। জয়ন্তী যমুনাঙ্গী চ যমুনাতোষকারিনী ॥
কলি কল্মষ ভঙ্গা চ কলিকল্মষ নাশিনী। কলিকল্মষরূপা চ নিত্যানন্দকরী কৃপা ॥
কৃপাবতী কুলবতী কৈলাসাচল বাসিনী। বামদেবী বামভাগা গোবিন্দপ্রিয় কারিনী ॥
নরেন্দ্র কন্যা যোগেশী যোগিনী যোগ রূপিনী। যোগসিদ্ধা সিদ্ধারূপা সিদ্ধ ক্ষেত্র নিবাসিনী ॥
ক্ষেত্রাধিষ্ঠাভৃরূপা চ ক্ষেত্রাতীতা কুলপ্রদা। কেশবানন্দ দাত্রী চ কেশবানন্দ দায়িনী ॥
কেশবা কেশবা প্রীতা কেশবী কেশব প্রিয়া। রাস ক্রীড়াকরী রাসবাসিনী রাস সুন্দরী ॥
গোকুলান্বিতদেহা চ গোকুলত্ব প্রদায়িনী। লবঙ্গ নাম্নী নারঙ্গী নারঙ্গ কুল মণ্ডলা ॥

এলা লবঙ্গ কর্পূর মুখবাস মুখান্বিতা। মুখ্যা মুখ্যপ্রদা মুখ্যরূপা মুখ্য নিবাসিনী ॥
নারায়নী কৃপাতীতা, করুনাময়কারিনী। কারুণ্যা করুণা কর্ণা গোকর্ণা নাগকর্ণিকা ॥
সর্পিনী কৌলিনী ক্ষেত্র বাসিনী জগদন্বয়া। জটিলা কুটিলা নীলা নীলাম্বরধরা শুভা ॥
নীলাম্বর বিধাত্রী চ নীল কণ্ঠ প্রিয়া তথা। ভগিনী ভাগিনী ভোগ্যা কৃষ্ণ, ভোগ্যা ভগেশ্বরী ॥
বলেশ্বরী বলারাধ্যা কান্তা কান্ত নিতম্বিনী। নিতম্বিনী রূপবতী যুবতী কৃষ্ণ পীবরী ॥
বিভাবরী বেত্রবতী সঙ্কটা কুটিলালকা। নারায়নপ্রিয়া শৈলী সৃক্কনী পরিমোহিতা ॥
দৃক্‌পাত মোহিতা প্রাতরাশিনী নব নীতিকা। নবীনা নবনারী চ নারঙ্গ ফল শোভিতা ॥
হৈমী হেম মুখী চন্দ্র মুখী শশি সুশোভনা। অর্দ্ধচন্দ্র ধরা চন্দ্র বল্লভা রোহিনী তমিঃ ॥
তিমিঙ্গিল কুলামোদ মৎস্যরূপাঙ্গ হারিনী। কারনী সর্ব্বভূতানাং কার্য্যাতীতা কিশোরিনী ॥
কিশোর বল্লভা কেশকারিকা কাম কারিকা। কামেশ্বরী কাম–কলাকালিন্দীকুল দীপিকা ॥
কলিন্দ তনয়াতীর বাসিনী তীর গেহিনী। কাদম্বরী পান পরা কুসুমা মোদ ধারিনী ॥
কুমুদা কুমুদানন্দা কৃষ্ণেশী কাম বল্লভা। তর্কালী বৈজয়ন্তী চ নিম্বদাড়িম্বরূপিনী ॥
বিল্ববৃক্ষ প্রিয়া কৃষ্ণাম্বরা বিল্বোপমস্তনী। বিল্বাত্মিকা বিল্ববপুর্বিল্ব বৃক্ষনিবাসিনী ॥
তুলসী তোষিকা তৈতিলানন্দ পরিতোষিকা। গজমুক্তা মহামুক্তা মহামুক্তিফল প্রদা ॥
অনঙ্গমোহিনী শক্তিরূপা শক্তি স্বরূপিনী। পঞ্চশক্তি স্বরূপা চ শৈশবানন্দ কারিনী ॥
গজেন্দ্র গামিনী শ্যামলতাঅনঙ্গলতা তথা। যোষিৎশক্তি স্বরূপা চ যোষিদানন্দ কারিনী ॥
প্রেম প্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দতরঙ্গিনী। প্রেমহারা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা ॥
কৃষ্ণ প্রেমবতী ধন্যা কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী। প্রেমভক্তি প্রদা প্রেমা প্রেমানন্দ তরঙ্গিনী ॥
প্রেম ক্রীড়া পরীতাঙ্গী প্রেম ভক্তি তরঙ্গিনী। প্রেমার্থদায়িনী সর্ব্বশ্বতা নিত্য তরঙ্গিনী ॥
হাব ভাবান্বিতা রৌদ্রা রুদ্রানন্দ প্রকাশিনী। কপিলা শৃঙ্খলা কেশ পাশ–সংবন্ধিনী ঘটি ॥
কুটীর বাসিনী ধূম্রা ধূম্রকেশা জলোদরী। ব্রহ্মাণ্ডগোচরা ব্রহ্মরূপিনী ভব ভাবিনী ॥
সংসার নাশিনা শৈবা শৈবলানন্দ দায়িনীধ। শিশিরা হেমরাগাঢ্যা মেঘরূপাঅতিসুন্দরী ॥
মনোরমা বেগবতী বেগাঢ্যা বেদ বাদিনী। দয়ান্বিতা দয়া ধারা দয়া রূপা সুসেবিনী ॥
কিশোর সঙ্গ সংসর্গা গৌর চন্দ্রাননাকলা। কলাধিনাথ বদনা কলানাথাধিরোহিনী ॥
বিরাগ কুশলা হেম পিঙ্গলা হেম মণ্ডনা। ভাণ্ডীর তাল বনগা কৈবর্ত্তী পীবরী শুকী ॥
শুকদেব গুণাতীতা শুকদেব প্রিয়া সখী। বিকলোৎকর্ষিনী কোষাকৌষেয়াম্বরধারিনী ॥
কৌষাবরী কোষরূপা জগদুৎপত্তি কারিকা। সৃষ্টি স্থিতিকরী সংহারিনী সংহার কারিনী ॥
কেশশৈবল ধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা সুকোমলা। পদ্মাঙ্গরাগ সংরাগা বিন্ধ্যাদ্রি পরিবাসিনী ॥
বিন্ধ্যালয়া শ্যামসখী সখী সংসার রাগিনী। ভূতা ভবিষ্যা ভব্যা চ ভব্যগাত্রা ভবাতিগা ॥

ভবনাশান্তকারিণ্যাকাশ রূপা সুবেশিনী। রতিরঙ্গপরিত্যাগা রতি বেগা রতিপ্রদা ॥
তেজস্বিনী তেজরূপা কৈবল্যপথদাশুভা। মুক্তিহেতু মুক্তিহেতু লঙ্ঘিনী লঙ্ঘনক্ষমা ॥
বিশালনেত্রা শৈলী বিশাল কুলসম্ভবা। বিশাল গৃহবাসা চ বিশালবদরী রতিঃ ॥
ভক্তাতীতা ভক্তি গতি র্ভক্তিকা শিবভক্তিদা। শিবশক্তি স্বরূপা চ শিবার্দ্ধাঙ্গ বিহারিনী।
শিরীষ কুসুমা মোদা শিরীষ কুসুমোজ্জলা। শিরীষ মৃদ্বী শৈরীষী শিরীষ কুসুমাকৃতিঃ ॥
বামাঙ্গ হারিনী বিষ্ণোঃ শিব ভক্তি সুখান্বিতা। বিজিতা বিজিতামোদা গননা গনতোষিতা ॥
হয়াস্যা হেরম্বসুতা গনমাতা সুখেশ্বরী দুঃখ হন্ত্রী দুঃখহরা সেবিতে প্সিতে সর্ব্বদা ॥
সর্ব্বজ্ঞত্ব বিধাত্রী চ কুলক্ষেত্র নিবাসিনী। লবঙ্গ পাণ্ডবসখী সখীমধ্য নিবাসিনী ॥
গ্রাম্যা গীতা গয়া গম্যা গমনাতীত নির্ভরা। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ী তথা ॥
গঙ্গেরিতা পূতগাত্রা পবিত্র কুল দীপিকা। পবিত্র গুণ শীলাঢ্যা পবিত্রা নন্দ দায়িনী ॥
পবিত্র গুন সীমাঢ্যা পবিত্র কুল দীপিনী। কম্পমানা কংসহারা বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী ॥
গোবর্দ্ধনেশ্বরী গোবর্দ্ধনহাস্যা হয়াকৃতিঃ। মীনাবতারা মীনেশী গগনেশী হয়া গজী ॥
হরিনী হারিনী হারধারিনী কনকাকৃতিঃ। বিদ্যুৎপ্রভা বিপ্রমাতা গোপমাতা গয়েশ্বরী ॥
গবেশ্বরী গবেশী চ গবীশী গবি-বাসিনী। গতিজ্ঞা গীত কুশলা দনুজেন্দ্র নিবারিনী ॥
নির্ব্বান ধাত্রী নৈর্ব্বানী হেতু যুক্তা গয়োত্তরা। পর্ব্বতাধিবাসা চ নিবাসকুশলা তথা ॥
সংন্যাসধর্ম্মকুশলা সংন্যাসেশী শরন্মুখী। শরচ্চন্দ্রমুখী শ্যামহারা ক্ষেত্রানিবাসিনী ॥
বসন্তরাগ সংরাগা বসন্তবসনা কৃতিঃ। চতুর্ভুজা ষড়ভুজা চ দ্বিভুজা গৌরবিগ্রহা ॥
সহস্রাস্যা বিহাস্যা চ মুদ্রাস্যা মুদদায়িনী। প্রাণ প্রিয়া রূপা প্রাণ রূপিণ্যপাবৃতা ॥
কৃষ্ণপ্রীতা কৃষ্ণরতা কৃষ্ণতোষনতৎপরা। কৃষ্ণ প্রেমরতা কৃষ্ণ ভক্তা ভক্ত ফল প্রদা ॥
কৃষ্ণপ্রেমা প্রেমভক্তা হরির্ভক্তি প্রদায়িনী। চৈতন্যরূপা চৈতন্যপ্রিয়া চৈতন্যরূপিনী ॥
উগ্ররূপা শিবক্রোড়া কৃষ্ণক্রোড়া জলোদরী। মহোদরী মহা দুর্গকান্তার সুস্থবাসিনী ॥
চন্দাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেম তরঙ্গিনী। সমুদ্র মথনোদ্ভূতা সমুদ্র জল বাসিনী ॥
সমুদ্রামৃতরূপা চ সমুদ্রজল বাসিকা। কেশ পাশবতা নিদ্রা ক্ষুধা প্রেম তরঙ্গিকা ॥
দুর্ব্বাদল শ্যামতনু দুর্ব্বাদলতনুচ্ছবি। নাগরা নাগরীরাগা নাগরানন্দকারিনী ॥
নাগরালিঙ্গনপরা নাগরাঙ্গর্ন মঙ্গলা। উচ্চনীচা হৈর্মবতী প্রিয়া কৃষ্ণ তরঙ্গদা ॥
প্রেমালিঙ্গন সিদ্ধাঙ্গী সিদ্ধ সাধ্য বিলাসিকা। মঙ্গলামোদজননী মেখলামোদ ধারিনী ॥
রত্ন মঞ্জীর ভুষাঙ্গী রত্ন ভুষন ভুষনা। জম্বালমালিকা কৃষ্ণপ্রাণা প্রান বিমোচনা ॥
সত্যপ্রদা সত্যবতী সেবকানন্দ দায়িকা। জগদ্‌যোনির্জগদ্বীজা বিচিত্রমনি ভূষনা ॥
রাধা রমনকান্তা চ রাধ্যা রাধন রূপিনী। কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণপ্রান সর্ব্বস্ব দায়িনী ॥

কৃষ্ণাবতার নিরতা কৃষ্ণ ভক্ত ফলার্থিনী। যাচকা যাচকানন্দ কারিনী যাচকোজ্জ্বলা ॥
হরিভূষন ভূষাঢ্যা অনন্দ যুক্তাঅৰ্দ্ধ পাদপা। হৈ হৈ-তালধরা থৈ থৈ শব্দ প্রকাশিনী ॥
হে হে শব্দ স্বরূপা চ হী হী বাক্য বিশারদা। জগদানন্দ কর্ত্রী চ সান্দ্রানন্দ বিশারদা।
পণ্ডিতা পণ্ডিতগুণা পণ্ডিতানন্দ কারিনী। পরিপালন কর্ত্রী চ তথা স্থিতি বিনোদিনী ॥
তথা সংহার শব্দাঢ্যা বিদ্বজ্জন মনোহরা। বিদুষাং প্রীতি জননী বিদ্বৎপ্রেম বিবর্দ্ধিনী ॥
নাদেশী নাদরূপা চ নাদ বিন্দু বিধারিনী শূণ্যস্থান স্থিতা শূণ্যরূপা পাদপবাসিনী ॥
কার্ত্তিক ব্রত কর্ত্রী চ বসনা হারিনী তথা। জলাশয়া জলতলা শিলাতল নিবাসিনী ॥
ক্ষুদ্র কীটাঙ্গ সংসর্গা সঙ্গদোষ বিনাশিনী। কোটিকন্দর্পলাবণ্যা কন্দর্পকোটি সুন্দরী ॥
কন্দর্পকোটি জননী কামবীজ প্রদায়িনী। কাম শাস্ত্র বিনোদা চ কাম শাস্ত্র প্রকাশিনী ॥
কাম প্রকাশিকা কামিন্যানমাদ্যষ্ট সিদ্ধিদা। যামিনী যামিনী নাথ বদনা যামিনীশ্বরী ॥
যাগ যোগহরা ভক্তি মুক্তিদাত্রী হিরণ্যদা। কপালমালিনী দেবী ধাম রূপিণ্য পুর্ব্বদা ॥
কৃপান্বিতা গুণা গৌণ্যা গুণাতীত ফলপ্রদা। কুষ্ম গু ভুত বেতাল নাশিনী শরদান্বিতা ॥
শীতলা শবলা হেলা লীলা লাবন্য মঙ্গলা। বিদার্থিনী বিদ্যমানা বিদ্যা বিদ্যাস্বরূপিনী ॥
আম্বীক্ষিকী শাস্ত্ররূপা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত কারিনী। নাগেন্দ্রা নাগমাতা চ ক্রীড়া কৌতুক রূপিনী ॥
হরি ভাবন শীলা চ হরি তোষন তৎ পরা। হরিপ্রাণা হর প্রাণা শিবপ্রাণাশিবান্বিতা ॥
নরকার্ণবসংহন্ত্রী নরকার্ণব বিনাশিনী। নরেশ্বরী নরাতীতা নর সেব্যা নরাঙ্গনা ॥
যশোদানন্দনপ্রানবল্লভা হরিবল্লভা। যশোদানন্দনা রম্যা যশোদা নন্দনেশ্বরী ॥
যশোদানন্দনা ক্রীড়া যশোদাক্রোড় বাসিনী। যশোদানন্দপ্রাণা যশোদানন্দনার্থদা ॥
বৎসলা কোশলা কালা করুণার্ণবরূপিনী। স্বর্গলক্ষ্মী ভূমি লক্ষ্মী দ্রৌপদী পাণ্ডবপ্রিয়া ॥
তথার্জ্জুন সখী ভৌমী ভীমী ভীম কুলোদ্বহা। ভূবনা মোহনা ক্ষীনা পানাসক্ততরা তথা ॥
পানার্থিনী পান পাত্রী পানপানন্দ দায়িনী। দুগ্ধমন্থন কর্ম্মাঢ্যা দধিমন্থন তৎ পরা ॥
দধি ভাণ্ডার্থিনী কৃষ্ণক্রোধিনী নন্দনাঙ্গনা। ঘৃতলিপ্তা তক্রযুক্তা যমুনাপার কৌতুকা।
বিচিত্র কথকা কৃষ্ণহাস্য ভাষন তৎপরা। গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণ সঙ্গার্থিনী তথা ॥
রাসাসক্তা রাসরতিরাসবাসক্ত বাসনা। হরিদ্রা হরিতা হারীণ্যানন্দার্পিত চেতনা ॥
নিশ্চৈতণ্যা চ নিশ্চেতা তথা দারুহরিদ্রিকা। সুবলস্য স্বসা কৃষ্ণ ভার্য্যা ভাষাতি বেগিনী ॥
শ্রীদামস্য সখী দামদামিনী দাম ধারিনী। কৈলাসিনী কেশিনী চ হরিদম্বর ধারিনী ॥
হরি সান্নিধ্য দাত্রী চ হরিকৌতুক মঙ্গলা। হরি প্রদা হরিদ্বারা যমুনাজল বাসিনী ॥
জৈত্রপ্রদা জিতার্থী চ চতুরা চাতুরী-তমী। তমিস্রাহতপ রূপা চ রৌদ্ররূপা যশোহর্থিনী ॥
কৃষ্ণার্থিনী কৃষ্ণকলা কৃষ্ণানন্দ বিধায়িনী। কৃষ্ণার্থবাসনা কৃষ্ণরাগিনী ভব ভাবিনী ॥

কৃষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তভক্তি শুভ প্রদা। কৃষ্ণরহিতা দানা তথা বিরহিনী হরেঃ ॥
মথুরা মথুরারাজগেহ ভাবন ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা মোদ তথোন্মাদ বিধায়িনী ॥
কৃষ্ণার্থব্যাকুলা কৃষ্ণসারচর্ম্মধরা শুভা। অলকেশ্বর পূজ্যা চ কুবরেশ্বর বল্লভা ॥
ধন ধান্য বিধাত্রী চ জায়া কায়া হয়া হয়ী প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থ স্বরূপিনী ॥
ব্রহ্মবিষ্ণু শিবার্ধ াঙ্গ হারিনী শৈব শিংসপা। রাক্ষসী নাশিনী ভূতপ্রেত প্রাণ বিনাশিনী ॥
সবলেপ্সিত দাত্রী চ শচী সাধ্বী অরুন্ধতী। পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিবাক্য বিনোদিনী।
অশেষ সাধনী কল্পবাসিনী কল্পরূপিনী ॥

ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে শ্রীরাধিকা নাম সহস্রং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাধার নাম লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গুঞ্জরিত এই সুপবিত্র নাম। এখানে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীগন—শৈব, শাক্ত, গানপত্য, সৌর, মায়াবাদী, তান্ত্রিক ধ্যানী, জ্ঞানী, তপস্বী যিনিই প্রবেশ করুণ না কেন—'জয় রাধে' এই ধ্বনি না করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে পারেন না। এখানে আকাশে, বাতাসে, নদীকলতানে, পত্র মর্ম্মরে, পাখীর কলতানে, ভ্রমর গুঞ্জনে, সর্ব্বত্রই বিশ্বের সর্ব্বোত্তম নাম—মন্ত্র শ্রীরাধে ধ্বনিতে মুখরিত। যানবাহনের পরিচালকগনকে ও আহ্বান করিতে হইলে ও অন্য কোন নামে না ডাকিয়া 'জয় রাধে' এই ধ্বনি করিলেই যানবাহন থামিয়া যায়, হিংস্র জন্তু জানোয়ার দৃষ্ট হইলে ও তাহাদের রোষানল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ও এই অবিচিন্ত্য মহাশক্তি দেবীর নাম অমোঘ বীর্য্যশালিনী—'জয় শ্রীরাধে'। এখানকার যাবতীয় সেবাকার্য্যের সাঙ্কেতিক নাম 'জয় রাধে'। প্রেমভক্তির জননী রাধাঠাকুরানীর নাম গ্রহন ছাড়া—কোন সেবা, পূজা ভজনাদি নিষ্পন্ন হয় না। রাত্রি বেলায় চৌকিদার পাহারা দিতে দিতে ও খবরদার এই জড় জাগতিক শব্দ উচ্চারন না করিয়া 'জয় রাধে, জয় রাধে' এই সুমধুর নামের ধ্বনি করিতে থাকেন, তখন গৃহস্থ যদি সজাগ থাকেন—তিনি ও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠেন—'জয় রাধে শ্যাম! শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরনে রাধা নামই তত্রস্থ ধাম বাসীগণের জপ-মালা। এমন কি ধামেশ্বর শ্যামসুন্দরের—জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম, নেত্রাগ্রে রাধিকা তনু, কর্ণে চ রাধিকা কীর্ত্তিঃ। মানসে রাধিকা সদা ॥ অপ্রাকৃত মহাজন ষড়্গোস্বামীগণ এই পবিত্র নাম গানে ব্রজধামকে মুখরিত করিয়া থাকেন—ঃ

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসুনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন—কল্পপাদপ-তলে কালিন্দীবণ্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ—সনাতনৌ, রঘুযুগৌ, শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

অন্যত্র বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীমন্ নারায়ন দেব ও যাঁহার স্তব ও বন্দনা করেন—ঃ
নমস্তে পরমেশানি রাস মণ্ডলবাসিনী। রাসেশ্বরি নমস্তেঽস্তু কৃষ্ণপ্রানধিক প্রিয়ে ॥

নম স্ত্রৈলোক্য জননি প্রসীদ করুণার্ণবে। ব্রহ্মাবিষ্ণু রাদিভিদেবৈর্বন্দ্য মান পদাম্বুজে ॥
নমঃ সরস্বতী রূপে নমঃ সাবিত্রি শংকরি। গঙ্গা পদ্মাবতী রূপে ষষ্ঠি মঙ্গল চণ্ডিকে ॥
নমস্তে তুলসীরূপে নমো লক্ষ্মী স্বরূপিনি। নমো দুর্গে ভগবতী নমস্তে সর্ব্বরূপিনি ॥
মূল প্রকৃতিরূপাং ত্বাং ভজামঃ করুণার্ন'বাম্। সংসার সাগরাদস্মানুদ্ধারাম্ব দয়াং কুরু ॥
ইদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ রাধাং স্মরেন্নরঃ। ন তস্য দুল্ল'ভং কিঞ্চিৎ কদাচিচ্চ ভবিষ্যতি ॥
দেহান্তে চ বসেন্নিত্যং গোলোকে রাস মণ্ডলে। ইদং রহস্যং পরমং ন চাখ্যেয়ং তু কস্য চিৎ ॥

দেবী ভাগবত,—৯।৫০।৪৬-৫২,

উক্ত স্তোত্রে গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরানীকে যে, সরস্বতী, গঙ্গা, পদ্মাবতী, সাবিত্রী, শংকরি, ষষ্ঠি, মঙ্গলাচণ্ডী, তুলসী, লক্ষ্মী, দুর্গা, ভগবতি বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে। ইহা অমূলক নহে, কারণ শ্রীরাধা প্রাণ স্বরূপিনী মূলাপ্রকৃতিরীশ্বরী বলিয়া যাবতীয় শক্তি বর্গ তাঁহারই অংশ, অংশাংশ, কলা স্বরূপিনী' ইহারা সকলেই তাহাতেই বিধৃত রহিয়াছেন। আমার শ্রীরাধা কেন এই সব হইতে যাইবেন। সকলই তাঁহার, এই দেবীর আরাধনা করিলেই সকল শক্তি বর্গের ই আরাধনা করা হয় এবং সরাসরি, গোলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহারই অমৃতদৃষ্টি প্রভাবে গোলেকেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের নিত্য সেবা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিত্য ধামে ব্রজ নব যুব দ্বন্দ্বের প্রীতিময়ী সেবা লাভই পরা মুক্তি।

তাই রাধাগত প্রাণ ব্রজ বিদেহী মহাজন শ্রীল রঘুনাথদাস প্রমুখ গোস্বামীবর্গ ব্রজের সর্ব্বত্রই পরিব্রাজন করিতে করিতে রাধা নামের মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন।

রাধিকা চরণরেনু ভূষন করিয়া তনু অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয় তারে মুঞি যাই বলিহারী।

গোসাঞী নিয়ম করি ডাকে ———— রাধে রাধে।
গোবর্দ্ধনে বসি ডাকে ———— রাধে রাধে।
শ্যাম কুণ্ডে বসি ডাকে———— রাধে রাধে!
রাধা কুণ্ডে বসি ডাকে————রাধে রাধে।
নিধুবনে বসি ডাকে————রাধে রাধে!
নিকুঞ্জে বসি ডাকে———— রাধে রাধে!
কেশী ঘাটে বসি ডাকে————রাধে রাধে!
বংশী বটে বসি ডাকে————রাধে রাধে!
দ্বাদশ বনে বসি ডাকে————রাধে রাধে!
গোসাঞী প্রেম ভরে ডাকে————রাধে রাধে!
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ————রাধে রাধে!

তোমার কাঙাল তোমায় ডাকে————————রাধে রাধে !
তোমার দাসী তোমায় ডাকে————————রাধে রাধে !
তোমার চরণ ছাড়া করো না ————————রাধে রাধে !
(গোঁসাই) মলিন বসন দিয়ে গায়——।
ব্রজের ধূলায় গড়ি যায়—রাধে দেখা দাও বলে।
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে
জানে না গোঁসাই—রাধা গোবিন্দ বিনে॥
চারি দণ্ড দণ্ড বন্নতি থাকে, স্ব.প্ন রাধা গোবিন্দ দেখে।
আমি কি সাধনে তোমায় পাব—রাধে রাধে !!
নিজ গুনে দয়া কর—রাধে রাধে !
মানব জনম বিফলে গেল—রাধে রাধে।
কৃপা করে টেনে লও—রাধে রাধে।
জয় রাধে রাধে, জয় রাধে রাধে॥
জয় রাধা দামোদর, জয় রাধা দামোদর !
জয় রাধা শ্যাম সুন্দর, জয় রাধা শ্যামসুন্দর।
জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ।
জয় রাধা গোকুলানন্দ, জয় রাধা গোকুলানন্দ।
জয় রাধা গোপীনাথ, জয় রাধা গোপী নাথ !
জয় জয় রাধা নাথ, জয় জয় রাধা নাথ !

শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীমুখ বিগলিত শেষোক্ত রাধানাথ এই নাম ভগবৎ তত্ত্বের সর্ব্বোত্তম প্রকাশ। এ সম্বন্ধে একটুখানি আলোচনা করি। মহাভারতে ধৃত তত্ত্বাংশে 'অঙ্গুষ্ঠ মাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষবলাদ্ যমঃ—সূক্ষ্ম দেহ কেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমান পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—যম তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য স্থূল দেহ হইতে আকর্ষন করিলেন, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও পঞ্চপ্রাণ লইয়া গঠিত সূক্ষ্ম দেহ। মৃত্যু হইলে জীবের স্থূল দেহের সহিত সম্বন্ধ লোপ পায় কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। পরতত্ত্বসীমা সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সহিত সম্বন্ধ লোপ যায়।

ভক্তি যোগের সাধকগন প্রথম হইতেই স্থূল ও সুক্ষ্মের অতীত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন দর্শন করিয়া সর্ব্ব অনিত্য বিষয়ে নিবৃত্তি লাভ করেন। তদনন্তর সিদ্ধাবস্থায় পার্ষদদেহ লাভ করিয়া গোলোকাদিধামে গমন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ব্রজনব যুবদ্বন্দ্বের নিত্য সেবাধিকার লাভ

করিয়া চিরতরে বিশ্রান্তি লাভ ও কৃতকৃতার্থতালাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম দেহ সমষ্টি রূপ বিরাট মূর্ত্তির সহিত সম্বন্ধ থাকে না। ভক্তগন এই মায়িক মূর্ত্তিকে উপাসনার প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ শ্রীশ্যাম সুন্দর, শ্রীনারায়ন প্রভৃতির সেবাধিকার লাভই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন ও তাহা প্রাপ্তির জন্যই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা—দক্ষাদি প্রজাপতি, স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুগন, ইন্দ্রাদি দেবতা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগন, পিতৃগন, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, গুহ্যক, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিংপুরুষ, নর, মাতৃ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সরীসৃপ, প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। (ভাঃ ২'১০।৩৬-৩৯) প্রাণীবর্গ-জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্ব্বিধ। সবই প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি রাজ্যের অন্তর্গত। এইসব সৃষ্টির মুলে মূলা প্রকৃতিরীশ্বর গোলোক পতির স্বরূপ শক্তির পরিণাম বাদ মুল শক্তিমানের কোন বিকৃতি নাই—বিবর্ত্তন বাদ নহে। শক্তির পরিনাম বাদ।

গৃহের গবাক্ষ জালে সৌরকিরণ প্রবেশ করিলে তাহাতে অসংখ্য ত্রাসরেণু (অতিসূক্ষ্মকণা) ভ্রমন করে, সেইরূপ পরম পুরুষ পুরুষোত্তম গোলোকপতি শ্রীহরির স্বরূপ শক্তির অনন্ত শক্তি মালা স্ফুলিঙ্গবৎ নিয়ত পরিভ্র'মণ করিয়া কত শত বিশ্বের (জড় জগতের) সৃষ্টি স্থিত্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। 'ভগবানকে রাধানাথ বলিলে তাঁহার মহিমার সঙ্কোচ করা হয়, বস্তুতঃ তাঁহাকে জগন্নাথ 'বলাই ঠিক'—জনেক অধুনিক নিরীশ্বর শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির উক্তি মোটেই শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত সম্মত নহে। প্রীতি সন্দর্ভে আছে—যে সর্ব্ব সার ভূতা হ্লাদিনী বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির কৃষ্ণপ্রেমের নামান্তর যে মহাভাব—সেই মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার প্রাণনাথ বলিলে কত শত জগৎ তাহার মধ্যে গবাক্ষজাল রন্ধ্রে সঞ্চারী রেণু কণার ন্যায় আপনিই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, যে প্রকৃতির শক্তি প্রভাবে জগন্নির্ম্মান হইয়া থাকে, ঐ শক্তি ঐ স্বরূপ শক্তির বহুদূরে—কত দূরে তাহা নির্ন'য় করা যায় না, হিমালয়ের নিকটে সর্ষপকণবৎ ক্ষুদ্র, তাই বলি 'রাধা-নাথ' বলিলে ভগবাণের ঠিক স্বরূপই বলা হয় আর জগন্নাথ বলিলে অনন্ত শক্তির একাংশ মাত্রই বলা হয়। কৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যে বহুশক্তির স্থান কিন্তু শক্তির মধ্যে প্রেমের স্থান সঙ্কুলান হয় না। কৃষ্ণ প্রেমময়ী শ্রীরাধা আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম প্রকাশ। শ্রীরাধাই শ্রৌত পন্থার পরাকাষ্ঠা স্বরূপিনী। কারণ জগতের নাথ বলিলে জগন্নাথ বুঝায়—ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অধীনে যে চতুর্দ্দশ ভূমণ্ডলকে জগৎ বলা হয়। তাঁহার নাথ বলিলে ভগবান কে সঙ্কুচিত করা হয়। আর ত্রিগুনাতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ভূমিকায় শ্রীগোলোক ধাম, সেই গোলোকের ঈশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরানী, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী স্বরূপ শক্তি স্বরূপিনী শ্রীরাধার নাথ বলিলে ভগবানের সর্ব্বোত্তম মহিমা ব্যঞ্জিত হয়।

মহাভাগবত বৈষ্ণবকুল চূড়ামনি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেন—রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণ—ভজন তব অকারনে গেলা। আতপ রহিত সূরয নাহি জানি। রাধা-বিরহিত

মাধব নাহি মানি ॥ কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী। রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥ কবহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ। চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরসরঙ্গ ॥ রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান। শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥ ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়নী। রাধিকা—পদরজঃ পূজয়ে মানি ॥ উমা রমা সত্যা শচী চন্দ্রা রুক্মিণী। রাধা অবতার সবে আম্নায় বানী ॥ হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন। ভকতি বিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য বাণীর প্রচারক বর শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তারস্বরে ঘোষনা করিয়াছেন সমগ্র ভোগোন্মুখী জীবকে সম্বোধন করিয়া—'রাধাদাস্যে রহি—ছাড় ভোগ অহি'। রাধা দাসী যদি হয় অভিমান। শীঘ্র মিলয়ে তব গোকুল কান।

ব্রহ্ম মাধব গৌড়ীয় সমাজ ভুক্ত রূপানুগ ও রাগানুগা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিত্য জপ্য যে কৃষ্ণ নাম, মন্ত্র তাহাতে ও অন্তর্লীন হইয়া আছেন এই পরম পবিত্র শ্রীরাধার নাম শ্রীরাধাই ঐ সব মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বীজের মধ্যে আছে বৃক্ষ চোখে যায় না দেখা। তেমনি মন্ত্রের মধ্যে আছেন কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি আঁকা ॥ বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কাম বীজ কাম গায়ত্রী যাঁহার উপাসন ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদেন বীজস্য হ্যর্থ-দীপিকা। বিশ্বনাথ-চক্র বর্ত্তি—নাম্নাপি ক্রিয়তে ময়া ॥ কাম বীজাত্মকঃ কৃষ্ণো রতি বীজাত্মিকা রাধা। তয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনাদের রাধা-কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥

শ্রীরাসোল্লাস—তন্ত্র ।

বিনা বীজেন মন্ত্রানাং বিফলং জায়তে ফলং। পঞ্চালঙ্কার-সংযুক্তং বীজন্তু পরমাদ্ভুতং ॥
ক কারশ্চ লকারশ্চ ঈকারশ্চার্দ্ধ চন্দ্রকঃ, চন্দ্র বিন্দুশ্চ তদ্ যুক্তং কামবীজ মুদাহৃতম্ ॥
শ্রীগৌতমীয়—তন্ত্র।

ক+ল+ঈ+ঁ+ এই পাঁচ বর্ণে বিভক্ত।

ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। ঈকারঃ প্রকৃতি রাধা নিত্য বৃন্দাবণেশ্বরী ॥
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম-সুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতং, চুম্বণানন্দ-মাধুর্য্যং নাদবিন্দুং সমীরিতঃ ॥
শ্রীবৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র।

যাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি—সেই পঞ্চাশত বর্ণের বিগ্রহ স্বরূপিনী শ্রীরাধা—প্রমান বৃহন্নারদীয় পুরানে শ্রীরাধার সহস্রনাম স্তোত্রে—'শ্রীরাধা পঞ্চাশদ্ বর্ণ রূপিনী।' স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণের মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপিনী। তাঁহার অমৃত দৃষ্টি না হইলে কোন প্রাণবন্ত জীব কথা ও বলিতে পারে না। তিনিই শ্রুতি জননী আদি সরস্বতী তথাহি সনৎ কুমার সংহিতায়াং 'সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থাং লেখনী পুস্তিকান্বিতাম্। শ্রীকৃষ্ণ সহিতাং ধ্যায়েৎ ত্রিসন্ধ্যং রাধিকেশ্বরীম্ ॥"

রাসোল্লাস তন্ত্রে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নিত্য মিলনস্থলী শ্রীশ্রীযোগপীঠের বর্ণনায়—ঃ

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ বৈষ্ণবো হৃদয়ে সদা। মহাপদং যোগপীঠং কাঞ্চনস্থল নির্ম্মিতম্॥
পূর্ণ চন্দ্রোদয়ং নিত্যং সর্ব্বত্র কুসুমান্বিতম্। কদম্ব পাদপচ্ছায়ং কালিন্দী পুলিনোত্তমম্॥
সোদ্যান মাধবী কুঞ্জং ভ্রমদ্ ভ্রমর বিভ্রমম্। কোকিল ধ্বনি সঙ্গীতং ময়ুরাদ্যাভিনর্ত্তনম॥
কৃষ্ণসার সমাকীর্ণং কামধেনু সুখাস্পদম্। গোপ-গোপী প্রিয় স্থানং কল্প পাদপ শোভিতম্।
মধ্যে গোবর্দ্ধনং তত্র বিচিত্র মণি মন্দিরম্। রত্ন সিংহাসনাসক্তং পদ্ম রাগ সরোরুহম্॥
তন্মধ্যে চিন্তয়েৎ কৃষ্ণং কিশোরং নন্দনন্দনম্। রাধে তস্য প্রিয়াং রাধাং কিশোরীং বার্ষ ভানবীম্॥

ইহা ছাড়া দশাক্ষর বা অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্ররাজের ভিতরে—'গোপী' শব্দের অর্থ ই শ্রীরাধা-যিনি অতি গুপ্ত ভাবে নিত্য তাঁহার প্রাণ গোবিন্দের প্রীতি ময়ী সেবা করিয়া থাকেন— তিনিই গোপী প্রধানা শ্রীরাধা। 'জন অর্থে তদীয় কায়ব্যূহ স্বরূপিনী ললিতাদি অসংখ্য গোপিকা নিকর। এই সকলের 'বল্লভ' যিনি তিনিই গোপীজন বল্লভ গোলোকেশ্বর শ্রীগোবিন্দ দেব। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিত্য উপাস্য তত্ত্ব।

এইবারে নামার্থ দীপিকায়—ষোড়শ নাম বত্রিশ অক্ষর যুক্ত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই ষোল নামের ভিতরে—তিনটি নাম প্রধান—হরে কৃষ্ণ রাম।

নামার্থাঃ—যথা শ্রীগোপাল গুরুধৃত স্বরূপ সিদ্ধান্ত বাক্যম—ঃ

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদঘনানন্দ বিগ্রহম্। হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিনী। অতো হরত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা।
আনন্দৈক সুখ স্বামী শ্যামঃ কমল লোচনঃ। গোকুলানন্দো-নন্দ নন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
বৈদগ্ধীসার—সর্ব্বস্বং মূর্ত্তলীলাধিদৈবতম্, রাধিকাং রময়ন্নিত্যং 'রাম' ইত্য ভিধীয়তে।

চিদ্‌ঘন আনন্দ রূপ শ্রীভগবান্। নাম রূপে অবতার এই ত প্রমান॥
অবিদ্যাহরণ কার্য্য হৈতে নাম হরি। অতএব হরে কৃষ্ণ নামে যায় তরি॥
কৃষ্ণ হ্লাদ স্বরূপিনী শ্রীরাধা আমার। কৃষ্ণ মন হরে তাই 'হরা' নাম তাঁর॥
রাধা কৃষ্ণ শব্দে শ্রীসচ্চিদানন্দ রূপ। 'হরে কৃষ্ণ' শব্দে রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ॥
আনন্দ স্বরূপ রাধা তাঁর নিত্য স্বামী। কমল লোচন শ্যাম রাধানন্দ কামী॥
গোকুল আনন্দ নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। রাধা সঙ্গে সুখাস্বাদে সর্ব্বদা সকৃষ্ণ॥
বৈদগ্ধ্যসার সর্ব্বস্য মূর্ত্ত লীলেশ্বর। শ্রীরাধারমন রাম নাম অতঃ পর॥
'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র শ্রীযুগল নাম। যুগল লীলার চিন্তা কর অবিরাম॥

ব্রজের শুক সারিকা অতি প্রত্যুষে জাগিয়া—কি নাম করে।—ঃ

রাই জাগ রাগ জাগ শারী শুক বলে। কত নিদ্রা যাও শ্যাম মানিকের কোলে॥

সর্ব্বচেতো হরং কৃষ্ণস্তস্য চিত্তং হরত্যসৌ। বৈদগ্ধীসার বিস্তারৈঃ অতো রাধা হরা মতা ॥
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী। গোপালোত্তর তাপন্যাং যদ্‌গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা।
হ্লাদিনী যা মহা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তি বরীয়সী। তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা।
সুষ্ঠুকান্তাস্বরূপেয়ং সর্ব্বদা বার্ষভানবী। ধৃতষোড়শ শৃঙ্গারা দ্বাদশাভরনাশ্রিতা ॥
—উজ্জ্বল নীলমণি।

ভুজচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মনা দর্শয়ন্নপি। বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥

কারণ শ্রীরাধা সমর্থা রতি সম্পন্না। সমর্থা রতির প্রাকট্যের গন্ধমাত্রেই জাতি, কুল, ধর্ম্ম, লজ্জাদি সকল বাধা বিঘ্ন বিস্মৃত হইয়া যায় এবং যাহা সান্দ্রাতমা (নিবিড়তমা) অর্থাৎ যাহাতে একমাত্র প্রাণ গোবিন্দের নিত্য সেবা ভাব ভিন্ন অন্যভাব লেশ ও প্রবেশ করিতে পারে না—চিন্তা ভাবনার ভিতরে ও কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটে না রসশাস্ত্রে এই একায়ন তত্ত্বকেই সমর্থা রতি বলিয়া থাকেন।

উজ্জ্বলনীলমনি ১৪ ৫৪-৫৫, ৫৭।

শ্রীরাধামন্ত্রোদ্ধারো যথা গৌরীতন্ত্রে—শ্রীর্নাদ বিন্দু সংযুক্তা তথাগ্নির্মুখবৃত্তযুক্‌। চতুর্থী বহ্নিজায়ান্তা রাধিকা ষ্টাক্ষরো মনুঃ ইতি নাদবিন্দুসহ সংযুক্তা শ্রী তথা মুখবৃত্ত (আ) ও নাদ বিন্দু সংযুক্ত, অগ্নিবর্ণ (র)। রাধিকাতে চতুর্থী বিভক্তি তদন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা) এই অষ্টাক্ষর শ্রীরাধামন্ত্র। ওঁ শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ স্বাহা।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—মন্ত্র রাজ—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং রাং রাসেশ্বর্য্যৈ রাধিকায়ৈ কৃষ্ণবল্লভায়ৈ সর্ব্বাদ্যৈ গোপ্যৈ স্বাহা।' কাম ধেণু তুল্য এই মন্ত্র লক্ষ জপে সিদ্ধিলাভ।

অথ ধ্যানম্‌

স্মেরাং শ্রীকুঙ্কুমাভাং স্ফুরদরুন পটপ্রান্ত কল্প্তা বগুণ্ঠাং,
রম্যাং বেশেন বেনীকৃতচিকুর শিখালম্বি পদ্মাং কিশোরীম্‌।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ যুক্ত্যা হরিমুখকমলে যুঞ্জতী নাগবল্লীং।
পর্ণং কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতি মধুরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীবনিচয়ের চরমতম সাধনার পরমতম প্রাপ্তি ও প্রয়োজন 'কৃষ্ণপ্রেম' —এই মহা ভজন সম্পদ গোলোকেশ্বরী শ্রীগোবিন্দের নিত্য কান্তা শ্রীরাধাঠাকুরাণীর বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদি-মঞ্জুষা সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে। একমাত্র তাঁহারই কৃপায় জীব তাহা লাভ করিতে পারে। অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষ ভাগে কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ং ভগবান স্বীয় কান্তার কান্তি ও ভাব পরিগ্রহ করিয়া কোন যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া সর্ব্ব সাধারনে, স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্বভূতে অশেষ বিশেষে বিতরণ করিয়াছেন। সেই জন্য শ্রীরাধার মহিমা স্বয়ং কৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপেই সম্যক প্রকাশ করিয়াছেন। নীলাচল গম্ভীরায়—তাঁহার অন্তরঙ্গ নিত্য পার্ষদ ভক্ত স্বরূপ দামোদর (শ্রীললিতা সখী), রায় রামানন্দ

(শ্রীবিশাখা সখী) এই দুই মহা ভাগবতের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—দয়াময়, আপনার চিরদাস ও আপনজন বলিয়া পদধূলিতে যে স্থান দিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ? জগতে জীব ব্রজ মাধুরীর কি জানিত, রাধা প্রেমের (কৃষ্ণ প্রেম) কি বুঝিত ? ব্রজরসের ভজন সন্ধানই বা কোথা হইতে পাইত যদি আপনি নিজে কলির জীবকে দয়া করিয়া এই সন্ধান না দেখাইতেন ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ তাঁহার অমর গ্রন্থে এ বিষয়ে বলিয়াছেন—ঃ

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ পথগতঃ কস্ত নাম্নাং মহিম্নঃ
বেত্তা কস্য বন্দাবন—বিপিন মহা মাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরম রস চমৎকার-মাধুর্য্য সীমাং
একশ্চৈতন্য চন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার।

—শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত—১৩০।

উক্ত শ্লোক বঙ্গভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন প্রখ্যাত পদ কর্ত্তা শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর——

যদি গৌর নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে ?
মধুর বৃন্দা বিপিন—মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥
গাও পুনঃ পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গের গুন সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল না দেখি একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া কেমনে ধরিণু দে।
বাসুর হিয়া পাষান দিয়া কেমনে গড়িয়াছে॥

রাধা প্রেম, গোপীভাব ও আপন মাধুরী। তিন আস্বাদিতে এবে নদে অবতরি॥

প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমাকর্ষন এতই দুর্ব্বার যে সর্ব্ব শক্তিমান গোবিন্দ কে ও শক্তিহীন করিয়া থাকেন। পরীক্ষার্থ কৃষ্ণ চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু রাধার অনপায়িনী ভক্তি ও একায়ন তত্ত্বে নিষ্ঠিত দুর্ব্বার কৃষ্ণ প্রেমের আকর্ষনে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাখিতে পারেন নাই, দ্বিভুজে পরিনত করান, বৃন্দাবনে পৈঠানামক স্থান এই লীলার সাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছেন, রাধাপ্রেমের দুর্ব্বার আকর্ষনে গোবিন্দকে শ্রীরাধার নিকটে ঋনী হইতে হইয়াছে এবং দাসখত পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়াছেন। সেই ধন পরিশোধের নিমিত্ত তাঁহাকে একটি ঔদার্য্যলীলার প্রকটন করিতে হইয়াছে। এই ইচ্ছার উদ্‌গমে—তেজি কাল বরণ, করিব ধারণ, তোমার অঙ্গের কান্তি। রাধে ! তুয়া নাম লৈয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,

অশ্রু জলে হব শ্রান্তি ॥ মিলি ভক্তগন করিব কীর্ত্তন, রাধা রাধা ধ্বনি। খেনে খেনে মূর্চ্ছা, হইব যখন, অচেতন রব পড়ি ॥

যবে ভেবে তব ভাব, হবে প্রেম—ভাব, স্বভাব ছাড়িবে তব দেহ। তেজি বংশীধর, হব দণ্ডধর, রাখিতে নারিবে কেহ ॥ অমূল্য রতন, তব প্রেমধন, অযাচকে দিব আনি। বীর চন্দ্রে কহে, তবে সে খালাস, পাইবে প্রেমের ঋনী ॥

ভক্ত বা ভগবাণের চরণে কোন সেবাপরাধের ফলে স্বরূপ ও স্বধাম হইতে ভ্রষ্ট জীবের পুনঃ সাধ্য ও সাধন তত্ত্বের সম্যক নির্ণয়ে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ভক্তির অনুশীলনের চরমতম সীমায় পরমতর প্রাপ্তি স্বরূপ যে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম তাহাই সাধ্য—সাধনার অবধি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার স্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রীতিময়ী চেষ্টাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। তদনুরূপ চেষ্টা করিবার বাসনাকে লোভ বলে। ঐ বাসনাকে ফলবতী করিতে হইলে অন্য সর্ব্ববিধ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া রাধারানীর নিত্য পরিচর্য্যা করিবার জন্য যে স্বতঃ স্ফুর্ত্ত অনুরাগ তাহাকে রাগানুগা ভক্তি কহে। ঐ ব্রজ ভাবরসোল্লাসারতিতে সমৃদ্ধিমান হইয়া যূথেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যে তদ্রসনিষ্ঠচিত্তে, অনুকূল সেবা চিন্তা করিতে হয়। ইহাকেই মানসী সেবা, স্মরণ ও শ্রুতির ভাষায় মনঃ কল্পন বলে। তথাহি গোপাল তাপনী শ্রুতিঃ— ভক্তি রস্য ভজনং, তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনম্। এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ইতি।

মনঃ কল্পন বলিলে, উহা মিথ্যা কল্পনা বুঝ উচিত নহে। উহা অতি সত্য ও বাস্তব বস্তু। 'মনঃ কল্প্যতে অনুরজ্যতে অর্প্যতে অনেন, ইতি মনঃ কল্পনম্। চিত্তরঞ্জনাত্মকং শ্রবণাদি চেষ্টা হিতুকং বিজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহরূপং ভাবময়ীমনুশীলনমিত্যর্থঃ ॥ যাহা নিরন্তর ভাবনা করা যায়, মৃত্যু সময়ে তাহাই চিত্তকে তন্ময় করে। মৃত্যুকালে যাহা স্মৃতি পথে উদিত হয়, গতি ও তাহারই অনুরূপ হয়। রাজর্ষি ভরত, হরিন চিন্তা করিয়া হরিণত্বই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ভাঃ ৫।৮)। পুরঞ্জন, পুরঞ্জনীকে অনুধ্যান করিয়া পরজন্মে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ৪।২৮)। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের অভাব নাই বিবিধ বর্ণের ও বিবিধ আকারের কীট সকল ধরিয়া পেশস্কৃত নিজ মৃন্ময় ভবনে আবদ্ধ রাখে, কীটগন পেশস্কৃৎ ভয়ে নিরন্তর ধ্যান করিয়া ধ্যানের তীব্রতা বশতঃ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ না করিয়াই অল্প কাল মধ্যে পেশস্কৃতের তুল্য দেহ বর্ণাদি লাভ করে অর্থাৎ পেশস্কৃৎ হইয়া যায়। যথা—:

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎ সাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্। ভাঃ ১১।৯।২৩। ধ্রুব ও দেহত্যাগ না করিয়াই ভগবৎ পার্ষদ—তনু লাভ করিয়াছিলেন।

ফলতঃ যাহা নিরন্তর চিন্তা করা যাইবে, তাহাই পাওয়া যাইবে। অতএব যাহা পাইতে হইবে, তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতীব্র ধ্যানে এক দেহেই, অন্যথা দেহান্তরে ধ্যেয় প্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

রাসযাত্রার পূর্ব্বে মোহনমুরলীরবে মুগ্ধা গোপীগন যাঁহারা পতিপুত্র গন কর্ত্তৃক গমনে বাঁধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য সুতীব্র লালসাবশতঃ গুনময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ভাবিত সিদ্ধ গোপীদেহে অচ্যুতের পাদ পদ্মে মিলিত হইয়াছিলেন।

তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥
ভাঃ ১০।২৯।৮,

অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঅলব্ধ বিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মিলিত লোচনাঃ॥
—ভাঃ ১০।২৯।৯,

দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপধুতাঃ শুভাঃ। ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীন মঙ্গলাঃ।
—ভাঃ ১০।২৯।১৯

তমেব পরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুনময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীনবন্ধনাঃ॥
—ভাঃ ১০।২৯।১১,

মধুর রসেই তদিতর রসের অন্তর্ভাব আছে। কিন্তু অন্য রসে মধুর রসের অস্তিত্ব নাই সুতরাং মধুর রসেই শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় অধীন। রস-পাত্রী কৃষ্ণপ্রিয়া গণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা। সুতরাং শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণ চিরঋন বদ্ধ।

প্রেমীর নিকট তিনি ঋণী। স্বচ্ছতার তারতম্য অনুসারে জ্যোতির্ব্বিম্বের প্রতিবিম্বের পতন তারতম্য হয়। প্রেমের তারতম্য অনুসারে কৃষ্ণবশীকারের তারতম্য হয়। শ্রীরাধার প্রেম, অসমোর্দ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণ, রাধার সম্পূর্ণ অধীন। রাধার প্রেম— ঋণ শোধ করিবার জন্য তিনি গৌরাঙ্গ হইলেন, তথাপি আজ ও ঋণ শোধ হয় নাই। হইবে ও না কোন ও দিন। কেন না উহা অনন্ত ও নিত্য নূতন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ রূপে পাইতে হইলে, শ্রীরাধার আনুগত্য অপরিহার্য্য। নিজেকে শ্রীরাধার অনুগত প্রিয়জনের আশ্রিত মনে করিয়া, গুরু পদিষ্ট সিদ্ধ ভজন প্রণালীতে ভজন করিলে, অভীষ্ট সেবা পাওয়া যায়। সাধক দেহে (যথাবস্থিত দেহে) শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। মানসে গুরূপদিষ্ট অন্তর্ভাবিত সিদ্ধদেহ ও অভীষ্ট সেবা চিন্তা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ গৌর লীলাই করনীয় এবং কৃষ্ণ লীলাই নিত্য ও সতত স্মরনীয়। ঐ মানসীসেবা চিন্তা কারবার জন্য, ব্রজের নৈত্যিক লীলা অবগত হওয়া আবশ্যক।

পদ্মপুরান, সনৎকুমার সংহিতা, গোবিন্দ লীলামৃত, কৃষ্ণ ভাবনামৃত, সঙ্কল্প কল্পদ্রুম, ভজন রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ লীলা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

জীবের সাধ্য বস্তু কি? জীবগন ভিন্ন ভিন্ন প্রভৃতি ও রুচি বিশিষ্ট। প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে সাধ্য নির্নয় করিয়া থাকেন। কেহই সাধ্য বস্তু গুলির ক্রমিক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা ও সাধ্যের অবধি নির্নয়ের প্রয়াস পাইতেন না বা তদ্বিষয়ে প্রয়াস পাইলেও স্বমত নির্বন্ধতা বশতঃ প্রকৃত সত্য নির্নয় করিতে পারিতেন না। আবার বহু শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধী বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রান্তি উৎপন্ন হওয়ায় সত্য

নির্নীত হইত না। এই রূপে যখন ভারতে সাধ্য নির্নয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে নানারূপ বিবাদ বিতর্ক চরম সীমা প্রাপ্ত হইতেছিল, এবং তজ্জন্য সাধ্য বস্তুর ক্রমিক শ্রেষ্ঠতা ও সাধ্যাবধি নির্নয় করা মানবের অসম্ভব হইয়াছিল, সেই সময়ে দয়াদয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে সপার্ষদে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্ব বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন ও শাস্ত্রে কোন ও মহাজন কর্ত্তৃক সাধ্য বস্তুর ক্রমিক শ্রেষ্ঠতা ও সাধ্যাবধি নির্নীত হইতে দেখা যায় নাই। এমন কি যে সকল মহাজন সাধ্য শিরোমণি শ্রীরাধা প্রেমের সাধক ছিলেন, তাঁহারাও সাধ্য বস্তুর ক্রমিক উত্তমতা নির্নয় বা বিচার করিতেন না তাৎকালিক বিজ্ঞ পণ্ডিত শিরোমনি শ্রীল রামানন্দ রায়। রাধা প্রেম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কিন্তু তিনিও সাধ্য বস্তুর ক্রম বিচার করিতেন না! পরম করুণ রসরাজ ও মহাভাবের একত্র সমন্বয় মুরতি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়ের ভিতরে স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া রসিক ভক্ত শ্রেষ্ঠের শ্রীমুখ দিয়াই সাধ্য বস্তুর ক্রম বিচার করতঃ সাধ্যের চরমতম প্রাপ্তির বিষয় জগতে প্রচার করেন।

সঞ্চার্য্য রামাভিধ ভক্তমেঘে, স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈ রমুনা বিতীর্নৈ স্তজ্‌জ্ঞত্ব রত্নালয়তাং প্রয়াতি। চৈঃ চঃ।

এখানে প্রশ্ন কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌর সুন্দর এবং উত্তর দাতা শ্রীল রায় রামানন্দ।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্নয়। রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরনে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥১
প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর। রায় কহে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পন সাধ্য সার ॥২
প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর। রায় কহে-স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার ॥৩
প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর। রায় কহে—জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥৪
প্রভু কহে-এহো বাহ্য-আগে কহ আর। রায় কহে-জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার ॥৫
প্রভু কহে-এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে—প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার ॥৬
প্রভু কহে—এহো হয়-আগে কহ আর। রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥৭
প্রভু কহে—এহো হয়-আগে কহ আর। রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥৮
প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥৯
প্রভু কহে, এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে, কান্তা প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥১০
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥
প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমনি। ইহা ভিন্ন আর আমি অধিক না জানি ॥১১
প্রভু কহে—এই হয় আগে কহ আর। রায় কহে—আর বুদ্ধি গতি নাহিক আমার।
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়?

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ॥

গীত যথা—ঃ

(১২) পহিলহি রাগ নয় ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না পেল ॥
ন সো রমন, নহাম রমনী। তুহু মন মনোভব পেশল জানি ॥
ন খুজলুঁ দূতী ন খোজলুঁ আন। তুহুক মিলনে মধ্যত পঞ্চবান্ ॥
অবসোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী। সুপুরুখ প্রেম ঐ ছন রীতি ॥

এই গীত শ্রবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং বলিলেন—ঃ

——সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিলু নিশ্চয় ॥

এ সম্বন্ধে পরম ভাগবত শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—ঃ

রাধা—ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণ-ভজন তব অকারনে গেলা ॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি। রাধা বিরহিত মাধব নাহি—মানি ॥
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী। রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥
কবহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ। চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজ সরস রঙ্গ ॥
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান। শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥
ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়নী। রাধিকা—পদরজঃ পূজয়ে মানি ॥
উমা রমা সত্যা শচী চন্দ্রা রুক্মিনী। রাধা অবতার সবে-আম্নায় বানী ॥
হেন রাধা—পরিচর্য্যা যাঁকর ধন। ভকতি বিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥

এই ব্রজ মহাদেবীর শ্রীচরণ কমল ভজনই সর্ব্বসাধ্য সার সম্বন্ধে——ঃ

তথাহি শ্রীমদ্দাস গোস্বামি কৃত স্তবাবল্যাং স্ব-সঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্রে প্রথমঃ শ্লোকঃ।
অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎ পদাঙ্কাং।
অসাম্ভাষ্য তদ্ভাব-গম্ভীর চিত্তান্, কুতঃ শ্যাম-সিন্ধো রহস্যাবগাহঃ ॥
রাধার চরণ রেণু কর আরাধন। আশ্রয় করহ লীলাভূমি বৃন্দাবন ॥
চঞ্চল কালিয়া লীলা রসের আবেশে। যথা তথা বুলে মনো বাসনার বশে ॥
রাধিকানুরাগ মহা হেমদাম হয়। উন্মত্ত কানু করী বাঁধিয়া রাখয় ॥
তাই রাধা পদরেণু বিনু কদাচন। নাহি মিলে অবিচল মদনমোহন ॥
রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন মোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহনোঽপি সদা মদন মোহিতঃ ॥
রজো রূপে সেই ধন রহে বৃন্দাবনে। ব্রজ বাসে তাহা লাভ হয় অসাধনে ॥
নিখিল সাধন ফল দাতা বৃন্দাবন। শরীরে না পার মনে লওরে শরণ ॥
প্রেমলীলা বিলসিত কালিয়া যে চায়। ইহা বিনু তার আর নাহি সদুপায় ॥

রাধারসে বিভাবিত আশয় গভীর। নিরখিবে সে সকল ভকত সুধীর ॥
তাঁহাদেব পদ যুগে হয়ে অনুরত। দীন ভাবে সেবনাদি করিবে সতত ॥
সাধিয়া সন্তোষ কায় মনো ও বচনে। পুছিবে রাধার রস-বারতা যতনে ॥
লভিবে করুণা সেই সত্তম সবার। পাইবে শ্রীরাধা পদ দাস্য সাধ্যসার ॥
মহা পারাবার পারা যদিও সে সিন্ধু। ইহা বিনু তথাপি না মিলে এক বিন্দু ॥
উদিলে রাধিকা—শশী শ্রীকৃষ্ণ জলধী। রসের লহরী বিথারয়ে অনবধি ॥

রাধাবদন বিলোকন বিকসিত—বিবিধ বিকার বিভঙ্গম্।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল দর্শন তরলিত-তুঙ্গ তরঙ্গম্ ॥ গীত গোবিন্দম্ ॥

মনে ভাবি সেই রস লীলা সুলহরী। ডুবিয়া যে রহি তাহে দিবা বিভাবরী ॥
অষ্টকাল যুগলের রসের সেবন। সখীর করুণা গুণে লভি সেই ধন ॥
রাগানুগা ভক্তি বিনা কোন সাধনে। কেহ ইহা লভিতে না পারে, বৃন্দাবনে ॥
পরকাশি জীবে রূপের করুণা অপার। করিয়াছে এই মহা উপায় প্রচার ॥
তথাপি হে অপরাধী আমরা পামর। জড় রসাবেশে তাহে বিমুখ অন্তর ॥
শ্রীগুরু! শ্রীগৌরাঙ্গ!! গৌরাঙ্গেরগণ। সবার চরণে পুনঃ এই নিবেদন ॥
এ দাসে করুণা করি বিতরন। ধরাইয়া দাও সেই রূপের ভজন ॥
মায়া মর-দিত দেহ, নাহিক শকতি। বড় বিড়ম্বিত আমি নাহি অন্য গতি ॥
ভোজন লালসে, রসনে আমার, শুনহে বিধান মোর।
শ্রীনাম-যুগল, রাগ সুধারস খাইয়া থাকহ ভোর ॥
নব সুন্দর পীযুষ রাধিকা নাম। অতিমিষ্টি মনোহর তর্পন ধাম ॥
কৃষ্ণ নাম মধুরামৃত গাঢ় দুগ্ধে। অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে ॥
সুরভি রাগ হিম রম্য তঁহি আনি। অহরহ পান করহ সুখ জানি ॥
নাহি রবে রসনে প্রাকৃত পিপাসা। অদ্ভুত রস তুয়া পুরাওব আশা ॥
দাস রঘুনাথ পদে এ বিদ্যাবিনোদ। যাচই রাধা কৃষ্ণ নাম প্রমোদ ॥

হে স্বামিনি ! বৃন্দাবনেশ্বরী !

তোমার বিরহানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে অত্যুৎকট সহিতে না পারি ॥
আমি এ সুরমা দাসী সদা দুঃখনীরে ভাসি হইয়াছি কাতর অন্তর।
বসি গোবর্দ্ধন পাশে তোমার দরশ আশে সেবা লাগি কাঁদি নিরন্তর ॥
সকল ব্যাপার ত্যজি তব পদ ধ্যানে মজি 'কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা' রচিয়া।
করি অতি বিলপন প্রনয় অমৃত কণ দিয়া মোরে জুড়াও আসিয়া ॥

বৃন্দাবনেশ্বরি দন্তে তৃন ধরি প্রণমিয়া তুয়া পায়।
পরম সম্পদ তব দাসী পদ স্মরমা অভাগী চায়॥
কৃপা বিতরিয়া কিঙ্করী করিয়া রাখ রাঙা পদ তলে।
জুড়্যাতে জীবন করিব সেবন অষ্টকাল কুতুহলে॥
নিশি শেষ ভাগে সবাকার আগে জাগিয়া আবেগে অতি।
কেলি কুঞ্জাঙ্গন ক্ষালন মার্জ্জন সারিব সত্বরে সতি॥

রাধাপদ দাস্য মাত্র অভিষ্ট চিন্তন। কৃপায় লভিব রাধা রাগানু ভাবন॥
জিহ্বা হউক সুবিহ্বল রাধা নাম গানে। বৃন্দারণ্যে চল মন রাধা অন্বেষনে॥
রাধা সেবা কর কর, রাধা স্মর মনে। রাধানুগা ভাবে ভজ রাধা প্রান ধনে॥
রাধা পদ দাস্য বিনা কিছুই না মাগি। তব সখ্যে নমস্কার, আছি দাস্য লাগি॥
ভূমে দণ্ডবৎ পড়ি বহু আর্ত্তি স্বরে। কাকু ভরে গদ্ গদ্ বচন জোড় করে॥
প্রার্থনা করে গো দেবি এ অবুধ জনে। তবগণে গান কৃপা কর অকিঞ্চনে॥

ভজামি রাধা মরবিন্দ নেত্রাং, স্মরামি রাধাং মধুর স্মিতাস্যাং
বদামি রাধাং করুণা ভরাদ্রাং ততো মমনাস্তিগতি র্ন কাপি॥

হা-দেবি! কাকু ভব-গদগদয়াদ্য-বাচা, যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদ মবুধস্য জনস্য কৃত্বা, গান্ধর্ব্বিকে! নিজগণে গণনাং বিধেহি॥

হে দেবি! হে গান্ধর্ব্বিকে! আমি অত্যন্ত মূঢ়, এক্ষণে আমি ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুতি সহকারে গদগদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে তোমার নিজ—পরিকর মধ্যে গননা কর।

আশা ভরৈরমৃত সিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ, কালো ময়া—তিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যতি নৈব কিং মে, প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি।
না নাথ গোকুল সুধাকর সুপ্রসন্ন, বক্তারবিন্দ মধুর স্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ায়, স্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয় সেবনায়॥
——বিলাপ কুসুমাঞ্জলিঃ।

হে বরোরু রাধে! অমৃত—সমুদ্রময় আশাভরে অতি কষ্টে আমি কালাতিপাত করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে কৃপা বিধান কর। তোমার কৃপা ব্যতীত আমার প্রাণ বা ব্রজবাস বা কৃষ্ণ দাস্যেই বা কি আছে?

হে গৌরচন্দ্র! হা কৃষ্ণ! হা মধুর স্মিত! হা সুপ্রসন্ন মুখার বিন্দ! হা কৃপার্দ্র! তোমার সহিত যেখানে প্রণয়ের সহিত শ্রীরাধা নিত্য বিহার করেন আমাকে প্রিয় সেবার জন্য তথা লইয়া রাখ।

পরিশেষে মহাভাগবতবর শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের পশ্চাতে অবস্থান পূর্ব্বক যোগপীঠে ব্রজ-নব যুবদ্বন্দ্বের শ্রীচরণ যুগলের নিত্য সেবা প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীগ্রন্থ এখানেই সমাপন করি।

যোগপীঠোপরি স্থিত অষ্ট সখী সুবেষ্টিত বৃন্দারণ্যে কদম্ব কাননে।
রাধা সহ বংশীধারী বিশ্বজন চিত্তহারী প্রাণ মোর তাঁহার চরণে॥

সখী আজ্ঞা মত কার দোঁহার সেবন। পাল্যাদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ॥

কভু কৃপা করি মম হস্ত ধরি মধুর বচন বলে।
তাম্বুল লইয়া খায় দুই জনে মালা লয় কুতুহলে॥
অদর্শন হয় কখন কি ছলে। না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে॥
যেখানে সেখানে থাকুক দু জনে আমি ত চরণ দাসী।
মিলনে আনন্দ বিরহে যাতনা সকল সমান বাসী॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে মোরে রাখি মারি সুখে থাকুক দু জনে॥
ভকতি বিনোদ আন নাহি জানে পড়ি নিজ সখী পায়।
রাধিকার গণে থাকিয়া সতত যুগল চরণ চায়॥
ত্বদৈবাস্মি ত্বদৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় রাধে ! ত্বং নয় মাং চরণান্তিকে॥

—সমাপ্ত—

ইং ২১।১১।১৯৯১
৪ঠা অগ্রহায়ন, ১৩৯৮ সাল।
হৈমন্তিক শ্রীশ্রী রাসযাত্রা।

পরিশিষ্ট

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ গোলোকপতি শ্রীগোবিন্দ দেবের প্রেরণায় তদীয় স্বরূপশক্তি নিত্য প্রেয়সী কৃষ্ণ প্রেম—মনি—সম্পুটিকা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর কারুণ্য কটাক্ষে যে সব সৌভাগ্যবান্ অমলাত্মা মহাভাগবত গণের জীবন অমৃতায়মান হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় মহাত্মাদের পূতঃ সংক্ষিপ্ত জীবনালেক্ষ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর

ভাগরথী তীরবর্ত্তী চাকন্দী গ্রাম। তথায় আবাল্য ভজন পরায়ন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, এবং তাঁহার পরম ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী উভয়েই দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন। পুত্র কামনায় শ্রীধাম পুরীতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট এক কৃষ্ণভক্ত পুত্র প্রার্থনা করিলে প্রার্থনানুযায়ী মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দরের দ্বিতীয় প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ যে মহাপুরুষের জন্ম হয় ইনিই বঙ্গের কৃতী সন্তান শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর তাঁহার শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ কান্তিতুল্যই ছিল, ক্রমে নব শশীকলার মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অলোক সামান্য প্রতিভাধর মহাভাগবত রূপে জগতে প্রকাশিত হন। তাঁহার ভাগবতের গুরু ছিলেন তদানীন্তন বিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী পাদ, তাঁহার কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শুধু তাহা নয় তিনি সদ্‌গুরুর কৃপা লাভেও ধন্য হন। ভাগবতী দীক্ষা লাভের জন্য তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলে, শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ তাঁহাকে শ্রীল গোপাল ভট্টপাদের সহিত মিলন করিয়া দিলেন। অভীষ্টদেব দর্শন শ্রীনিবাস ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম বিকার, এবং দীক্ষার কৃষ্ণ প্রেমের দুর্ব্বার আকর্ষনে মূর্চ্ছা। শ্রীগোপাল ভট্টকে নীলাচল হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীনিবাস কে দীক্ষাদানের পত্রে আদেশ দিয়াছিলেন। দীক্ষার পরে শ্রীশ্রীরাধা রমনের পাদ পদ্মে অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চিরশরণাগত হইলেন। শ্রীগুরুদেবও তাঁহাকে একে একে প্রভুদত্ত ডোর কোপিন, আসন, মন্ত্রের পুরশ্চরন বিধি, মন্ত্রার্থ দীপিকা, বীজার্থ দীপিকা, ভজন-রহস্য এবং ক্রম-গুলি সম্পুর্ণ শিক্ষা দিলেন। অসামান্য প্রতিভাধর এই মহা পুরুষ ভাগবতে ও কৃষ্ণ ভজনে চরমতর ভূমিকায় উত্তীর্ণ হইয়া পরমতম প্রাপ্তি স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর গোস্বামীগণের রচিত অমূল্য গ্রন্থাবলীর প্রচার কার্য্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিযুক্ত করেন শ্রীল আচার্য্য ঠাকুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বিষ্ণুপুরের দস্যুদলপতি রাজা বীর হাম্বিরকে সস্ত্রীক ভাগবতধর্ম্মে আনয়ন এবং খেতরীর মহামহোৎ-সবের পৌরহিত্য করণ। রামচন্দ্র কবিরাজকে ব্রজরসোল্লাসা রতিতে সমৃদ্ধিমান করিয়া যুগল ভজনের চরম-তম সীমায় উন্নীত করণ এবং তাঁহার ভাই শক্তি সাধক গোবিন্দ দাস কবিরাজের জীবনের অমূল পরিবর্ত্তন করিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণ কীর্ত্তন পদাবলী রচনায় নিয়োগ করানো। পরিশেষে যেভাবে শ্রীল আচার্য্যের জীবন

অমৃতায়মান হয় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরাণীর কৃপা কটাক্ষে তাহারই বর্ণনা নিম্নে বর্ণিত হইল। আচার্য্য প্রভু তখন বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন প্রাতঃ কালে বংশী বদনের সেবা যথারীতি সমাপন করিয়া তিনি লীলা স্মরণে বসিলেন। স্বীয় নিত্য সিদ্ধ মঞ্জরী দেহ স্মরণ পূর্ব্বক সেই অন্তর্ভাবিত দেহে লীলা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রগাঢ় ধ্যান যোগে কিছুক্ষণ সেবা কার্য্যে করা তাঁহার প্রাত্যহিক ভজনের অঙ্গ ছিল। শ্রীমন্মাপ্রভু স্বমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত আচার্য্য প্রভু রূপে অবতীর্ন, বিশেষ কোন রস আস্বাদনের জন্য মণি মঞ্জরী ও সেই দেহে প্রকটিত হন। এই মণি মঞ্জরী স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তিনি সেই দিন ও ধ্যান যোগে লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সচরাচর যে সময়টুকু ধ্যান করিতেন সেদিন যে সময়টুকু অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সে দিন তিনি যেন ধ্যানের গভীরতম প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন। দেহ-খানি সম্পুর্ণ নিশ্চল হইল। ধীর স্থির ভাবে তিনি আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, শ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ। সেদিন এই ভাবেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল, রাত্রি আসিল, প্রহর গণনা করিতে করিতে তাহাও শেষ হইয়া গেল। দেহে চাঞ্চল্য মাত্র নাই। তিনি সেই এক ভাবেই বসিয়া আছেন। সকলে বিপদ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দ্বিতীয় দিবস ও দিবা রাত্র সেই ভাবেই চলিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে উৎকণ্ঠা চরম সীমায় উপনীত হইল। তাঁহাদের মনে আশঙ্কা জাগিল। তিনি হয় ত এইবার মহা সমাধি অবলম্বনে লীলা সঙ্গোপন করিলেন। ঠাকুরানী ও অপর সকলে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীর হাম্বীর, ব্যামাচার্য্য, কৃষ্ণবল্লভ, বল্লভী কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আচার্য্য প্রভুর নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখিলেন নিশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ। দেহে প্রাণের লক্ষণ কিছু মাত্র নই। বহু চেষ্টা করিয়া ও যখন কেহই কিছু করিতে পারিলেন না তখন সকলে নিরুপায় হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গুরুগত প্রাণ রামচন্দ্রের কথা তাঁহাদের মনে পড়িল। আচার্য্য প্রভুর মনোবৃত্তি বুঝিতে পারে রামচন্দ্র ব্যতীত এমন ব্যক্তি আর কেহ নাই। কিন্তু রামচন্দ্র এখানে উপস্থিত নাই। যত শীঘ্র সম্ভব সংবাদ দিয়া তাঁহাকে আনয়ন করাই এখন তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করাই বা কি প্রকারে সম্ভব? ইতিমধ্যে যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে কি হইবে? রামচন্দ্রকে আনয়ন করা ব্যতীত আর উপায় ও কিছু নাই। অতএব তাঁহাকে আনয়ন ব্যবস্থাতেই সকলে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সংবাদ প্রেরন করিতে হইল না। রামচন্দ্র আপনিই আসিলেন। বাহ্য বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া কেহ যদি তাঁহার চিত্তটিকে গুরুদেবের প্রতি স্থাপন করিতে পারেন, এবং কায়মনোবাক্যে এক মাত্র গুরুদেব ব্যতীত অপর কোন বস্তুর প্রতি যদি তাঁহার মন সন্নিবিষ্ট না হয় তবে সেই ভাগ্যবান্ শিষ্যে হৃদয়ে গুরুদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেকটী বৃত্তি তখন শিষ্যের অন্তরে প্রকটিত হইতে থাকে। গুরু উপাসনার, এমন কি সর্ব্ববিধ উপাসনার ইহাই চরমতম সিদ্ধি বলা যায়। রামচন্দ্র সেই কঠিন তম সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তিনি যে স্থানেই থাকুন, গুরুদেবের অন্তরের প্রতিটী সংবাদ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রতিফলিত হইত। বিষ্ণুপুরের এই ঘটনা ও রামচন্দ্রের অগোচর রহিল না। সেই ঘটনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সেই তৃতীয় দিবসেই তিনি বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং

মাতা ঠাকুয়ানী ও অন্যান্য সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—'আপনারা কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। প্রভু এখনই প্রকৃতিস্থ হইবেন। তিনি কোথায় কোন সুখে মগ্ন হইয়া আছেন, আমি দেখিতেছি। তিনি যেখানেই থাকুন, আপনাদের কৃপা সম্বল করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনিব। এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র দেবী গৌরাঙ্গ প্রিয়ার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন পরে আচার্য্য প্রভুর নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহারই পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অচিরে ধ্যান মগ্ন হইয়া পড়িলেন। গদাধর স্বমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্তই রামচন্দ্র রূপে বিহার করিতেছেন, আবার ব্রজলীলার একটি বিশেষ রস আস্বাদনের জন্য করুণা মঞ্জরী ও সেই দেহে আসিয়া একীভূত হইয়াছেন। রামচন্দ্র ধ্যানযোগে মঞ্জরী আবেশে লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন, তিনি দেখিলেন, মঞ্জরীগণ যমুনার জলে অবতরণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে কি যেন অন্বেষন করিতেছেন। শ্রীগুরুদেব ও মণি মঞ্জরী স্বরূপ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন। রামচন্দ্র করুণা মঞ্জরী স্বরূপে তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মণি মঞ্জরী পরম আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন—'শ্রীমতীর নাসার বেশর পাওয়া যাইতেছে না। সখীগন প্রভাতে শ্রীমতীর নিকটে গিয়া দেখেন তাঁহার নাসায় বেশর নাই। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া অন্বেষণের নিমিত্ত আমাদিগকে ইঙ্গিত করেন, আমরা স্থির করিলাম গত রাত্রে মহারাসের পর জল ক্রীড়ার সময় সম্ভবতঃ এই বেশর যমুনার জলে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। ইহাই অনুমান করিয়া আমরা জলের মধ্যে অনুসন্ধান করিতেছি। রামচন্দ্র বুঝিলেন এই বেশরের অনুসন্ধানেই তিন দিন কাটিয়াছে। আরব্ধ সেবা অসম্পুর্ণ রাখিয়া প্রকট লীলায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা তাঁহার মনে জাগে নাই। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, বেশরের সন্ধান যতক্ষন না পাইতেছেন, ততক্ষন তিনি ফিরিবেন না। গুরুকৃপা সম্বল করিয়া তিনি ও জলে নামিয়া পড়িলেন। এই তিন দিবসের মধ্যে যে বস্তু সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গুরু কৃপাবলে রামচন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা এক পদ্ম পত্রের তলদেশে হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন। শ্রীগুরু নিষ্ঠার মহিমা জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই যেন লীলাময় এই অপূর্ব্ব লীলার বিস্তার করিলেন। করুণা মঞ্জরী স্বরূপে রামচন্দ্র সেই বেশর লইয়া মণি মঞ্জরী কে দিলেন। তিনি পরমানন্দ সহকারে তাহা গুণ-মঞ্জরী কে (শ্রীল গোপাল ভট্ট প্রভু), গুণমঞ্জরী তাহা সখী ললিতাকে প্রদান করিলে, ললিতা তাহা লইয়া আসিয়া শ্রীমতীর নাসায় পরাইয়া দিলেন। লীলা রাজ্যের আনুগত্যমূলক সেবার এই ক্রমটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বতন্ত্রতার কোন স্থান সেখানে নাই। রামচন্দ্র যদি নিজেই সেই বেশর লইয়া শ্রীমতীকে পরাইয়া দিয়া আসিতেন, তবে কার্য্য সিদ্ধ হইত বটে কিন্তু তাহাতে আনন্দ সম্ভোগের এইরূপ চমৎকরিতা থাকিত না। তাহা ব্যতীত মর্য্যাদা লঙ্ঘন জনিত দোষ ঘটিত। আনুগত্যের এই ক্রমটি সাধক জীবনের অবশ্য অবলম্বনীয় বিষয়। যাহা হউক, বেশর পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমতী পরম আনন্দিত হইয়া এই নব সখীকে আপনার চর্ব্বিত তাম্বুল দান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। আরব্ধ সেবা শেষ হইল। আচার্য্য প্রভু ও ঐ তাম্বুল স্বীয় উত্তরীয় খণ্ডে বাঁধিয়া রাখিলেন। আচার্য্য প্রভু ও সেই সঙ্গে হুঙ্কার করিতে করিতে সমাধি ত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্রও অমনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তবৃন্দ যেন দেহে

প্রান পাইলেন, আনন্দে আত্মহারা হইয়া সকলে নৃত্য করিতে করিতে আচার্য্য প্রভু ও রামচন্দ্রের জয় দিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। সেই সময় আবার কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব বস্তুর গন্ধ আসিতে লাগিল। সেই গন্ধে তাঁহারা আনন্দে বিবশ হইয়া পড়িলেন। কোথা হইতে এই অপ্রাকৃত গন্ধ আসিতেছে তাহা নির্ন য় করিতে পারিলেন না। সহসা আচার্য্য প্রভুর মনে পড়িল কৃপাময়ী স্বামিনীর দত্ত তাম্বুলের কথা। উত্তরীয় খণ্ডের প্রান্ত ভাগ হইতে উহা উন্মোচন করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে অর্পন করিলেন। অতঃপর আচার্য্যদেবের দুই পত্নী, উপস্থিত ভাগ্যবন্ত ভক্তবৃন্দের হস্তে কিছু অর্পন করিলেন। শ্রীমতীর কৃপাদত্ত প্রসাদি তাম্বুল সেই অপ্রাকৃত রাজ্য হইতে স্থূলরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

উচ্চকোটির ভাগবত সাধকগণের অন্তর্ভাবিত সিদ্ধ গোপীদেহে ব্রজনব যুব দ্বন্দের অষ্টকালীন চিন্ময়ী লীলার স্মরন–মনন–নিত্য সত্য বাস্তব শিবদং তাপত্রয়োন্মিলনং—ইহাতে কখনও অনিত্যের ছায়া স্পর্শ করে না। প্রগাঢ় ধ্যান যোগে, স্মরণ মননের দ্বারায়, শ্রীগুরু রূপা সখীর কৃপাবলে ত্রিকাল সত্যলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।

এই ঘটনাটির প্রচার মদীয় শ্রীগুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীমদ্ ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যদেশে–ইংলণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সনাতন ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার কল্পে সর্ব্বত্রই অনুরাগী ভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের চরমতম সাধনার পরমতম প্রাপ্তির ব্যাপারে ব্রজলীলায় প্রবেশের নিমিত্ত গৌর পরিকরগণের পক্ষে দেহান্তর গ্রহণের ও আবশ্য কতা নাই, এই ঘটনাই সুদিব্য দ্যোতনা স্বরূপা। গৌড়ীয় আচার্য্য ভাস্কর শ্রীল গোস্বামী মহারাজ পরমানুরাগী ভক্তগনের নিকট ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুর জনপদে সদ্ গোপকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল কে পিতা এবং শ্রীদুরিকা দেবী কে মাতা রূপে আশ্রয় করিয়া এই মহাপুরুষ ১৪৫৬ শকে চৈত্রী পূর্ণিমায় আবির্ভূ ত হন। বাল্য কালে দুখিয়া নামে অভিহিত ছিলেন। কারণ দুরিকা দেবীর একাধিক পুত্র-কন্যার বিয়োগ হওয়ার পরে এই পুত্রের জন্ম হয়। কন্দর্প তুল্য কান্তি এবং অসাধারন মেধা সম্পন্ন। বালক অল্পকালের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গ্রাম বাসী বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মহিমা শ্রবণের ফলে তাঁহাদের চরণে সহজাত প্রেম-ভক্তি জাগ্রত হয়। পিতা শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মণ্ডল ও শাস্ত্রবিদ্ পরম ভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি পুত্রকে সর্ব্বদা গৌর নিত্যানন্দের ভাবে আবিষ্ট দেখিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিতে প্রোৎসাহিত করিতেন। বালক বলিল, হে পিতঃ ! আমি মানসে অম্বিকা কালনার গৌর পার্ষদ শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীল হৃদয় চৈতন্য প্রভুকে মানসে গুরুপদে বরণ

করিয়াছি। তিনি বর্ত্তমানে অম্বিকা কালনায় আছেন। যাঁহার গৃহে বা হৃদয়ে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভাই নিত্য বিরাজ মান আছেন। যদি আজ্ঞা দেন তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরন করি। পিতা বলিলেন—দুঃখিয়া—! তুমি সেখানে কেমনে যাইবে ? দুঃখিয়া বলিল—বাবা, দেশের অনেক লোক গৌড় দেশে গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে যাইব ! এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সপরিবারে বাহাদুরপুর ত্যাগ করিয়া গণ্ডেশ্বরে বাস করিতে ছিলেন। সেই গ্রামেই দুঃখিয়া স্বপ্নে মহাপ্রভুর আদেশ লাভ করেন—'অম্বিকা কালনায় হৃদয় চৈতন্য তোমাকে দীক্ষা দিবেন। তুমি অবিলম্বে তথায় গমন কর, সেই খানেই তোমার মনো বাসনা পূর্ণ হইবে।

একদিন জনক জননীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া গৌর নাম উচ্চারন করিতে করিতে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কালনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। দ্রুত গতি পথ চলিতে চলিতে দুঃখী একদিন অম্বিকা কালনায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং হৃদয় চৈতন্য প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভু প্রথমে তাঁহাকে দীক্ষা না দিয়া সেবা কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ঠাকুরের মন্দির মার্জ্জন, ফুল বাগান পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। দূর জলাশয় হইতে জল লইয়া আসিয়া দুঃখী ফুল গাছ গুলিতে সিঞ্চন করিতেন। অবিরত জল বহিতে বহিতে তাঁহার মস্তকে ক্ষত হইল। সেই ক্ষতে পোকা হইল, কিন্তু শ্রীগুরু আজ্ঞা পালনকারী দুঃখীর সেদিকে দৃষ্টি নাই। অবশেষে হৃদয় চৈতন্য প্রভু একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন এবং দুঃখীকৃষ্ণদাস দণ্ডবৎ করিলে মস্তকে ক্ষত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার মস্তকে কি হইয়াছে ? প্রশ্ন শুনিয়া দুঃখী প্রথমে যেন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পরে লজ্জিত ভাবে তুচ্ছ কথায় একটি কল্পিত উত্তর দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভু সমস্তই বুঝিলেন এবং তাহার গমন পথটীর দিকে সস্নেহে চাহিয়া রহিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। নাম হইল কৃষ্ণ-দাস। সর্ব্ব সাধারণের নিকট দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে তিনি সেই হইতে পরিচিত হইলেন। দীক্ষার পর কিছু দিন গত হইলে একদিন হৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, আর তোমার বর্ত্তমানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, তুমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়া যাও। সেখানে শ্রীজীবের আনুগত্যে থাকিয়া ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং যথা নিয়মে ভজনাঙ্গ যাজর্ন করিও। পরে আবার যথা সময়ে আমার সহিত দেখা করিও। দুঃখী কৃষ্ণদাস গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের দুঃসহ বিরহ বেদনা বুকে লইয়া শ্রীধাম অভিমুখে রওনা হইলেন। কালনা হইতে বহির্গত হইয়া তিনি প্রথমে নবদ্বীপে আসেন। সেখানে হইতে শান্তিপুর প্রভৃতি প্রভুর অন্যান্য লীলাভূমি সমূহ দর্শন করিয়া অবশেষে পশ্চিমা-ভিমুখে রওনা হইলেন। অক্লান্ত গতিতে চলিতে চলিতে কৃষ্ণদাস অল্প কালের মধ্যেই ব্রজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমেই শ্রীরাধা কুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুগত দাস ব্রজবাসী নামক জনৈক ভক্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার সহিত আসিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাস

দাস গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার আশ্রয়ে কয়েকদিন কাটাইয়া তিনি শ্রীধামে শ্রীজীবের নিকটে চলিয়া আসিলেন। এখানেই শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, তিন প্রকাশ বিগ্রহ বা আবেশাবতারের মিলনে গৌর লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশের সূত্র রচিত হইল!

এখানে আসিয়া কৃষ্ণদাস শ্রীজীবের আনুগত্যে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে হৃদয় চৈতন্য প্রভু পত্রের দ্বারায় তাঁহাকে আদেশ পাঠাইয়াছিলেন 'তুমি শ্রীজীবকে আমার অভিন্ন স্বরূপ জানিয়া তাঁহার চরনে আত্ম সমর্পন করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ অনুসরনে সেবা কার্য্যাদি করিবে। যথা নিয়মে ভজন, অধ্যয়ন এবং আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের সাহচর্য্যে কৃষ্ণ দাসের দিন পরমানন্দেই কাটিতে লাগিল। শ্রীমদ্ ভাগবতে সেবার মহোত্তমতার কথা শ্রবনে ওই সেবাতে লোভ বশতঃ এক সময় তাঁহার মনে শ্রীরাধা গোপীনাথের নিভৃত নিকুঞ্জ বিহার লীলারস আস্বাদনের মহতী বাসনা উদিত হইলে, সে কথা তিনি শ্রীজীবকে জানাইলেন এবং সেই হইতে তাঁহার আদেশ অনুসারে তিনি নিকুঞ্জে ঝাড়ু সেবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কৃষ্ণ দাস শেষরাত্রে কুঞ্জে আসিয়া ঝাড়ু সেবা করেন, সন্ধ্যারতির সময় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করেন কখন ও বা বিরহ ভরে কাঁদিয়া আকুল হন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইবার পর এক সময়ে শ্রীমতীর কৃপা দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। একদিন কৃষ্ণদাস শেষ রাত্রিতে ঝাড়ু সেবা করিতে করিতে সম্মুখে একটি নূপুর দেখিতে পাইয়া আগ্রহ ভরে তাহা তুলিয়া লইলেন। সেই নূপুরটী স্পর্শ করিয়াই কৃষ্ণদাস ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন। অশ্রু কম্পাদিতে বিভূষিত হইয়া তিনি সেই নূপুর একবার বুকে, একবার মস্তকে ধরেন, একবার নাসায় ধসিয়া আঘ্রান লইতে থাকেন আর কাঁদিয়া আকুল হন। এদিকে নিত্য নিকুঞ্জে রাস রস বিলাসে শ্রীমতী আপন চরণের একখানি নূপুর দেখিতে না পাইয়া যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া অন্বেষনার্থে ললিতাজীকে নিধুবনে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতাজী বুঝিলেন লীলাময়ী কোন ও লীলা প্রকাশের ইচ্ছায় নিশ্চয়ই সেইখানে নূপুর ফেলিয়া অসিয়াছেন কিন্তু কিছু না বলিয়া তিনি নিকুঞ্জে চলিয়া আসিলেন। প্রভাত হইয়া গিয়াছে সুতরাং তিনি এক গোপ বালিকার বেশে আসিয়া একে বারে কৃষ্ণদাসের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং নূপুরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ দাস বলিলেন, হ্যাঁ একগাছি সোনার নূপুর পাইয়াছি। কিন্তু উহা কি আপনার? ললিতাজী বলিলেন, না, উহার আমার প্রিয় সখীর। কৃষ্ণদাস বলিলেন—তবে তিনি আসিলেন না কেন? ললিতাজী বলিলেন—তিনি বড় ঘরের কন্যা এবং বড় ঘরের বধূ। প্রভাত হইয়াছে জানিয়া লজ্জার বাধকতা বশতঃ তিনি আসিতে পারেন নাই। আমাকে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণ দাস বুঝিলেন এই ঘটনার ভিতরে রহস্য আছে, তিনি বলিলেন, এই মূল্যবান স্বর্ণ নূপুর আপনাকে দিতে পারিব না। যাঁহার নূপুর তিনি আসিলে, তাঁহার অপর পায়ের নূপুরখানির সঙ্গে যোজনা করিয়া যদি সাদৃশ্য হয় তবেই উহা তাঁহার পায়ে আমি নিজ হাতেই পরাইয়া দিব। ললিতাজী ও বুঝিলেন করুণাময়ীর আর এক নুতন লীলার অভাস। তখন ললিতাজী নিরুপায় হইয়া শ্রীমতীর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে শ্রীমতীও

অগত্যা এক সুন্দরী গোপ কিশোরীর বেশে ললিতাজীকে সঙ্গে লইয়া নিকুঞ্জ মন্দিরে আসিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণদাসের নিকটে হাত পাতিলেন। কৃষ্ণদাস সবিস্ময়ে বলিলেন—আপনাকে দেখিয়া মনে হয় আপনি কোন বড় ঘরের কণ্যা অথবা বড় ঘরের বধূ, অতএব আপনার পায়ের নূপুর এতদূরে নিকুঞ্জে আসিলে কি করিয়া? শ্রীমতী বলিলেন—কৃষ্ণদাস! এ আমারই নিকুঞ্জ মন্দির। রাত্রিতে নিত্য বিহারে আমি এখানে আসি। কৃষ্ণদাস বলিলেন—তাহা হইলে আপনিই নিকুঞ্জেশ্বরী আমি অনুমানে বুঝিলাম, তাই যদি হয়, তাহা হইলে হে দেবি! আমাকে একটিবার আপনার অমিয় মধুর চিন্ময়ী স্বরূপ আমার নয়ন সম্মুখে প্রকটন করুন, দর্শন করিয়া এ জীবনের দর্শনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করি। শ্রীমতী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, এখন ও তোর সেই প্রকার ভজনের পূর্ত্তি স্বরূপ সেই দিব্য চক্ষু ও দেহ লাভ হয় নাই। বরং আমি তোকে একটি মহা রত্ন দান করি। এই বলিয়া শ্রীমতী কৃষ্ণ দাসের হস্ত হইতে সেই হারানো নূপুর গাছি লইয়া ব্রজ-রজে লিপ্ত করিয়া কৃষ্ণ দাসের ললাটে নূপুর-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়া বলিলেন—আমার প্রিয় এই নিকুঞ্জের সেবা নিষ্কপট ভাবে স্বচিত্তবৎ উজ্জ্বল, মঙ্গল, সুন্দর সেবার নিদর্শন স্বরূপ এই—

নূপুর তিলক তোমার ললাটে চির ভাস্বর, উজ্জ্বল, ও অম্লান ভাবে চিরকাল দীপ্তি পাইবে। আর আমার এক নাম শ্যামা, আমার সেবাতে তোমার অধিকতর প্রীতি দেখিয়া তোমার নূতন নামকরণ করা হইল— শ্যামানন্দ। তখন ললিতাজীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণদাসকে একটি বিশেষ গুহ্য মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং শ্রীমতীকে বলিলেন এতই যদি সখি, কৃষ্ণ দাস কে এতই কৃপা করিলেন, তাহা হইলে দর্শন লাভের জন্য লালায়িত এই কৃষ্ণ দাসকে একটিবার সেই চিন্ময়ী স্বরূপে দর্শন দাও। তখন শ্রীমতী ক্ষনিকের জন্য বিদ্যুল্লতার মত শ্যামানন্দকে দর্শন দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শ্যামানন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষন পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কৃষ্ণদাস শ্রীজীবের নিকটে আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার নাম হইল শ্যামানন্দ।

কৃষ্ণদাস তিলক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এমনকি নিজ ইষ্ট মন্ত্র ও নাকি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এই সংবাদ পল্লবিত হইয়া আম্বিকায় পৌছিলে হৃদয় চৈতন্য প্রভূ পত্রের দ্বারায় আহ্বান করিয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইলেন এবং এই রূপ আচরণের প্রকৃত কারণ জানিতে চাহিলেন। শ্যামানন্দ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত আর কিছুই জানেন না! শ্রীগুরু ভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ এবং একমাত্র শ্রী গুরুকৃপাতেই যে তিনি এই অপ্রাকৃত সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব গুরুদেবের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরল ভাবেই বলিলেন—'প্রভু আপনিই কৃপা পূর্ব্বক এই পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভূ প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য অনুভব করিয়া ও শ্রীগুরু মহিমা জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই যেন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সেই তিলক সিক্ত বস্ত্রের দ্বারা মুছিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘর্ষণের ফলে সেই তিলক যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল।

'শ্রীশ্যামানন্দ শতকের' (শ্রীরসিকানন্দ কৃত) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকৃত টীকায় (প্রথম শ্লোকের শেষভাগে) লিখিত আছে—ঃ

'দ্বাদশ বার্ষিকেন সারাধনেন তপসা প্রসন্না শ্রীরাধাদেবী তত্রাবির্ভূতা তদর্পিত নূপরা সত্তিলকং নাম তস্মৈ দদাবিত্যৈ ত্তিহ্যাৎ, শ্যামামানন্দয়তীতি তন্নামনিরুক্তিঃ।

অর্থাৎ শ্রীদুরিকানন্দনের দ্বাদশ বৎসরকাল আরাধনাময়ী তপস্যা দ্বারা তুষ্টা শ্রীরাধিকা দেবী তথায় (নিকুঞ্জে) আবির্ভূতা হইয়া শ্রীদুরিকা তনয় কর্ত্তৃক কুঞ্জ-সম্মার্জ্জন কালে প্রাপ্ত শ্রীরাধার পদ-স্খলিত শ্রীনুপুর তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) প্রদান করিলে শ্রীরাধা শ্রীদুরিকানন্দনকে তিলকের সহিত 'শ্রীশ্যামানন্দ' নাম প্রদান করেন—এইরূপ আখ্যান আছে। শ্রীশ্যামানন্দ—নামের অর্থ-যিনি শ্যামাকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকে সেবার দ্বারা নন্দিত করেন।

ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরাধিকার কৃপা—শ্রীরূপগোস্বামী পাদ চাটু পুষ্পাঞ্জলি নামক একটি সর্ব্বাকর্ষক শ্রীরাধা স্তব লিখিয়াছেন—শ্রীল দাস গোস্বামী স্তবটি পড়িলেন, তাহার মুখবন্ধের শ্লোকটি নবগোরোচনা গৌরী প্রবরেন্দী বরাম্বরাম্। মনিস্তবক-বিদোতি বেনী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্। শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি।

'ব্যালাঙ্গনাফণাম্ শ্রীরাধা-ঠাকুরানীর বেনী সর্পিনীর ফণার ন্যায় শোভা যুক্ত। শ্রীদাস গোস্বামী এই উপমা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—বিষধর ফণিনীর ফণার সঙ্গে তুলনা যুক্তি যুক্ত কি না?

সেদিন ছিল শ্রাবনী পূর্ণিমা. জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, রাধাকুণ্ড তটে ভজনরত শ্রীল দাস গোস্বামী পাদ নিকটস্থ একটি কদম্ব বৃক্ষের শাখায়, বদ্ধ ঝুলন দোলনায় খেলারত এক অনিন্দ্য সুন্দরী কিশোরী গোপ বালিকা এবং বৃক্ষতলে আরও কয়েকটি গোপী বালিকা ঐ দোলন সেবায় রত রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। যে দিব্যাঙ্গনা দোলার উপরে রহিয়াছেন তাঁহার পশ্চাদ্ ভাগের দৃশ্য দেখা যাইতেছে। মস্তক হইতে তাহার দোদুল্যমান্ বেনী গুল্‌ফ পর্যান্ত পড়িয়াছে। উহা উজ্জ্বল, মসৃন, রেশম সূত্রের মত অতি সূক্ষ্ম ভ্রমর কৃষ্ণ বর্ণ বৎ। শ্রীল দাস গোস্বামী পাদ ঐ বেনী দর্শন করিয়া অভিন্ন সর্পিনী ভ্রমে চিৎকার করিয়া বলিরা উঠিলেন—ওরে পাগলিনী, খেলায় উন্মত্তা হইয়া কি দেখিতে পাইতেছ না-তোমার মস্তকে এক কৃষ্ণবর্ণ সর্পিনী উঠিতেছে। সাবধান করিয়া দিযাও তিনি স্বয়ং ঐ সর্পিনী হাত হইতে বালিকা-টিকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইলেন, তাঁহাকে আসিলে দেখিয়া গোপ কুমারীগন সহ শ্রীরাধা-ঠাকুরানী খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে অন্তর্ধান হইলেন। অবাক হইয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী দাঁড়াইয়া রহিলেন। এতক্ষনে শ্রীরূপের উপমার কথা বুঝিতে পারিলেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ-এর মাধ্যমে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শ্রীরাধারানীর বিশেষ কৃপা—ঃ

নন্দগ্রাম ও যাবটের মধ্যবর্ত্তী স্থলে টের কদম্ব বৃক্ষ বিরাজমান। একদিন শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ ঐ বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট থাকিয়া এক বিশেষ ভজন রত অবস্থায় একদা শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ

শ্রীরূপকে দর্শনার্থে আগমন করিলে—শ্রীরূপের মনে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে পরমান্ন ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পরমান্ন তৈয়ারী করার মত কোন সামগ্রী তখন কুটীরে ছিল না। ভক্ত—ইচ্ছা পূর্ণ কারিনী শ্রীরাধা ঠাকুরানী সব বুঝিতে পরিলেন। তখন একটি কিশোরী গোপ কুমারীর বেশে তিনি শ্রীরূপের জন্য দুগ্ধ চাউল, ও চিনি লইয়া আসিলেন এবং ডাকিতে লাগিলেন—স্বামিন্ ! স্বামিন্ ! সারা-দিন কুটীরে বসিয়া কি জপ-তপ কর, আজ মাধুকরী করিতে যাও নাই কেন ? এই নাও পরমান্নের জন্য কিছু সামগ্রী আনিয়াছি। শ্রীরূপ গোস্বামী ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিশোরীজী বলিলেন—না হয় আমি অতি সত্বর উহা রন্ধন করিয়া দিই। তাহাই হইল। মুহূর্ত্তের এক পরম আস্বাদনীয় ও সৌরভান্বিত পরমান্ন প্রস্তুত হইল। যাহার সুদিব্য সৌরভে কুটির খানি পরিপূর্ণ হইল। রন্ধন ক্রিয়া সমাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বালিকাটি অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ফিরিয়া দেখিলেন কুমারী নাই, তিনি পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর পরমান্ন শ্রীগোবিন্দকে ভোগ প্রদান করা হইল। মহাপ্রসাদ শ্রীসনাতন গোস্বামিকে দিলেন। প্রসাদ পাইয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী আনন্দে আত্মহারা। জিজ্ঞাসা করিলেন এমন পরমান্ন কিরূপে প্রস্তুত হইল ? শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে শ্রীসনাতন গোস্বামী দিব্য অনুভূতিতে বুঝিলেন—এই প্রকারের প্রস্তুত করন মদীয় ইষ্ট দেবী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী ভিন্ন কাহারও দ্বারা একান্তই অসম্ভব শ্রীরূপকে সাবধান করিয়া বলিলেন—তোমার ভজন কুটীরে যত সেবার কাজ থাকুক না কেন তুমি দৈনিক মাধুকরী করিতে যাইও। এই ভাবে সুকুমারী—শ্রীরাধা ঠাকুরানীকে দিয়া স্বীয় উদর ভরণের জন্য পায়ে হাটাইয়া আনাইয়া রন্ধন কার্য্যাদি করাইও না।

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ (গোবর্দ্ধন)

উৎকলবাসী করনবংশ্য ছিলেন। পিতা সনাতন কাননগো। তিন পুত্র,ইনিই কনিষ্ঠ বটকৃষ্ণ। যখন মাতা স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হন, তখন মাতা বটকৃষ্ণের মস্তকে স্বীয় শাড়ী ছিন্ন করিয়া শিরোপা বাঁধিয়া দিয়া আদেশ করেন—তুমি বৃন্দাবনে গিয়া হরি ভজন কর। অন্য দুই ভাইকে কাহাকে সংসারী এবং কাহাকে পণ্ডিত হইতে আদেশ করিয়া মাতা দেহ ত্যাগ করেন। তখন বয়স বারো বৎসর—বিদ্যা শিক্ষা ছাত্র বৃত্তি। ১৬ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসেন।

ব্রজধামে আসিয় গোবর্দ্ধন নিবাসী শ্রীপাদ অদ্বৈত দাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। জয়পুরে গমন করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর মাধুরী দর্শন করিয়া তদীয় অষ্টকালীন সেবা লালসায় জয়পুরের রাজার নিকট প্রর্থনা করায় তিনি সেবাধিকার প্রদান করেন। ৮।১০ বৎসর যৌবন কালে (৩৯ বৎসর বয়সে) রাজভোগ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বার কামবেগ উপস্থিত হয়। জিজ্ঞাসা করার মত সাধু না পাইয়া কাম্যবনে সিদ্ধ জয় কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকটে আসেন। তিনি বলেন-অপরিপক্কদেহে বিষয়ীর বা রাজভোগ গ্রহণে ঐপ্রকার বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি তাহাকে সুকঠোর বৈরাগ্যাবলম্বনে শ্রীনাম ভজন করিতে উপদেশ করেন।

কৃষ্ণ গুন, রূপ রস   গন্ধ শব্দ পরশ

যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।

তা সবার গ্রাস শেষে   আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে

সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪।৪৯

স্বীকরনী প্রতিভা বলে নিত্য সিদ্ধাগণের আচার আচরন ভজন প্রণালী স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করাই সুষ্ঠু ভজন ধারা।

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।

তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে ॥

যে পরিমানে মহানামের সহি সাধারনীকরন হইবে, সে পারমানেই ভগবদ্রস আস্বাদন হইবে। শ্রীকৃষ্ণদাস জী কাম্যবনের সিদ্ধ বাবার মুখে এইসব উপদেশ পাইয়া দোমন বনে আসিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দগ্রামে আটা ভিক্ষা করিতেন। তাহাই কখনও গুলিয়া খাইতেন, কখন ও বা আঙ্গা করিয়া খাইতেন। এবং ঐসঙ্গে তাহার ভিতরে কিছু কিছু নিম পাতা দিতেন। ক্রমে ক্রমে শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিল— চক্ষু দৃষ্টি শক্তি হীন হইল। আর ভিক্ষায় যাইতে পারেন না. কুণ্ডের জল পান করিয়া কয়েক দিন গেল। অবশেষে জল ও আনিবার শক্তি গেল, দুই তিন দিন জল ও বন্ধ হওয়ার পর শ্রীশ্রীরাধারাণীর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তিনি ললিতার করে ধরিয়া বলিলেন—তুমি আমার নামে কলঙ্ক দিবে কি? এখনও কৃষ্ণদাসকে কৃপা করিতেছ না কেন? এই লও প্রসাদ থালি। উহা লইয়া শীঘ্রই তাহাকে ভোজন করাও। তখন ললিতাজী সেই প্রসাদের থালি লইয়া দোমন বনে শ্রীকৃষ্ণ দাসজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—এ বাবাজী! এ প্রসাদ পাইলে। মেরে মেইয়া তেরো দুখ দেখ্‌ করকে মেরো হাতমে প্রসাদ ভেজ দিয়া, পায়লে। তখন বাবাজী মহারাজ সেই মৃত—সঞ্জীবনী বানী সুধা শ্রবণ পুটে পান করতঃ প্রসাদের অলৌকিক সৌগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক সবল হইয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন এবং ক্রমশ দিব্য শক্তি সম্পন্ন হইলেন। পাত্রটি সেই স্থানে রজে মাজিয়া দিলেন। তখন সেই ব্রজ বালা বেশ ধারিনী শ্রীললিতাজী বলিলেন—রে বাবাজী, তু মাংবেকু ন যাইবেঁও? তখন বাবাজী বলিলেন, আঁখমে ত দেখে হি নাই, কৈছে যায়ঙ্গে? তখন বালিকা বলিলেন আঁখমে দেখ্‌নেছে যায়ঙ্গে? বালিকা —মেরে মাইয়া এক অঁাজন দিয়ে, মে তেরো অঁাখমে লাগাই দেয়ঙ্গে। ঘণ্টাভর তু আঁখ মুদকে রহনা। তব্‌ আঁখ্‌ আচ্ছা হহ যায়েঙ্গে।" এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ চক্ষুতে কি জানি এক বস্তু লাগাইয়া দিয়া বাম চক্ষু স্পর্শ করিবা মাত্রই বাবাজী মহাশয় চক্ষু উন্মীলন করিলেন কিন্তু সেই বালিকা বা থালি কিছুই দেখিতে পাইলেন না কিন্তু এক অলৌকিক সৌগন্ধ পাইতে লাগিলেন. তখন সেই অলৌকিক ঘটনার হেতু নির্ণয়ার্থে তিনি আরও তিন দিন পড়িয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসের রাত্রিতে তন্দ্রাবেশে তিনি দেখিলেন—কোটি বিদ্যুদ্‌ বিমর্দ্দি কান্তি এক দেবী বলিতেছেন—তুমি কেন এত বেদনা

পাইতেছ ? আর ও কি তোমার ভয় আছে ? মদভিন্না ললিতার ললিত করে তোমার চক্ষু দান হইয়াছে। সেই সঙ্গে তুমি আমার সর্ব্বশক্তি কি লাভ কর নাই ? তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখান হইতে গোবর্দ্ধনে গিয়া কনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ কে মৎ পাদ পদ্ম লাভের সহজ সোপান জানাইয়া কৃতার্থ কর। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর আপনাকে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত ও কৃত কৃতার্থ মনে করিয়া প্রেম—সিন্ধুর ঘাত—প্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে গোবর্দ্ধন তটে উপস্থিত হইলেন হইলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় কোন ব্যুৎপত্তি না থাকায় গোস্বামী গ্রন্থাবলী আস্বাদন করিতে পারিতেন না বলিয়া খেদ হইত। আবার অধ্যয়ন করিতে গেলে, ভজন বিঘ্ন হয়, ভজন করিতে গেলে আর অধ্যয়ন হয় না—উভয় সংকট। চিত্তের উদ্বেগ রাত্রিতে নিদ্রা নাই। মানস গঙ্গায় দেহ ত্যাগের ইচ্ছা। শেষ রাত্রে তাঁহার ভজন কুটীরের সম্মুখে আসিয়া যেন কেহ তাঁহাকে ডাকিলেন। কুটীরের বাহিরে আসিয়া যে তাঁহার চির পরিচিত কন্থাকরঙ্গধারী শ্রীসনাতন প্রভুপাদ এবং সুদিব্য রূপ সম্পন্না শ্রীললিতাদেবী। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় তাঁহাদের চরণ প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন সনাতন প্রভু মহাস্নেহে তাঁহার মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—ছ্যাখ, কৃষ্ণদাস, বেশ ভাল আছিস্ ত ? মাধুকরী মিলে ত ? তাতে পেট ভরে যায় ত ? কৃষ্ণদাসজী সাশ্রুনেত্রে গদ গদ কণ্ঠে হ্যাঁ প্রভো, বলিয়া উত্তর দিলেন। তখন সনাতন প্রভু বলিলেন—ছ্যাখ্, শাস্ত্র অনন্ত যার যতদূর অধিকার, তার পক্ষে—ততদূর যথেষ্ট তজ্জন্য তোকে আর মরিতে হইবে কেন ? এরূপ কুবুদ্ধি আর করিস্ না। তোর দ্বারা আমাদের অনেক কার্য্য উদ্ধার হইবে। আজ হইতে আমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বশাস্ত্র তোর স্বতঃই স্ফূর্ত্তি হইবে। ললিতা দেবী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—তুই যখন আমাদিগকে স্মরন করবি তখন আমরা তোর—হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাব। তোর দ্বারা ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট ভজন মুদ্রা প্রকাশ হইবে। দুইজনই তাঁহাপ মস্তকে চরণ দিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তৎপরে বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের বিরহে অধীর না হইয়া বরং সমুদ্রবৎ গম্ভীরই হইলেন।

একদা দক্ষিন দেশীয় এক তৈলঙ্গ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসেন। সেখানে তাঁহার সমকক্ষ কোন এক পণ্ডিত না পাইলে সকলেই তাঁহাকে শ্রীরাধা কুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনে যাইতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ক্রমে বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বাবাজী তাঁহাকে নানাভাবে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন, কোন ফল হইল না ? দিগ্বিজয়ী বলিলেন—আমি বহু পণ্ডিত দেখিয়াছি—কিন্তু শুদ্ধভাবে বেদ—পারায়ণ কারী পণ্ডিত দেখিলাম না। বাবাজী তাঁহাকে সামবেদে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলেন। তিনি অতি সুললিত স্বরে শ্রুতিমন্ত্র পাঠ করিলেন। বাবাজী স্বরের তিন স্থানে দোষ ধরিলেন। বাবাজী পরে উহা শুদ্ধভাবে পাঠ করায় দিগ্বিজয়ী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—'আপনার বিদ্যা জাগতিক নহে। আপনার সঙ্গে কক্ষা করিতে পারে এমন কেহ জগতে নাই।'

তিনি রাগানুগা ভজনে প্রগাঢ় অভিনিবেশ বশতঃ অষ্টকালীন লীলা স্মরণ করিতে করিতে সর্ব্বদা

প্রেমাবিষ্ট থাকিতেন। অনবরত নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু, নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা—মুখ হইতে লালা নির্গত হইত। দুই পার্শ্বে দুইজন থাকিয়া মুছাইয়া দিতেন।

এই সময় তিনি গোবিন্দ লীলামৃত, কৃষ্ণ ভাবনামৃত, সংকল্প কল্পদ্রুম, পদকল্পতরু, ক্ষণদাগীত চিন্তামণি, পদামৃত সমুদ্র প্রভৃতি আস্বাদন করিতেন। মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলা স্মরণের সহিত শ্রী-গোবিন্দের অষ্টকালীন লীলা স্মরণের উপযোগী একটি পদ্ধতি গ্রন্থ প্রনয়ন করেন এবং অনুগত বৈষ্ণবগণকে ভজন শিক্ষা দিতেন।

একদিন একজন বৈষ্ণব শুধুই কাঁদিতে লাগিলেন—তিনি বলিলেন আজ আমি কিছুই ভজন করিতে পারি নাই। প্রাতে মদীয় স্বামিনীর দক্ষিন হস্তে অলঙ্কার পরাইতে গিয়া শ্রীহস্তে যে শোভা মনে লাগিয়া গেল, আমি সমস্ত দিনেও সেখান হইতে মন সরাইতে পারি নাই। সিদ্ধ বাবা বলিলেন—আজিই তোমার যথার্থ ভজন হইয়াছে।

সিদ্ধ জয় কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারজ (রণবাড়ী)

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান যশোহরের অন্তর্গত মহাম্মদপুর গ্রাম, (সীতারামের রাজ-ধানী) বিবাহের রাত্রে গৃহত্যাগ—ব্রজধামে গমন। জঙ্গলাকীর্ণ রণবাড়ীতে ভজন কুটীর করিয়া দৃঢ় ভজন করিতেন বলিরা কোন তীর্থাদি দর্শন হয় নাই। কঠোর ভজনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরাধারাণী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন এবং আদেশ করিলেন—'তুমি বৃন্দাবনে আমার চরণে আসিয়াছ, এ ধাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইও না। এখানে থাকিয়া ভজন কর। ইহাতেই তোমার সর্ব্বসিদ্ধ লাভ হইবে। তীর্থাদি ভ্রমণের প্রয়োজন নাই।' ঐ স্বপ্নাদেশকে স্বমনো বুদ্ধিজাত কল্পনা করিয়া গ্রাহ্য না করিয়া দ্বারকায় যান। হরি ভক্তি বিলাসাসের মতে তপ্ত মুদ্রাদি গ্রহণ করেন। ইহাতে চিত্তে বিক্ষেপ, তীর্থ ভ্রমণে অরুচি দেখা যায়। পুনং ব্রজে আগমন করিলে রাধারাণীর আদেশ—'তুমি দ্বারকায় তপ্ত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া সত্য—ভামার গণ ভুক্ত হইয়াছ। অতএব তুমি ব্রজবাসের অনুপযোগী হইয়াছ, দ্বারকাতেই চলিয়া যাও।' গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ বাবার নিকট নিবেদন করায়, তিনি বলিলেন—আপনাকে স্পর্শ করা ও আমাদের উচিত নয়—প্রিয়াজীর সাক্ষাৎ আদেশের উপর অন্য কোন উপদেশ মনোবুদ্ধির অগোচর। হতাশ হইয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়া তিনমাস পর্য্যন্ত অত্যুৎকট বিরহানলে দগ্ধীভূত হইতে হইতে অবশেষে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

অহো! ইষ্টদেবীর বিরহে কি সুদুঃসহ বিরহানল! বিরহানল!!

সিদ্ধ শ্রীমধুসুদন দাস বাবাজী মহাশয় (সুর্য্যকুণ্ড)

পুর্ব্বাশ্রমে কুলীন ব্রহ্মণ। বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণানুরাগী। অনিচ্ছাসত্বেও মাতাপিতা বাল্যে

বিবাহ দিয়াছিলেন। বাসর ঘর হইতে পলাইয়া বৃন্দাবনে আসেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতেন। অনাহারে বনে জঙ্গলে থাকিয়া নাম ভজন করিতেন। অতঃপর দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কারণ কাঁদিলেই দীক্ষা। এমন সময় কেশী তীর্থে জনৈক মহাত্মা গঙ্গামাতা বংশের আসিয়া অযাচিত ভাবে বলিলেন—বেটা যা তুই যমুনায় স্নান করে আয়, আমি তোকে দীক্ষা মন্ত্র দিব। দিব্য চিন্তামণি ধামের অলৌকিক প্রভাবে বৈষ্ণব মহাত্মা তাঁহাকে দশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। মন্ত্র লাভ করিয়া তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রদাতা অন্তর্হিত হইলেন। মানসী গঙ্গায় আসিয়া সিদ্ধ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের নিকটে বলিলেন—'আমি মুর্খ বালক, কিছুই জানি না। আমাকে কৃপা করিয়া ভজন রীতি উপদেশ করুণ।

সিদ্ধ বাবা তাঁহার তেজঃ ও ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ও গৃহত্যাগাবধি দীক্ষা লাভ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই নিবেদন করিলেন। সিদ্ধবাবা সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন—আমাদের রাগের ভজন ও সম্বন্ধানুগা। গুরুপরিবার হইতেই সম্বন্ধ নির্ণয় হয়। তোমার শ্রীগুরুদেবের নাম পরিবার কিছুই জানা নাই, এইজন্য রাগানুগা ভজনে তোমার অধিকার নাই। অথচ তুমি মন্ত্রার্থের সহিত এ সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাইয়াছ। এই জন্য পুনঃ দীক্ষা লাভের তোমার অপেক্ষা নাই! অতএব আমা দ্বারা তোমাকে ভজন শিক্ষা দেওয়া হইবে না। তখনকার দিনে সম্প্রদায় পরম্পরার তীব্র শাসন ছিল, কেহ তিল মাত্র ব্যতিক্রম করিতেন না। এই কথায় হতাশ হইয়া দারুন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন! তখন দয়া পরবশ হইয়া সিদ্ধ বাবা তাহাকে কাম্য বনে সিদ্ধ জয় কৃষ্ণ বাবাজী মহাশয়ের নিকট যাইতে বলিলেন। তিনিই তোমাকে গুরুদেবের পরিচয় ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিবেন। কিন্তু সেখানে যাইয়া ও সিদ্ধবাবা সর্ব্ববিৎ হইয়া ও ভবিষ্যতে উপধর্ম্মের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ বলিলেন—ভাই! এ বিষয়ে আমি কিছু অনুমান করিতে পারিতেছি না। অথচ তোমার দীক্ষা লঙ্ঘন করাও অনুচিত। এ অবস্থায় তোমার রাগানুগা ভজনে অধিকার নাই। তুমি একান্তে বসিয়া হরিনাম কর। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীরাধা রাণী যাহা করেন, তাহাই হইবে। অথবা তোমার চিন্তামর্নি স্বরূপ শ্রীগুরুদেব হইতে ইচ্ছামাত্র যেমন মন্ত্র লাভ করিয়াছ! তেমনি অবশিষ্ট বাঞ্ছাও তিনিই পুর্ণ করিবেন। এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন। রোদন করিতে করিতে রাধাকুণ্ড তটে আসিয়া খেদে বিষাদে স্থির করিলেন, যদি এ জীবনে ভজন করিতে না পারি তবে জীবনে কি প্রয়োজন, শ্রীকুণ্ড জলে জীবন ত্যাগ করিব। অদ্য রাত্রেই কুণ্ড জীবনে ত্যজিব জীবন। কৃত সংকল্প—কার্য্যতঃ তাহাই হইল তিনি অর্দ্ধ রাত্রিতে গলায় শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা বাঁধিয়া কুণ্ডজলে ঝাঁপ দিলেন এবং ক্রমশ অতল জলে গিয়া পড়িলেন, সেই সময় হঠাৎ কেহ কণ্ঠবদ্ধ শিলা খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহার হস্তে একখানি তালপত্র প্রদান করতঃ তাঁহাকে তীরে ক্ষেপন করিলেন। কিছুক্ষন পরে প্রভাত হইল। মৃত্যু হইল না বলিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাল পত্রখানি পাইয়া হর্ষিত ও হইলেন। পত্র খানি লইয়া তিনি গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সব কথা বলিলেন। সিদ্ধ

বাবা পত্র বিষয়ে কিছু না বলিয়া তাঁহাকে পুনঃ কাম্য বণের সিদ্ধ বাবার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সিদ্ধ জয় কৃষ্ণ বাবা সেই তালপত্রখানি দেখিয়া বলিলেন—তোমার উপর প্রিয়াজীর যথেষ্ট কৃপা আছে কিন্তু যাহা পাইয়াছ, তাহাও অব্যক্ত, বহির্জগৎ কে ত আমি বুঝাইতে পারিব না। তুমি পুনঃ শ্রীকুণ্ডে গিয়া প্রিয়াজীকে ডাক, তিনি অবশ্যই কৃপা করিয়া তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। তিনি উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে সিদ্ধ বাবার কৃপায় সেই রাত্রিতে শ্রীপ্রিয়াজী সাক্ষাৎ হইয়া শ্রীমধুসূদন দাসজীকে উপদেশ করিলেন—'সূর্য্য কুণ্ডে গিয়া বাস করতঃ ভজন কর : সেই স্থানেই তোমার সেবা লাভ হইবে।' অধিকন্তু যে মন্ত্র তুমি পাইয়াছ, সেই মন্ত্রে কাহাকেও দীক্ষিত করিও না। তাহা আজীবন গোপন রাখিও। উত্তরকালে সিদ্ধ বাবার ভেকের শিষ্য ও ভজন শিক্ষার অনেক হইয়াছিল কিন্তু কাহাকেও তিনি মন্ত্র-দীক্ষা দেন নাই।

কথিত আছে যে, তাঁহাকে একদিন প্রিয়াজি স্বপ্নাদেশে বলিলেন—তুমি সূর্য্যকুণ্ডের যে ঘাটে স্নান কর, ঐ ঘাটের কণ্ঠ—দঘ্ন জলে একটি শিলা আছে, তাহাতে আমাদের দুই ভগ্নির কেয়ুর অঙ্গদাদির চিহ্ন আছে। আমরা স্নান কবিবার সময় অলঙ্কার খুলিয়া ঐ পাথরের উপরে রাখিতাম। তাহাতে পাথর খানি গলিয়া ঐ চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। তুমি ঐখানা উঠাইয়া আনিয়া পূজা কর। স্বপ্নাদেশ পাইয়া জলে ডুবিয়া তিনি ৩ মন, ২।। মন ভারি শিলাখানি ফুলের মালার ন্যায় বুকে ধরিয়া উপরে রাখিলেন। এখন ও ভাগ্যবান্ গন সেই শিলায় সেই চিহ্নাদি দেখিতে পান।

জীবনের অন্তিম ভাগে তিনি বাত্রির শেগ যামে জাগরিত হইয়া কুণ্ডতীরে বসিয়া কুণ্ডেশ্বরীর অহেতুক কৃপা কথা স্মরণ করিয়া অত্যুচ্চৈস্বরে হা বৃষভানু, নন্দিনী রাধে! হা বিশ্বম্ভর গৌর হরি! বলিয়া কাঁদিতেন, গ্রাম হইতেই মাবুকরী নির্ব্বাহ হইত।

তাঁহার স্ত্রী একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে ব্রজে আসিয়া বহু অনুসন্ধান করিয়া দর্শন পান নাই। বলিয়া গেলেন—তুমি স্বচ্ছন্দে ভজন কর।

ইহার পরে তাঁহার পায়ে ক্ষত হইল। রোগের যন্ত্রনা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। নির্জ্জন বন-ভূমিতে রহিলেন। প্রতিক্ষনে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। করুণাময়ী আর থাকিতে পারি লন না। এক কিশোরী ব্রজ বালিকা রূপে কিছু রুটি ও জল লইয়া তৃতীয় দিবসে অপরাহ্ণে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন—'আরে তু হিয়া কাইকো আয় পড়া হ্যায়! হাম ত কেতনা ঢুড়তে হুয়ে হিয়া আয়ী। তু কালভী মাধুকরী লানেমে নেই গিয়ে, পরশু ভি নেই গিয়ে, মাইয়ানে তেরে তাঁই রোটি, ভেজি, খাইলে।'

কিশোরী বালিকাটি বহুদিনেয় পরিচিত, যে বাড়ীর বালিকা তাহাও তিনি জানিতেন। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরিহাস ও প্রণয় কোপের সহিত বলিলেন—'তু কাইয়া হিঁয়া আয়ী? তু কৈছে জানি হাম্ হিঁয়া পড়া হুঁ? বালিকা—'হামে সব খবর পড় যা, খা লে, হাম যাউঙ্গী, কাম হ্যায়।' বাবাজী—মেঁ নেই খাউঙ্গে, তু লে যা।' —'বালিকা—মাইয়ানে কহ দিয়া সামনে জিমায়ে আইয়ো। খায়গা কেউ

নেই। শরীর মে আরাম ব্যারাম সবহি হোতা হে জীউ ছোড়নে সে ভজন পুরা হোতা-নেহি, খাইলে। বালিকাটির মিষ্ট কথায় বাবাজী মহাশয় খাইতে বাধ্য হইলেন। তিন দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণায় সবই খাইলেন এবং বলিলেন-'ফির কব্ ভি মৎ আইয়ো।' কিশোরী তাঁহার দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু মন্দ হাসিয়া চলিয়া গেলেন। কতক্ষন পরে তিনি দেখিলেন—যে গায়ে কোন জ্বালা যন্ত্রনা নাই। নেকড়া সরাইয়া দেখিলেন যে পায়ে ক্ষতও নাই। তখন মনে মনে কিছু সন্দেহ হইল। ধীরে ধীরে উঠিয়া তিনি যে বাড়ীর বালিকা সেই বাড়ীতে গেলেন। ব্রজ মায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার লালী কাঁহা? ব্রজমায়ী নে কহা-ও ত শ্বশুরাল মে হ্যায়। বাবাজী—কভ্ তে গঈ? ব্রজমায়ী-তিন মাহিনা ত হুয়াই। বাবাজী তখন রহস্য বুঝিলেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে একদিন এক বাবাজী আসিয়া প্রশ্ন করিলেন বাবা আমি যোগ পীঠের রহস্য ভাল বুঝি না। আপনি এ বিষয়ে আলোক পাত করুন। সিদ্ধ বাবা ঐ যোগ পীঠের কথা বলিতে বলিতে পরমাবিষ্ট ভাব ধারন করিলে ঐ দিন অপরাহ্নে তিনি নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হন। সেদিন ছিল অগ্রহায়নের শুক্লা অষ্টমী।

অন্তিম মুহুর্ত্তে—বাবাজী শ্রী কৃষ্ণ রাস করিয়া কোথায় বিশ্রাম করিলেন? সেবাকুঞ্জে, না সঙ্কেত বনে? তখন একটি গুরুগম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল—বাবাজী মহারাজের ব্রহ্মরন্ধ্রে ভেদ করিয়া প্রাণ বায়ু নির্গত হইল।

চিদনুভূতি প্রাপ্ত মহাজন

শ্রীহরি সুন্দর ভৌমিক (ভূঁঞা) মহাশয় (পাবনা)

এই মহাত্মা কখনও শ্রীরাধারানীর শ্রীচরন বিস্মৃত হইতেন না—শ্রীরাধারানীর স্ফূর্ত্তি ব্যতীত বাহ্য দেহে আহার, নিদ্রা, চলন, কথন, প্রমন প্রভৃতি কোন কাজই—তিনি করিতেন না এবং নিজেও নিজগনকে ও সেই শিক্ষা দিতেন। শ্রীরাধারানীর ভাবানুসরন ও অনুমোদন ব্যতীত কোন কাজই করিবে না।

শ্রীল গৌরদাস বাবাজী (নন্দগাঁও)

শ্রীশ্রীরাধারানীর পাদ পদ্মে নিশ্চলা মতি জন্মিলেই কৃষ্ণকৃপা ত্বরান্বিত হয় এবং সুলভ ও হইয়া থাকে তাহার জাজ্জ্বলামান প্রমান এই বাবাজী মহারাজ।

বঙ্গাব্দ প্রায় ১৩০০ সালে শ্রীনন্দ গ্রামে পাবন সরোবরের তীরে শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর ভজন কুটীরে শ্রীগৌর দাস বাবাজী ভজন করিতেন। তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রেম সরোবরের নিকট গাজীপুর হইতে ফুল আনিয়া মাল্য রচনা করিয়া শ্রীলালাজীর সেবা করিতেন। ঐ ফুল সেবার দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা লাভ করেন। ৫ ৬ বৎসর ফুল সেবা করিবার পর, ইহার মনে অভিমান হইল—এতদিন পর্যন্ত শ্রীলালাজীর ফুল সেবা করিলেও তিনি ত আর আমাকে দয়া

করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একটু কঠিন চিত্ত হন। শ্রীমতী বৃষভানুরাজ নন্দিনীর চিত্ত কারুন্যরসে আর্দ্র। আমি এতদিন শ্রীজির সেবা করিলে নিশ্চই তিনি দয়া করিতেন। আজই আমি বর্ষানে যাইব। এখানে আর থাকিব না।

বৈকালেই কাঁথা করঙ্গ ইত্যাদি পিঠে বাঁধিয়া সন্ধ্যায় একটু আগে ইনি নন্দ গ্রামের এক মাইল দক্ষিনে মাঠের মধ্যে দিয়া যাইতেছেন। গরুর পাল গ্রামে আসিতেছে। লোহিত কিরন জ্বাল বিস্তার করিয়া সূর্যাদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এমন সময় একটি কৃষ্ণকায় সুন্দর বালক বাবাজীকে বলিতেছেন—বাবাজী—তু কাঁহা যায়? বাবাজী-লালা, হাম বর্ষানমে যাযেঙ্গে বালক—না বাবাজী তুলোটুকে যা। বাবাজী–না লালা, মে ছে বরষ তক্ নন্দগ্রামে রহ কর, কুছ ত নেহি মিলে—বালক নেহ বাবাজী তু মান্ যা, তু মৎ যায়া করে। বাবাজি-হাম্‌নেহি রহেঙ্গে তু রাস্তা ছোড়্ দে। বালক-কিন্তু দুই হাত পসারিয়া বাবাজির পথ রোধ করিয়াছেন।

যে দিকে বাবাজী যান, সেই দিকে দুই হাত প্রসার করিয়া বালক পথরোধ করিলেন, তখন বাবাজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—ছোড়। তু কাঁহে এত্না উদাম করে? তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, বালক বলিলেন বাবাজি তব্ হামারা ফুল সেবা কোন্ করেগা। যেই এই কথা বলা—তখনি বাবাজী বলিলেন, ছোড়া তু কোন্ রে? আর সে বালক ও নাই, গরু বাছুরও নাই, বাবাজী ব্যাকুল প্রানে কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ! এমন করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিলে? হায়, আমি কিছুতেই তোমাকে চিনিলাম না, তোমার কথাও বুঝিলাম না। হে দীনবৎসল, আমি নরাধম, আমাকে দয়া কর। এই ভাবে সে রাত্রি নন্দ গ্রামে আসিয়া সারা রাত্রি কাঁদিয়াই কাটাইলেন। পূজারীর প্রতি আদেশ হইল–দেখিস্, গৌরদাস যেন আমার ফুল-সেবা না ছাড়ে।

শ্রীরাধা রানী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ও সমধিক করুনাময়ী জানিয়া যেইম ত্র তাঁহার শ্রীপাদ প.শ্নের দিকে ঝুঁকিলেন অমনি সিদ্ধি লাভ করতল গত হইল।

শ্রীরাধাকুণ্ডেকুণ্ডেশ্বরীর অপার ভক্ত বৎসলতার প্রকাশ।

শ্রীরূপ–রঘুনাথাদি গৌরপার্ষদগন যখন রাধাকুণ্ডে ভজন করিতেন তখন সেখানে গভীরজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। একদা শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকুণ্ডের উন্মুক্ত প্রান্তরে ভজন রত রহিয়াছেন। এমনি সময় তাঁহার অগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ তাঁহাকে দর্শনের জন্য তথায় আসিয়া একটি দৃশ্য দর্শন করিয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন শ্রীরূপ গোস্বামী কুণ্ডতীরে যেখানে বসিয়া জভন করিতেছেন, তাঁহার উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র কুণ্ডের জল পান করিতেছেন। তিনি অতি সত্বর শ্রীরূপকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, রূপ তোমার দুই পার্শ্বে কাহারা জল পান করিতেছে, শুধু তাই নয়, পশ্চাতে অবলোকন করিয়া দেখ—স্বয়ং রাধা ঠাকুরানী গোপিকার বেশে হস্তে দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তোমাকে পাহারা

দিতেছেন। আজ হইতে তুমি আর এই রূপ উন্মুক্ত প্রান্তরে ভজন করিবে না এবং এই ভাবে সুকুমারী শ্রীরাধারাণীকে দিয়া প্রহরীর কাজ করাইবে না।

আবার অন্য একদিনে গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও উন্মুক্ত প্রান্তরে ভজন কালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ উপনীত হইয়া এক পরম বিস্ময়কর দৃশ্য দর্শন করিয়া রঘুনাথকে বলিলেন—রঘুনাথ! তুমি কি ভজন করিতেছ—তোমাকে ছায়াদানের জন্য পশ্চাৎ ভাগে মদীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরানী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! তুমি ভজন কুটিরের অভ্যন্তরে ভজন করিও।

পরিশেষে মন্তব্য এই যে উপরোক্ত শ্রীরাধারানীর কৃপা প্রাপ্ত অমলাত্মা মহাভাগবতগন ব্যতীত আর ও অসংখ্য ভাগবতগন আছেন যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নিরন্তর গোপন ভজন করিয়া যাইতেছেন, অথচ বাহিরে কোন প্রকাশ, নাই তাঁহারা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি কিছুই প্রার্থনা করেন না যেমন শ্রীগৌর সুন্দরের পার্ষদ ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধাবিনোদ জীউর নিত্য সেবক, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী পাদ তিনি একদা রাধাকুণ্ড অবস্থিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ কে গোপনে বলিয়া আসেন, যেন তাঁহার আরব্ধ গ্রন্থে তাঁহার নাম কোথাও উল্লেখ না করেন।

এই আত্ম গোপনতায় অনেক অনেক মহাত্মার নাম ও সেবায় উত্তমতার কথা চিরকাল গোপনে থাকিয়া যায়।